জূদুল মুন্‌'ইম

শরহে মুকাদ্দমায়ে মুসলিম

মাওলানা নো'মান আহমদ
মুহাদ্দিস জামি'আ রাহমানিয়া, ঢাকা

দারুল উলুম লাইব্রেরী
[অভিজাত ইসলামী পুস্তক প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান]
ইসলামী টাওয়ার (আন্ডার গ্রাউন্ড)
১১/১, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

জূদুল মুন্'ইম
শরহে মুকাদ্দমায়ে মুসলিম

মাওলানা নো'মান আহমদ
মুহাদ্দিস জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া,
মুহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭

প্রকাশক
শহীদুল ইসলাম
মোবাইল ঃ ০১৭১২-৫০৭৮৭৭

প্রথম প্রকাশ ঃ আগস্ট, ২০০৪ ইং
দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ অক্টোবর, ২০০৫ ইং
তৃতীয় মুদ্রণ ঃ ডিসেম্বর, ২০০৬ ইং
চতুর্থ মুদ্রণ ঃ সেপ্টেম্বর, ২০০৮ ইং

মূল্য ঃ একশত চল্লিশ টাকা মাত্র।

আল-ইহদা

বুখারী শরীফের সর্বপ্রথম বাংলা ব্যাখ্যাতা শায়খুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক (দা.বা.) ও দারুল উলূম মঈনুল ইসলাম হাটহাজারীর মহা পরিচালক হযরতুল আল্লাম মাওলানা আহমদ শফী (দা.বা.) -এর শুভ হায়াত কামনায় এবং পটিয়া জামিয়া ইসলামিয়ার সাবেক মহা পরিচালক হযরত আল্লামা হারুন ইসলামাবাদী (র.) -এর রূহের প্রতি ঈসালে সওয়াবের আশায়।

—— নোমান আহমদ

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

بسم الله الرحمن الرحيم

الله اكبر كبيرًا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا۔
صلوة الله وسلامه حلى حبيبه خاتم الانبياء محمد واله واصحابه
وتابعيه دائما ابدا۔ اما بعد۔

রাব্বুল আলামীনের অসীম শুকরিয়া। তাঁর অসীম রহমতে জূদুল মুন'ইম শরহে মুকাদ্দমায়ে মুসলিম প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। সৃষ্টিকর্তার মেহেরবানী, আব্বা-আম্মার চোখের পানি ও দু'আর বরকতে, অনেক দিন পর্যন্ত মুসলিম শরীফের (প্রথম খন্ড) দরস দানের সৌভাগ্য হয়েছে। দরস দিতে হয় বলে কিছু কিতাবাদি ঘাটাঘাটি করতে হয়। এই সুযোগে মনে করলাম বিশ্বখ্যাত হাদীস গ্রন্থ সহীহ মুসলিমের জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ মুকাদ্দমার একটি সহজ-সরল ব্যাখ্যাগ্রন্থ বাংলা ভাষায় তৈরী করব। অবশ্য এর পূর্বে এর অনেকগুলো মূল্যবান আরবী উর্দূ ব্যাখ্যাগ্রন্থ বেরিয়েছে। এমনকি এই নালায়েকও 'ফয়যুল মুলহিম' নামক (১৯২ পৃষ্ঠা) একটি শরাহ লিখেছে। এটি ছাপাও হয়েছে। তবে দুঃখজনকভাবে তাতে অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ ও সুন্দর বিষয় আসা সত্ত্বেও প্রুফ দেখার সময় ভীষণ তাড়াহুড়ার কারণে অনেক ভুল থেকে গেছে। এদিকে লক্ষ্য করেও সংক্ষিপ্তাকারে সহজে কিতাব অনুধাবন করার মত বাংলা ভাষায় একটি ব্যাখ্যা তৈরীর কাজে হাত দেই।

এতে বেশি উপকৃত হয়েছি স্নেহপ্রবণ মুহাক্কিক উস্তাদ আল্লামা মুফতী সাঈদ আহমদ পালনপুরী (দা.বা.) -এর শরাহ ফয়যুল মুনইম দ্বারা। তাঁর গ্রন্থের প্রায় পুরো বিষয়ই এখানে এসে গেছে। এছাড়াও হযরতুল উস্তাদ আল্লামা নেয়ামাতুল্লাহ আজমী (দা.বা.) -এর গ্রন্থ নি'মাতুল মুন'ইম, ফাতহুল মুলহিম নববী, তাদরীবুর রাবী, তাকরীবুন নববী, ফয়যুল মুলহিম ইত্যাদি দ্বারা প্রচুর উপকৃত হয়েছি চেষ্টা করেছি কিতাব হল করার জন্য মোটামুটি

জরুরী বিষয়গুলো দিয়ে এটিকে সাজাতে। ফলে অনুবাদ, সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা, তারকীব, আসমাউর রিজাল ইত্যাদি বিষয় পেশ করেছি। একজন অজ্ঞ তালিবে ইলম হিসাবে যতটুকু সম্ভব হয়েছে সম্মানিত পাঠকের সামনে তুলে ধরেছি। আপাদ-মস্তক ভুলে পরিপূর্ণ এই অক্ষম বান্দার এই গ্রন্থটিও অবশ্যই ভুলত্রুটি থেকে মুক্ত নয়। কোন সহৃদয় পাঠক মুক্ত মনে খালেস আল্লাহ সন্তুষ্টির নিয়তে যদি কোন ত্রুটি সম্পর্কে অবহিত করেন, তাহলে আমরা সবাই উপকৃত হতে পারব।

অবশেষে মাওলানা শহীদুল ইসলাম ও মুফতী মুহাম্মাদ উমর ফারুকসহ সংশ্লিষ্ট সহযোগী সবার জাযায়ে খায়ের কামনা করে ইতি টানছি।

ইয়া রব্বাল আলামীন! তোমার অবারিত রহমতের উপর ভরসা করে পাঠকের হাতে গ্রন্থটি তুলে দিচ্ছি। অনুগ্রহ করে তুমি কবুল করে নাও। তোমার বান্দাদের উপকৃত কর। আমাদেরও মাহরুম কর না। এটিকে আমাদের নাজাতের উসিলা বানাও। তোমার হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সম্পর্কের মাধ্যম বানাও। দুনিয়া-আখিরাতে আমাদেরকে বেইজ্জত কর না।

اللهم رحمتك ارجو فلا تكلنى إلى نفسى طرفة عين واصلح لى شانى كله لا اله الا انت۔ اللهم مغفرتك اوسع من ذنوبى ورحمتك ارجى عندى من عملى حسبى الله ونعم الوكيل عليه توكلنا۔ اللهم انى اعوذبك ان ارد الى ارذل العمر لكيلا اعلم بعد علم شيئا۔ وصلى الله على خير خلقه محمد واله واصحابه وتابعيه اجمعين۔

দু'আপ্রার্থী
নো'মান আহমদ
জামিয়া রাহমানিয়া ঢাকা
১১/০৮/২০০৪ইং

বিষয়	সূচীপত্র	পৃষ্ঠা নং

ইমাম মুসলিম (র.) ঃ জীবন ও কর্ম.. ১৩
নাম ও বংশ পরিচয় ঃ ১৩
জন্ম ও ওফাত ঃ.. ১৩
তাঁর ওফাতের বিস্ময়কর ঘটনা ঃ.. ১৩
উস্তাদগণ ঃ.. ১৪
শিষ্যবৃন্দ ঃ.. ১৪
যুহদ ও তাকওয়া ঃ.. ১৪
ফাযায়েল ও কামালাত ঃ.. ১৫
উস্তাদের প্রতি ভক্তি ১৫
শিক্ষা সফর ঃ ১৫
গ্রন্থাবলী ঃ ১৬
ইমাম মুসলিম (র.) -এর মাযহাব ঃ.. ১৬
সহীহ মুসলিম শরীফ ঃ.. ১৬
বৈশিষ্ট্য ঃ ১৭
মুসতাখরাজাত ঃ.. ১৭
ইখলাসের বরকত ঃ.. ১৮
মুসলিমের ব্যাখ্যাগ্রন্থ ও টীকা ঃ.. ১৮
সহীহ মুসলিমের খেদমতে বাংলাদেশী উলামায়ে কিরামের অবদান ১৯
মুসলিমের মুকাদ্দমা সহীহ মুসলিমের অংশ কিনা? ২০
সহীহ মুসলিমের শিরোনামসমূহ ঃ.. ২১
বর্তমান শিরোনামসমূহ ঃ ২১
ইমাম বুখারী (র.) থেকে তিনি রেওয়ায়াত গ্রহণ করেননি কেন?..... ২২
বিসমিল্লাহ ও হামদ বিষয়ক হাদীস ২৪
দুরূদের নিগূঢ় রহস্য ২৭
শুধু সালাত অথবা সালাম উল্লেখ করা জায়িয আছে.................... ২৭
সহীহ মুসলিম সংকলনের আবেদন ৩২
সহীহ মুসলিম কি জামি'? ৩২
গ্রন্থ কখনও গ্রন্থকারের জন্য উপকারী হয় ৩৪
সাধারণ লোকের জন্য সহীহ হাদীসগ্রন্থই উপকারী.................... ৩৫
হাদীসের সূক্ষ্ম ত্রুটি জানার পদ্ধতি.. ৩৮
মহামনীষীদের ব্যাপার সম্পূর্ণ ভিন্ন.. ৩৮

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
সহীহ মুসলিমের সংক্ষিপ্ত পরিচয়	৪০
সহীহ মুসলিমেও সমস্ত সহীহ হাদীস সংকলিত হয়নি	৪২
সহীহ মুসলিমে পুনরাবৃত্তি হয় অপারগতা বশতঃ	৪৩
মুসলিমের শর্তাবলীর বিস্তারিত বিবরণ	৪৫
যঈফ বা দুর্বল	৪৬
নির্ভরযোগ্য রাবী দুই প্রকার ঃ	৪৬
দ্বিতীয় শ্রেণীর রাবী	৪৮
রাবীদের শ্রেণীবদ্ধতা	৪৯
শ্রেণীবদ্ধ করণের ক্ষেত্রে আরো কিছু ব্যাখ্যা	৫২
উদাহরণে নিয়মের খেলাফ কেন করবেন?	৫৩
নাম উল্লেখ করে উদাহরণের কারণ	৫৪
قوله وقد ذكر عن عائشةؓ ঃ বুখারী মুসলিমের তা'লীকাতের হুকুম	৫৬
জালকারীদের হাদীস মুসলিমে গৃহীত হয়নি	৫৬
মওযূর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ	৫৯
হাদীস জালিয়াতির আলামত	৬০
হাদীস জালিয়াতির কারণ	৬০
হাদীস জালকারীদের উৎস	৬০
মওযূ' হাদীস বর্ণনার হুকুম	৬১
একটি প্রশ্ন ও এর উত্তর ঃ	৬১
সহীহ মুসলিমে মুনকার এবং গলদ হাদীস নেয়া হয়নি	৬১
এখানে মুনকার সংক্রান্ত কয়েকটি জিনিস জ্ঞাতব্য	৬৪
১. মুনকার হাদীস ঃ	৬৪
২. মুনকারুল হাদীস ঃ	৬৪
৩. মুনকারের অর্থ ঃ	৬৪
৪. মুনকার হাদীসের হুকুম ঃ	৬৪
৫. হাদীসে ফরদ ও গরীব ঃ	৬৪
زيادة الثقات ঃ নির্ভরযোগ্য রাবীদের বর্ধিত বিবরণ	৬৫
অতিরিক্ত অংশ কখন ধর্তব্য হবে?	৬৬
আলোচনা সমাপ্ত	৭০
গ্রন্থ সংকলনের আরেকটি কারণ	৭২
শুধু সহীহ রেওয়ায়াত বর্ণনা করা আবশ্যক	৭৫

বিষয়		পৃষ্ঠা নং

প্রথম দলীল ঃ কুরআনের আয়াত ৭৩
একটি প্রশ্নত্তোর ৭৮
দ্বিতীয় প্রমাণ ঃ হাদীস শরীফ ৭৯
নবী কারীম (সা.) -এর প্রতি মিথ্যারোপ করলে কি কাফির হয়? ৮১
হাদীসে মিথ্যা বিবরণের নিন্দা ৮১
হাদীস জালকারীর তওবা গ্রহণযেগ্য ৮৫
হাদীস বর্ণনা করার পূর্বে তাহকীক জরুরী ৮৬
অপরিচিত ও মুনকার হাদীস বর্ণনা করার ক্ষতি ৮৯
সবার সামনে সব হাদীস বর্ণনা করা উচিত নয় ৯০
নতুন নতুন হাদীস ৯০
শয়তানদের হাদীস ৯২
বড়দের নিকট থেকে হাদীসের গ্রহণযোগ্যতার ব্যাপারে মত গ্রহণ.... ৯৭
রাবীদের পরখ করা ৯৯
হাদীসে সনদ বর্ণনার গুরুত্ব ১০১
মুসলমানদের বৈশিষ্ট্য ১০২
বর্তমান যুগে হাদীসের সনদ ঃ ১০৩
গ্রন্থকারের সনদ ১০৩
আরেকটি সনদ ঃ ১০৪
আরেকটি সনদ ঃ ১০৪
আরেকটি সনদ ঃ ১০৪
আরেকটি সনদ ঃ ১০৪
জারহ ও তা'দীলের বৈধতার হিকমত ঃ ১০৪
অস্পষ্ট জারহ ও তা'দীলের হুকুম ঃ ১০৫
সনদে মুত্তাসিলের গুরুত্ব ১০৭
রাবীদের আদালত বা দীনদারীর গুরুত্ব ১০৯
দুটি প্রশ্নের উত্তর ১১১
দুর্বল রাবীদের সমালোচনা ১১২
এক. শাহর ইবন হাওশাব ১১৩
দুই. আব্বাদ ইবন কাছীর ১১৪
তিন. মুহাম্মাদ ইবন সাঈদ মাসলূব ১১৫
একটি প্রশ্ন ও উত্তর ১১৫

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
চার. সুফী-সাধকদের হাদীস	১১৬
পাঁচ. গালিব ইবন উবায়দুল্লাহ	১১৭
ছয়. আবুল মিকদাম হিশাম বসরী	১১৮
সাত. সুলায়মান ইবন হাজ্জাজ তায়েফী	১১৯
আট. রাওহ ইবন গুতাইফ	১২০
নয়. বাকিয়্যা ইবনুল ওয়ালীদ	১২১
দশ. হারিস আ'ওয়ার কূফী	১২২
১১. মুগীরা ইবন সাঈদ ১২. আবূ আব্দুর রহীম	১২৫
১৩. ওয়ায়েজদের হাদীস	১২৫
১৪. জাবির ইবন ইয়াযীদ জু'ফী	১২৬
১৫. হারিস ইবন হাসীরা	১৩০
তাফযীলী এবং কট্টর শিয়া	১৩১
১৬. দু'জন অজ্ঞাত রাবী সম্পর্কিত কালাম	১৩২
১৭. আবূ উমাইয়া আব্দুল করীম বসরী	১৩৩
একটি প্রশ্নের উত্তর	১৩৪
১৮. আবূ দাউদ আ'মা	১৩৪
১৯. আবূ জা'ফর হাশিমী	১৩৬
২০. আমর ইবন উবাইদ	১৩৭
২১. ওয়াসিতের বিচারপতি আবূ শায়বা	১৪০
২২. সালিহ মুররী	১৪১
২৩. হাসান ইবন উমারা	১৪১
২৪. যিয়াদ ইবন মায়মূন ২৫. খালিদ ইবন মাহদূজ	১৪৩
২৬. আব্দুল কুদ্দূস শামী	১৪৫
২৭. মাহদী ইবন হিলাল বসরী	১৪৬
২৮. আবান ইবন আবূ আইয়াশ	১৪৭
(......) বাকিয়্যা ইবনুল ওয়ালীদ ২৯. ইসমাঈল ইবন আইয়াশ (..)	
আ. কুদ্দূস শামী	১৫০
তাদলীসুশ্ শুয়ূখ	১৫১
তাদলীসুল ইসনাদ	১৫২
তাদলীসুত্ তাসবিয়াহ	১৫২
৩০. মু'আল্লা ইবন উরফান	১৫২

বিষয়		পৃষ্ঠা নং
৩১. অজ্ঞাত রাবী সংক্রান্ত কালাম		১৫৩
৩২. মুহাম্মাদ ৩৩. আবুল হুয়াইরিছ, ৩৪. শু'বা, ৩৫. সালিহ, ৩৬. হারাম, ৩৭. অজ্ঞাত		১৫৪
৩৮. শুরাহবীল ইবন সা'দ		১৫৭
৩৯. আব্দুল্লাহ ইবন মুহার্‌রার		১৫৮
৪০. ইয়াহইয়া ইবন আবূ উনাইসা		১৫৮
৪১. ফারকাদ ইবন ইয়াহইয়া সাবাখী		১৫৯
৪২. মুহাম্মাদ লাইসী ৪৩. ইয়াকূব ইবন আতা		১৬০
৪৪. হাকীম ৪৫. আব্দুল আ'লা ৪৬. মূসা ইবন দীনার ৪৭. মূসা ইবন দিহকান ৪৮. ঈসা মাদানী		১৬১
৪৯. উবায়দা ৫০. সারী ৫১. মুহাম্মদ		১৬২
দুর্বল রাবী সংক্রান্ত কালাম সমাপ্ত		১৬৩
দুর্বল রাবীদের সম্পর্কে কালাম ও জারহ (সমালোচনা) করা দীনী দায়িত্ব		১৬৪
দুর্বল রেওয়ায়াত বর্ণনা করার কারণ		১৬৭
মুহাদ্দিসীনে কিরাম দুর্বল হাদীস ও দুর্বলদের রেওয়ায়াত কেন উল্লেখ করেন?		১৬৮
৬. দুর্বল হাদীসের উপর নির্ভরতা ও আমল সংক্রান্ত মাযহাব সমূহ		১৬৮
হাদীসে মু'আন'আনের হুকুম		১৭১
আলোচনার সারনির্যাস ঃ		১৭১
সাক্ষাৎ প্রমাণিত হওয়ার শর্তারোপ কে করেছেন?		১৭৪
মুফতী সাঈদ আহমদ পালনপুরী (দা.বা.) -এর অভিমত		১৭৫
একটি বিভ্রান্তি ও এর অপনোদন		১৭৫
প্রথম প্রমাণ ঃ		১৭৫
দ্বিতীয় প্রমাণ ঃ		১৭৫
বাতিল মতবাদ খণ্ডন কখন জরুরী?		১৭৬
ভ্রান্ত মত		১৭৮
পছন্দনীয় উক্তি		১৮১
প্রমাণ তলব		১৮৪
নকলী বা ঐতিহ্যগত প্রমাণ নেই		১৮৫
যৌক্তিক প্রমাণ		১৮৫

বিষয়		পৃষ্ঠা নং

প্রমাণের উত্তর ১৮৭
প্রতিশ্রুত উদাহরণসমূহ.. ১৯২
সাবেক বিষয়ের দিকে প্রত্যাবর্তন ১৯৫
আকাবির মুহাদ্দিসীন অপ্রয়োজনে শ্রবণের তাহকীক করতেন না...... ১৯৬
শুধু মুদাল্লিসের শ্রবণ সম্পর্কেই অনুসন্ধান হত ১৯৭
সাক্ষাৎ ও শ্রবণের জ্ঞান ব্যতীত বিশুদ্ধ হাদীসের ১৬টি উদাহরণ...... ১৯৮
উদাহরণসমূহের উপর পর্যালোচনা.. ২০৬
পরিশিষ্ট... ২০৭

بسم الله الرحمن الرحيم

ইমাম মুসলিম (র.) ঃ জীবন ও কর্ম

নাম ও বংশ পরিচয় ঃ

নাম মুসলিম। উপনাম আবুল হুসাইন। উপাধি আসাকিরুদ্দীন। পিতা হাজ্জাজ। দাদা মুসলিম। পরদাদা ওয়ারদ। ঊর্ধ্বতন দাদার নাম কূশায। দেশীয় নিসবত নিশাপূরী। খান্দানী নিসবত কুশাইরী। কুশাইর আরবের একটি প্রসিদ্ধ গোত্র। প্রবল ধারণা অনুসারে ইমাম মুসলিম (র.) অনারব বংশোদ্ভূত ছিলেন। পরদাদা এবং উর্ধ্বতন দাদার নাম এর নিদর্শন। এ জন্য কুশাইর গোত্রের দিকে তার নিসবত প্রবল ধারণা মুতাবিক ওয়ালার কারণে ছিল। অর্থাৎ, তাঁর ঊর্ধ্বতন পরিবার তাঁদের হাতেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। যেরূপভাবে ইমাম বুখারী (র.) -এর নিসবত জু'ফী ছিল ওয়ালার কারণে। ইমাম যাহাবী (র.) -এর বক্তব্য অনুসারে তাই বোঝা যায়।

জন্ম ও ওফাত ঃ

তাঁর জন্ম হয় খোরাসানের রাজধানী নিশাপুরে ২৪০ হিজরী, মুতাবিক ৮২০ ইংরেজীতে। ইমাম শাফিঈ (র.) এ বছরই ওফাত লাভ করেন। পক্ষান্তরে ইমাম মুসলিম (র.) -এর ওফাত হয়েছে ২৫শে রজব ২৬১ হিজরী, মুতাবিক ৮৭৫ ইংরেজীতে রবিবার বিকেলে। সোমবার দিন নিশাপুরে তাঁকে সমাহিত করা হয়। এরূপভাবে তিনি ৫৭ বছর বয়স পেয়েছেন।

তাঁর ওফাতের বিস্ময়কর ঘটনা ঃ

সে ঘটনাটি হল, একবার মজলিসে দরসে একটি হাদীস সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। দুর্ঘটনা বশতঃ সে হাদীসটি তখন ইমাম সাহেব (র.) -এর মনে পড়ছিল না। তিনি ঘরে ফিরে আসলেন। খুরমার একটি টুকরী তাঁর সামনে পেশ করা হল। তিনি হাদীস অন্বেষণে এতটাই নিমগ্ন হয়ে পড়েছিলেন যে, আস্তে আস্তে সমস্ত খেজুর খেয়ে শেষ করে ফেললেন, হাদীসও পেয়ে গেলেন। আর এত প্রচুর পরিমাণ খেজুর ভক্ষণই তাঁর মৃত্যুর কারণ হয়ে দাড়ায়।

এর দ্বারা ইমাম সাহেব (র.) -এর হাদীস শাস্ত্রে নিমগ্নতা ও হাদীসের প্রতি মহব্বত ভালবাসার অনুমান করা যায়। ওফাতের পর ইমাম আবূ হাতিম রাযী (র.) স্বপ্নযোগে তাঁকে দেখলেন। কুশলাদি জিজ্ঞেস করলেন। তিনি বললেন, আল্লাহ তা‘আলা আমার জন্য জান্নাতকে বৈধ করে দিয়েছেন।

উস্তাদগণ ঃ

তাঁর উস্তাদ প্রচুর। সহীহ মুসলিমে যেসব উস্তাদ থেকে হাদীস নিয়েছেন তাঁদের সংখ্যা ২২০। কয়েকজন সু-প্রসিদ্ধ উস্তাদের নাম নিম্নে প্রদত্ত হল-

ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, ইসহাক ইবন রাহওয়াইহ, ইমাম দারেমী, ইমাম বুখারী, ইমাম যুহলী, ইমাম আলী ইবনুল মাদীনী, সাঈদ ইবন মানসূর, আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা, উসমান ইবন আবূ শায়বা, যুহাইর ইবন হারব, হারমালা ইবন ইয়াহইয়া, হাজ্জাজ ইবন শাইর, আবূ যুর‘আ, আব্দুল্লাহ ইবন মাসলামা কা‘নাবী (র.) প্রমুখ।

শিষ্যবৃন্দ ঃ

শিষ্যও প্রচুর। কয়েকজন প্রসিদ্ধ শিষ্যের নাম নিম্নে প্রদত্ত হল- ইমাম তিরমিযী, সালিহ ইবন মুহাম্মদ জাযারা, ইবন আবূ হাতিম, ইবন খুযাইমা, হাফিজ আবূ আওয়ানা (র.) প্রমুখ।

যুহদ ও তাকওয়া ঃ

শায়খ আব্দুল আযীয মুহাদ্দিস দেহলভী (র.) স্বীয় পুস্তিকা বুসতানুল মুহাদ্দিসীনে বলেন, ومن عجائب اخوال مسلمٌ انه ما اغتاب احدًا فى حياته ولا ضرب ولا شتم তথা সারা জীবনে তিনি না কারো গীবত করেছেন, না কাউকে মেরেছেন, না কাউকে গালি দিয়েছেন।

মাশায়িখে কিরামের সীমাহীন তা‘জীম ও ইহতিরাম করতেন। নেহায়েত পবিত্র স্বভাব ও ইনসাফপ্রিয় মনীষী ছিলেন। ইমাম বুখারী (র.) যখন নিশাপুর অবস্থান করছিলেন, তখন সেখানকার মজলিসগুলো বে-রওনক হয়ে গিয়েছিল। ইমাম বুখারী (র.) -এর দরবার লোকে লোকারণ্য হয়ে গেল। হিংসুকরা হিংসা করতে লাগল। সাধারণ মানুষের কথা তো আলাদা। ইমাম যুহলী (র.) পর্যন্ত কুরআন সৃষ্ট কিনা? এ মাসআলায় ইমাম বুখারী (র.) -এর বিরোধিতা করলেন এবং স্বীয় মজলিসে দরসে যখন ঘোষণা দিলেন- الا من كان يقول بقول البخارى فى مسئلة اللفظ بالقران فليعتزل مجلسنا, তখন ইমাম মুসলিম ও আহমদ ইবন মাসলামা (র.) তৎক্ষণাৎ সেখান থেকে উঠে গেলেন এবং শ্রুত রেওয়ায়াতগুলোর পূর্ণ পাণ্ডুলিপি তাঁকে ফেরত দিয়ে চলে এলেন এবং ইমাম যুহলী (র.) থেকে সম্পূর্ণ রেওয়ায়াত বর্জন করলেন।

ফাযায়েল ও কামালাত ঃ

আল্লাহ প্রদত্ত যোগ্যতা এবং প্রচুর মেধা শক্তির কারণে লোকজন ছিল তাঁর ভক্ত ও অনুরক্ত।

(১) এমনকি ইমাম ইসহাক ইবন রাহওয়াইর ন্যায় ইমাম তাঁর সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন- ای رجل يكون هذا -আল্লাহ মা'লুম, তিনি কিরূপ বিশাল ব্যক্তিত্বে পরিণত হবেন!

(২) ইমাম ইসহাক আল-কাওসাজ (র.) বলেছেন, لن نعدم الخير ما ابقاك الله للمسلمين যতক্ষণ পর্যন্ত আপনাকে আল্লাহ মুসলমানদের জন্য অবশিষ্ট রাখেন ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা কখনো কল্যাণ থেকে মাহরূম হব না।

(৩) আহমদ ইবন মাসলামা (র.) বলেন, আমি ইমাম আবূ যুর'আ ও আবূ হাতিম (র.) কে স্বীয় জামানার মাশায়িখের উপর সহীহ হাদীস বিষয়ক জ্ঞানে ইমাম মুসলিম (র.) কে প্রাধান্য দিতে দেখেছি।

(৪) আবূ আমর হামদান (র.) বলেন, আমি ইবন উকদা (র.) কে জিজ্ঞেস করেছিলাম, ইমাম বুখারী (র.) বড় হাফিয না ইমাম মুসলিম (র.)? উত্তরে তিনি বললেন, كان محمد عالما و مسلم عالماً। একাধিক বার আমি এই প্রশ্ন তাঁকে করেছি। তখন তিনি বলেছেন, ইমাম বুখারী (র.) আহলে শাম সম্পর্কে কখনো কখনো ভুল করে বসেন; কিন্তু ইমাম মুসলিম (র.) -এর তা হয় না।

(৫) ইমাম যাহাবী (র.) তাঁর আলোচনা করেছেন অত্যন্ত গাম্ভীর্যপূর্ণ বাক্যে। তাঁর আলোচনা শুরু করেছেন তিনি هو الإمام الكبير الحافظ المجود الحجة الصادق দ্বারা।

(৬) হাফিয আবূ কুরাইশ (র.) বলেন, বিশ্ব হাফিয চারজন- রাইতে ইমাম আবূ যুর'আ, নিশাপুরে ইমাম মুসলিম, সমরকন্দে ইমাম দারেমী ও বুখারায় ইমাম বুখারী (র.)।

উস্তাদের প্রতি ভক্তি

ইমাম বুখারী (র.) -এর জ্ঞানের গভীরতা যুহদ ও তাকওয়া দেখে ইমাম মুসলিম (র.) তাঁর কপালে চুম্বন দিয়েছেন। আত্মহারা হয়ে চিৎকার দিয়ে বলেছিলেন- دعنى اقبل رجليك يا سيد المحدثين و طبيب الحديث فى علله

শিক্ষা সফর ঃ

ইমাম মুসলিম (র.) ২১৮ হিজরীতে ইলমে হাদীস অর্জন শুরু করেছেন। ইসলামী দেশগুলোর এক একটি শহরে সফর করেছেন। হিজাজে মুকাদ্দাস, মিসর, শাম, ইরাক, বাগদাদ, খোরাসান ইত্যাদি শহরে সফর করেন। শত-সহস্র বড় বড় মুহাদ্দিস থেকে উপকৃত হয়েছেন। ২২০ হিজরীতে তিনি হজ্জ করেছেন।

যখন তিনি ছিলেন শ্মশ্রুবিহীন বালক। মক্কা মুকার্‌রামায় ইমাম কা'নাবী (র.) থেকে হাদীস শুনেছেন। আব্দুল্লাহ কা'নাবী (র.) হলেন তাঁর হাদীসের সর্ব প্রথম উস্তাদ।

গ্রন্থাবলী ঃ

ইমাম মুসলিম (র.) বিশের অধিক মূল্যবান গ্রন্থ পৃথিবীতে রেখে গেছেন। কিন্তু তার জীবন্ত অনুপম অমর কীর্তি হল সহীহ মুসলিম শরীফ। তাছাড়া আল-মুসনাদুল কাবীর, আল-জামি', আল-কুনা ওয়াল আসমা, আল-আফরাদ ওয়াল উহদান, আল-আকরান, মাশায়িখুস সাওরী, তাসমিয়াতু শুয়ূখি মালিক ওয়া সুফিয়ান ওয়া শু'বা, কিতাবুল মুখায্‌রামীন, কিতাবু আওলাদিস্‌ সাহাবা, আওহামুল মুহাদ্দিসীন, আত্‌ তাবাকাত, আফরাদুশ্‌ শামিয়্যীন, আত্‌-তাময়ীয, আল-ইলাল, সুওয়ালাতুহু আহমাদ ইবন হাম্বল, কিতাবু হাদীসি আমর ইবন শু'আইব, কিতাবুল ইনতিফা' বি উহুবিস সিবা' ইত্যাদি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ রেখে গেছেন।

ইমাম মুসলিম (র.) -এর মাযহাব ঃ

(১) আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী (র.) ইমাম মুসলিম ও ইবন মাজাহ (র.) -এর মাযহাব সম্পর্কে অজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন।

(২) কেউ কেউ বলেছেন, তিনি মালিকী।

(৩) নবাব সিদ্দীক হাসান খান এবং কাশফুজ্‌ জুনূন গ্রন্থকার তাঁকে শাফিঈ সাব্যস্ত করেছেন।

(৪) শায়খ আব্দুল লতীফ সিন্দী (র.) বলেন যে, ইমাম তিরমিযী ও মুসলিম (র.) সম্পর্কে সাধারণত এ ধারণা করা হয় যে, তিনি ইমাম শাফিঈ (র.) -এর মুকাল্লিদ। 'আল-ইয়ানিউল জানী' -এর গ্রন্থকার লিখেছেন যে, তিনি মৌলিকভাবে শাফিঈ মতাবলম্বী ছিলেন। ইমাম শাফিঈ (র.) -এর সাথে তাঁর ইখতিলাফ খুবই কম। শায়খ তাহির জাযায়িরী (র.) -এরও এটাই রায় যে, তিনি কোন ইমামের নিরেট মুকাল্লিদ ছিলেন না। অবশ্য ইমাম শাফিঈ (র.) ও আহলে হিজাজের মাযহাবের প্রতি তাঁর ঝোঁক ছিল।

সহীহ মুসলিম শরীফ ঃ

ইমাম মুসলিম (র.) -এর নিজস্ব বিবরণ অনুযায়ী তিনি তিন লাখ শ্রুত হাদীস থেকে বাছাই করে সহীহ মুসলিম শরীফ সংকলন করেছেন। এ কিতাবটি তিনি পনের বছরে তৈরি করেছেন। এতে পুনরাবৃত্তিসহ ১২ হাজার হাদীস, আর পুনরাবৃত্তি ছাড়া ৩০৩৩টি হাদীস রয়েছে। মুহাদ্দিস আহমদ ইবন সালামা (র.) সহীহ মুসলিম সংকলনে ইমাম মুসলিম (র.) -এর সহায়তা করেছেন। কিতাব তৈরি করে ইমাম আবূ যুর'আ রাযী (র.) -এর খেদমতে পেশ করার পর যেসব হাদীসে তিনি কোন গোপন দোষ-ত্রুটির কথা বলেছেন সেগুলো ইমাম মুসলিম

(র.) বাদ দিয়েছেন। এরূপভাবে আকাবিরের সমর্থন নিয়ে এ কিতাবটি জনসমক্ষে পেশ করা হয়।

বৈশিষ্ট্য ঃ

ইমামগণ এ ব্যাপারে প্রায় একমত যে, কুরআনে কারীমের পর বিশুদ্ধতম কিতাব হল সহীহ বুখারী ও মুসলিম। উম্মত সর্বসম্মতিক্রমে এ দু'টি গ্রন্থ গ্রহণ করে নিয়েছেন। অতঃপর পছন্দনীয় মত হল, এ দু'টি গ্রন্থের মধ্যে বিশুদ্ধতম হল, বুখারী শরীফ। ফাওয়ায়িদ ও মা'আরিফের দিকে লক্ষ্য করলেও বুখারী শরীফ শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী। তবে উলামায়ে মাগরিবের মতে প্রথম স্তর হল মুসলিম শরীফের। হাকিম আবূ আব্দুল্লাহর উস্তাদ হাফিয আবূ আলী হুসাইন ইবন আলী নিশাপুরীর মাযহাবও এটাই। তাঁর প্রসিদ্ধ উক্তি হল, ما تحت اديم السماء كتاب اصح من كتاب مسلم তথা নীল আকাশের নীচে ইমাম মুসলিমের কিতাব অপেক্ষা বিশুদ্ধতম কোন কিতাব নেই।

এতে কোন মতবিরোধ নেই যে, মুসলিম শরীফ থেকে উপকৃত হওয়া বুখারী শরীফ অপেক্ষা সহজ। কারণ, ইমাম মুসলিম (র.) প্রতিটি হাদীস যথার্থ স্থানে রেখেছেন। একই স্থানে এর সমস্ত সনদ একত্র করে দিয়েছেন। মূলপাঠের শব্দগুলোর পার্থক্যও একই স্থানে বর্ণনা করেছেন। সমস্ত সূত্র একই স্থানে থাকার কারণে হাদীস অনুধাবনের ক্ষেত্রে এটি বিরাট সহায়কের ভূমিকা পালন করে। ইমাম বুখারী (র.) কখনও কখনও এরূপ স্থানে হাদীস আনয়ন করেন যে, একজন হাদীস অন্বেষীর সেখানে নজরও যায় না। তাছাড়া রেওয়ায়াতের সূত্রগুলো সারা কিতাবে বিক্ষিপ্ত হয়ে থাকে। অতএব, সনদের ইখতিলাফ এবং মূলপাঠের শব্দের পার্থক্যের সাথে যেসব ইলমী ফায়দা সংশ্লিষ্ট সেগুলো অর্জনে একজন তালিবে ইলমের খুবই কষ্ট করতে হয়। কিন্তু সহীহ মুসলিমে এ বিষয়টি খুব সহজে অর্জিত হয়।

মুসতাখরাজাত ঃ

সহীহ মুসলিমের সনদ উঁচু পর্যায়ের নয় বলে নিশাপুর ইত্যাদির কোন কোন মুহাদ্দিস মুসলিম শরীফের উপর মুসতাখরাজাত লিখেছেন। মুসলিম শরীফের উপর প্রায় ২০টি মুসতাখরাজ লেখা হয়েছে। মুসতাখরাজে মুহাদ্দিস স্বীয় সনদে সে হাদীসটি বর্ণনা করেন যেটি ইমাম মুসলিম (র.) লিপিবদ্ধ করেছেন। কিন্তু তিনি স্বীয় সনদ ইমাম মুসলিম (র.) -এর উস্তাদ অথবা উস্তাদের উস্তাদের সাথে মিলিয়ে সনদ উঁচু পর্যায়ের বানানোর চেষ্টা করেন। তন্মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ মুসতাখরাজ হল মুসতাখরাজে আবূ আওয়ানা। বাকী সমস্ত মুসতাখরাজ অপ্রসিদ্ধ।

ইখলাসের বরকত ঃ

সহীহ মুসলিমের উপর যেসব মুসতাখরাজ লেখা হয়েছে, সেগুলোর মধ্য থেকে দু'চারটি বাদে অবশিষ্টগুলোর নাম পর্যন্ত উলামায়ে কিরাম জানেন না। اما الزبد فيذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث فى الارض। ইমাম মুসলিম (র.) -এর ইখলাসের বরকতে এটি আজ পর্যন্ত টিকে আছে। ইনশাআল্লাহ কিয়ামত পর্যন্ত দীনের আলো ছড়িয়ে যেতে থাকবে। আল্লাহ তা'আলা এটিকে কবুলিয়্যাতের মর্যাদা দান করেছেন।

মুসলিমের ব্যাখ্যাগ্রন্থ ও টীকা ঃ

সহীহ মুসলিমের অনেক ব্যাখ্যা ও টীকা লিপিবদ্ধ হয়েছে। নিম্নে কয়েকটির নাম উল্লেখ করা হল-

(১) আল-মু'লিম বিফাওয়ায়িদি কিতাবি মুসলিম -আবূ আব্দুল্লাহ্ মুহাম্মাদ ইবন আলী মাযারী (র.)। ওফাত ঃ ৫৩৬ হিজরী।

(২) ইকমালুল মু'লিম বিফাওয়ায়িদি কিতাবি মুসলিম -কাযী ইয়ায ইবন মূসা ইয়াহসূবী মালিকী (র.)। ওফাত ঃ ৫৪৪ হিজরী।

(৩) আল-মুফহিম লিমা আশকালা মিন কিতাবি মুসলিম -আবুল আব্বাস আহমদ ইবন উমর কুরতুবী (র.)। ওফাত ঃ ৬৫৬ হিজরী।

(৪) আল-মিনহাজ শরহে মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ (র.) -আবূ যাকারিয়া ইয়াহইয়া ইবন শরফ নববী শাফিঈ (র.)। ওফাত ঃ ৬৭৬ হিজরী। (আল্লামা শামসুদ্দীন মুহাম্মাদ ইবন ইউসুফ কূনূবী হানাফী (ওফাত ঃ ৭৮৮ হিজরী) ইমাম নববী (র.) -এর শরহের সারসংক্ষেপ লিখেছেন।)

(৫) ইকমালু ইকমালিল মু'লিম -আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন খলীফা উশতানী, উব্বী মালিকী (র.)। ওফাত ঃ ৮২৭ হিজরী। (উব্বীর শরাহ, মাযরী, ইয়ায, কুরতুবী এবং নববী এ সবগুলো শরহের সমন্বয়কারী। তাতে আরো অনেক ফায়দা বর্ণিত হয়েছে।)

(৬) আদ্-দীবাজ -জালালুদ্দীন আব্দুর রহমান ইবন আবূ বকর সুয়ূতী (র.)। ওফাত ঃ ৯১১ হিজরী। আল্লামা আলী ইবন সুলায়মান দিমনাতী, বুজুমআবী ওফাত ঃ ১৩০৬ হিজরী। তিনি আল্লামা সুয়ূতীর টীকার সারসংক্ষেপ লিখেছেন। এর নাম হল ওয়াশ্ইয়ুদ্ দীবাজ।

(৭) হাশিয়াতুস্ সিনদী -আবুল হাসান নূরুদ্দীন মুহাম্মাদ ইবন আব্দুল হাদী, তাতাবী, সিন্দী, হানাফী (র.)। ওফাত ঃ ১১৩৮ হিজরী।

(৮) ফাতহুল মুলহিম বিশারহি সহীহিল ইমামি মুসলিম। -আল্লামা ফযলুল্লাহ শাব্বীর আহমদ উসমানী, দেওবন্দী, হানাফী (র.)। এর তাকমিলা লিখছেন,

শায়খুল ইসলাম মাওলানা মুহাম্মদ তকী উসমানী (র.)। এর দু'খণ্ডে ছেপে বাজারে এসেছে।

(৯) আল-হল্লুল মুফহিম (দরসী আমালী) -ফকীহুল উম্মত হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গূহী হানাফী (র.)। (সংকলক ঃ আল্লামা মাওলানা ইয়াহইয়া কান্দলভী (র.))।

(১০) আল-মুফহিম শরহে গরীবি মুসলিম -ইমাদুদ্দীন আব্দুর রহমান আব্দুল আলীম ফারিসী (র.)। ওফাত ঃ ৫২৯ হিজরী।

(১১) শরহু আবিল ফারাজ -ঈসা ইবন মাসঊদ যুয়াবী (র.)। ওফাত ঃ ৫৪৪ হিজরী। তিনি মু'লিম, ইকমাল, মুফহিম এবং মিনহাজের সমন্বয় ঘটিয়েছেন।

(১২) মিনহাজুল ইবতিহাজ বিশরহি মুসলিম ইবন হাজ্জাজ -শিহাবুদ্দীন আহমদ ইবন মুহাম্মদ খতীব কাস্তালানী শাফিঈ (র.)। ওফাত ঃ ৯২৩ হিজরী।

(১৩) শরহে মাওলানা আলী কারী হিরভী, মক্কী, হানাফী (র.)। ওফাত ঃ ১০১৬ হিজরী।

(১৪) শরহে যাওয়াইদে মুসলিম আলাল বুখারী -সিরাজুদ্দীন উমর ইবন আলী ইবনুল মুলাক্কান শাফিঈ (র.)। ওফাত ঃ ৮০৪ হিজরী।

(১৫) আস্ সিরাজুল ওয়াহ্হাজ -নবাব মুহাম্মদ সিদ্দীক হাসান খান কুনুজী ভূপালী (র.)। ওফাত ঃ ১৩০৭ হিজরী।

(১৬) মু'লিম তরজমায়ে উর্দূ মুসলিম -মাওলানা ওহীদুজ্জামান ইবন মাসীহুজ্জামান লাখনভী (র.)।

(১৭) ফয়যুল মুন্'ইম (শরহে মুকাদ্দমায়ে মুসলিম) -লেখক ঃ মাওলানা মুফতী সাঈদ আহমদ পালনপুরী (দা.বা.), উস্তাযুল হাদীস দারুল উলূম দেওবন্দ।

(১৮) নি'মাতুল মুনইম (শরহে মুকাদ্দমায়ে মুসলিম) -লেখক ঃ মাওলানা নেয়ামতুল্লাহ আজমী, উস্তাযুল হাদীস দারুল উলূম দেওবন্দ।

(১৯) নাসরুল মুনইম (শরহে মুকাদ্দমায়ে মুসলিম) -লেখক ঃ মাওলানা মুহাম্মাদ উসমান গনী (দা.বা.), উস্তাযুল হাদীস মাযাহিরুল উলূম সাহারানপুর।

(২০) ইযাহুল মুসলিম (শরহে মুকাদ্দমায়ে মুসলিম) -লেখক ঃ মাওলানা মুহাম্মাদ গানিম দেওবন্দী (দা.বা.)।

সহীহ মুসলিমের খেদমতে বাংলাদেশী উলামায়ে কিরামের অবদান ঃ

(১) নি'মাতুল মুন্'ইম, (শরহে মুকাদ্দমায়ে মুসলিম, উর্দূ) -হযরত মাওলানা মুমতাজুদ্দীন আহমদ (র.), মুহাদ্দিস কলিকাতা আলিয়া ও পরবর্তীতে ঢাকা আলিয়া মাদ্রাসা।

(২) সহীহ মুসলিম (বঙ্গানুবাদ), ইসলামিক ফাউন্ডেশন (একাধিক অনুবাদক ও সম্পাদক)

(৩) সহীহ মুসলিম শরীফ, বাংলা অনুবাদ। -অনুবাদক মুহাম্মদ আবুল ফাতাহ ভূঞা। সিনিয়র ইমাম কেন্দ্রীয় মসজিদ, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

(৪) আল-‘মুলিম, -লেখক ঃ মাওলানা মুফতী শফীকুর রহমান। ফাযেল দারুল উলূম দেওবন্দ, উস্তাযুল হাদীস কাজীর বাজার মাদরাসা, সিলেট।

(৫) তাইসীরু মুকাদ্দমাতিস সহীহ (শরহে মুকাদ্দমায়ে মুসলিম, আরবী)। -মাওলানা সফিউল্লাহ ফুয়াদ, ফাযেল দারুল উলূম দেওবন্দ, মুহাদ্দিস জামিয়া ইসলামিয়া দারুল উলূম, মাদানীগনর।

(৬) ফয়যুল মুলহিম (শরহে মুকাদ্দমায়ে মুসলিম, উর্দূ)। মাওলানা নোমান আহমদ। ফাযেল দারুল উলূম দেওবন্দ, মুহাদ্দিস জামিয়া রাহমানিয়া আরাবিয়া, ঢাকা।

(৭) তুহফাতুল মুন্‘ইম, সহীহ মুসলিমের উর্দূ শরাহ (প্রশ্নোত্তরে) -লেখক ঃ মাওলানা হাফিজুল্লাহ শফিক, টেকনাফী, উস্তাযুল হাদীস, মাদরাসায়ে জামিয়া নেযামিয়া দারুল উলূম, বেতুয়া, সিরাজগঞ্জ।

(৮) মুকাদ্দমায়ে মুসলিম -বাংলা অনুবাদ। -অনুবাদক ঃ মাওলানা আবু নোমান মুহাম্মদ নূরুর রহমান কাসেমী, দরবেশপুরী, ফাযেলে দেওবন্দ।

(৯) জূদুল মুন্‘ইম, (শরহে মুকাদ্দমায়ে মুসলিম, বাংলা) -মাওলানা নোমান আহমদ, মুহাদ্দিস জামিয়া রাহমানিয়া অরাবিয়া, ঢাকা, ফাযেল দারুল উলূম দেওবন্দ।

তাছাড়া আরো আরবী, উর্দূ, বাংলা অনুবাদ, ব্যাখ্যা ও টীকাগ্রন্থ রয়েছে।

মুসলিমের মুকাদ্দমা সহীহ মুসলিমের অংশ কিনা?

মুকাদ্দমায়ে মুসলিম এক হিসেবে মুসলিমের অংশ; আরেক হিসেবে অংশ নয়। উলামায়ে কিরাম সহীহ মুসলিমের রেওয়ায়াত এবং মুকাদ্দমায়ে মুসলিমের রেওয়ায়াতের মাঝে পার্থক্য করেন। আসমাউর রিজাল শাস্ত্রেও উভয়টির মাঝে পার্থক্য করা হয়। মুসলিমের রাবীদের জন্য সংকেত م আর মুকাদ্দমায়ে মুসলিমের রাবীদের জন্য مق ব্যবহার করা হয়েছে। উভয়টির আলোচ্য বিষয়ও আলাদা। সহীহ মুসলিমের আলোচ্য বিষয় শুধু মারফূ‘ মুত্তাসিল হাদীস সংকলন। আর মুকাদ্দমায়ে মুসলিমের আলোচ্য বিষয় ব্যাপক। আল্লামা ইবনুল কাইয়িম (র.) কিতাবুল ফুরূসিয়্যাতে লিখেন, ‘ইমাম মুসলিম (র.) মুকাদ্দমায়ে মুসলিমে সেসব শর্ত-শরায়েতের প্রতি লক্ষ্য করেননি, যেগুলোর প্রতি সহীহ মুসলিমে লক্ষ্য করেছেন। মুকাদ্দমার অবস্থা আর সহীহ মুসলিমের অবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্ন।

মুহাদ্দিসীনে কিরামের এ ব্যপারে কোন সন্দেহ নেই। সবাই তা স্বীকার করে নেন।

মুকাদ্দমা কিতাবের অংশ হওয়ার প্রমাণ হল, এটি কিতাবের মুকাদ্দমা। ফলে যেরূপভাবে মুকাদ্দমাতুল জাইশ (রণক্ষেত্রে মূল যোদ্ধাদের প্রেরণের আগে যে বাহিনী প্রেরণ করা হয়।) সেনাবাহিনীর অংশ হয়ে থাকে এরূপভাবে মুকাদ্দমাতুল কিতাবও কিতাবের অংশ হওয়া সংগত। আর অংশ না হওয়ার আরেকটি দলীল এটিও যে, ইমাম মুসলিম (র.) মুসলিমের মুকাদ্দমা এরূপভাবে সমাপ্ত করেছেন যেরূপভাবে কোন স্বতন্ত্র গ্রন্থ সমাপ্ত করা হয়। তথা হামদ ও সালাত দ্বারা মুকাদ্দমা শেষ করে কিতাব শুরু করেছেন بعون الله نبتدئ الخ দ্বারা। অতএব, মুকাদ্দমা এক হিসাবে কিতাবের অংশ আরেক হিসাবে কিতাবের অংশ নয়।

সহীহ মুসলিমের শিরোনামসমূহ ঃ

অন্যান্য হাদীস গ্রন্থের পরিপন্থী ইমাম মুসলিম (র.) সহীহ মুসলিমে কোন শিরোনাম কায়েম করেননি। কিন্তু কিতাব অধ্যয়নের পর উলামায়ে কিরাম এ সিদ্ধান্ত দিয়েছেন যে, ইমাম মুসলিম (র.) -এর মনে কিতাব সংকলনকালে শিরোনাম ছিল। এবার তা সত্ত্বেও শিরোনাম কেন কায়েম করলেন না? এর সুনিশ্চিত উত্তর দেয়া মুশকিল। আল্লাহ তা'আলাই বাস্তব হাল ভাল জানেন। তবে উলামায়ে কিরাম এর বিভিন্ন কারণ বর্ণনা করেছেন- ১. কিতাবের কলেবর বৃদ্ধি পাওয়ার ভয়ে। তবে এটি যৌক্তিক নয়। ২. অথবা কিতাবের মধ্যে শুধু মারফূ' হাদীস থাকবে অন্য কিছু থাকবে না এ খেয়ালে অর্থাৎ, তাজরীদের চিন্তায় এটা করেছেন। এটা এক পর্যায়ে যুক্তিযুক্ত। ৩. বিভিন্ন সূত্র একত্রিকরণ অর্থাৎ, ইমাম মুসলিম (র.) যেহেতু প্রতিটি হাদীসের সব সনদ ও মূলপাঠের শব্দগুলোর পার্থক্য একই স্থানে বর্ণনা করতে চেয়েছেন, আর শিরোনামগুলো এ লক্ষ্য-উদ্দেশ্যে জটিলতা সৃষ্টি করতে পারে, কারণ, কোন কোন সময় মূলপাঠে এরূপ পার্থক্য হয় যে, এক শিরোনামের অধীনে নেয়া যায় না, ফলে বিপরীতমুখী শিরোনাম কায়েম করার প্রয়োজন হয়, যা বিভিন্ন সূত্র একত্রিত করার উদ্দেশ্য ফওত করে দেয়। এ জন্য ইমাম মুসলিম (র.) কিতাবে শিরোনামগুলোই রাখেননি।

বর্তমান শিরোনামসমূহ ঃ

বর্তমান শিরোনামগুলো কায়েম করেছেন ইমাম নববী (র.)। আল্লামা শাব্বীর আহমদ উসমানী (র.) -এর রায় হল, এ শিরোনামগুলো কিতাবের হক আদায় করতে পারেনি। উস্তাদে মুহতারাম আল্লামা মুফতী সাঈদ আহমদ পালনপূরী (দা. বা.) -এর মতে ইমাম নববী (র.) -এর শিরোনামগুলো শাফিঈ মাযহাবের প্রভাবেও প্রভাবান্বিত। অতএব, কেউ যদি এ খেদমতটি আঞ্জাম দিত, তাহলে কতই না ভাল হত!

ইমাম বুখারী (র.) থেকে তিনি রেওয়ায়াত গ্রহণ করেননি কেন?

ইমাম বুখারী (র.) তাঁর উস্তাদ ছিলেন এবং তিনি ইমাম বুখারী (র.) -এর প্রতি বিশেষ ভক্ত ও অনুরক্ত ছিলেন। গভীর সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও তাঁর হাদীসগুলো সহীহ মুসলিমে কেন রেওয়ায়াত করেননি? এর উত্তরে ইমাম যাহাবী (র.) সিয়ারু আ'লামিন্ নুবালায় বলেছেন, ‘ইমাম মুসলিম (র.) -এর কড়া মেজাজের কারণে ইমাম বুখারী (র.) থেকেও বিমুখ হয়ে গিয়েছিলেন। এ জন্য ইমাম বুখারী (র.) -এর কোন হাদীস উল্লেখ করেননি এবং স্বীয় সহীহের কোন স্থানে ইমাম বুখারী (র.) -এর আলোচনাও করেননি।’

তবে উস্তাদে মুহতারাম হযরত মাওলানা মুফতী সাঈদ আহমদ পালনপুরী (দা.বা.) বলেছেন, এটা সহীহ নয়। ইমাম যাহাবী (র.) সম্পর্ক খারাপ হওয়ার প্রমাণ পেশ করেছেন, হাদীসে মু'আন'আনের বিষয়টিকে। ইমাম মুসলিম (র.) মুকাদ্দমায় (রাবী ও মারবী আনহুর মাঝে) বাস্তবে সাক্ষাৎ সাব্যস্ত হওয়ার শর্ত আরোপের ক্ষেত্রে ইমাম বুখারী (র.) -এর মত তীব্রভাবে খণ্ডন করেছেন। এটা তাঁর মতে সম্পর্ক খারাপ হওয়ার সুস্পষ্ট প্রমাণ। কিন্তু উস্তাদে মুহতারাম বলেন, আহকারের মতে এটি হল, একটি ফাসিদ জিনিসের উপর আরেকটি ফাসিদ জিনিসের ভিত্তি। ইমাম মুসলিম (র.) সাক্ষাৎ বাস্তবে প্রমাণিত হওয়ার শর্তের ব্যাপারে ইমাম বুখারী অথবা আলী ইবনুল মাদীনী (র.) -এর মত খণ্ডনই করেননি। কারণ, তাঁরা দু'জন ইমাম মুসলিম (র.) -এর উস্তাদ; বরং তিনি খণ্ডন করেছেন অন্য কোন অজানা ব্যক্তির মত। যাদের নাম ইতিহাসের পাতায় সংরক্ষিত নেই।

বাকী রইল, তাহলে ইমাম বুখারী (র.) -এর রেওয়ায়াত উল্লেখ না করার কারণ কি? উস্তাদে মুহতারামের মতে এর দু'টি কারণ।

(১) ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র.) নিজেদের উপর আবশ্যক করে নিয়েছিলেন যে, তাঁরা সহীহাইনে সর্বসম্মত সনদগুলো উল্লেখ করবেন। ফলে ‘আমর ইবন শু'আইব-তাঁর পিতা-তাঁর দাদা’ সূত্রটি সহীহ বুখারী ও মুসলিমে নেয়া হয়নি। কারণ, এটিকে কেউ কেউ মুনকাতি' মনে করেন। এরূপভাবে হাসান-সামুরা সূত্রটিও উল্লেখ করেননি। ইমাম মুসলিম (র.) এক স্থানে এ বিষয়টি প্রকাশ করেছেন। পরবর্তীতে রাবীর অতিরিক্ত অংশ ধর্তব্য কিনা এ ব্যাপারে আলোচনা করতে গিয়ে ইমাম মুসলিম (র.) বলেছেন যে, সহীহাইনে শুধু সেসব হাদীস নেয়া হয়েছে, যেগুলোর বিশুদ্ধতা সর্বসম্মত। অতএব, যেসব সনদের ক্ষেত্রে মতানৈক্য ছিল সেগুলো থেকে পরহেয করা হয়েছে। ইমাম যুহলী (র.) সম্পর্কে ইমাম বুখারী (র.) -এর সমর্থকগণ সুধারণা পোষণ করতেন না। এ জন্য তাঁর

রেওয়ায়াত ইমাম মুসলিম (র.) গ্রহণ করেননি। এরূপভাবে যারা ইমাম যুহলী (র.) -এর ভক্ত ছিলেন, তাদের দিকে লক্ষ্য করে ইমাম বুখারী (র.) -এর রেওয়ায়াতও ইমাম মুসলিম (র.) সহীহ মুসলিমে নেননি। যাতে সবাই সহীহ মুসলিমকে সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ ক.রন।

(২) সমকালীন যেসব মুহাদ্দিস গ্রন্থকার ছিলেন, যেহেতু তাঁদের সনদ তাঁদের কিতাবে সংকলিত আছে, এ জন্য অন্যান্য মুহাদ্দিস তাঁদের আলোচনা থেকে পরহেয করতেন, যাতে পুনরাবৃত্তি না হয়। অতিরিক্ত ফায়দার প্রতি লক্ষ্য করে এরূপ উস্তাদদের সনদ লিখতেন, যাঁরা গ্রন্থকার নন; কিংবা তাঁদের গ্রন্থাবলী প্রসিদ্ধ নয়। এ জন্য ইমাম তিরমিযী (র.) ইমাম বুখারী (র.) -এর সাথে গভীর সম্পর্ক ও ভক্তি-শ্রদ্ধা থাকা সত্ত্বেও হাতে গোনা কয়েকটি ব্যতীত তাঁর হাদীসগুলো উল্লেখ করেননি।

بسم الله الرحمن الرحيم

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ. وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ خَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ، وَعَلٰى جَمِيْعِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ.

অনুবাদ ঃ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার যিনি জগতসমূহের পালনকর্তা। মুত্তাকীদের জন্য রয়েছে শুভ পরিণাম। আল্লাহ তা'আলা সর্বশেষ নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ও সমস্ত নবী-রাসূলগণের প্রতি রহমত বর্ষণ করুন।

ব্যাখ্যা ঃ ইমাম মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশায়রী (র.) হাদীসের উপর আমল করতে গিয়ে আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা দ্বারা স্বীয় গ্রন্থ আরম্ভ করেছেন। কারণ, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) কর্তৃক হাদীসে বর্ণিত আছে-

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل امر ذى بال لم يبدأ بالحمد لله فهو اقطع-

অর্থাৎ, যত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আল্লাহর প্রশংসা দ্বারা শুরু করা হয় না, সেগুলো সব বরকতশূন্য বা স্বল্প বরকতময়।

এ হাদীসটি সম্পর্কে একটু আলোকপাত করা দরকার।

বিসমিল্লাহ্ ও হামদ বিষয়ক হাদীস

এ হাদীসটি খুবই প্রসিদ্ধ, কিন্তু এর সনদগত মর্যাদা সম্পর্কে মুহাদ্দিসীনে কিরাম অনেক দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। হাফিজ শামসুদ্দীন সাখাভী (র.) স্বতন্ত্র একটি পুস্তিকা রচনা করেছেন শুধু এ হাদীসটির তাত্ত্বিক আলোচনার জন্য। এখানে কয়েকটি জরুরী বিষয় বুঝে নেয়া আবশ্যক। এ হাদীসটি সম্পর্কে দু' হিসেবে আলোচনা হয়েছে। এক. রেওয়ায়াতগতভাবে। দুই. অর্থগতভাবে। রেওয়ায়াতগত এর সনদ ও মতন তথা সূত্র ও মূলপাঠে ইযতিরাব (বিভিন্নতা-পার্থক্য) রয়েছে। মতনের ইখতিলাফ হল, হাফিয আব্দুল কাদির রাহাভী (র.) স্বীয় আরবাঈনে নিম্নোক্ত শব্দে রেওয়ায়াত করেছেন-

كل أمر ذى بال لا يبدأ فيه ببسم الله وبذكر الله فهو اقطع

ইমাম আবূ দাঊদ (র.) 'সুনানে' এবং ইবনুস সুন্নী 'আমালুল ইয়াওমি ওয়াল লাইলাতে' বর্ণনা করেছেন নিম্নোক্ত শব্দে-

كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم۔

হাফিয ইবন হাজার (র.) অন্য আরেকটি সূত্রে নিম্নোক্ত শব্দও বর্ণনা করেছেন-

كل كلام لايبدأ فيه بالشهادة فهو أجذم ইবন মাজাহ স্বীয় সুনানে আবওয়াবুন নিকাহ বাবু খুতবাতিন নিকাহ, পৃষ্ঠা ঃ ১৩৬ -এ, ইবন হাব্বান এবং আবু আওয়ানা স্ব স্ব সহীহে নিম্নোক্ত শব্দ বর্ণনা করেছেন-

كل أمر ذى بال لا يبدأ فيه بالحمد أقطع (ইবন মাজাহ -এর শব্দ) এবং মুসনাদে আহমদ (২/৩৫৯) গ্রন্থে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) -এর রেওয়ায়াতে এসেছে-

قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل كلام او امر ذى بال لا يفتح بذكر الله عز وجل فهو أبتر أو اقطع۔

মোটকথা, কোন কোন রেওয়ায়াতে বিসমিল্লাহ্ দ্বারা, কোন কোন রেওয়ায়াতে যিকরুল্লাহ দ্বারা, কোন কোন রেওয়ায়াতে হামদ দ্বারা, আবার কোন কোন রেওয়ায়াতে শাহাদাত দ্বারা শুরুর কথা বলা হয়েছে।

আর সনদ বা সূত্রগত দিক দিয়ে ইযতিরাব তথা বিভিন্নতা হল, কোন কোন সূত্রে এটি মুত্তাসিল (সূত্র পরম্পরায় অবিচ্ছিন্ন) রূপে আর কোনটিতে মুরসাল (সূত্র পরম্পরায় শেষ দিকে বিচ্ছিন্ন) রূপে বর্ণিত। যেসব সূত্রে অবিচ্ছিন্নরূপে বর্ণিত আছে, সেগুলোর কোন কোন সূত্র, যেমন হাফিয আব্দুল কাদির রাহাভী (র.) এটাকে হযরত কা'ব (রা.) থেকে রেওয়ায়াত করেন, আর অন্য সব মুহাদ্দিস বর্ণনা করেন হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে। অর্থগত দিক দিয়ে আলোচনা হয়েছে যে, যদি বিসমিল্লাহ দ্বারা শুরু হয় তবে হামদ দ্বারা শুরু করা সম্ভব নয়। আর যদি হামদ দ্বারা শুরু হয় বিসমিল্লাহ দ্বারা সূচনা সম্ভব নয়, তাহলে এ রেওয়ায়াতের সমস্ত শব্দের উপর আমল কিভাবে সম্ভব?

অনুরূপভাবে এ হাদীসটির সনদগত মর্যাদা সম্পর্কেও উলামায়ে কিরামের মতানৈক্য রয়েছে যে, এটিকে বিশুদ্ধ, না দুর্বল? একদল আলিম এ হাদীসটিকে সহীহ হাসান সাব্যস্ত করেছেন। আল্লামা নববী (র.) 'শরহুল মুহায্যাবে' এটিকে সহীহ বলে উল্লেখ করেছেন। আবার কোন কোন মুহাদ্দিস দুর্বল বলে উল্লেখ করেছেন। যাঁরা দুর্বল বলেন তাঁদের প্রমাণ হল, প্রথমতঃ এ হাদীসটিতে ইযতিরাব বা বিভিন্নতা পাওয়া যায়, শব্দগতভাবেও অর্থগতভাবেও। যার বিস্তারিত ব্যাখ্যা পূর্বে প্রদত্ত হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ এ হাদীসটির সমস্ত সনদের কেন্দ্রবিন্দু বা নির্ভরস্থল কুর্‌রা ইবন আব্দুর রহমান, যাকে দুর্বল বলা হয়েছে। কিন্তু যাঁরা হাসান সহীহ বলেন, তাঁদের বক্তব্য হল যে, কুর্‌রা ইবন আব্দুর রহমান একজন বিতর্কিত রাবী। কেউ কেউ অবশ্যই তাকে দুর্বল বলেছেন। কিন্তু কোন কোন মুহাদ্দিস

তাকে নির্ভরযোগ্যও বলেছেন। বরং যুহরীর রেওয়ায়াত সম্পর্কে সর্বাধিক নির্ভরযোগ্যও বলা হয়েছে।

● সূত্রগত ইযতিরাবের ব্যাপারেও সামঞ্জস্য বিধান সম্ভব। অর্থাৎ, এ হাদীসটি হযরত কা'ব (রা.) এবং হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) উভয় থেকে বর্ণিত হওয়া সম্ভব এবং মুত্তাসিল ও মুরসাল উভয় প্রকার বর্ণিত হওয়া সম্ভব। যেহেতু মুরসাল হাদীস অধিকাংশের মতে প্রমাণ সেহেতু এ হাদীসটিকে দুর্বল বলা যায় না।

● এবার থেকে যায় শুধু মূলপাঠ এবং অর্থগত দিক দিয়ে ইযতিরাবের বিষয়টি। এটার সমাধানের জন্য বিভিন্ন রকম চেষ্টা করা হয়েছে। সাধারণতঃ এর উত্তর প্রদান করা হয় যে, ইবতিদা তথা সূচনা তিন প্রকার- হাক্বীকী, উরফী, ইযাফী তথা প্রকৃত, পারিভাষিক ও আপেক্ষিক। যে রেওয়ায়াতে বিসমিল্লাহ শব্দ রয়েছে তাতে প্রকৃত ইবতিদা উদ্দেশ্য। আর যাতে হামদ অথবা শাহাদতের শব্দ এসেছে তাতে উদ্দেশ্য পারিভাষিক কিংবা আপেক্ষিক সূচনা। এ উত্তরটি সবিশেষ প্রসিদ্ধ; কিন্তু সঠিক নয়। কারণ, এ সামঞ্জস্য বিধান তখন বিশুদ্ধ হতে পারে যদি প্রকৃত অর্থে হাদীসগুলোতে বিভিন্নতা থাকত এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন বার ইরশাদ করতেন, কিন্তু বিষয়টি এরূপ নয়; বরং এটি একটিই হাদীস। অর্থাৎ, সবাই একটিই ঘটনা বর্ণনা করছেন। হযরত আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী (র.) বলেছেন, এ শাব্দিক বিভিন্নতা রাবীদের পক্ষ থেকে হয়েছে।

● অতএব, বিশুদ্ধ উত্তর হল, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধু একটি শব্দ ব্যবহার করেছিলেন। প্রবল ধারণা হল, সেই শব্দটি ইসমুল্লাহ অথবা যিকরুল্লাহর ব্যাপক শব্দ ছিল। যাতে হামদ ও শাহাদতও অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। কারণ, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উদ্দেশ্য ছিল আল্লাহর যিকির দ্বারা সূচনা। অতএব, কোন কোন বর্ণনাকারী এটাকে হামদ দিয়ে ব্যক্ত করেছেন, আবার কেউ কেউ শাহাদত দিয়ে। এবার মূল বিষয় হল, প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সূচনা যিকরুল্লাহ দ্বারা হওয়া উচিত। চাই সেই যিকিরটি যে কোন ভাবেই হোক না কেন। অবশ্য মাসনূন হল খুৎবার শুরু হামদ দ্বারা এবং চিঠি-পত্র লেখার সূচনা বিসমিল্লাহ দ্বারা করা। কারণ, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাধারণ নিয়ম ছিল এটাই।

মোটকথা, উপরোক্ত পদ্ধতিতে মতন এবং সনদ উভয়ের ইযতিরাব দূরীভূত হয়ে যায়। এ জন্য বিশুদ্ধ হল, এ হাদীসটি ন্যূনতম পক্ষে হাসান অবশ্যই। এ কারণে আল্লামা নববী (র.) 'কিতাবুল আযকার', 'কিতাবুল হামদি লিল্লাহি'তে এটাকে হাসান সাব্যস্ত করেছেন এবং আল্লামা ইবন দরবেশ 'আসনাল মাতালিবে' (পৃষ্ঠা ১৬৭) বর্ণনা করেছেন যে, হাফিয ইবনুস সালাহ (র.)ও এটাকে হাসান

সাব্যস্ত করেছেন। এ ছাড়া হাফিয তাজুদ্দীন সুবকী (র.)ও 'তাবাকাতুশ শাফিইয়্যা'তে এ হাদীসটিকে হাসান সাব্যস্ত করেছেন।

قوله وصلى الله على محمد ঃ আল্লাহ তা'আলার প্রশংসার পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি দরূদের উল্লেখ এটা উলামায়ে কিরামের চিরাচরিত নীতি। এরূপভাবে হযরত মুজাহিদ (র.) থেকে وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ -এর তাফসীরে বর্ণিত আছে, আল্লাহ তা'আলার বাণী, যেখানেই আমাকে স্মরণ করা হবে সেখানে আপনাকেও স্মরণ করা হবে। যেমন, اَشْهَدُ اَنْ لا اله الا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ। এ তাফসীর নবী কারীম-জিবরাঈল (আ.) সূত্রে আল্লাহ তা'আলা থেকে বর্ণিত। এমনিভাবে হামদের পর সালাতে হাদীসেরও অনুসরণ করা হয়েছে। যেমন, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) -এর হাদীসে আছে-

كل كلام او امر ذى بال لا يبدء فيه بحمد الله والصلوة على فهو اقطع۔

দরূদের নিগুঢ় রহস্য

একটি বাস্তব সত্য হল, কোন কল্যাণপ্রার্থী কর্তৃক তার উৎস থেকে উপকৃত হওয়ার জন্য উভয়ের মাঝে সম্পর্ক ও সামঞ্জস্য থাকা জরুরী। মানুষ দৈহিক ও স্বাভাবিক পঙ্কিলতাযুক্ত। অথচ সমস্ত ফুয়ূযের উৎস আল্লাহ রব্বুল আলামীন ...গুলো থেকে চিরমুক্ত। অতএব, আল্লাহ তা'আলার সাথে যেহেতু আমাদের ...র্ক নেই, কাজেই ফুয়ূযের উৎস আল্লাহ থেকে তা অর্জন করতে হলে ...দুভয়ের মাঝে মধ্যস্থতা প্রয়োজন। যার মধ্যে দু'টি গুণ থাকবে- পবিত্রতা ও ...সম্পর্ক। যাতে আধ্যাত্মিক পবিত্রতার কারণে তিনি আল্লাহ তথা ফয়েযদানকারী উৎস থেকে ফয়েয গ্রহণে সক্ষম হন। আর সেই মধ্যস্থই নবী-রাসূলগণ। নবী-রাসূলগণ মানব হওয়ার কারণে আমাদের সাথে তাঁদের সাথে দৈহিক সম্পর্ক বিরাজমান। অতএব, মানুষ রাসূল থেকে ফুয়ূয অর্জন করতে সক্ষম। এ কারণেই ইলমী ও আমলী গুণ অর্জনের সময় সর্বোত্তম মাধ্যম তথা সালাত-সালাম দ্বারা রাসূলের মধ্যস্থতা অবলম্বন করা হয়।

শুধু সালাত অথবা সালাম উল্লেখ করা জায়িয আছে

ইমাম মুসলিম (র.) -এর উপর এখানে একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। বিস্ময়ের ব্যাপার! এ প্রশ্নটিকে ইমাম নববী (র.)ও গুরুত্বপূর্ণ মনে করেছেন। প্রশ্নটি হল, ইমাম মুসলিম (র.) এখানে শুধু সালাত উল্লেখ করেছেন। অথচ কুরআনে কারীমে সালাত ও সালাম উভয়টির নির্দেশ দেয়া হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে-

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا۔

● কিন্তু এ প্রশ্নটি যথার্থ নয়। শুধু সালাত অথবা সালাম উল্লেখ করা জায়িয আছে। অবশ্য উত্তম হল, উভয়টি। আল্লামা শামী (র.) রদ্দুল মুহতারে একাধিক

নকলী প্রমাণ দ্বারা সাব্যস্ত করেছেন যে, হানাফীদের মতে শুধু সালাত অথবা সালাম উল্লেখ করা মাকরূহ নয়। কারণ, প্রতিটি অনুত্তম বিষয় মাকরূহ হয় না। মাকরূহ হওয়ার জন্য স্বতন্ত্র প্রমাণ আবশ্যক। বৈধতার প্রমাণাদি নিম্নরূপ-

(১) কুনূতে নাযিলার দু‘আয়ে মাসূরার শেষে শুধু সালাত রয়েছে। (নাসাঈ, বাবুদ্ দু‘আ ফিল বিতর)

(২) ফাযায়িলে দরূদ সংক্রান্ত প্রসিদ্ধ হাদীসে শুধু সালাতের উল্লেখ রয়েছে। হাদীসটি হল- مَنْ صَلّٰى عَلَيَّ صَلَاةً وَّاحِدَةً صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ عَشْرًا (مسلم، ابو داود، ترمذى، نسائى)

(৩) দরূদে ইবরাহীমীতে শুধু সালাতের উল্লেখ রয়েছে। অবশ্য ইমাম নববী (র.) বলেছেন যে, এখানে তাশাহহুদে প্রথমে সালাম পড়ে নেয়া হয়। কিন্তু তার এ বক্তব্য শুধু নামাযের বেলায়ই খাটে। কেউ যদি নামাযের বাইরে শুধু দুরূদে ইবরাহীমী পড়ে তবে এটাকে কি মাকরূহ বলা যাবে?

(৪) আল্লামা সিন্দী (র.) লিখেছেন যে, আল্লামা জাযরী (র.) মিফতাহুল হিস্ন নামক গ্রন্থের শেষাংশে লিখেছেন, সালাত ও সালাম একত্রিতকরণ উত্তম। যে কোন একটিকে যথেষ্ট মনে করা বিনা মাকরূহ জায়িয। পূর্ববর্তী পরবর্তী এক জামা‘আত উলামায়ে কিরামের মত এটাই। পক্ষ বিপক্ষের কেউ সালাম ব্যতীত শুধু দরূদকে মাকরূহ বলেছেন বলে আমার জানা নেই। (হাশিয়ায়ে মুসলিম)

(৫) আল্লামা আইনী (র.) একটি হাদীস প্রমাণরূপে পেশ করেছেন যে, رَغِمَ اللّٰهُ اَنْفَ رَجُلٍ ذُكِرْتُ عِنْدَهٗ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ. এখানে শুধু সালামের কথাই আছে। (হাশিয়া ফাতহুল মুলহিম ঃ ১/১১০)

উপকারিতা ঃ আল্লাহ তা‘আলার ইরশাদ صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا দ্বারা বোঝা যায়, আমাদের উচিত صَلَّيْنَا عَلَى النَّبِيِّ وَسَلَّمْنَا পড়া। কিন্তু আমরা বলি, صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ। এতে এদিকে ইঙ্গিত রয়েছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শান মুতাবিক দুরূদ-সালাম পাঠ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। এ ব্যাপারে আমরা অক্ষম। অতএব, হে আল্লাহ! আপনিই তাঁর জন্য যথার্থ সালাত ও সালামে সক্ষম। আপনি তার প্রতি যথার্থ রহমত ও সালাম বর্ষণ করুন।

মাসআলা ঃ সমস্ত' উলামায়ে কিরামের ঐকমত্যে নবী এবং ফেরেশতাদের প্রতি স্বতন্ত্রভাবে সালাত প্রেরণ করা মুস্তাহাব। অধিকাংশ আলিমের মতে নবী ছাড়া অন্যদের উপর স্বতন্ত্রভাবে সালাত ব্যবহার না করা চাই। আবূ বকর (সা.) না বলা চাই। বিশুদ্ধ মত হল, এটি মাকরূহে তানযীহী। কারণ, এটা বিদ‘আতপন্থীদের বিশেষ নিদর্শন। সলফে সালেহীনের মতে সালাত শব্দ সমস্ত নবীগণের জন্য বিশেষিত। যেমনভাবে عَزَّ وَجَلَّ আল্লাহর সাথে বিশেষিত। তবে অধীনস্থ হিসাবে নবী ব্যতীত অন্যদের প্রতি যেমন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামের বংশধর, সাহাবী, উম্মাহাতুল মু'মিনীন, তাবেঈ ও অন্যদের প্রতি সালাত ব্যবহার করা সহীহ্ হাদীস দ্বারা জায়িয বলে প্রমাণিত হয়। (তাদরীবুর রাবী)

قوله خاتم النبيين **ঃ** خَاتَمٌ যদ্দারা কোন জিনিসের সমাপ্তি ঘটানো হয়, প্রত্যেক বস্তুর শেষ। যেহেতু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর আর কোন নবীর আগমন ঘটবে না, সেহেতু তিনি হলেন, خاتم النبيين। নবী রাসূল অপেক্ষা ব্যাপক হওয়ার কারণে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেমন খাতামুন্ নাবিয়্যীন, তেমনিভাবে খাতামুল মুরসালীনও। খতমে নবুওয়াতের বিষয়টি মুতাওয়াতির। সমস্ত আসমানী কিতাব, সমস্ত নবী রাসূল ও কুরআন, হাদীস ও ইজমা এ বিষয়ে একমত। খতমে নবুওয়াত অস্বীকারকারী ইসলামের গণ্ডি থেকে সর্বসম্মতিক্রমে বহির্ভূত। এতে কোন প্রকারের তাবীল বা ব্যাখ্যার অবকাশ নেই। অতএব, গোলাম আহমদ কাদিয়ানী বা এ ধরনের কারো নবুওয়াতে বিশ্বাস করলে ঈমান থেকে খারিজ হয়ে যাবে, মুসলমান থাকবে না। একজন মৃত মনীষী পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খতমে নবুওয়াতের সাক্ষ্য দিয়েছেন। হযরত যায়দ ইবন খারেজা (রা.) মৃত্যুর পর কারামত স্বরূপ জীবিত হয়েছিলেন। তখন তিনি সাক্ষ্য দিয়েছিলেন। مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ النَّبِيُّ الأُمِّيُّ خَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ তথা, মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল, উম্মী ও সর্বশেষ নবী, তাঁর পরে আর কোন নবী নেই। বিস্তারিত দ্রষ্টব্য ফাতহুল মুলহিম, ইকফারুল মুলহিদীন ও রিসালায়ে খতমে নবুওয়াত ইত্যাদি।

قوله وعلى جميع الأنبياء والمرسلين **ঃ** এখানে একটি প্রশ্ন হয় যে, আম্বিয়ার পর মুরসালীন উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই। কারণ, রাসূল তো নবীগণের অন্তর্ভুক্ত।

উত্তর ঃ (১) আম্বিয়া শব্দটি আম বা ব্যাপক আর মুরসালীন খাস। কোন কিছুর গুরুত্ব বুঝানোর জন্য আমের পর খাসের উল্লেখের বিষয়টি বহুল প্রচলিত। যেমন, مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلّٰهِ وَمَلٰئِكَتِهٖ وَرُسُلِهٖ وَجِبْرِيْلَ وَمِيْكَالَ؟। এখানে জিবরাঈল, মীকাঈল ফেরেশতাদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও পরবর্তীতে আলাদাভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

(২) মুরসালীন এক হিসাবে ব্যাপক। কারণ, এঁরা ফেরেশতা, মানুষ সবই হয়ে থাকেন। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, اَللّٰهُ يَصْطَفِىْ مِنَ الْمَلٰئِكَةِ رُسُلًا وَّمِنَ النَّاسِ। কিন্তু ফেরেশতাদেরকে নবী বলা হয় না। অতএব, মুরসালীন বলা দ্বারা নতুন একটি ফায়দা হল, যেটি আম্বিয়া শব্দ দ্বারা অর্জিত হয়নি।

قوله محمد **ঃ** অধিক প্রশংসিত চরিত্রের অধিকারী হওয়ার কারণে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ নামে নামকরণ করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পূর্বে কারো এ নাম ছিল না। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লামের আবির্ভাবের সময় নিকটবর্তী হলে আসমানী কিতাবের ধারক-বাহকগণ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমন সম্পর্কে লোকজনকে শুভ সংবাদ দিলেই কেউ কেউ তাদের সন্তানের নাম মুহাম্মদ রাখতে আরম্ভ করেন। তাদের আশা ছিল হয়তো এ সন্তানই আখেরী নবী মুহাম্মদ (সা.) হবে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম কারো কারো মতে ৯৯, কারো মতে ৩০০, কারো মতে ১০০০টি। মুহাম্মদ সবচেয়ে প্রসিদ্ধ নাম।

ফায়দা ঃ এখানে ইমাম মুসলিম (র.) -এর জন্য আল ও আসহাবের উল্লেখ সঙ্গত ছিল। কারণ, তাঁরা অনেক ফাযায়িল ও বৈশিষ্ট্যের অধিকারী যেগুলো অন্যদের মধ্যে নেই। তাছাড়া সায়্যিদুল আম্বিয়া সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আমাদের মাঝে তাঁরাই হলেন সমস্ত উলূম, বরকত ও কল্যাণের মাধ্যম। (ফাতহুল মুলহিম।)

اَمَّا بَعْدُ: فَاِنَّكَ يَرْحَمُكَ اللّٰهُ بِتَوْفِيْقِ خَالِقِكَ ذَكَرْتَ: اَنَّكَ هَمَمْتَ بِالْفَحْصِ عَنْ تَعَرُّفِ جُمْلَةِ الأَخْبَارِ، الْمَأْثُوْرَةِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ سُنَنِ الدِّيْنِ وَأَحْكَامِهِ، وَمَا كَانَ مِنْهَا فِىْ الثَّوَابِ وَالْعِقَابِ، وَالتَّرْغِيْبِ وَالتَّرْهِيْبِ، وَغَيْرِ ذٰلِكَ مِنْ صُنُوْفِ الأَشْيَاءِ، بِالأَسَانِيْدِ الَّتِىْ بِهَا نُقِلَتْ، وَتَدَاوَلَهَا اَهْلُ الْعِلْمِ فِيْمَا بَيْنَهُمْ؛ فَأَرَدْتَ أَرْشَدَكَ اللّٰهُ أَنْ تُوَقَّفَ عَلٰى جُمْلَتِهَا، مُؤَلَّفَةً مُحْصَاةً؛ وَسَأَلْتَنِىْ أَنْ أُلَخِّصَهَا لَكَ فِىْ التَّالِيْفِ، بِلَا تَكْرَارٍ يَكْثُرُ؛ فَإِنَّ ذٰلِكَ زَعَمْتَ مِمَّا يَشْغَلُكَ عَمَّا لَهُ قَصَدْتَّ: مِنَ التَّفَهُّمِ فِيْهَا، وَالإِسْتِنْبَاطِ مِنْهَا.

তাহকীক ঃ هممت- মনস্থ করেছ। الفحصُ- অন্বেষণ করা। الأخبارُ- خبرٌ

তারকীব ঃ فانك - اِنَّ হরফে মুশাব্বাহ বিল ফে'ল, كَ ইসম। — ذكرت পুরো বাক্যটি খবর। — يرحمك الله জুমলায়ে মু'তারিযা। — بتوفيق خالقك পরবর্তী ذكرت এর সাথে মুতা'আল্লিক। — انك هممت থেকে فيما بينهم পর্যন্ত জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ ذكرت- এর মাফউলে বিহী। — هممت বাক্যটি اَنَّ- এর খবর। — بالفحص- هممت- এর সাথে মুতা'আল্লিক। — عن تعرف الخ - فحص- এর সাথে মুতা'আল্লিক। — المأثورة -الأخبار- এর সিফাত। — عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - المأثورة- এর সাথে মুতা'আল্লিক। — فى سنن الخ المأثورة- এর জরফ। — وما كان الخ -جملة الاخبار- এর উপর মা'তূফ। ما মওসূলা, كان ফে'লে নাকেস, যমীর هو ইসম, منها ফে'লে নাকেসের জরফ। এটি ما মওসূলার বয়ান। যমীর الاخبار এর দিকে ফিরেছে। — فى الثوب الخ জরফে মুসতাকির হয়ে

-এর বহুবচন। অধিকাংশ মুহাদ্দিসের মতে হাদীস ও খবর সমার্থক। কেউ কেউ হাদীস ও খবরের মাঝে পার্থক্য করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সাহাবী ও তাবিঈগণের কথা-কাজ ও অনুমোদিত বিষয়কে হাদীস বলা হয়। আর রাজা-বাদশাহদের কাহিনী ও ইতিহাসকে বলা হয় খবর। অতএব, যাঁরা ইলমে হাদীস নিয়ে গবেষণা ও চর্চায় নিমগ্ন তাঁদেরকে বলা হয় মুহাদ্দিস। আর যাঁরা ইতিহাস নিয়ে মশগুল তাঁদেরকে বলা হয় আখবারী (ঐতিহাসিক)। سنن الدين- سنة -এর বহুবচন। আভিধানিক অর্থ- তরিকা, নিয়ম-পদ্ধতি। পারিভাষিক অর্থ- ফরয ওয়াজিব ছাড়া শরীয়তের একটি সংগত তরিকা। احكامه- حكم -এর বহুবচন। আল্লাহর ঐ সম্বোধন যা বান্দার কর্মের সাথে ইখতিয়ার, তলব বা ওয়াযয়ের সাথে সম্পৃক্ত। কোন কাজ না করার প্রতি নিষেধাজ্ঞা থাকা সত্ত্বেও করার হুকুম থাকলে ওয়াজিব, অন্যথায় মানদূব। আর করার প্রতি নিষেধাজ্ঞা থাকা সত্ত্বেও না করার নির্দেশ থাকলে হারাম। অন্যথায় মাকরূহ। করা না করা সমপর্যায়ের হলে মুবাহ। আল্লাহর সম্বোধন যদি কোন বস্তুকে রোকন, শর্ত, কিংবা কারণ অথবা প্রতিবন্ধক বানানোর সাথে সম্পৃক্ত হয় তবে তাকে বলে ওয়াযা'। وغير ذلك من صنوف الأشياء- যেমন, আকায়িদ, ফিৎনা, সীরাত, আদব ইত্যাদি। تُوَقَّفَ- ওয়াকিফহাল করানো। مؤلفة- সংকলিত। محصاةً- একত্রিত। (প্রত্যেক বিষয়ের হাদীস আলাদা একত্রে করা উদ্দেশ্য।) زعمتَ- দাবী করেছ, বলেছ।

অনুবাদ ঃ হামদ ও সালাতের পর। আল্লাহ তা'আলা তোমার প্রতি রহমত বর্ষণ করুন। তোমার স্রষ্টার তাওফীকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে পরিপূর্ণ দীন-ইসলাম ও শরীয়তের বিধান সম্পর্কিত এবং পুরস্কার-শাস্তি,

= খবর। —— من صنوف الأشياء জরফে মুসতাকির হয়ে غير ذلك -এর সিফাত। —— بالأسانيد- تعرف -এর সাথে মুতা'আল্লিক। با- مع -এর অর্থে ব্যবহৃত। —— التى بها نقلت- الأسانيد -এর সিফাত। بها - نقلت -এর সাথে মুতা'আল্লিক। تداولها বাক্যটি نقلت এর উপর মা'তূফ। —— فيما بينهم - تداول -এর সাথে মুতা'আল্লিক। —— فاردت الخ- اردت ফেল ও ফায়েল। توقف বাক্যটি মুফরাদের তাবীলে মাফঊলে বিহী। —— على جملتها- توقف -এর সাথে মুতা'আল্লিক। —— مؤلفة محصاة - جملتها -এর জমীরে মাজরূর থেকে হাল। —— سألتنى الخ- ى মাফঊলে আওয়াল। —— الخصها বাক্যটি মুফরাদের তাবীলে দ্বিতীয় মাফঊল। لك জরফে লগভ। —— فى التاليف - الخص -এর জরফ। —— بلاتكرار ও الخص -এর জরফ। لا অর্থ غير মুযাফ تكرار মুযাফ ইলাইহি। يكثر বাক্যটি تكرار -এর সিফাত। —— فان ذلك الخ - ذلك -ان -এর ইসম। زعمت জুমলায়ে মু'তারিযা। مما يشغلك জরফে মুসতাকির হয়ে খবর। —— عماله الخ- يشغل -এর সাথে মুতা'আল্লিক। له - قصدت -এর সাথে মুতা'আল্লিক। —— من التفهم - ما قصدت -এর বয়ান। فيها- التفهم -এর সাথে মুতাআল্লিক। —— الاستنباط- التفهم -এর উপর মা'তূফ। —— منها- الاستنباط -এর জরফ।

উৎসাহ-ভীতি ইত্যাদি সংক্রান্ত যেসব সহীহ হাদীস সনদ পরম্পরায় চলে আসছে, আর হাদীস শাস্ত্র বিশেষজ্ঞ মুহাদ্দিসগনের নিকট যেসব সনদ প্রসিদ্ধ, তুমি তা জানার জন্য আমার নিকট অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছ এবং তুমি সে হাদীসগুলো একই স্থানে বিন্যস্ত সংকলন আকারে পাওয়ার ইচ্ছাও পোষণ করেছ। আল্লাহ তোমাকে সঠিক পথ প্রদর্শন করুন। তুমি আমাকে অনুরোধ করেছিলে, আমি যেন এ হাদীসগুলো সংকলন করতে গিয়ে কোন হাদীসের অস্বাভাবিক পুনরুল্লেখ না করি এবং সংকলনটি যেন সংক্ষিপ্তাকারে প্রস্তুত করি। তোমার ঐকান্তিক বিশ্বাস, একই হাদীসের অস্বাভাবিক পুনরাবৃত্তি ঘটলে তার গূঢ় রহস্য ও তত্ত্ব অনুধাবন করা এবং তা থেকে বিভিন্ন ধরনের মাসআলা উৎসারণ করা- যা তোমার মুখ্য উদ্দেশ্য, তা ব্যাহত হবে।

সহীহ মুসলিম সংকলনের আবেদন

ইমাম মুসলিম (র.) -এর কোন শিষ্য (কারো কারো মতে তাঁর নাম হল, আবূ ইসহাক ইবরাহীম নিশাপুরী, আর কারো কারো মতে আহমাদ ইবন সালামা নিশাপুরী (র.))। ইমাম মুসলিম (র.) -এর নিকট এরূপ একটি হাদীস সংকলনের দরখাস্ত করেছিলেন, যাতে দীনী আহকাম, মাসায়িল, তারগীব ও তারহীব সংক্রান্ত নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসগুলো সনদসহকারে বর্ণিত হবে। তিনি দরখাস্ত করেছিলেন, যদি এরূপ কোন কিতাব সংকলিত হয় যাতে সহীহ হাদীসগুলো একত্রিত অবস্থায় পাওয়া যায়, তবে অনেক কিতাব ঘাটাঘাটির প্রয়োজন হবে না। বেশী কষ্ট ছাড়াই দীন সংক্রান্ত জরুরী সব বিষয়ে মোটামুটি জ্ঞান অর্জন হয়ে যাবে। তাঁর মনের চাহিদা ছিল, যাতে এ কাম্য গ্রন্থটিতে অস্বাভাবিক পুনরাবৃত্তি না ঘটে। কারণ, এর ফলে মানসিক বিক্ষিপ্ততা সৃষ্টি হয়। যেহেতু এরূপ কোন কিতাব ছিল না, এ জন্য ইমাম মুসলিম (র.) -এর নিকট এ দরখাস্তটি তিনি করেছেন।

সহীহ মুসলিম কি জামি‘?

শাহ আব্দুল আযীয মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.) উজালায়ে নাফিয়া নামক গ্রন্থে বলেছেন, জামি‘ হাদীসের এরূপ গ্রন্থ যাতে আকায়িদ, আহকাম, রিকাক, আদাব, তাফসীর, সিয়ার, ফিতান ও মানাকিব এ আটটি বিষয়ে হাদীস থাকে। অতএব, যেহেতু মুসলিম শরীফে তাফসীর ও কিরাআত সংক্রান্ত হাদীস নেই, এ জন্য তিনি এটাকে জামি‘ গণ্য করেন না।

তবে এটা ঠিক নয়। বরং সহীহ মুসলিম জামি‘। কারণ-

(১) আল্লামা মজদুদ্দীন ফিরোযাবাদী (র.) এটাকে জামি‘ বলেছেন। তিনি বলেছেন,

قَرَأْتُ بِحَمْدِ اللّٰهِ جَامِعَ مُسْلِمٍ ❖ بِجَوْفِ دِمَشْقِ الشَّامِ جَوْفِ الإِسْلَامِ
عَلٰى نَاصِرِ الدِّيْنِ الإِمَامِ بْنِ جَهْبَلٍ ❖ بِحَضْرَةِ حُفَّاظٍ مَشَاهِيْرَ اَعْلَامِ
وَتَمَّ بِتَوْفِيْقِ الالٰهِ وَفَضْلِهِ ❖ قِرَأَةَ ضَبْطٍ فِىْ ثَلَاثَةِ اَيَّامِ

(২) হাজী খলীফা (র.) কাশফুজ্ জুনূনে এটিকে আল-জামিউস্ সহীহ বলে উল্লেখ করেছেন।

(৩) মোল্লা আলী কারী (র.) মিরকাতুল মাফাতীহে এটাকে জামি' সহীহ বলেছেন। তিনি বলেন,

وَلَهُ الْمُصَنَّفَاتُ الْجَلِيْلَةُ غَيْرُ جَامِعِهِ الصَّحِيْحِ كَالْمُسْنَدِ الْكَبِيْرِ۔

(৪) নবাব সিদ্দীক হাসান খাঁন কুনূজী (র.) এটাকে জামি' সহীহ বলেছেন। ইতহাফুন্ নুবালা নামক গ্রন্থে তিনি বলেছেন, الجامعُ الصحيحُ للإمام الحافظ الخ।

(৫) তাছাড়া সহীহ মুসলিমে যদিও তাফসীর ও কিরাআতের হাদীস বেশী নয়। কিন্তু কম হলেও আছে। আর এ বিষয়টি জামি' সুফিয়ান সাওরী ও জামি' সুফিয়ান ইবন উয়াইনাতেও বিদ্যমান। অথচ এগুলো সর্বসম্মতিক্রমে জামি'। এমনিভাবে মুয়াত্তা, সুফিয়ান ইবন উয়াইনা, আবূ উরওয়া উমর ইবন রাশিদ বসরীর কিতাব ও জামি'। অথচ শাহ সাহেব (র.) -এর মতে এগুলো সুনান ও মুসান্নাফের অন্তর্ভুক্ত।

স্মর্তব্য, শাহ সাহেব (র.) জামি' -এর যে সংজ্ঞা দিয়েছেন এটা পূর্ব যুগে ছিল না। এ পরিভাষা পরবর্তীদের।

وَلِلَّذِىْ سَأَلْتَ اَكْرَمَكَ اللّٰهُ حِيْنَ رَجَعْتُ اِلٰى تَدَبُّرِهٖ وَمَا تَؤُوْلُ إِلَيْهِ الْحَالُ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ، عَاقِبَةٌ مَحْمُوْدَةٌ، وَ مَنْفَعَةٌ مَوْجُوْدَةٌ.

অনুবাদ ঃ আল্লাহ তোমাকে মর্যাদার আসনে সমাসীন করুন। যে মহৎ কাজ আঞ্জাম দেয়ার জন্য তুমি আমার নিকট আবেদন করেছ, সে সম্পর্কে ও এর পরিণতি সম্পর্কে চিন্তা করে আমি যে শুভ পরিণাম দেখতে পাচ্ছি, ইনশাআল্লাহ খুবই প্রশংসনীয় এবং নগদ ফলপ্রসূ।

قوله عاقبة ومنفعة موجودةٌ **ঃ** প্রশংসিত পরিণাম ও নগদ ফায়দার বিবরণ

তারকীব ঃ ——للذى, জরফে মুসতাকির হয়ে খবরে মুকাদ্দাম। —— عاقبةٌ الخ মুবতাদা মু'আখ্খার। —— اكرمك الله জুমলায়ে মু'তারিযা। ——حين رجعتُ তার সাথে আতফকৃত বাক্যসহ علمت ذلك মুকাদ্দারের জরফ হয়ে জুমলায়ে মু'তারিযা। —— ما تؤول الخ - تدبر -এর মুযাফ ইলাইহির জমীরে মাজরুরের উপর মা'তূফ। —— ان شاء الله জাযা মাহযূফসহ لكان كذا জুমলায়ে মু'তারিযা।

দিতে গিয়ে আল্লামা শাব্বীর আহমদ উসমানী (র.) বলেন যে, এর ফলে হাদীস সহীহ বা দুর্বল এ সংক্রান্ত গবেষণা ও প্রশ্নের প্রয়োজন হয় না। ছাত্ররা এই কষ্ট থেকে মুক্তি পায়।

গ্রন্থ কখনও গ্রন্থকারের জন্য উপকারী হয়

কিতাবপত্র দ্বারা সাধারণত অন্য লোকেরা উপকৃত হয়। কিন্তু কোন কোন গ্রন্থ স্বয়ং লেখকের জন্যও উপকারী। এ জন্য ইমাম মুসলিম (র.) নিম্নোক্ত ইবারতে এ বিষয়টি ফুটিয়ে তুলেছেন। তাতে তিনি বলেছেন যে, এরূপ সহীহ হাদীস গ্রন্থ তৈরি হলে সর্ব প্রথম উপকার হবে আমার। এর বিভিন্ন কারণ রয়েছে। তন্মধ্যে বুনিয়াদী কারণ হল, অনেক রেওয়ায়াত অপেক্ষা বিশুদ্ধ অল্প রেওয়ায়াত মুখস্থ রাখা সহজ। তাছাড়া সহীহ গরসহীহ বাছাই করা কঠিন ব্যাপার। নিরেট সহীহ হাদীসগুলো একত্রে থাকলে এসব পেরেশানী থেকে বাঁচা যায়।

وَظَنَنْتُ حِيْنَ سَأَلْتَنِيْ تَجَشُّمَ ذٰلِكَ: اَنْ لَوْ عُزِمَ لِيْ عَلَيْهِ، وَقُضِيَ لِيْ تَمَامُهُ كَانَ اَوَّلُ مَنْ يُّصِيْبُهُ نَفْعُ ذٰلِكَ إِيَّايَ خَاصَّةً، قَبْلَ غَيْرِيْ مِنَ النَّاسِ، لِأَسْبَابٍ كَثِيْرَةٍ، يَطُوْلُ بِذِكْرِهَا الْوَصْفُ؛ إِلَّا أَنَّ جُمْلَةَ ذٰلِكَ اَنَّ ضَبْطَ الْقَلِيْلِ مِنْ هٰذَا الشَّأْنِ، وَإِتْقَانَهُ، أَيْسَرُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ مُعَالَجَةِ الْكَثِيْرِ مِنْهُ.

তারকীব ঃ — حين سألتني - ظننت-এর মাফঊলে ফীহি। — حين মুযাফ سألتني বাক্যটি মুযাফ ইলাইহি। — تجشم ذلك - سألتني-এর মাফঊল। — ان لو مخففه من المثقله হরফে মুশাব্বাহ বিল ফে‘ল। যমীরে শান উহ্য তার ইসম। — عزم থেকে الوصف পর্যন্ত শর্ত ও জাযা মিলে খবর। — ان ইসম এবং খবর মিলে ظننت -এর মাফঊলে বিহী। — عُزِمَ ফে‘লে মাজহুল। উহ্য যমীর নায়েবে ফায়েল। لي এবং عليه জরফে লগভ। — قضي বাক্যটি عزم বাক্যের উপর মা‘তূফ। মা‘তূফ মা‘তূফ আলাইহি মিলে শর্ত। — كان اول الخ জাযা। — اول মুযাফ ইলাইহিসহ ফে‘লে নাকেসের ইসম। — نفع ذلك- يصيبه-এর ফায়েল। اياى ফে‘লে নাকেসের খবর। خاصة মাফঊলে মুতলাক خصصت উহ্য ফে‘লের। — قبل غيرى- يصيب -এর মাফঊলে ফীহি। — من الناس জরফে মুসতাকির হয়ে غيرى-এর সিফাত। — لأسباب الخ- يصيب-এর সাথে মুতা‘আল্লিক। — كثيرة- اسباب এর প্রথম সিফাত। আর يطول বাক্যটি দ্বিতীয় সিফাত। الوصف- يطول-এর ফায়েল। — الا পূর্বের বাক্যের অর্থ থেকে ইসতিসনা। অর্থাৎ, لا اذكر الوجوه كلها الا خلاصتها — جملة ذلك- ان-এর ইসম। আর ان ضبط বাক্যটি ان-এর খবর। من هذا الشان। জরফে মুসতাকির হয়ে القليل-এর সিফাত। ايسر দ্বিতীয় انّ-এর খবর। — على المرأ ... معالجة الخ ... ايسر-এর সাথে মুতা‘আল্লিক। منه জরফে মুসতাকির হয়ে ... -এর সিফাত

তাহকীক ঃ تجشم الأمر- মেহনত ও কষ্ট করে কাজ করা। অনেক মুসিবত সহ্য করা। عزم عزمًا- সুদৃঢ় ইচ্ছা করা। عُزِمَ- এ কাজের সুদৃঢ় ইচ্ছা করানো হয়েছে। এর অর্থ হল, আল্লাহ তা'আলা যদি আমার জন্য কাজ সহজ করে দেন এবং তাওফীক দান করেন, আমার মধ্যে কাজ করার স্থায়ী শক্তি পয়দা করে দেন। قُضِيَ لِيْ تَمَامُهُ- قضىٰ يقضى قضاءً -قُضِيَ- আমার জন্য এ কাজটি পূর্ণাঙ্গতা দানের ফয়সালা করা হয়েছে। অর্থাৎ, যদি এ কাজটির পূর্ণাঙ্গতা আমার তাকদীরে থাকে। وصف الشيء وصفًا- বর্ণনা করা। جملة- সমষ্টি। তথা, মূল কারণ। عالج معالجة -المريض- চিকিৎসা করা। الأمر- সম্পাদন করা, আঞ্জাম দেয়া।

অনুবাদ ঃ তুমি আমাকে যে কষ্ট স্বীকারের জন্য আবেদন করেছ, তার প্রেক্ষিতে আমি ভেবে দেখেছি, যদি আমার দ্বারা এ কাজ সম্পাদিত হয়, আমার দ্বারা সম্পন্ন হওয়া তাকদীরে লেখা থাকে, তাহলে আমিই প্রথমে এর সুফল লাভ করতে পারব। এর বহুবিধ কারণ রয়েছে। সে সবের বর্ণনা করতে গেলে আলোচনা দীর্ঘ হয়ে পড়বে। তবে মৌলিক কথা হল, অধিক সংখ্যক হাদীস আলোচনায় ব্যাপৃত হওয়ার চেয়ে অল্প সংখ্যক হাদীসের সেবা করা (কাজে লাগানো, বিশুদ্ধ ও যথাযথভাবে মনে রাখা) ব্যক্তির পক্ষে সহজ।

قوله كان اول من يصيبه ঃ ইবন দাকীকুল ঈদ (র.) বলেছেন, তাবলীগে ইলম দ্বারা প্রচুর সওয়াব অর্জিত হয়। তাছাড়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁদের জন্য যে দু'আ করেছেন তার ভাগী হওয়া যায়। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

نَضَّرَ اللّٰهُ امْرًا سَمِعَ مَقَالَتِيْ فَوَعَاهَا وَاَدَّاهَا اِلٰى مَنْ لَّمْ يَسْمَعْهَا

'আল্লাহ তা'আলা তাকে প্রফুল্ল রাখুন যে, আমার বর্ণনা শ্রবণ করে তা সংরক্ষণ করেছে এবং যে তা শুনিনি তার কাছে তা পৌঁছিয়েছে।'

এ ধরনের বহু ফায়দা ফাতহুল মুলহিমে (১/১১৪) বর্ণিত হয়েছে।

সাধারণ লোকের জন্য সহীহ হাদীসগ্রন্থই উপকারী

সাধারণ লোকের জন্য সহীহ হাদীস গ্রন্থই উপকারী। যাতে সহীহ, দুর্বল বাছাইয়ের ঝামেলায় না পড়ে নিরাপদে, প্রশান্তির সাথে তার উপর নির্ভর করতে পারে, পড়তে ও পড়াতে পারে এবং উপকৃত হতে পারে। এ জন্যই ইমাম মুসলিম (র.) বলেন, যেসব লোক সহীহ গরসহীহ রেওয়ায়াতের মাঝে অন্য কারো দিক নির্দেশনা ব্যতীত পার্থক্য করতে পারে না, তাদের সামনে সব ধরনের হাদীসের সংকলন তৈরি করে পেশ করা উপকারী নয়। তাদের জন্য সহীহ হাদীস সংকলন উপকারী।

এ জন্য মুহাদ্দিসীনে কিরাম হাদীস ভাণ্ডার তালাশ ও যাচাই-বাছাই করে সহীহ হাদীসের অনেক কিতাব তৈরি করেছেন। তন্মধ্যে সবচেয়ে উপকারী কিতাব হল, সহীহ মুসলিম। এতে সহীহ হাদীস বাছাইয়ের সাথে সাথে অধিক পুনরাবৃত্তি, মাসায়েল উৎসারণ, শিরোনাম ইত্যাদি থেকে পরহেয করা হয়েছে। যাতে পাঠক হাদীস দ্বারা উপকৃত হতে পারে; অন্যান্য বিষয়ের মারপ্যাঁচে কম পড়তে হয়।

وَلَا سِيَّمَا عِنْدَ مَنْ لَاتَمْيِيْزَ عِنْدَهٗ مِنَ الْعَوَامِّ، اِلَّا بِأَنْ يُوَقِّفَهٗ عَلَى التَّمْيِيْزِ غَيْرُهٗ؛ فَاِذَا كَانَ الْاَمْرُ فِيْ هٰذَا كَمَا وَصَفْنَا، فَالْقَصْدُ مِنْهُ اِلَى الصَّحِيْحِ الْقَلِيْلِ اَوْلٰى بِهِمْ مِنْ اِزْدِيَادِ السَّقِيْمِ.

তাহকীক ঃ السيُّ- বরাবর, মতো। বলা হয়, هما سِيَّان- এ দুটি প্রায় এক রকম। لاسِيَّمَا- শব্দটি سِيٌّ এবং ما দ্বারা সংযুক্ত। মূলতঃ এটি ইসতিসনা -এর শব্দ। অতঃপর 'বিশেষতঃ' এর অর্থে ব্যবহৃত হয়। এটি واو এবং لا সহকারেই ব্যবহৃত হয়।

অনুবাদ ঃ বিশেষত সে জনসাধারণের জন্য, যারা অন্যের সাহায্য ব্যতীত সহীহ এবং দুর্বল হাদীসের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণে সক্ষম নয়। এমতাবস্থায় তাদের জন্য অধিক সংখ্যক দুর্বল হাদীস বর্ণনা করার পরিবর্তে অল্প সংখ্যক সহীহ হাদীস বর্ণনার ইচ্ছা করাই উত্তম।

فالقصد منه الى الصحيح اولى **ঃ** স্মর্তব্য যে, হাদীস প্রথমতঃ দুই প্রকার, খবরে মুতাওয়াতির ও খবরে ওয়াহিদ। আল্লামা জাযায়িরীর উক্তি মতে 'খবরে মুতাওয়াতির অনুভূত বিষয় সম্পর্কে এরূপ একটি সংবাদের নাম যেটি এত প্রচুর সংখ্যক লোক বলেছেন যে, স্বভাবতই মিথ্যার উপর তাদের ঐকমত্য অসম্ভব মনে

তারকীব ঃ —— لاسيّما- لانفي جنس **।** سيٌّ ইসম এবং খবর। সংখ্যাগরিষ্ঠ নাহভীদের মতে موجودٌ উহ্য। ما -এর ব্যাপারে অনেক মতবিরোধ আছে। ——عند ضبط قليل من الخ জরফে মুসতাকির হয়ে উহ্য মুবতাদা هو- এর খবর। (هو যমীরটি قليل -এর দিকে ফিরেছে।) عند মুযাফ من সেলাসহ মুযাফ ইলাইহি —— لانفي جنس -এর। تمييز- এর ইসম। عنده জরফে মুসতাকির হয়ে খবর। من العوام- من موصوله -এর বয়ান। —— الا استثناء- হল لاتمييز عنده বাক্য থেকে।—— ان , با جاره مصدريه। يوقفه ফে'ল ও মাফউল। —— على التمييز জরফে লগভ। غيره ফায়েল। অতঃপর জুমলায়ে ফে'লিয়া মাসদারের তাবীলে মাজরূর। জার মাজরূর জরফে মুসতাকির হয়ে মুসতাসনা। —— فاذا كان الخ বাক্যটি شرطية। —— فالقصد الخ বাক্যটি জাযা। كان -الامر- এর ইসম। في هذا - জরফে মুসতাকির হয়ে الامر- এর সিফাত। —— كما وصفنا খবর। القصد মুবতাদা منه- ضمير -এর هذا الشان -এর দিকে ফিরেছে। منه জরফে মুসতাকির হয়ে مبتدا- এর সিফাত। الى الصحيح القليل মুবতাদা এর সাথে মুতা'আল্লিক। —— اولى الخ খবর। بهم জরফে লগভ। যমীর عوام- এর দিকে ফিরেছে। —— من ازدياد ও اولى- এর সাথে মুতা'আল্লিক।

করা হয়।' খবরে মুতাওয়াতির যেহেতু ইয়াকীনের ফায়দা দেয়, এতে কোন প্রকার সংশয় সন্দেহ থাকে না, সেহেতু এর সনদ সম্পর্কে যাচাইয়ের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু খবরে ওয়াহিদ সহীহও হয় গলদও হয়। এজন্য এর সনদ সম্পর্কে যাচাই বাছাই করতে হয়। এর রাবীদের সম্পর্কে এবং মূল বক্তব্য অন্যদের কাছে পৌঁছানোর পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করা জরুরী হয়। যাতে সহীহ গলদ উভয়ের মাঝে পার্থক্য করা যায়।

যদি রাবী এত প্রচুর পরিমাণ না হয় যে, স্বভাবত মিথ্যার উপর তাদের ঐক্যবদ্ধতা অসম্ভব মনে করা হয়, তবে এটি খবরে ওয়াহিদ। এ খবরে ওয়াহিদ তিন প্রকার- সহীহ, হাসান ও যঈফ।

সহীহ ঃ সহীহ হল, যেটি কোন আদিল দীনদার এবং সংবাদ পুরোপুরি সংরক্ষণকারী ব্যক্তি বর্ণনা করেছেন। তাতে কোন প্রকার গোপন ত্রুটি নেই। আবার হাদীস শাযও নয়, সনদও মুত্তাসিল।

হাসান ঃ যে হাদীসের রাবী সত্যতা ও আমানতদারীতে প্রসিদ্ধ তবে হিফয ও সংরক্ষণের দিক দিয়ে এর কোন রাবী সহীহ হাদীসের রাবীদের চেয়ে নীচু পর্যায়ের। অতঃপর সহীহ দুই প্রকার- ১. সহীহ লিযাতিহী, ২. সহীহ লিগাইরিহী। যেমনিভাবে হাসান দুই প্রকার- লিযাতিহী ও লিগাইরিহী। পূর্ববর্তীদের পরিভাষায় হাসান শব্দের প্রয়োগ কম পাওয়া যায়। তারা সহীহ যঈফ সাকীম শব্দ ব্যবহার বেশী করেন। আলী ইবনুল মাদীনী (র.) -এর ভাষায় হাসানের প্রয়োগ অনেক। ইমাম তিরমিযী (র.) এ পরিভাষা আরো বেশী প্রসিদ্ধ করে দিয়েছেন। ইমাম মুসলিম (র.) فالقصد منه الى الصحيح ইবারতে সহীহ দ্বারা মুতাকাদ্দিমীনের রীতি অনুসারে হাসান ও সহীহ উভয়টিই উদ্দেশ্য করেছেন। উভয় প্রকার হাদীস সহীহ মুসলিমে নিয়েছেন।

যঈফ-সাকীম ঃ সহীহ হাদীসের যেসব শর্ত সেগুলো পূর্ণাঙ্গ বা আংশিক রূপে যেটিতে বিদ্যমান নেই। অতএব, তাতে মু'আল্লাক, মুনকাতি', মু'দাল, মুরসাল, মওযূ', মাতরুক, মুনকার, মু'আল্লাল, মুদরাজ, মাকলূব, শায, মুযতারিব, মুখতালিত ইত্যাদি সবগুলোই অন্তর্ভুক্ত।

ইল্লতুল হাদীস ঃ ইল্লত এরূপ গোপন ত্রুটিকে বলে যেটি হাদীসের বিশুদ্ধতাকে ব্যাহত করে। অথচ বাহ্যিক দৃষ্টিতে ত্রুটিমুক্ত মনে হয়। আর এ সূক্ষ্ম কারণটি সেখানেই পাওয়া যাবে, যেখানে বাহ্যতঃ হাদীসের সনদে সহীহ হাদীসের শর্ত পাওয়া যাবে। যেমন, হাদীসের সনদ সম্পূর্ণ ঠিক। সব রাবী নির্ভরযোগ্য। কিন্তু এতে মুরসাল হাদীসকে মুত্তাসিল কিংবা এক হাদীসকে অন্য হাদীসে প্রবিষ্ট করা হয়েছে বা মাওকূফকে মারফূ' কিংবা দুর্বল রাবীর ক্ষেত্রে একজন শক্তিশালী

রাবী রেখে দেয়া হয়েছে ইত্যাদি। হাদীসের ইল্লত সংক্রান্ত জ্ঞান, আর জারহ-তা'দীল সংক্রান্ত জ্ঞান আলাদা আলাদা বিষয়।

হাদীসের সূক্ষ্ম ত্রুটি জানার পদ্ধতি

আবূ বকর খতীব (র.) -এর উক্তি মতে হাদীসের সমস্ত সূত্র একত্র করে প্রতিটি রাবীর হিফজের স্তরের প্রতি লক্ষ্য করলে হাদীসের গোপন ত্রুটি সম্পর্কে জ্ঞান অর্জিত হয়। হাদীসের সব সূত্র জমা না করলে ভুল স্পষ্ট হবে না।

হাদীসের সাথে প্রচুর সম্পর্ক এবং এর স্তর সম্পর্কে অভিজ্ঞতা ও রুচিশীলতা এবং সুদৃঢ় খোদা প্রদত্ত শক্তি দ্বারা হাদীসের সূক্ষ্ম ত্রুটিগুলো সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা যায়। প্রতিটি শাস্ত্রেই তার সাথে বিশেষ সম্পর্কের কারণে বিশেষ যোগ্যতা অর্জন হয়। একজন জহুরী কোন মোতির রং রুপ দেখে খাঁটি-মেকি পার্থক্য করতে পারেন। তার জন্য কোন নীতিমালারও প্রয়োজন হয় না। হাদীস শাস্ত্রেও তেমন হয়ে থাকে।

আল-মু'আল্লাল ঃ مُعَلٌّ، مَعْلُوْلٌ، مُعَلَّلٌ সবগুলো সমার্থবোধক। অর্থাৎ, সে হাদীস যার মধ্যে গোপান ত্রুটি রয়েছে। মা'লূল শব্দটি বুখারী, তিরমিযী, ইবন আদী, দারাকুতনী প্রমুখের ইবারতে ব্যবহৃত হয়েছে। কোন কোন আলিম (তাকরীবে ইমাম নববী (র.) -এর উক্তি মতে) মা'লূল শব্দটির ব্যবহার আভিধানিক দৃষ্টিতে ভুল সাব্যস্ত করেছেন। কারণ, অভিধানে এ অর্থে باب افعال থেকে مُعَلٌّ শব্দ ব্যবহৃত হয়। مجرد থেকে এ অর্থে ব্যবহৃত হয় না। কিন্তু অন্যরা এ বিষয়টি স্বীকার করেন না। আর আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে উত্থাপিত প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন যে, কোন কোন অভিধানগ্রন্থে عَلَّ الشَّيْءَ اذا اصابته علّةٌ উল্লিখিত হয়েছে। অতএব, এ শব্দটি থেকেই মা'লূল গৃহীত। যেহেতু হাদীস শাস্ত্রবিদদের ইবারত এবং অভিধানে শব্দটি আছে অতএব, মা'লূল শব্দ ব্যবহার করাই উত্তম হবে। মু'আল্লাল শব্দটিও এ অর্থে প্রচুর ব্যবহৃত হয়। -দেখুন ঃ ফাতহুল মুলহিম ঃ ১/৫৪

মহামনীষীদের ব্যাপার সম্পূর্ণ ভিন্ন

এখানে একটি প্রশ্নের উত্তর দেয়া উদ্দেশ্য : প্রশ্নটি হল, ইমাম মুসলিম (র.) বলেছেন, অল্প সংখ্যক সহীহ হাদীসের উপর ক্ষান্ত হওয়া উত্তম। অথচ বড় বড় মুহাদ্দিসীনের ঘটনাবলী এর পরিপন্থী। ইমাম আহমদ (র.) -এর অনির্ভরযোগ্য হাদীস ছাড়া শুধু নির্ভরযোগ্য হাদীসই সাত লক্ষ মুখস্থ ছিল। মুহাদ্দিস আবূ যুরআ (র.)ও অনুরূপ মুখস্থ করেছেন। ইমাম বুখারী (র.) সম্পর্কে ব্যাপক আকারে বর্ণনা করা হয় যে, প্রায় দুলাখ গরসহীহ হাদীস এবং এক লাখ সহীহ হাদীস তাঁর

মুখস্থ ছিল। স্বয়ং ইমাম মুসলিম (র.) থেকে উলামায়ে কিরাম তাঁর এই বিবরণ উল্লেখ করেছেন যে, তিনি সহীহ মুসলিম সম্পর্কে বলতেন, 'আমি নিজ কানে শোনা তিন লাখ হাদীস থেকে বাছাই করে এই সংকলন তৈরি করেছি। এরূপভাবে মুহাদ্দিসীনে কিরামের দিকে বিশাল সংখ্যক হাদীস সম্বন্ধযুক্ত। প্রচুর সংখ্যক মহামনীষী অনেক হাদীস সংকলন করেছেন। তাহলে মহামনীষীগণ কেন এত অধিক হাদীস সংকলন করছেন?

● ইমাম মুসলিম (র.) এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন যে, এ ব্যাপারটি হাদীসের মহামনীষীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। সেসব সৌভাগ্যবান মনীষীদের জন্য অনেক বেশী হাদীস সংকলন উপকারী ছিল। কারণ, তাঁদেরকে আল্লাহ রব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে সচেতনতা দান করা হয়েছিল। তাঁরা হাদীসের ত্রুটি-বিচ্যুতি ইত্যাদি সম্পর্কে ওয়াকিফহাল ছিলেন। এ কারণে প্রচুর হাদীস ও পুনরাবৃত্তি তাদের জন্য উপকারী ছিল। কিন্তু যেসব সাধারণ লোক বিশিষ্ট মনীষীদের ন্যায় যোগ্যতা সম্পন্ন নয়, তাদের জন্য এটা উপকারী নয়। কারণ, তারা সামান্য রেওয়ায়াতই মুখস্থ রাখতে পারে না। তাদের জন্য উপকারী হল, সামর্থ্য অনুযায়ী সহীহ হাদীস বাছাই করে তাদের সামনে পেশ করা। যাতে তারা এগুলো দ্বারা উপকৃত হতে পারে, মানসিক বিক্ষিপ্ততা থেকে বাঁচতে পারে।

وَإِنَّمَا يُرْجَى بَعْضُ الْمَنْفَعَةِ فِي الْإِسْتِكْثَارِ مِنْ هٰذَا الشَّانِ، وَجَمْعِ

তারকীব ঃ —— انما يرجى ফে'লে মাজহুল। —— بعض المنفعة নায়েবে ফায়েল। في الاستكثار - يرجى -এর সাথে মুতা'আল্লিক। —— من هذا الشان জরফে মুসতাকির হয়ে الاستكثار -এর সিফাত। —— جمع المكررات -الاستكثار -এর মা'তূফ। منه জরফে মুসতাকির হয়ে المكررات -এর সিফাত। —— لخاصة - يرجى এর সাথে দ্বিতীয় মুতা'আল্লিক। —— من الناس জরফে মুসতাকির হয়ে خاصة -এর সিফাত। —— ممن رزق الخ - خاصة এর বয়ান। فيه - رزق -এর সাথে মুতা'আল্লিক। ذالك - قوله كذالك الخ —— رزق -এর দ্বিতীয় মাফউল। بعض التيقظ মা'তূফসহ মুবতাদা। يهجم. খবর। —— ان شاء الله উহ্য জাযা সহকারে জুমলায়ে মু'তারিযা। —— بما اوتى - يهجم -এর প্রথম মুতা'আল্লিক। —— من ذلك - اوتي -এর সাথে মুতা'আল্লিক। —— على الفائدة - يهجم -এর দ্বিতীয় মুতা'আল্লিক। —— في الاستكثار - الفائدة এর সাথে মুতা'আল্লিক। —— من جمعه - الاستكثار -এর সাথে মুতা'আল্লিক। —— قوله فاما عوام الناس الخ - عوام الناس মুবতাদা মুতাযাম্মিন মা'নায়ে শর্ত। —— فلا معنى لهم الخ খবর মুতাযাম্মিন মা'নায়ে জাযা। الذين - সেলাসহ عوام الناس -এর সিফাত। هم মুবতাদা। —— بخلاف الخ খবর। —— من - الخاص -এর বয়ান। —— لا معنى الخ - لانفى جنس। معنى ইসম। لهم - اهل الخ খবর। —— في طلب الخ - معنى -এর সাথে মুতা'আল্লিক। —— وقد عجزوا الخ বাক্যটি হাল।

الْمُكَرَّرَاتِ مِنْهُ، لِخَاصَّةٍ مِّنَ النَّاسِ، مِمَّنْ رُزِقَ فِيْهِ بَعْضَ التَّيَقُّظِ، وَالْمَعْرِفَةِ بِأَسْبَابِهِ، وَعِلَلِهِ؛ فَذٰلِكَ إِنْشَاءَ اللّٰهُ يَهْجُمُ بِمَا أُوْتِيَ مِنْ ذٰلِكَ، عَلَى الْفَائِدَةِ فِيْ الْإِسْتِكْثَارِ مِنْ جَمْعِهِ؛ فَأَمَّا عَوَامُّ النَّاسِ الَّذِيْنَ هُمْ بِخِلَافِ مَعَانِيْ الْخَاصِّ مِنْ أَهْلِ التَّيَقُّظِ وَالْمَعْرِفَةِ فَلَا مَعْنٰى لَهُمْ فِيْ طَلَبِ الْحَدِيْثِ الْكَثِيْرِ، وَقَدْ عَجَزُوْا عَنْ مَعْرِفَةِ الْقَلِيْلِ.

তাহকীক ঃ استكثر من الشيئ-বেশী আকৃষ্ট হওয়া। هذا الشان- দ্বারা উদ্দেশ্য হাদীস শাস্ত্র। تيقظ- সচেতনতা। اسباب، علة- দু’টি শব্দ প্রায় সমার্থবোধক। علة মানে এরূপ গোপন ত্রুটি যেটি রাবীর ভুলের কারণে সৃষ্টি হয় এবং হাদীস বাহ্যত সহীহ মনে হয়। এই ধারণাগত পরিবর্তন সম্পর্কে জ্ঞান অর্জিত হয় নিদর্শনাবলী এবং সমস্ত সনদ একত্রিত করার ফলে। هجم (ن) عليه- হঠাৎ পৌঁছে যাওয়া। معنى-معانى এর বহুবচন। কারণ, উদ্দেশ্য।

অনুবাদ ঃ অবশ্য এক বিশেষ শ্রেণীর লোক যাঁরা ইলমে হাদীসে সচেতন, বিশেষ পাণ্ডিত্যের অধিকারী এবং হাদীসের ত্রুটি-বিচ্যুতির কারণ নিরূপণে সিদ্ধহস্ত, অধিক সংখ্যক হাদীস বর্ণনা, সংকলন এবং পুনরাবৃত্তিতে তাদের কিছু উপকার আশা করা যায়। পক্ষান্তরে, যারা সচেতন, জ্ঞানের অধিকারী লোকদের চেয়ে ভিন্ন প্রকৃতির- সাধারণ লোক, তাদের পক্ষে অধিক সংখ্যক হাদীসের অন্বেষণ অর্থহীন। কেননা, তারা তো অল্প সংখ্যক হাদীসের জ্ঞান লাভেই অক্ষম।

সহীহ মুসলিমের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

যেহেতু ইমাম মুসলিম (র.) এ কিতাবটি উপরোক্ত আবেদনের ভিত্তিতে সংকলন করেছিলেন ; এ জন্য-

(১) ইমাম মুসলিম (র.) সহীহ হাদীস বাছাইয়ের জন্য হাদীসের রাবীগণকে তিনভাগে বিভক্ত করেছেন। অনির্ভরযোগ্য রাবী কর্তৃক বর্ণিত হাদীস কিতাবে সংকলন থেকে পরহেয করেছেন। নির্ভরযোগ্য রাবীদের মধ্য থেকে যারা উঁচু পর্যায়ের তাদের হাদীসগুলোকে মূল বানিয়েছেন। দ্বিতীয় শ্রেণীর রাবীদের হাদীসকে মুতাবি‘ ও শাহিদ হিসাবে উল্লেখ করেছেন। অবশ্য যদি কোন স্থানে কোন অনুচ্ছেদ প্রথম শ্রেণীর রাবীদের রেওয়ায়াতশূন্য হয় তাহলে সেখানে দ্বিতীয় স্তরের রাবীদের রেওয়ায়াতকে মূল বানিয়েছেন। বিস্তারিত বিবরণ পরে আসছে।

(২) তিনি চেষ্টা করেছেন, যাতে এ কিতাবে হাদীসের পুনরাবৃত্তি বেশী না ঘটে। কারণ, প্রচুর পুনরাবৃত্তি পেরেশানীর কারণ হয়।

ثُمَّ اِنَّا اِنْشَاءَ اللّٰهُ مُبْتَدِئُوْنَ فِىْ تَخْرِيْجِ مَا سَأَلْتَ، وَتَالِيْفِهٖ عَلٰى شَرِيْطَةٍ، سَوْفَ اَذْكُرُهَا لَكَ وَهُوَ: أَنَّا نَعْمِدُ إِلٰى جُمْلَةِ مَا اُسْنِدَ مِنَ الأَخْبَارِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَنَقْسِمُهَا عَلٰى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ، وَثَلَاثِ طَبَقَاتٍ مِّنَ النَّاسِ عَلٰى غَيْرِ تَكْرَارٍ.

তাহকীক ঃ خَرَّجَ تَخرِيجًا- মনোনীত করা, বাছাই করা। বলা হয়, خرَّج الراعية المرتع। অর্থাৎ, কিছু খাওয়া কিছু বর্জন করা। خرَّج الكتاب- কিছু লেখা, কিছু ছেড়ে দেয়া। অমুক হাদীসের কিতাব অমুক তাখরীজ করেছেন- এটা তখনই বলা হয়, যখন বাছাই করে হাদীস তার কিতাবে অন্তর্ভুক্ত করেন। خرَّج- এর এক অর্থ হল, তরবিয়াত ও প্রশিক্ষণ দেয়া। এ থেকে সিফাত خِرِّيجٌ মানে ফাযিল। বলা হয়, فلان خريج جامعة كذا। অমুক অমুক জামিয়ার ফাযিল; কিন্তু এখানে এ অর্থ উদ্দেশ্য নয়। —— شريطة- شرطٌ সমার্থবোধক। প্রথমটির বহুবচন شرائط, দ্বিতীয়টির شروط। عمد (ض) للشيئ الى الشيئ- ইচ্ছা করা। جملة- বেশ বড় অংশ-সব নয়। ——اسند اسنادًا- উঁচু করা, আরোহণ করানো। বলা হয়, اسنده فى الجبل তাকে পাহাড়ে উঠিয়েছে। পারিভাষিক অর্থ হল, কথার সূত্র প্রবক্তা পর্যন্ত পৌছান। এ থেকেই এসেছে হাদীসে মুসনাদ। অর্থাৎ সে হাদীস যেটি সাহাবী মারফূ' আকারে বর্ণনা করেছেন। এরূপ সনদে বর্ণনা করেছেন যেটি বাহ্যতঃ মুত্তাসিল।

অনুবাদ ঃ অতঃপর তোমার অনুরোধে আল্লাহ চাহেন তো হাদীস সংকলনের কাজ আমি একটি শর্ত অবলম্বন করে শুরু করব। শীঘ্রই আমি সেই শর্ত সম্পর্কে আলোচনা করব, আর তা হচ্ছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে

তারকীব ঃ ——انَّ مبتدؤون- مبتدؤون الى اذكرها لك পর্যন্ত খবর। —— فى تخريج জরফে লগভ। تخريج মুযাফ ما سألت মওসূফ সিফাত মিলে মুযাফ ইলাইহি। —— تأليفه - تخريج- এর উপর মা'তূফ। على شريطة তাখরীজের সাথে মুতা'আল্লিক। —— سوف الخ - شريطة- এর সিফাত। —— قوله وهو الخ- مرجع শর্তের পর্যায়ভুক্ত। ان نعمد الخ বাক্যটি খবর। ان হরফে মুশাব্বাহ বিল ফে'ল ইসমসহ আর نعمدُ বাক্যটি খবর।—— الى جملة الخ - জরফে লগভ। ما اسند মুযাফ ইলাইহি। —— من الأخبار- ما موصوله - এর বয়ান। —— عن رسول الخ জরফে মুসতাকির হয়ে الاخبار- এর সিফাত। —— قوله فنقسمها الخ- ف হরফে আতফ। —— على ثلاثة الخ জরফে লগভ। —— ثلاث الخ - ثلاثة- এর উপর মা'তূফ। من الناس জরফে মুসতাকির হয়ে তাবাকাতিন এর সিফাত। —— على غير تكرار- تاليفه- এর সাথে মুতা'আল্লিক।

যেসব হাদীস সনদ পরম্পরায় বর্ণিত হয়ে আসছে, আমি শুধুমাত্র সেগুলো থেকেই একটি উল্লেখযোগ্য অংশ নিয়ে যাচাই করব, আবার হাদীসগুলোকে ও বর্ণনাকারীদেরকে তিনভাগে বিভক্ত করব এবং কোন হাদীসের পুনরাবৃত্তি করব না।

সহীহ মুসলিমে সমস্ত সহীহ হাদীস সংকলিত হয়নি

মুসলিম শরীফে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সমস্ত হাদীস সংকলন হয়নি। এর কয়েকটি প্রমাণ নিম্নে প্রদত্ত হল-

(১) ইমাম নববী (র.) বলেছেন, ইমাম মুসলিম (র.) সহীহ মুসলিমে উক্তি করেছেন, আমি সহীহ মুসলিম শরীফে সমস্ত বিশুদ্ধ হাদীস সংকলন করিনি।

(২) এরূপভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সমস্ত হাদীসের ব্যাপারে একই ব্যক্তির ওয়াকিফহাল হওয়া যুক্তির পরিপন্থী একারণেই ইমাম শাফিঈ (র.) বলেছেন-

مَنْ قَالَ اِنَّ السُّنَّةَ كُلَّهَا قَدِ اجْتَمَعَتْ عِنْدَ رَجُلٍ فَسَقَ وَمَنْ قَالَ اِنَّ شَيْئًا مِنْهَا فَاتَ الْاُمَّةَ فَسَقَ. توضيح الافكار ١:٥٥

অর্থাৎ, যে বলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সমস্ত হাদীস এক ব্যক্তির কাছে একত্রিত হয়েছে সে ফাসিক, আর যে বলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসের কোন অংশ উম্মত থেকে ছুটে গেছে সেও ফাসিক। -তাওযীহুল আফকার ঃ ১/৫৫

(৩) জামিউল উসূলের মুকাদ্দমায় ইমাম হাকিম (র.) সহীহ হাদীসগুলোকে ১০ ভাগে বিভক্ত করে বলেছেন, পাঁচ প্রকার হাদীসের বিশুদ্ধতার উপর সবাই একমত। আর অবশিষ্ট পাঁচ প্রকার সম্পর্কে মতানৈক্য রয়েছে। অতঃপর তিনি বলেন, আমি এরূপ বিস্তারিত বিবরণ এ জন্য দিলাম, যাতে কেউ এরূপ ধারণা না করেন যে, বিশুদ্ধ হাদীস শুধু সেগুলোই যেগুলো ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র.) রেওয়ায়াত করেছেন।

(৪) ইমাম আবূ যুর'আ (র.)-এর নিকট কেউ বলল যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসের সর্বমোট সংখ্যা হল চার হাজার। এতদশ্রবণে তিনি বলেন-

مَنْ قَالَ قَلْقَلَ اَنْيَابَهٗ هٰذَا قَوْلُ الزَّنَادِقَةِ وَمَنْ يُحْصِىْ حَدِيْثَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مِائَةِ اَلْفٍ وَّاَرْبَعَةٍ وَّعِشْرِيْنَ اَلْفًا مِنَ الصَّحَابَةِ مِمَّنْ رَوٰى وَسَمِعَ مِنْهُ!

অর্থাৎ, যে এরূপ কথা বলেছে তার দাঁতে আঘাত হান। এটা তো যিন্দিকদের উক্তি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক লক্ষ চব্বিশ হাজার সাহাবী থেকে যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস তাঁর কাছ থেকে শুনেছেন ও বর্ণনা করেছেন সেসব হাদীসকে গুণে সংরক্ষণ করতে পারে?

(৫) সহীহ মুসলিম শরীফে ১ম খণ্ড ঃ ১৭৪ পৃষ্ঠায় আছে, মুহাদ্দিস আবূ বকর (র.) ইমাম মুসলিম (র.) কে জিজ্ঞেস করলেন, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীস অর্থাৎ اذا قرء فانصتوا এ হাদীসটি কি বিশুদ্ধ? প্রতিউত্তরে তিনি বললেন, হ্যাঁ আমার মতে তা বিশুদ্ধ।

অতঃপর আবূ বকর প্রশ্ন করলেন, তাহলে আপনি এটিকে সহীহ মুসলিমে কেন আনেননি? ইমাম মুসলিম (র.) জবাবে বললেন-

لَيْسَ كُلُّ شَيْءٍ عِنْدِىْ صَحِيْحٌ وَضَعْتُهٗ هٰهُنَا اِنَّمَا وَضَعْتُ مَا اَجْمَعُوْا عَلَيْهِ۔

অর্থাৎ, আমার নিকট সহীহ এরূপ সমস্ত হাদীস আমি এ কিতাবে সংকলন করিনি। আমি শুধু সর্বসম্মতভাবে বিশুদ্ধ হাদীসগুলোই সংকলন করেছি।

(৬) মুকাদ্দমায়ে নববীতে ইমাম মুসলিম (র.) -এর উক্তি বর্ণিত হয়েছে-

انی قلت هو (حديث مسلم) صحيح ولم اقل ما لم اخرجه من الحديث فهو ضعيف۔

অর্থাৎ, আমি বলেছি, মুসলিম শরীফের হাদীস বিশুদ্ধ, একথা বলিনি, আমি যা সংকলন করিনি, সেসব হাদীস দুর্বল।

-ফয়যুল মুলহিম ফী শরহি মুকাদ্দামাতি মুসলিম ঃ ৩৪, ৩৫

সহীহ মুসলিমে পুনরাবৃত্তি হয় অপারগতাবশতঃ

ইমাম মুসলিম (র.) যথাসম্ভব পুনরাবৃত্তি এড়িয়ে চলেছেন। কিন্তু যেখানে এ ছাড়া কোন গত্যান্তর নেই সেখানে তা করেছেন। যেমন-

(১) কোন হাদীসে কোন অতিরিক্ত বিষয় বর্ণিত হয়েছে এবং তা উপস্থাপন করা জরুরী। কারণ, অতিরিক্ত বিষয় স্বতন্ত্র হাদীসের মর্যাদা রাখে। অতঃপর যদি এ অতিরিক্ত বিষয়টি আলাদা উপস্থাপন করা সম্ভব হয়, তবে পুরো মূলপাঠের পুনরাবৃত্তি হবে না। কিন্তু যেখানে তা সম্ভব নয় সেখানে অপারগতা বশতঃ মূলপাঠের পুনরাবৃত্তি করা হয়।

(২) কোন সনদের পর স্থান, কাল পাত্র ভেদে অন্য সনদ আনার প্রয়োজন হয়। যেমন, এক সনদে عن عن রয়েছে। কিন্তু রাবীগণ প্রথম শ্রেণীর। আর দ্বিতীয় সনদে সুস্পষ্টভাবে তাহদীস রয়েছে। অথচ রাবীগণ নিচু পর্যায়ের। এ জন্য

পূর্বেই প্রথম সনদ উল্লেখ করা হয়, এরপর নেয়া হয় দ্বিতীয় সনদ। ফলে সনদের পুনরাবৃত্তি ঘটে।

إلَّا اَنْ يَأتِيَ مَوْضِعٌ لَايُسْتَغْنٰى فِيْهِ عَنْ تَرْدَادِ حَدِيْثٍ، فِيْهِ زِيَادَةُ مَعْنًى؛ أوْ إسْنَادٌ يَقَعُ اِلٰى جَنْبِ إسْنَادٍ، لِعِلَّةٍ تَكُوْنُ هُنَاكَ؛ لأَنَّ الْمَعْنٰى الزَّائِدَ فِيْ الْحَدِيْثِ، الْمُحْتَاجَ اِلَيْهِ، يَقُوْمُ مَقَامَ حَدِيْثٍ تَامٍّ؛ فَلَا بُدَّ مِنْ إعَادَةِ الْحَدِيْثِ، الَّذِىْ فِيْهِ مَا وَصَفْنَا مِنَ الزِّيَادَةِ اَوْ أنْ نُفَصِّلَ ذٰلِكَ

তারকীব ঃ —— الا হরফে ইসতিসনা। (মুসতাসনা মিনহু গায়রে তাকরার থেকে উদ্ভাবিত عدم تكرار ।) —— ان يأتى الخ বাক্যটি মুসতাসনা। لايُستغنىٰ বাক্যটি موضعٌ -এর সিফাত। فيه এবং —— عن ترداد الخ - لايستغنى -এর সাথে মুতা‘আল্লিক। فيه খবরে মুকাদ্দাম। —— زيادة معنى মুরাক্কাবে ইযাফী হয়ে মুবতাদা মু’আখ্‌খার। পরবর্তী বাক্যটি حديث সিফাত। اسنادٌ -এর আতফ হয়েছে موضعٌ এর উপর। يقع বাক্যটি اسنادٌ -এর সিফাত। —— الى جنب الخ - يقعُ -এর সাথে মুতা‘আল্লিক। لعلةٍ الخ- يأتىَ এর সাথেও মুতা‘আল্লিক হতে পারে আবার يقعُ এর সাথেও। —— تكون বাক্যটি علة -এর সিফাত। উহ্য যমীরটি تكون -এর ইসম। هناكَ -এর খবর। —— قوله لان المعنى -لام جاره تعليليه - لايُستغنى فيه -এর সাথে মুতা‘আল্লিক। —— المعنى الخ - انَّ এর ইসম। يقوم বাক্যটি খবর। في الحديث - الزائد -এর সাথে মুতা‘আল্লিক। —— الى قوله اليه - المحتاج اليه - المعنى -এর সিফাত। —— اليه - المحتاج -এর সাথে মুতা‘আল্লিক। يقوم -এর যমীরটি المعنى زائد এর দিকে ফিরেছে। এটি ফায়েল। —— مقام حديث تام মাফঊলে ফীহি। —— قوله فلابد الخ - لاى نفى جنس। بدّ ইসম। —— من اعادةِ الخ জরফে মুসতাকির হয়ে খবর। الذى ইসমে মওসূল, فيه খবরে মুকাদ্দাম। ما وصفنا মওসূল সেলা। من الزيادة বয়ান। মওসূল সেলা বয়ান সহকারে মুবতাদা মু’আখ্‌খার। জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ الذى -এর সেলা। মওসূল সেলা মিলে الحديث -এর সিফাত। —— قوله او ان نفصل الخ - اعادةٌ এর উপর মা’তূফ। ذلك المعنى মাফঊলে বিহী। من جملة الخ এবং على اختصاره - نفصل -এর সাথে মুতা‘আল্লিক। اذا শরতিয়্যাহ। ام كان জুমলায়ে শরতিয়্যাহ। জাযা উহ্য। —— قوله ولكن تفصيله الخ - تفصيله - لكن -এর ইসম। ربَّ হরফে জর, ما কাফ্‌ফাহ। عسر বাক্যটি খবর। —— من جملته - تفصيله -এর সাথে মুতা‘আল্লিক। —— قوله فاعادته الخ - فا হরফে আতফ। اعادته মুবতাদা। اسلم খবর। بهيئته - اعادة -এর সাথে মুতা‘আল্লিক। اذا হরফে শর্ত। ضاق ذلك জুমলায়ে শরতিয়্যাহ। জাযা উহ্য। —— قوله فاما ما وجدنا الخ - فا হরফে আতফ। اما হরফে শর্ত। ما وجدنا মওসূল সেলা মিলে শর্ত। فلا نتولى জাযা। من اعادته - بدأ -এর সাথে মুতা‘আল্লিক। بجملته আর মুতা‘আল্লিক اعادة -এর সাথে। —— عن غير حاجة الخ - وجدنا -এর সাথে মুতা‘আল্লিক। عن অথবা من তা‘লীলিয়্যাহ। غير حاجة মুযাফ মুযাফ ইলাইহি, منا জরফে মুসতাকির হয়ে حاجة -এর সিফাত। اليه - حاجةٌ -এর সাথে মুতা‘আল্লিক। فعله মাফঊলে বিহী।

الْمَعْنٰى مِنْ جُمْلَةِ الْحَدِيْثِ، عَلٰى اخْتِصَارِهٖ اِذَا أُمْكِنَ وَلٰكِنْ تَفْصِيْلُهٗ رُبَمَا عَسُرَ مِنْ جُمْلَتِهٖ؛ فَإِعَادَتُهٗ بِهَيْئَتِهٖ اِذَا ضَاقَ ذٰلِكَ أَسْلَمُ؛ فَأَمَّا مَا وَجَدْنَا بُدًّا مِنْ إِعَادَتِهٖ بِجُمْلَتِهٖ، عَنْ غَيْرِ حَاجَةٍ مِّنَّا اِلَيْهِ، فَلَا نَتَوَلّٰى فِعْلَهٗ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ.

তাহকীক ঃ استغنى عنه -অমুখাপেক্ষী হওয়া। ترداد- পুনরাবৃত্তি। عَسُرَ- কঠিন হওয়া। تولى الأمر- দায়িত্ব নেয়া। علة- কারণ। فصل تفصيلا- পৃথক করা। بدٌّ- উপায়।

অনুবাদ ঃ তবে যদি এরূপ কোন স্থান আসে যেখানে হাদীসের পুনরাবৃত্তি জরুরী হয়ে পড়ে, তাহলে ভিন্ন ব্যাপার। এর দু'টি কারণ- এক. পরবর্তী বর্ণনায় অতিরিক্ত কিছু জরুরী বিষয় আছে। দুই. কোন বিশেষ কারণে একটি সনদের সমর্থনে আরেকটি সনদ আনার প্রয়োজন হয়। কেননা, একটি বর্ধিত জরুরী বিষয় স্বতন্ত্র হাদীসের মর্যাদা রাখে বলে তার পুনরুল্লেখ প্রয়োজন। অথবা যদি সম্ভব হয়, তাহলে আমরা এ বর্ধিত অংশটুকু সংক্ষিপ্ত আকারে পূর্ণ হাদীস থেকে পৃথক করে বর্ণনা করব। তবে অনেক সময় পূর্ণ হাদীস থেকে সে অংশ আলাদা করা কঠিন হয়ে পড়ে বলে পূর্ণ হাদীসটির পুনরাবৃত্তি করাই নিরাপদ। অবশ্য যদি আমরা পূর্ণ হাদীসটির পুনরুল্লেখ না করে অতিরিক্ত অংশ পৃথকভাবে বর্ণনা করতে পারি, তাহলে ইনশাআল্লাহ কেবল সনদ সহকারে অতিরিক্ত অংশটুকুই বর্ণনা করব, পুনরাবৃত্তির দায়িত্ব নিব না।

মুসলিমের শর্তাবলীর বিস্তারিত বিবরণ

হাদীসের রাবীদের মৌলিক প্রকার দু'টি- নির্ভরযোগ্য ও দুর্বল। ১. সিকাহ বা নির্ভরযোগ্য রাবী তিনি, যিনি ত্রুটির (রাবীর মধ্যে এরূপ ত্রুটি যার কারণে হাদীসের গ্রহণযোগ্যতায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়।) কারণ থেকে মুক্ত এবং যবত (এর অর্থ হল, স্মরণ রাখা, মুখস্থ করা। এটা দুই প্রকার, ১. অন্তরে মুখস্থ রাখা যখন ইচ্ছা অকৃত্রিমভাবে সহীহভাবে বর্ণনা করতে পারা। ২. ভাল করে লিপিবদ্ধ করে সংরক্ষণ করা। তথা পরিষ্কারভাবে হাদীস লেখা। অতঃপর তা বিশুদ্ধ করিয়ে নেয়া। অস্পষ্ট শব্দাবলীর উপর এ'রাব লাগিয়ে রাখা।) ও আদালতের গুণে গুণান্বিত। (আদালত বলতে বুঝায় এরূপ দীনদারীর গুণ যার কারণে একজন মানুষকে নেককার ও দীনদার মনে করা হয়। যেমন, কবীরা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা বারবার সগীরা গুনাহে লিপ্ত না হওয়া। মরুয়াতের খেলাফ বিষয় থেকে

পরহেয করা। যেমন, রাস্তায় প্রস্রাব-পায়খানা করা, বদকারদের সাথে সু-সম্পর্ক রাখা।

২. যঈফ বা দুর্বল ঃ এরূপ রাবী যার মধ্যে সমালোচনার কারণ পাওয়া যায়। সমালোচনার কারণ দশটি। পাঁচটি আদালতের সাথে সম্পৃক্ত, আর পাঁচটি যবতের সাথে। আদালতে প্রভাব সৃষ্টিকারী পাঁচটি কারণ হল, মিথ্যা, মিথ্যার অভিযোগ, ফাসিকী, অজানা থাকা ও বিদ‘আত। যবতের সাথে সংশ্লিষ্ট ত্রুটিগুলো হল, প্রচুর গলদ, প্রচুর গাফিলতি, ভুল, নির্ভরযোগ্য রাবীদের বিরোধিতা ও বদ হিফয।

নির্ভরযোগ্য রাবী দুই প্রকার ঃ প্রথম শ্রেণীর রাবী, দ্বিতীয় শ্রেণীর রাবী। প্রথম শ্রেণীর রাবী হলেন, যারা হাদীস সংরক্ষণের ব্যাপারে উঁচু পর্যায়ের। অর্থাৎ, যাদের হাদীস খুব ভালরূপে সংরক্ষিত। সঠিকভাবে বর্ণনা করতে পারেন। তাদের হাদীসে বেশী ইখতিলাফ এবং গোলমাল নেই।

দ্বিতীয় শ্রেণীর রাবী হলেন, যারা শুধু হাদীস সংরক্ষণের দিক দিয়ে প্রথম শ্রেণী অপেক্ষা নীচু পর্যায়ের। হাদীসের সাথে ‘মুযাওয়ালাত’- সম্পর্ক, মাসতুরিয়াত ও আদালতে প্রথম শ্রেণীর রাবীদের সমপর্যায়ের। মুযাওয়ালাত দ্বারা উদ্দেশ্য রাবী হাদীস শাস্ত্রে মর্যাদাহীন নন। এই শাস্ত্রের সাথে তার সুসম্পর্ক রয়েছে। তাকে মুহাদ্দিসীনে কিরামের মধ্যেই গণ্য করা হয়। মাসতুরিয়াত বলতে বুঝায়, রাবীর মধ্যে এমন কোন ত্রুটি জানা নেই, যার ফলে তার দীনদারী ও তাকওয়া প্রভাবিত হয়। অতএব, এ শব্দটি আদালতের সমার্থবোধক।

এ জরুরী আলোচনার পর আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে, ইমাম মুসলিম (র.) সহীহ মুসলিমে দুর্বল রাবীদের কোন হাদীস নেননি। শুধু নির্ভরযোগ্য রাবীদের হাদীস নিয়েছেন. এ তাফসীল অনুসারে যে, যদি কোন মাসআলায় প্রথম শ্রেণী এবং দ্বিতীয় শ্রেণী উভয় প্রকার রাবীদের হাদীস বিদ্যমান থাকে, তাহলে প্রথমে মৌলিকভাবে প্রথম শ্রেণীর রাবীদের রেওয়ায়াত গ্রহণ করেন। অতঃপর মুতাবি‘ ও শাহিদ পর্যায়ে দ্বিতীয় শ্রেণীর রাবীদের হাদীস লেখেন। যদি কোন মাসআলাতে শুধু দ্বিতীয় শ্রেণীর রাবীদের রেওয়ায়াত থাকে, তাহলে এগুলোকেই মূল বানিয়ে উল্লেখ করেন।

সহীহ মুসলিমে সহীহ লিযাতিহী এবং হাসান লিযাতিহী উভয় প্রকার রেওয়ায়াত আছে। আর যদি কোন মাসআলাতে উভয় প্রকার রেওয়ায়াত থাকে, তাহলে সহীহ লিযাতিহীকে প্রথমে অতঃপর হাসান লিযাতিহীকে দ্বিতীয় পর্যায়ে রাখেন। তবে যদি কোথাও শুধু হাসান লিযাতিহী রেওয়ায়াত থাকে সে ক্ষেত্রে এগুলোকেই উসূল বানান।

فَاَمَّا الْقِسْمُ الأَوَّلُ: فَاِنَّا نَتَوَخّٰى اَنْ نُقَدِّمَ الأَخْبَارَ، الَّتِىْ هِىَ أَسْلَمُ

তারকীব ঃ —— اما শরতিয়্যাহ তাফসীলের জন্য এসেছে। —— القسم الأول

مِنَ الْعُيُوْبِ مِنْ غَيْرِهَا، مِنْ أَنْ يَكُوْنَ نَاقِلُوْهَا أَهْلَ اِسْتِقَامَةٍ فِي الْحَدِيْثِ، وَاِتْقَانٍ لِمَا نَقَلُوْا، لَمْ يُوْجَدْ فِي رِوَايَتِهِمْ اِخْتِلَافٌ شَدِيْدٌ، وَلَا تَخْلِيْطٌ فَاحِشٌ؛ كَمَا قَدْ عُثِرَ فِيْهِ عَلَى كَثِيْرٍ مِّنَ الْمُحَدِّثِيْنَ، وَبَانَ ذٰلِكَ فِيْ حَدِيْثِهِمْ.

তাহকীক ঃ نَقِيَ يَنْقَى। انقى -পরিচ্ছন্ন। توخى -توخى توخيا الامر ইচ্ছা করা। خلط -خلط الشيئ بالشيئ সংমিশ্রণ ঘটান। اتقن -اتقن الأمر মজবুত করা। نقي -نقاء **সিফাত** নقيٌ। فاحش -সীমার অতিরিক্ত, বলা হয়, غبنٌ فاحشٌ। তথা, অস্বাভাবিক অসহনীয় লোকসান। عثر -عثر عثرا عثورا على السر -গোপন রহস্য সম্পর্কে অবহিত হওয়া। بان -بان (ض) بيانا -স্পষ্ট হওয়া।

অনুবাদ ঃ প্রথম শ্রেণীতে আমরা হাদীস বর্ণনা করব, যেগুলো অন্যান্য হাদীস অপেক্ষা ত্রুটি-বিচ্যুতিমুক্ত, পবিত্র। কারণ, এগুলোর রাবী হাদীস সঠিক বর্ণনাকারী, মজবুত সংরক্ষণকারী। তাঁদের বর্ণনায় বড় রকমের বিরোধ পাওয়া যায় না। কিংবা অস্বাভাবিক মারাত্মক গরমিলও নেই, যেমন অনেক মুহাদ্দিস রাবীর (হাদীসের) মধ্যে পরিলক্ষিত হয় এবং তাদের বর্ণনায় এটা স্পষ্টভাবে প্রকাশও পেয়েছে।

মুবতাদা মুতাযাম্মিন মা'নায়ে শর্ত। —— فانا الخ খবর মুতাযাম্মিন মা'নায়ে জাযা। —— نتوخى - انَّ -এর খবর। نقدم বাক্যটি মাসদারের তাবীলে نتوخى -এর মাফউলে বিহী। التى মওসূল সেলা মিলে الاخبار -এর সিফাত। هى اسلم বাক্যটি সেলা। —— من العيوب - اسلم -এর সাথে মুতা'আল্লিক। —— من غيرها তে من জাররাহ = তাফযীলিয়্যাহ। জার মাজরুর اسلم -এর সাথে মুতা'আল্লিক। —— انقى - اسلم এর উপর মা'তূফ। —— من ان يكون الخ - من জাররাহ তা'লীলিয়্যাহ। يكون বাক্যটি মুফরাদের তা'বীলে মাজরুর। জার মাজরুর نقدم -এর সাথে মুতা'আল্লিক। ناقلوها ফে'লে নাকেসের ইসম। —— اهل استقامة الخ খবর। فى الحديث - استقامة -এর সাথে মুতা'আল্লিক। اتقان - استقامة -এর উপর আতফ। —— لما نقلوا লাম হরফে জর, ما نقلوا মাজরুর, যমীর মাহযূফ اى نقلوه। জার মাজরুর اتقان -এর সাথে মুতা'আল্লিক। —— لم يوجد الخ স্বতন্ত্র বাক্য। —— فى روايتهم - لم يوجد -এর সাথে মুতা'আল্লিক। اختلاف شديد মা'তূফসহ ফায়েল। —— كما قد عثر الخ - কাফ হরফে জর তাশবীহের জন্য। এর মুতা'আল্লিকের প্রয়োজন নেই। ما সেলাসহ মাজরুর। قد عثر বাক্যটি মা'তূফসহ সেলা। فيه - عثر -এর প্রথম মুতা'আল্লিক। যমীরটি ইখতিলাফ ও তাখলীতের দিকে ফিরেছে। —— على كثير الخ - عثر এর দ্বিতীয় মুতা'আল্লিক। —— من المحدثين জরফে মুসতাকির হয়ে كثير -এর সিফাত। وبان الخ - قد عثر বাক্যের উপর মা'তূফ। ذلك - بان -এর ফায়েল। فى حديثهم জরফে লগভ।

দ্বিতীয় শ্রেণীর রাবী

যেহেতু নির্ভরযোগ্য রাবীদের শ্রেণীভুক্ত করার ব্যাপারটি সূক্ষ্ম। এ জন্য ইমাম মুসলিম (র.) বিষয়টি সবিস্তারে উদাহরণসহ আলোচনা করেছেন। প্রথমে সংক্ষিপ্ত আকারে বুঝতে হবে যে, দ্বিতীয় শ্রেণীর রাবীও আদালত, সত্যতা ও ইলমে হাদীসের সাথে সম্পর্কের বিষয়ে প্রথম শ্রেণীর রাবীদের সমপর্যায়ের। শুধু হিফয ও ইতকানের বিষয়ে তাদের চেয়ে নীচু পর্যায়ের। অর্থাৎ, হাদীস মুখস্থ রাখা অতঃপর সঠিকভাবে বর্ণনার ক্ষেত্রে প্রথম শ্রেণীর রাবীদের চেয়ে নীচু পর্যায়ের। যেমন, প্রসিদ্ধ তাবিঈ আতা ইবন সাঈদ সাকাফী কূফী (ওফাত ঃ ১৩৬ হিজরী) নির্ভরযোগ্য রাবী। বুখারীতে তাঁর হাদীস নেয়া হয়েছে। কিন্তু শেষ জীবনে তাঁর স্মরণশক্তিতে গোলমাল দেখা দিয়েছে। অতএব, তাঁকে দ্বিতীয় শ্রেণীর রাবীর অন্তর্ভুক্ত করা হবে। অনুরূপভাবে ইয়াযীদ ইবন আবূ যিয়াদ হাশিমী কূফী (ওফাত ঃ ১৩৬ হিজরী) তিনি নির্ভরযোগ্য রাবী। বুখারী, মুসলিম ও সুনান চতুষ্টয়ে তাঁর হাদীস আছে। কিন্তু বার্ধক্যের পর হিফয শক্তিতে গোলমাল দেখা দিয়েছে। এ জন্য তিনি দ্বিতীয় পর্যায়ের রাবী।

এরূপভাবে লাইছ ইবন আবূ সুলাইম (ওফাত ঃ ১৪৮ হিজরী)। বুখারী, মুসলিম ও সুনান চতুষ্টয়ে তাঁর হাদীস আছে। শেষ জীবনে স্মরণশক্তি কমে গেছে। তিনি দ্বিতীয় পর্যায়ের রাবী।

মোটকথা, ইমাম মুসলিম (র.) এরূপ রাবীর হাদীস সহীহ মুসলিমে নিয়েছেন। প্রথম শ্রেণীর রাবীর হাদীস প্রথমে অতঃপর দ্বিতীয় শ্রেণীর রাবীর হাদীস অতঃপর মুতাবি' ও শাহিদ হিসাবে উল্লেখ করেছেন।

فَإِذَا نَحْنُ تَقَصَّيْنَا أَخْبَارَ هٰذَا الصِّنْفِ مِنَ النَّاسِ، أَتْبَعْنَاهَا أَخْبَارًا يَقَعُ فِيْ اَسَانِيْدِهَا بَعْضُ مَنْ لَيْسَ بِالْمَوْصُوْفِ بِالْحِفْظِ وَالإِتْقَانِ، كَالصِّنْفِ الْمُقَدَّمِ قَبْلَهُمْ؛ عَلٰى اَنَّهُمْ، وَإِنْ كَانُوْا فِيْمَا وَصَفْنَا دُوْنَهُمْ،

তারকীব ঃ —اذا শরতিয়্যাহ। نحن মুবতাদা। — تقصينا বাক্যটি খবর। —اخبار الخ বাক্যটি মাফঊলে বিহী। —من الناس জরফে মুসতাকির হয়ে الصِنف এর সিফাত। اتبعناها বাক্যটি জাযা। ها মাফঊলে আউয়াল। ها প্রথম মাফঊল। يقع বাক্যটি اخبارًا -এর সিফাত। —في اسانيدها- يقع -এর সাথে মুতা'আল্লিক। —بعض من الخ - يقع এর ফায়েল। بعض من মুযাফ মুযাফ ইলাইহি। ليس বাক্যটি সেলা। ليس -এর যমীর من মাওসূলা এর দিকে ফিরেছে। بالموصوف খবর। با অতিরিক্ত। —بالحفظ - الموصول -এর সাথে মুতা'আল্লিক। —كالصنف الخ -

فَإِنَّ اِسْمَ السَّتْرِ، وَالصِّدْقِ، وَ تَعَاطِيْ الْعِلْمِ، يَشْمَلُهُمْ؛ كَعَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، وَيَزِيْدَ بْنِ اَبِيْ زِيَادٍ، وَلَيْثِ بْنِ اَبِيْ سُلَيْمٍ، وَأَضْرَابِهِمْ مِنْ حُمَّالِ الآثَارِ، وَنُقَّالِ الأَخْبَارِ.

তাহকীক ঃ تَقَصِّيهم -تقصى تقصيًا -ماده: ق ص و- লোকজনের মধ্য থেকে এক একজন করে ডাকা। اتبعه كذا- মিলিয়ে দেয়া, সংযুক্ত করা। السَّتر-গোপন করা, আর س -এ যের হলে এর অর্থ পর্দা। এখানে ক্রিয়ামূলের অর্থ উদ্দেশ্য। تعاطى الأمرَ- রত হওয়া। تعاطى تعاطيًا الشيئَ- নেয়া। الضرب- প্রকার, মতো। বহুবচন-اضراب। حُمَّالٌ- حَامِلٌ-এর বহুবচন। বহনকারী।

অনুবাদ ঃ তাঁদের (প্রথম শ্রেণীর রাবীদের) বর্ণিত হাদীস সম্পূর্ণ সংকলনের পর দ্বিতীয় পর্যায়ে আমরা এরূপ হাদীস বর্ণনা করব, যার বর্ণনাকারীগণের কেউ কেউ প্রথম স্তরের রাবীদের অনুরূপ মেধা, স্মৃতিশক্তির অধিকারী নন। তবে তাঁরা প্রথম স্তরের রাবীদের সমান মর্যাদা সম্পন্ন না হলেও তাঁদের মধ্যে মাসতূরিয়্যাত বা আদালত সত্যবাদিতা ও হাদীসের সাথে সম্পৃক্ততা আছে। যেমন আতা ইবন সায়িব, ইয়াযীদ ইবন আবূ যিয়াদ ও লাইছ ইবন আবূ সুলাইম এবং এ ধরনেয় হাদীসের বাহক ও হাদীসের বর্ণনাকারীগণ।

রাবীদের শ্রেণীবদ্ধতা

পূর্বে নির্ভরযোগ্য রাবীদের যে দু' প্রকারে ভাগ করা হয়েছে এর সামান্য তাফসীল সঙ্গত মনে হয়। যাতে বিষয়টি ভাল করে বুঝে আসে। এ জন্য ইমাম মুসলিম (র.) বলেন-

আমরা হযরত আতা ইবন ইয়াযীদ এবং লাইছকে দ্বিতীয় শ্রেণীর রাবী

ك হরফে জর তাশবীহের জন্য। المقدم ইসমে মাফঊল। قبلهم-এর মাফঊলে ফীহি। অতঃপর শিবহে জুমলা الصنف-এর সিফাত।

على انهم— على হরফে জর, لكن -এর অর্থে ব্যবহৃত। اضراب -এর উদ্দেশ্যে এটি আনা হয়েছে। অর্থাৎ, পূর্ব থেকে সৃষ্ট ভুল বোঝাবুঝির অবসানের জন্য এটি ব্যবহৃত হয়েছে। এর জন্য মুতা'আল্লিকের প্রয়োজন নেই। انهم হরফে মুশাব্বাহ বিল ফে'ল ইসম সহ। فان اسم الستر الخ — খবর। জাযার স্থলাভিষিক্ত বটে। وان وصليه মুতাযাম্মিন মা'নায়ে শর্ত।

كانوا— বাক্যটি শরতিয়্যাহ। دونهم — ফে'লে নাকেসের খবর فيما وصفنا ফে'লে নাকেসের সাথে মুতা'আল্লিক। وصفنا বাক্যটি সেলা। ضمير উহ্য ইসমে মওসূলের দিকে ফিরেছে। ان اسم الستر — জাযার স্থলাভিষিক্ত। فا জাযার জন্য। اسم الستر الخ— ان-এর ইসম। يشملهم বাক্যটি খবর। من حمال জার মাজরূর জরফে মুসতাকির হয়ে اضراب-এর সিফাত।

বলেছি। কারণ, তাঁরা মুহাদ্দিসীনের মতে নির্ভরযোগ্য এবং হাদীস শাস্ত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট। কিন্তু হিফয ও ইতকান এবং হাদীসের সঠিক বিবরণে তাদের সেই মর্যাদা নেই যা তাদের সমকালীন অন্যান্য মুহাদ্দিসের মাঝে অর্জিত হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ মনসূর ইবনুল মু'তামির সালামী, কূফী (ওফাত ঃ ১৩২ হিজরী)। যিনি নির্ভরযোগ্য, নেহায়েত মজবুত রাবী। তিনি কখনও তাদলীস করতেন না। এরূপভাবে ইমাম আ'মাশ সুলায়মান ইবন মিহরান কূফী (জন্ম ঃ ৬১, ওফাত ঃ ১৪৭ হিজরী) তিনি ছিলেন নেহায়েত পূত পবিত্র, নির্ভরযোগ্য ও হাফিযে হাদীস। এরূপভাবে হযরত ইসমাঈল ইবন আবূ খালিদ আহমাসী, বাজালী (ওফাত ঃ ১৪৬ হিজরী)। তিনি নির্ভরযোগ্য এবং নেহায়েত মজবুত রাবী।

মোটকথা, হিফয ও ইতকান এবং হাদীসের সঠিক বিবরণে তাঁদের যে মর্যাদা এটা আতা প্রমুখ অন্যান্য রাবীর নেই। মুহাদ্দিসীনে কিরামের মতে এ বিষয়টি রাবীদের মধ্যে ব্যবধান ও স্বাতন্ত্র সৃষ্টি করে। তাদের মর্তবা বাড়িয়ে দেয়। এজন্য মনসূর, আ'মাশ ও ইসমাঈলকে প্রথম শ্রেণীর আর আতা, ইয়াযীদ ও লাইছকে দ্বিতীয় শ্রেণীর রাবী সাব্যস্ত করা হয়। তাই বলেছেন-

فَهُمْ، وَاِنْ كَانُوْا بِمَا وَصَفْنَا مِنَ الْعِلْمِ وَالسَّتْرِ عِنْدَ اَهْلِ الْعِلْمِ مَعْرُوْفِيْنَ فَغَيْرُهُمْ مِنْ اَقْرَانِهِمْ مِمَّنْ عِنْدَهُمْ مَا ذَكَرْنَا، مِنَ الإتْقَانِ وَالِاسْتِقَامَةِ فِيْ الرِّوَايَةِ يَفْضُلُوْنَهُمْ فِيْ الْحَالِ وَالْمَرْتَبَةِ؛ لأنَّ هٰذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ دَرَجَةٌ رَفِيْعَةٌ، وَخَصْلَةٌ سَنِيَّةٌ. ألاَ تَرٰى اَنَّكَ اِذَا وَازَنْتَ هٰؤُلَاءِ الثَّلَاثَةَ الَّذِيْنَ سَمَّيْنَا هُمْ، عَطَاءٌ، وَيَزِيْدُ، وَلَيْثٌ بِمَنْصُوْرِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ، وَسُلَيْمَانَ الأعْمَشِ، وَاِسْمَاعِيْلَ بْنِ اَبِيْ خَالِدٍ، فِيْ اِتْقَانِ الْحَدِيْثِ،

তারকীব ঃ —فهم- فا ফসীহিয়্যাহ। هم মুবতাদা। —فغيرهم বাক্যটি খবর আবার জাযা এরও স্থলাভিষিক্ত। —وان كانوا الخ- وان ওয়াসলিয়্যাহ মুতাযাম্মিন মা'নায়ে শর্ত। كانوا ফে'লে নাকেস ইসমসহ। معروفين খবর। অতঃপর জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ শর্তিয়্যাহ। এবং জুমলায়ে জাযায়িয়্যাহর স্থলাভিষিক্ত বাক্য فغيرهم। - عند اهل العلم — معروفين- এর সাথে মুতা'আল্লিক। —بما وصفنا الخ- معروفين- এর মাফউলে ফীহি। — فغيرهم الخ- فا জাযায়িয়্যাহ। غيرهم মুবতাদা। يفضلونهم খবর। من اقرانهم জরফে মুসতাকির হয়ে غيرهم- এর প্রথম সিফাত। ممن عندهم الخ জরফে মুসতাকির হয়ে দ্বিতীয় সিফাত। ممن- এর মধ্যে من হরফে জর তাবয়ীযিয়্যাহ। من মওসূলা। عندهم খবরে মুকাদ্দাম। ما ذكرنا মুবতাদা মু'আখখার। অতঃপর জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ সেলা। —لان هذا الخ- لام হরফে জর

وَالِاسْتِقَامَةِ فِيهِ، وَجَدْتَّهُمْ مُبَايِنِينَ لَهُمْ؛ لَايُدَانُوْنَهُمْ؛ لَاشَكَّ عِنْدَ اَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيْثِ فِيْ ذٰلِكَ؛ لِلَّذِيْ اسْتَفَاضَ عِنْدَهُمْ، مِنْ صِحَّةِ حِفْظِ مَنْصُوْرٍ وَالْاَعْمَشِ وَاِسْمَاعِيْلَ وَاِتْقَانِهِمْ لِحَدِيْثِهِمْ؛ وَاَنَّهُمْ لَمْ يَعْرِفُوْا مِثْلَ ذٰلِكَ مِنْ عَطَاءٍ وَيَزِيْدَ وَلَيْثٍ.

তাহকীক ঃ قِرْنٌ-اَقْرَان এর বহুবচন। সমকালীন। (ك) فَضَلَ- ফযীলতের অধিকারী হওয়া, মর্তবাশীল হওয়া। خصلةٌ-অভ্যাস, বিষয়। سَنِيَّةٌ- উঁচু মর্যাদাশীল। وازَنَ موازَنَةً- তুলনা করা, ওজন জানার জন্য যাচাই করা। سمىٌّ تسمية- উল্লেখ করা, নাম নেয়া। دانى مداناةً- একটি অপরটির নিকটবর্তী হওয়া। استفاض استفاضة-ছড়িয়ে পড়া।

অনুবাদ ঃ এ (ধরনের) বর্ণনাকারীগণ যদিও আমাদের উল্লিখিত গুণাবলী তথা ইলমে হাদীসের সাথে সম্পৃক্ততা ও মাসতূরিয়্যাত তথা আদালতে প্রসিদ্ধ; কিন্তু তাঁদের সমকালীন আন্যান্য রাবী, যাদের মাঝে হিফয ইতকান ও হাদীস সঠিক বর্ণনার গুণ তাদের চেয়ে আরো উঁচু পর্যায়ের তাঁরা তাঁদের চেয়ে তথা আতা প্রমুখ অপেক্ষা অধিক মর্যাদাশীল। কারণ, হাদীস বিশেষজ্ঞদের নিকট এই স্মৃতিশক্তি ও মজবুত হিফয, উন্নত মর্যাদা ও অন্যতম বৈশিষ্ট্যের মানদণ্ড।

দেখুন, উপরোক্ত তিনজন তথা, আতা, ইয়াযীদ ও লাইছকে মনসূর ইবন মু'তামির, সুলাইমান আল-আ'মাশ ও ইসমাঈল ইবন আবূ খালিদের সাথে হাদীস

درجة الخ তা'লীলিয়্যাহ। يفضلون এর সাথে মুতা'আল্লিক। هذا - ان এর ইসম। খবর।

قوله الا ترى الخ—— ঃ انك বাক্যটি مباينين لهم পর্যন্ত الا ترى এর মাফঊলে বিহী। وازنت -هؤلاء الخ —— -এর- وازنت اذا শর্ত জাযা মিলে انّ -এর খবর। মাফঊলে বিহী। الذين সেলাসহ هؤلاء -এর সিফাত। عطاء الخ উহ্য মুবতাদার খবর। আর যদি سمينا -এর যমীরে মাফঊলে বিহী থেকে বদল হয়, তাহলে তাতে হবে যের। بمنصور الخ—— وازنت- -এর প্রথম মুতা'আল্লিক।—— فى اتقان الخ দ্বিতীয় মুতা'আল্লিক। অতঃপর وازنت বাক্যটি শরতিয়্যাহ। وجدت বাক্যটি জাযায়িয়্যাহ। مباينين শব্দটি وجدت -এর দ্বিতীয় মাফঊল। لهم -مباينين -এর জরফ। لايدانونهم স্বতন্ত্র বাক্য। لاشك الخ লায়ে নফী জিনস। شكَّ ইসম। فى ذلك খবর। عند اهل العلم জুমলায়ে জরফিয়্যাহ মু'তারিযা। بالحديث- العلم -এর সাথে মুতা'আল্লিক। للذى লাম হরফে জর তা'লীলিয়্যাহ। لاشك এর সাথে মুতা'আল্লিক। استفاض বাক্যটি সেলা। —— من صحة الخ ইসমে মওসূলের বয়ান। —— اتقانهم- صحة -এর উপর মা'তূফ। لحديثهم- اتقان -এর সাথে মুতা'আল্লিক। —— وانهم لم يعرفوا الخ- الذى لم يعرفوا- ان -এর খবর। مثل ذلك- لم يعرفوا استفاض বাক্যের উপর মা'তূফ। -এর মাফঊল। —— من عطاء- لم يعرفوا -এর সাথে মুতা'আল্লিক।

সংরক্ষণে দৃঢ়তা ও সঠিক বিবরণের মানদণ্ডে তুলনা করলে দেখা যায় তাঁদের মর্যাদা সম্পূর্ণ আলাদা। তাঁরা মনসূর, আ'মাশ ও ইসমাঈলের ধারে কাছেও পৌঁছতে সক্ষম নন। এ ব্যাপারে হাদীসের ইমামগণের কোন সন্দেহ নেই। কারণ, মনসূর, আ'মাশ ও ইসমাঈলের হিফযে হাদীস ছিল মজবুত ও হাদীস বিশেষজ্ঞদের কাছে প্রসিদ্ধ, অথচ আতা, ইয়াযীদ ও লাইছ ততখানি প্রসিদ্ধ নন।

শ্রেণীবদ্ধ করণের ক্ষেত্রে আরো কিছু ব্যাখ্যা

নির্ভরযোগ্য রাবীদের শ্রেণীবদ্ধ করণের আরেকটি উদাহরণ লক্ষ্য করুন। হযরত হাসান বসরী (র.) তৃতীয় স্তরের শীর্ষস্থানীয় রাবী। (ওফাত ঃ ৯০ বছরের কাছাকাছি সময়ে ১১০ হিজরীতে।) মুহাম্মাদ ইবন সীরীন (র.) -এর ওফাতও ১১০ হিজরীতে হয়েছে। তিনিও তৃতীয় স্তরের অন্যতম মুহাদ্দিস। উভয়ের চারজন শিষ্য রয়েছেন। যেমন, ১. আব্দুল্লাহ্ ইবন আউন ইবন আরতাবান বসরী। (ওফাত ঃ ১৫০ হিজরী) নির্ভরযোগ্য, মজবুত এবং বড় মুহাদ্দিস। ২. আইয়ূব ইবন আবূ তামীমা সাখতিয়ানী বসরী (ওফাত ঃ ১৩১ হিজরী) নির্ভরযোগ্য, মজবুত এবং প্রামাণ্য ব্যক্তি। ৩. আউফ ইবন আবূ জামীলা আ'রাবী, আবদী, বসরী। (ওফাত ঃ ১৪৬ হিজরী) নির্ভরযোগ্য। কিন্তু তার বিরুদ্ধে কাদরিয়া এবং শিয়া হওয়ার অভিযোগ আছে। ৪. আশআছ ইবন আব্দুল মালিক হুমরানী, বসরী। (ওফাত ঃ ১৪২ হিজরী) নির্ভরযোগ্য ও ফকীহ। আমরা তাদের মধ্যে পারস্পরিক তুলনা করলে প্রথম দু'জন এবং দ্বিতীয় দু'জনের মাঝে সুস্পষ্ট পার্থক্য অনুভব করতে পারব। যদিও আউফ ও আশআছও মুহাদ্দিসীনের মতে নির্ভরযোগ্য। কিন্তু মর্তবা প্রথম দু'জনের চেয়ে কম। এ কারণেই ইবন আউন ও আইয়ূব সাখতিয়ানীকে প্রথম শ্রেণীর রাবী সাব্যস্ত করা হয়েছে, আর আউফ ও আশআছকে দ্বিতীয় শ্রেণীর।

قوله بمنصور بن المعتمر **ঃ** এখানে উদাহরণের ক্ষেত্রে ইমাম মুসলিম (র.) -এর উপর একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, এ ধরণের স্থানে যখন একটি দলের আলোচনা হয় তখন উলামায়ে কিরামের চিরাচরিত নিয়ম হল মর্যাদাগতভাবে যিনি সবচেয়ে বড় তার নাম আগে উল্লেখ করেন; কিন্তু ইমাম মুসলিম (র.) এখানে এই নিয়মের প্রতি লক্ষ্য রাখেননি। কারণ, ইসমাঈল প্রসিদ্ধ তাবেঈ। তিনি হযরত আনাস ইবন মালিক ও সালামা ইবন আকওয়া' (রা.) কে দেখেছেন। আব্দুল্লাহ্ ইবন আবূ আওফা (রা.) প্রমুখ সাহাবী থেকে হাদীস শুনেছেন। কিন্তু আ'মাশ শুধু আনাস (রা.) কে দেখেছেন। মনসূর তো তাবে তাবিঈ। অথচ ইমাম মুসলিম (র.) নামের ক্রমানুপাতে মনসূরকে শুরুতে অতঃপর সুলায়মানকে তারপর

ইসমাঈলকে উল্লেখ করেছেন। বস্তুতঃ এখানে বলা সঙ্গত ছিল اذا وازنتم باسماعيل والاعمش ومنصور الخ।

উত্তর ঃ ইমাম নববী (র.) -এর দুটি উত্তর উল্লেখ করেছেন-

১. এখানে এসব মনীষীর মর্তবা বর্ণনা করা উদ্দেশ্য নয়; বরং দুটি দলের মধ্যে তফাৎ বর্ণনা করা উদ্দেশ্য। অতএব, তারতীব বা ক্রমের প্রতি লক্ষ্য না রাখাতে কোন প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে না।

২. হতে পারে ইমাম মুসলিম (র.) মনসূরকে এজন্য আগে উল্লেখ করেছেন যে, তিনি হিফজ, ইতকান, দীনদারী ও ইবাদতে অন্যদের চেয়ে অগ্রগামী ছিলেন। যদিও মনসূর, সুলায়মান ও ইসমাঈল অন্যদের তুলনায় অগ্রগামী ছিলেন।

উদাহরণে নিয়মের খেলাফ কেন করলেন?

قوله سليمان الاعمش **ঃ একটি মূলনীতি ঃ** মুহাদ্দিসীন ও ফুকাহায়ে কিরামের উক্তি হল রাবীর এরূপ উপাধি ও গুণ এবং নিসবত উল্লেখ করা জায়িয, যেটাকে রাবী খারাপ মনে করেন। যদি তদ্বারা পরিচয় উদ্দেশ্য হয়, কাউকে খাটো করা উদ্দেশ্য না হয়। জরুরতের ভিত্তিতে এটি জায়িয। যেরূপভাবে জরুরতের ভিত্তিতে রাবীদের সমালোচনা করা জায়িয। যেমন, আ'মাশ, আ'রাজ, আহওয়াল, আ'মা, আসাম্ম, আশাল্ল ইত্যাদি (নববী)। তবে আল্লামা বলকীনী (র.) বলেছেন, যদি কোন প্রসিদ্ধ গুণ রাবী খারাপ মনে করেন এবং এটি বাদ দিয়ে অন্য কোন পন্থায় তার আলোচনা করা যায়, তবে সেটিই উত্তম। -ফাতহুল মুলহিম ঃ ১/১১৮

وَفِىْ مِثْلِ مَجْرٰى هٰؤُلَاءِ إِذَا وَازَنْتَ بَيْنَ الْاَقْرَانِ، كَابْنِ عَوْنٍ، وَاَيُّوْبَ السَّخْتِيَانِىِّ، مَعَ عَوْفِ بْنِ اَبِىْ جَمِيْلَةَ، وَاَشْعَثَ الْحُمْرَانِىِّ، وَ

তারকীব ঃ اذا ظرفيه — في مثل الخ -এর সাথে মুতা'আল্লিক। — وازنت মুতাযাম্মিন মা'নায়ে শর্ত। وازنت বাক্যটি শরতিয়্যাহ। আর জুমলায়ে জাযায়িয়্যাহ وجدتهم متبائنين ইসতিসনার নিদর্শন থাকার কারণে উহ্য। — بين الاقران -وازنت এর মাফউলে ফীহি। كابن عون -এর মধ্যে ك -এর অর্থ মতো। যার মুতা'আল্লিকের প্রয়োজন নেই। — مع عوف الخ উহ্য وازنتَ -এর জরফ। — وهما الخ জুমলায়ে হালিয়্যাহ। هما মুবতাদা, صاحباهما খবর। — الا ان البون الخ মুসতাসনা মিনহু ব্যাপক সাম্য, যা مصاحبت থেকে বোঝা যায়। البون- انّ -এর ইসম। بعيدٌ খবর। بينهما- بعون -এর জরফ। — في كمال الخ- بعيدٌ -এর সাথে মুতা'আল্লিক। وان ওয়াসলিয়্যাহ মুতাযাম্মিন মা'নায়ে শর্ত। كان الخ- وان বাক্যটি শরতিয়্যাহ এবং জুমলায়ে জাযায়িয়্যাহর ইসতিগরাকের নিদর্শন থাকার ফলে উহ্য। — ای فهما دون عن صدق। عوف ফে'লে নাকেসের ইসম। غير مدفوعين খবর। ابن عون وايوب -এর সাথে মুতা'আল্লিক। — ولكن الحال الخ- الحال- لكن -এর ইসম। مدفوعين- ما وصفنا খবর। — من المنزلة- وصفنا -এর সাথে মুতা'আল্লিক।

هُمَا صَاحِبَا الْحَسَنِ وَابْنِ سِيْرِيْنَ كَمَا اَنَّ اِبْنَ عَوْنٍ وَاَيُّوْبَ صَاحِبَاهُمَا، إِلَّا اَنَّ الْبَوْنَ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ هٰذَيْنِ بَعِيْدٌ فِىْ كَمَالِ الْفَضْلِ وَصِحَّةِ النَّقْلِ وَاِنْ كَانَ عَوْفٌ وَ اَشْعَثُ غَيْرَ مَدْفُوْعَيْنِ عَنْ صِدْقٍ وَاَمَانَةٍ عِنْدَ اَهْلِ الْعِلْمِ وَلٰكِنَّ الْحَالَ مَا وَصَفْنَا مِنَ الْمَنْزِلَةِ عِنْدَ اَهْلِ الْعِلْمِ.

তাহকীক ঃ مَجْرَىٰ- অতিক্রমস্থল, পানি প্রবাহস্থল। فى مثل مجرى هؤلاء- এর শাব্দিক অর্থ তাদের তরীকার ন্যায়। অর্থাৎ, তাদের পদাঙ্ক অনুসরণে, তাদের উপর কিয়াস করে। صاحب- সাথী, বন্ধু, আগেকার যুগে শিষ্যের অর্থে ব্যবহৃত হত। بَوْنٌ- ব্যবধান, দূরত্ব। دَفَعَهُ (ف) دفعًا- হটিয়ে দেয়া, প্রতিহত করা। مدفوعٌ-প্রতিহত। غير مدفوع- অপ্রতিহত।

অনুবাদ ঃ অনুরূপভাবে তাঁদের ন্যায় যদি আমরা সমকালীনদের মাঝে তুলনা করি ইবন আওন ও আইয়ূব সাখতিয়ানীকে সমকালীন রাবী আউফ ইবন আবূ জামীলা ও আশ‘আছ হুমরানীর সঙ্গে তাহলে পূর্ণাঙ্গ মর্যাদা ও নির্ভুল বর্ণনার ক্ষেত্রে তাঁদের মধ্যে অনেক তারতম্য হবে। অথচ ইবন আওন ও আইয়ূব এবং আউফ ও আশ‘আছ চারজনই হাসান বসরী ও ইবন সীরীনের শিষ্য। হাদীস বিশেষজ্ঞদের মতে শেষোক্ত দুইজনও সত্যনিষ্ঠ ও আমানতদার। কিন্তু আলিমগণের নিকট মর্যাদার পার্থক্য তাই যা আমরা বর্ণনা করলাম।

নাম উল্লেখ করে উদাহরণের কারণ

উপরে নির্ভরযোগ্য রাবীদের শ্রেণীবদ্ধতা বুঝানোর জন্য নাম উল্লেখ করে উদাহরণ এ জন্য দেয়া হয়েছে, যাতে বে-খবর ব্যক্তিও বুঝতে পারে যে, মুহাদ্দিসীনে কিরাম হাদীসের রাবীদের কিভাবে শ্রেণীবদ্ধ করেন। যাতে উঁচু শ্রেণীর রাবীকে নিম্ন শ্রেণীতে স্থান না দেয় এবং নিম্ন শ্রেণীর রাবীকে উঁচু পর্যায়ে না রাখে। বরং যার যার যথার্থ স্থানে তাকে রাখে। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন যাতে আমরা প্রতিটি লোককে তাদের যথার্থ স্থানে রাখি। অর্থাৎ, যার যার মর্তবা হিসাবে আচরণ করি। তাছাড়া আল্লাহ তা‘আলার ইরশাদ রয়েছে, ‘প্রতিটি জ্ঞানীর উপর আরেকজন জ্ঞানী রয়েছেন। অর্থাৎ, মর্যাদার এ পার্থক্য ইলম ও ফযলের ক্ষেত্রেও রয়েছে।’ এ কারণেই মুহাদ্দিসীনে কিরাম হাদীস গ্রাহকদের স্তর নির্ধারণ করেছেন। ইমাম মুসলিম (র.) এ বিষয়ের উপর আত্ তাবাকাত নামে স্বতন্ত্র

একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। এখানে তিনি বলেন-

وَإِنَّمَا مَثَّلْنَا هٰؤُلَاءِ فِي التَّسْمِيَةِ، لِيَكُونَ تَمْثِيلُهُمْ سِمَةً، يَصْدُرُ عَنْ فَهْمِهَا مَنْ غَبِيَ عَلَيْهِ طَرِيقُ أَهْلِ الْعِلْمِ، فِي تَرْتِيبِ أَهْلِهِ فِيهِ، فَلَا يُقَصِّرُ بِالرَّجُلِ الْعَالِي الْقَدْرِ عَنْ دَرَجَتِهِ، وَلَا يَرْفَعُ مُتَّضِعَ الْقَدْرِ فِي الْعِلْمِ فَوْقَ مَنْزِلَتِهِ وَيُعْطِي كُلَّ ذِي حَقٍّ فِيهِ حَقَّهُ، وَيُنَزِّلُ مَنْزِلَتَهُ وَقَدْ ذُكِرَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ أَمَرَنَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُنَزِّلَ النَّاسَ مَنَازِلَهُمْ مَعَ مَا نَطَقَ بِهِ الْقُرْآنُ مِنْ قَوْلِ اللّٰهِ تَعَالَى ذِكْرُهُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ.

তাহকীক ঃ مَثَّلَ تَمْثِيلاً- উদাহরণ দেয়া, আকৃতি তৈরী করা, ভাস্কর্য বানান। السمة- আলামত, চিহ্ন। বহুবচন سماتٌ। صدَرَ عنه- ঘাট থেকে পানি নিয়ে প্রত্যাবর্তন করা, উপকার লাভ করা। غبى (س) غباوةً الشيء عليه- গোপন থাকা। قصر- ছোট করা। اتضاعًا- লাঞ্ছিত হওয়া, বংশ মর্যাদা নীচু শ্রেণীর হওয়া। متضعًا- কম মর্তবা বিশিষ্ট।

অনুবাদ ঃ আমরা এখানে কয়েকজন রাবীর নাম উল্লেখ করে উপমা পেশ করেছি। হাদীস বিশেষজ্ঞগণ রাবীদেরকে কিভাবে শ্রেণীবদ্ধ করেন তা যিনি জানেন না এ দৃষ্টান্ত তার জন্য নিদর্শন তথা পথনির্দেশ হিসেবে কাজ করবে। ফলে তিনি উচ্চ মর্যাদা ও যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তিকে তাঁর প্রাপ্য মর্যাদা থেকে খাটো করে দেখবেন না এবং ইলমে হাদীসে নিম্ন মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তিকে তাঁর উপরে স্থান দিবেন না; বরং প্রত্যেককে তাঁর প্রাপ্য অধিকার দিয়ে স্বীয় মর্যাদায় সমাসীন করবেন।

তারকীব ঃ —— هؤلاء- مثلنا -এর মাফউলে বিহী। —— في التسمية- مثلنا -এর সাথে মুতা'আল্লিক। —— ليكون الخ- مثلنا -এর সাথে মুতা'আল্লিক। تمثيلهم ফে'লে নাকেসের ইসম। سمة খবর। يصدر বাক্যটি سمة -এর সিফাত। —— عن فهمها- يصدر -এর সাথে মুতা'আল্লিক। —— من غبى- يصدر -এর ফায়েল। عليه- غبى -এর সাথে মুতা'আল্লিক। طريق الخ- غبى -এর ফায়েল। —— في ترتيب- غبى -এর সাথে মুতা'আল্লিক। فيه তারতীবের সাথে মুতা'আল্লিক। —— بالرجل الخ- لايقصر -এর প্রথম মুতা'আল্লিক। عن درجته দ্বিতীয় মুতা'আল্লিক। —— متضع الخ- لايرفع -এর মাফউলে বিহী। —— في العلم- متضع -এর সাথে মুতা'আল্লিক। —— فوق- لايرفع -এর মাফউলে ফীহি। كل- يعطى -এর প্রথম মাফউল। حقه দ্বিতীয় মাফউল। فيه জরফে মুসতাকির হয়ে حق -এর সিফাত। —— من قول الله تعالى- ما نطق -এর বয়ান।

হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে-

أَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُنْزِلَ النَّاسَ مَنَازِلَهُمْ

‘রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন, আমরা যেন প্রত্যেককে তার যথাযথ মর্যাদা দেই।’

তাছাড়া বিষয়টি কুরআনের এ আয়াত দ্বারাও প্রমাণিত-وَفَوْقَ كُلِّ ذِىْ عِلْمٍ عَلِيْمٌ

‘প্রত্যেক জ্ঞানীর উপর রয়েছেন আরেক মহাজ্ঞানী।’ -সূরা ইউসুফ ঃ ৭৬

قوله وقد ذكر عن عائشةؓ ঃ বুখারী মুসলিমের তা‘লীকাতের হুকুম

রাবী যদি সনদের শুরু থেকে বাদ পড়ে যায় তাহলে সে হাদীসটি হয় মু‘আল্লাক। বুখারী ও মুসলিমে যেসব মু‘আল্লাক হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশ করা হয়েছে সেগুলো সহীহ হাদীসের পর্যায়ভুক্ত; চাই সেসব তা‘লীক সুদৃঢ় কোন শব্দে বিবৃত হোক অথবা দুর্বল কোন শব্দে। ইমাম মুসলিম (র.) এখানে হযরত আয়েশা (রা.) -এর হাদীস তা‘লীকরূপে তথা প্রাসঙ্গিকভাবে উল্লেখ করেছেন। যেহেতু ইমাম মুসলিম (র.) -এর দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছেন, এর ফলে বোঝা যায় এ হাদীসটি তাঁর মতে সহীহ। বিস্তারিত দ্রষ্টব্য ঃ ফাতহুল মুলহিম ঃ ১/১১৯

জালকারীদের হাদীস মুসলিমে গৃহীত হয়নি

যেসব রাবীর বিরুদ্ধে সমস্ত কিংবা অধিকাংশ মুহাদ্দিস হাদীস জাল করার অভিযোগ করেছেন, তাদের হাদীস মুসলিমে নেয়া হয়নি। যেমন–

(১) হযরত জা‘ফর তাইয়ারের অধঃস্তন সন্তান আব্দুল্লাহ ইবন মিসওয়ার ইবন আউন আবূ জা‘ফর হাশিমী মাদায়িনী বড় মিথ্যুক ছিল। হাদীস জাল করত। তার জীবনীর জন্য দেখুন, মীযানুল ই‘তিদাল ঃ ২/৫০৪, লিসানুল মীযান ঃ ৩/৩৬০, আয্যু‘আফা উল কাবীর -উকায়লী ঃ ২/৩০৬।

(২) আমর ইবন খালিদ ওয়াসিতী, ইবন মাজাহর রাবী বড় মিথ্যুক এবং হাদীস জাল করত। হযরত হুসাইন (রা.) -এর নাতি যায়দ ইবন আলী (রা.) -এর নামে এই ব্যক্তি পূর্ণ একটি কিতাব জাল করছে। বিস্তারিত দেখুন- যু‘আফা উকায়লী ঃ ৩/২৬৮, আত্ তারীখুল কবীর -বুখারী ঃ ২/৩, পৃষ্ঠা ৩২৮, মীযান ঃ ৩/২৫৮, তাহযীব ঃ ৮/২৬।

(৩) আবূ সাঈদ আব্দুল কুদ্দূস ইবন হাবীব, দিমাশকী, শামী। ইবন মুবারক (র.) তার সম্পর্কে বলেন, ‘আমার মতে আব্দুল কুদ্দূস শামী থেকে হাদীস বর্ণনা

করার চেয়ে ডাকাতি করা ভাল।' ইমাম বুখারী (র.) বলেন, 'তার হাদীসগুলো উল্টাপাল্টা।' ফাল্লাস বলেন, 'তার হাদীস পরিত্যাগের ব্যাপারে সমস্ত মুহাদ্দিস একমত।' ইবন হাব্বান সুস্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, 'সে হাদীস জাল করত।' বিস্তারিত দেখুন- মীযান ঃ ৩/৬৪৩, যু'আফা উকায়লী ঃ ১/৯৬, লিসান ঃ ৪/৪৫।

(৪) মুহাম্মাদ ইবন সাঈদ ইবন হাস্সান আসদী, শামী, মাসলূব (ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলান্ত)। তিরমিযী ও ইবন মাজাহর রাবী। আহমদ ইবন সালিহ (র.) বলেন, 'এই লোক চার হাজার হাদীস জাল করেছিল।' ইমাম আবূ যুরআ (র.) স্বয়ং তার উক্তি বর্ণনা করেছেন, সে বলেছে, 'ভাল কথার জন্য সনদ জাল করা যায়।' ইমাম নাসাঈ (র.) বলেন, 'মদীনা মুনাওয়ারায় ইবন আবূ ইয়াহইয়া, বাগদাদে ওয়াকিদী, খুরাসানে মুকাতিল ইবন সুলায়মান, শামে মুহাম্মাদ ইবন সাঈদ মিথ্যুক এবং হাদীস জালিয়াতিতে প্রসিদ্ধ ছিল।'

(৫) আবূ আব্দুর রহমান গিয়াস ইবন ইবরাহীম নাখঈ, কূফী। ইমাম আহমদ (র.) বলেন, 'লোকজন তার হাদীস বর্জন করেছে।' জাওযেজানী (র.) বলেন, 'আমি একাধিক মনীষী থেকে শুনেছি, সে হাদীস জাল করত।' খলীফা মাহদীর সামনে সেই جناح او শব্দ বৃদ্ধি করেছিল। বিস্তারিত দেখুন- মীযান ঃ ৩/৩৩৭, যু'আফা -উকায়লী ঃ ৩/৪৪১, আত্ তারীখুল কাবীর -বুখারী ঃ ১/৪, পৃষ্ঠা ঃ ১০৯।

(৬) সুলায়মান ইবন আমর আবূ দাঊদ নাখঈ। ভয়ঙ্কর মিথ্যুক। হাদীস জালিয়াতিতে প্রসিদ্ধ ছিল। ইবন হাজার (র.) বলেন, জারহ-তা'দীলের ৩০ -এর বেশী ইমাম তাকে হাদীস জালকারী বলেছেন। বিস্তারিত দেখুন- লিসানুল মীযান ঃ ৩/৯৭, যু'আফা -উকায়লী ঃ ২/১৩৪, আত্ তারীখুল কাবীর বুখারী ঃ ২/৩, পৃষ্ঠা ঃ ২৮, মীযানুল ই'তিদাল ঃ ২/২১৬। এ ধরনের হাদীস জালকারী রাবীদের রেওয়ায়াত সহীহ মুসলিমে নেয়া হয়নি। শুধু সহীহ অথবা হাসান লিযাতিহী গ্রহণ করা হয়েছে।

فَعَلٰى نَحْوِ مَا ذَكَرْنَا مِنَ الْوُجُوْهِ نُوَلِّفُ مَا سَأَلْتَ مِنَ الأَخْبَارِ عَنْ

তারকীব ঃ — ف নতীজিয়্যাহ। — على نحوالخ -نؤلف -এর সাথে মুতা'আল্লিক। ما ذكرنا মওসূল সেলা মিলে نحو -এর মুযাফ ইলাইহি। — من الوجوه - ما মওসূলার বয়ান। ما سألت মওসূল সেলা মিলে মাফউলে বিহী। — من الأخبار - ما سألت -এর বয়ান। — عن رسول الله জরফে মুসতাকির হয়ে الأخبار -এর সিফাত। — فاما ما كان الخ - فا হরফে আতফ। اما শরতিয়্যাহ। — ما كان منها الخ মওসূল সেলা মিলে শর্ত। — فلسنا نتشاغل الخ জাযা। — كان منها الخ - كان -এর যমীর ইসম। منها -এর হাল। — عن قوم الخ খবর। هم متهمون জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ খবরিয়্যাহ قومٌ -এর সিফাত। عند اهل الحديث স্বীয় মা'তূফ او

رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَّا مَا كَانَ مِنْهَا عَنْ قَوْمٍ، هُمْ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيْثِ مُتَّهَمُوْنَ، أَوْ عِنْدَ الأَكْثَرِ مِنْهُمْ، فَلَسْنَا نَتَشَاغَلُ بِتَخْرِيْجِ حَدِيْثِهِمْ، كَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مِسْوَرٍ أَبِيْ جَعْفَرٍ الْمَدَائِنِيِّ، وَعَمْرِو بْنِ خَالِدٍ، وَعَبْدِ الْقُدُّوْسِ الشَّامِيِّ وَمُحَمَّدِ بْنِ سَعِيْدٍ الْمَصْلُوْبِ، وَغِيَاثِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ وَسُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرٍو وَأَبِيْ دَاوُدَ النَّخْعِيِّ، وَأَشْبَاهِهِمْ، مِمَّنْ اُتُّهِمَ بِوَضْعِ الأَحَادِيْثِ، وَتَوْلِيْدِ الاَخْبَارِ.

তাহকীক ঃ متهم- অভিযুক্ত। اتهمه بكذا- অভিযুক্ত করা। কুধারণা করা। اتهم الرجلُ- বদনাম হওয়া। تشاغل بكذا- রত হওয়া। الشِّبْهُ -الشَّبَهُ- মতো, ন্যায়। বহুবচন اَشْبَاهٌ। ولد الشئ من الشئ- পয়দা করা, বের করা।

অনুবাদ ঃ তোমার আবেদনে আমার উল্লিখিত শর্তের ভিত্তিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস সংকলন করব। কিন্তু হাদীস বিশারদদের অধিকাংশ কিংবা তাঁদের সবার মতে যেসব রাবী অভিযুক্ত আমরা তাদের বর্ণিত হাদীস সংকলন করব না। যেমন, আব্দুল্লাহ ইবন মিসওয়ার আবূ জা'ফর আল-মাদায়িনী, আমর ইবন খালিদ, আব্দুল কুদ্দূস শামী, মুহাম্মদ ইবন সাঈদ আল-মাসলূব, গিয়াস ইবন ইবরাহীম, সুলায়মান ইবন উমর, আবূ দাউদ নাখঈ এবং এদের ন্যায় আরও অন্যান্য রাবী। যাদের বিরুদ্ধে জাল হাদীস বিবরণ এবং মনগড়া হাদীস রচনার অভিযোগ রয়েছে।

কোন হাদীস মুনকার হওয়ার নিদর্শন হল, যদি এ রেওয়ায়াতটি নির্ভরযোগ্য হাফিজগণের রেওয়ায়াতের সাথে তুলনা করা হয়, তখন এটি সম্পূর্ণরূপে সুনিশ্চিতভাবে সেগুলোর চেয়ে ভিন্ন ধরণের হবে, অথবা বহু কষ্টে আনুকূল্য সৃষ্টি করা যাবে। যে রাবীর অধিকাংশ রেওয়ায়াত এ ধরনের হবে তার হাদীস বর্জনীয় ও অগ্রহণযোগ্য হবে। যেমন-

(১) আব্দুল্লাহ ইবন মুহাররার জাযরী, রাক্কার বিচারপতি, ইবন মাজাহ -এর

عند الأكثر منهم -এর সাথে মিলে মুবতাদা খবরের মাঝে জুমলায়ে জরফিয়্যাহ মু'তারিযা। منهم জরফে মুসতাকির হয়ে الاكثر -এর সিফাত। —— فا - فلسنا الخ জাযায়িয়্যাহ। لسنا -এর খবর نتشاغل। بتخريج الخ জরফে লগভ। —— كعبد الله- ك হরফে জর তাশবীহের জন্য مثل -এর অর্থে ব্যবহৃত। এটি মুযাফ। —— عبد الله الى قوله واشباههم সমস্ত মা'তূফ মিলে মওসূফ। مِمَّنِ اتُّهِمَ জরফে মুসতাকির হয়ে সিফাত। মওসূফ সিফাত হয়ে মাজরূর। অথবা مثل -এর অর্থে ব্যবহৃত ك -এর মুযাফ ইলাইহি। ممن - من হরফে জর তাবয়িযিয়্যাহ من মওসূলা। اتهم বাক্যটি সেলা। —— بوضع الخ জরফে লগভ।

রাবী, বর্জনীয় ও অগ্রহণযোগ্য। বিস্তারিত দ্রষ্টব্য ঃ মীযান ২/৫০০, উকায়লী ঃ ১/৩০৯, তাহযীব ঃ ৫/৩৮৯।

② ইয়াহইয়া ইবন আবূ উনায়সা জাযরী রুহাভী, তিরমিযীর রাবী, বর্জনীয়। ফাল্লাস বলেন, 'মুহাদ্দিসীনে কিরাম তার হাদীস বর্জনের ব্যাপারে একমত হয়েছেন।' বিস্তারিত দ্রষ্টব্য ঃ তাহযীব ঃ ১১/১৮৩, মীযান ঃ ৪/৩৬৪, উকায়লী ঃ ৪/৩৯২।

③ আবুল আতূফ জাররাহ ইবন মিনহাল জাযরী, ইমাম বুখারী তাকে 'মুনকারুল হাদীস', ইমাম নাসাঈ ও দারাকুতনী তাকে 'পরিত্যাজ্য' বলেছেন। বিস্তারিত দেখুন- মীযান ঃ ১/৩৯০, উকায়লী ঃ ১/২০০, লিসান ঃ ২/৯৯।

④ আব্বাদ ইবন কাসীর, সাকাফী, বসরী (ফিলিস্তিনী নন)। আবূ দাঊদ ও ইবন মাজাহ -এর রাবী, পরিত্যাজ্য। বিস্তারিত দ্রষ্টব্য ঃ উকায়লী ঃ ৩/১৪০, মীযান ঃ ২/৩৭১, তাহযীব ঃ ৫/১০০, তারীখে কাবীর-বুখারী ঃ ২/৩ পৃষ্ঠা ঃ ৪৩।

⑤ হুসাইন ইবন আব্দুল্লাহ ইবন যুমায়রা হিমইয়ারী, মাদানী 'মাতরূকুল হাদীস' বড় মিথ্যুক। বিস্তারিত দ্রষ্টব্য- মীযান ঃ ১/৫৩৮, উকায়লী ঃ ১/২৪৬, লীসান ঃ ২/২৮৯।

⑥ উমর ইবন সুহবান সুলামী, মাদানী ইবন মাজাহ্ এর রাবী। মুনকারুল হাদীস। ইবন আদী (র.) বলেন, 'তার হাদীসে মুনকার প্রবল'। বিস্তারিত দ্রষ্টব্য- মীযান ঃ ৩/২০৭, উকায়লী ঃ ৩/১৭৩, তাহযীব ঃ ৭/৪৬৪।

এ ধরনের যেসব রাবী মুনকার রেওয়ায়াত বর্ণনা করেন, তাদের রেওয়ায়াত ইমাম মুসলিম (র.) মুসলিম শরীফে গ্রহণ করবেন না। তারা তাঁর মতে নির্ভরযোগ্য নন।

খ. ফুহশে গলত ঃ প্রচুর ভুল-ভ্রান্তি তথা সহীহ বিবরণের তুলনায় তাদের গলদ বিবরণ বেশি। প্রচুর ভুল-ভ্রান্তি অনুমান করা যায় নির্ভরযোগ্য রাবীদের হাদীসের সাথে তুলনা করার ফলে।

قوله ممن اتهم بوضع الاحاديث وتوليد الأخبار ঃ এখানে কয়েকটি বিষয় জ্ঞাতব্য। মওযূয়ের আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ, হাদীস জালিয়াতির নিদর্শন, হাদীস জাল করার কারণ, জালকারীদের উৎস, মওযূ হাদীসের হুকুম।

মওযূর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ

مَوضُوعٌ শব্দটি وَضعٌ থেকে উদ্ভূত। অর্থ- পরিত্যাগ করা, জাল করা, বানানো। পারিভাষিক অর্থ হল, জেনে বুঝে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে কোন কথা জাল করে সম্বন্ধযুক্ত করা। মওযূ হাদীস মানে জাল হাদীস।

হাদীস জালিয়াতির আলামত

(১) কোন হাদীস পঞ্চইন্দ্রিয়ের অনুভূতি, দিব্যি দর্শন কিংবা কিতাবুল্লাহর অকাট্য অর্থ কিংবা মুতাওয়াতির সুন্নত বা ইজমায়ের এরূপ সুনিশ্চিত পরিপন্থী হওয়া যেখানে কোন প্রকার ব্যাখ্যা অসম্ভব।

(২) হাদীস জালিয়াতির স্বীকারোক্তি বা তার সমার্থবোধক বিষয়।

(৩) রাবীর মধ্যে এমন কোন নিদর্শন বিদ্যমান থাকা যা হাদীস জালিয়াতি প্রমাণ করে।

(৪) হাদীসের মধ্যে এরূপ কোন নির্দশন থাকা। যেমন, হালকা শব্দ থাকা সত্ত্বেও এ দাবী করা যে, এটি হুবহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শব্দ।

(৫) রাবী বর্ণনাকারীর জন্ম তারিখ, মৃত্যু তারিখ অথবা তার কাছ থেকে হাদীস শোনার তারিখ ও স্থান বর্ণনা করল। যাতে সুনিশ্চিতরূপে বোঝা যায় যে, এ রাবীর পক্ষে তার বর্ণনাকারীর কাছ থেকে এ হাদীস শোনা সম্ভব নয়।

(৬) রাবী রাফিযী, শিয়া, তার হাদীস আহলে বাইতের ফযীলত সংক্রান্ত। -দ্রষ্টব্য, তাদরীবুর রাবী -সুয়ূতী

হাদীস জালিয়াতির কারণ ঃ হাদীস জালিয়াতির বিভিন্ন কারণ আছে-

(১) দীন ধ্বংস করা যেমন, যিন্দিক মুরতাদরা এ উদ্দেশ্যে হাদীস জাল করেছে।

(২) নিজের মাযহাবের সমর্থন, অপরের মত খণ্ডন ও হেয় প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে।

(৩) পার্থিব স্বার্থ উদ্ধারের জন্য। যেমন, রাজা-বাদশাহদের সান্নিধ্য ও টাকা পয়সা অর্জন ইত্যাদি।

(৪) মূর্খতার সাথে দীনদারী। জাহিল সুফীগণ এ কারণেই তারগীব-তারহীব ইত্যাদি সম্পর্কে হাদীস জাল করেছেন।

(৫) নিজের সুখ্যাতির জন্য। যাতে সমাজে বড় মুহাদ্দিস হিসাবে পরিচিতি লাভ করা যায়। বিস্তারিত দ্রষ্টব্য- তাদরীবুর রাবী -সুয়ূতী ও আল উলালাতুন্ নাজি‘আহ

হাদীস জালকারীদের উৎস

(১) সাহাবা, তাবিঈনের উক্তি। এগুলোকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস বলে চালিয়ে দেয়া হয়েছে।

(২) আহলে কিতাবের উক্তি।

(৩) আগেকার যুগের ভারত, পারস্য ইত্যাদির দার্শনিকদের উক্তি ও হিকমতপূর্ণ বাণী।

(৪) স্বয়ং জালকারীদের বাণী।

মওযূ' হাদীস বর্ণনার হুকুম ঃ মওযূ' জেনেও তা বর্ণনা করা হারাম। চাই আহকাম সংক্রান্ত হোক কিংবা ওয়াজ-নসীহতের ঘটনাবলী বা তারগীব-তারহীব সংক্রান্ত হোক। তবে যদি মওযূ' বলে উল্লেখ করা হয় তবে তা জায়িয আছে। ফিরকায়ে কার্‌রামিয়া তারগীব-তারহীব সংক্রান্ত হাদীস জাল করা জায়িয মনে করে। এটা নির্ভরযোগ্য মুসলমানদের ইজমা' পরিপন্থী।

একটি প্রশ্ন ও এর উত্তর ঃ ইমাম মুসলিম (র.) -এর ইবারত لنقسمها على ثلاثة اقسام থেকে امسكنا ايضا عن حدثهم পর্যন্ত নজর করলে বোঝা যায়, তিনি হাদীসের রাবীদেরকেও তিনভাগে বিভক্ত করেছেন। কিন্তু বিস্তারিত বিবরণের সময় চার প্রকার উল্লেখ করেছেন।

(১) হাদীসের ক্ষেত্রে মুস্তাকীম, মুতকিন,

(২) হিফয ও যবতে তাদের চেয়ে নিম্ন পর্যায়ের, মধ্যম পর্যায়ের হিফয সম্পন্ন রাবী।

(৩) সব কিংবা অধিকাংশ মুহাদ্দিসের মতে অভিযুক্ত। ৪.যাদের হাদীসে বেশীর ভাগ গলদ বা অধিকাংশ মুনকার।

উত্তর ঃ ৩য় প্রকার ও ৪র্থ প্রকারকে পরিত্যক্ত হিসাবে এক ধরা হয়েছে। অতএব, ইজমাল ও তাফসীল একই রকম হল।

সহীহ মুসলিমে মুনকার এবং গলদ হাদীস নেয়া হয়নি

যেসব রাবীর অধিকাংশ হাদীস মুনকার অথবা গলদ তাদের হাদীস সহীহ মুসলিমে গ্রহণ করা হয়নি।

ক. মুনকার ঃ মা'রূফের বিপরীত। যদি দুর্বল রাবীর বিবরণ নির্ভরযোগ্য রাবীর বিপরীত হয়, তবে দুর্বল রাবীর রেওয়ায়াতটিকে হাদীস শাস্ত্রে মুনকার (অচেনা-অজানা) বলা হয়, আর নির্ভরযোগ্য রাবীর রেওয়ায়াতটিকে বলা হয় মা'রূফ তথা (চেনা-জানা)। মুনকার হাদীসের প্রাচীন একটি সংজ্ঞা ছিল, যদি কোন হাদীসের কোন রাবী দুর্বল হয় আর সে রাবী সে হাদীসের বিবরণে একক হয়, তবে তার রেওয়ায়াতটি মুনকার। আর এ রাবীকেও বলা হত মুনকার। অর্থাৎ, প্রাচীন যুগে মুনকার শব্দটি যঈফ জিদ্দান তথা নেহায়েত দুর্বলের অর্থে ব্যবহৃত হত। সুনান চতুষ্টয়ে 'জারহ ও তা'দীলের' ইমামগণের উক্তিতে মুনকার

শব্দটি ব্যাপকভাবে এ দ্বিতীয় অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এ অর্থটি হাদীস শাস্ত্রের পরিভাষার তুলনায় আরো ব্যাপক। এখানে ইমাম মুসলিম (র.) -এর উদ্দেশ্য মুনকারের এই দ্বিতীয় অর্থটি। তিনি বলেন-

وَكَذٰلِكَ مَنِ الْغَالِبُ عَلٰى حَدِيْثِهِ الْمُنْكَرُ، اَوِ الْغَلَطُ، أَمْسَكْنَا أَيْضًا عَنْ حَدِيْثِهِمْ. وَعَلَامَةُ الْمُنْكَرِ فِيْ حَدِيْثِ الْمُحَدِّثِ: إِذَا مَا عُرِضَتْ رِوَايَتُهٗ لِلْحَدِيْثِ عَلٰى رِوَايَةِ غَيْرِهٖ، مِنْ أَهْلِ الْحِفْظِ وَالرِّضَا، خَالَفَتْ رِوَايَتُهٗ رِوَايَتَهُمْ، أَوْ لَمْ تَكَدْ تُوَافِقُهَا. فَإِذَا كَانَ الأَغْلَبُ مِنْ حَدِيْثِهٖ كَذٰلِكَ، كَانَ مَهْجُوْرَ الْحَدِيْثِ غَيْرَ مَقْبُوْلِهٖ، وَلَامُسْتَعْمَلِهٖ. فَمِنْ هٰذَا الضَّرْبِ مِنَ الْمُحَدِّثِيْنَ: عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَرَّرٍ، وَيَحْيٰى بْنُ اَبِىْ اُنَيْسَةَ، وَالْجَرَّاحُ بْنُ الْمِنْهَالِ اَبُوْ الْعَطُوْفِ، وَعَبَّادُ بْنُ كَثِيْرٍ، وَحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ

তারকীব ঃ — كذلك - ك -এ জার্‌রাহ্ তাশবীহের জন্য। مثل -এর অর্থে মুযাফ। ذلك মাজরুর অথবা মুযাফ ইলাইহি। এটি খবরে মুকাদ্দাম। — من الغالب الخ মুবতাদায়ে মু‘আখ্‌খার। من মওসূলা মুবতাদা মুতাযাম্মিন মা'নায়ে শর্ত। — الغالب الخ খবর। মুবতাদা খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ শরতিয়্যাহ। — امسكنا الخ বাক্যটি জাযায়িয়্যাহ। — على حديثه- الغالب -এর সাথে মুতা‘আল্লিক। المنكر মা‘তূফসহ الغالب -এর ফায়েল। — عن حديثهم- امسكنا -এর সাথে মুতা‘আল্লিক। ايضا মাফঊলে মুতলাক। — فعل- اض بمعنى رجع উহ্য। اض এটি جمله فعليه معترضه।

— في حديث الخ — قوله علامة المنكر মুবতাদা। — اذا ما عرضت খবর। - علامة মাসদারের সাথে মুতা‘আল্লিক। اذا ما জরফিয়্যাহ মুতাযাম্মিন মা'না শর্ত। — خالفت الى قوله توفقها — عرضت الخ قوله والرضى জুমলায়ে শরতিয়্যাহ। — على رواية জুমলায়ে জাযায়িয়্যাহ। للحديث - رواية মাসদারের সাথে মুতা‘আল্লিক। غيره -এর عرضت -এর সাথে। من اهل الخ জরফে মুসতাকির হয়ে -এর الخ মুতা‘আল্লিক সিফাত। — لم تكد الخ- خالفت বাক্যের উপর মা‘তূফ। لم تكن- فعل مقارب كان -এর খবর توافقها বাক্য। — قوله فاذا كان الأغلب الخ- اذا শরতিয়্যাহ। — من حديثه- الخ বাক্যটি শরতিয়্যাহ। — كان مهجورا الخ জুমলায়ে জাযায়িয়্যাহ। — كان الاغلب -এর সাথে মুতা‘আল্লিক। كذالك ফে'লে নাকেসের খবর। — كان -এর ইসম হল যমীর যেটি من الغالب الخ এর দিকে ফিরেছে। مهجورا الخ -كان غير مقبوله দ্বিতীয় খবর। — ولا مستعمله- غير مقبولها -এর উপর মা'তূফ। لا- غير -এর অর্থে মুযাফ অথবা لا নফী তাকীদের জন্য। এটি আতফ হয়েছে مقبوله -এর উপর। — قوله ومن هذا الضرب- من هذا الخ জরফে মুসতাকির হয়ে খবরে মুকাদ্দাম। — عبد الله الى قوله من الحديث মুবতাদা মু'আখখার। من المحدثين জরফে [illegible] তাকির হয়ে [illegible] الضرب -এর সিফাত — نحو هم- نحى ফে'লের =

اللّٰهِ بْنِ ضُمَيْرَةَ، وَعُمَرُ بْنُ صُهْبَانَ، وَمَنْ نَحَا نَحْوَهُمْ فِيْ رِوَايَةِ الْمُنْكَرِ مِنَ الْحَدِيْثِ؛ فَلَسْنَا نُعَرِّجُ عَلٰى حَدِيْثِهِمْ، وَلَا نَتَشَاغَلُ بِهٖ.

তাহকীক ঃ عرض (ض) عرضًا الشيء - امسك عن الأمر - বিরত থাকা। رضى (س) رضا -খুশি হওয়া, সম্মত হওয়া। لم تكد- كاد يكادُ -পেশ করা। كودًا থেকে। এ ক্রিয়াটি কোন কাজের নিকটবর্তী হওয়া বুঝায়। অতঃপর ইতিবাচক বাক্যে না বুঝায়, আর নেতিবাচক বাক্যে বুঝায় হ্যাঁ। যেমন, كاد يَضرِبُ অর্থ, মারার উপক্রম হয়েছিল; কিন্তু মারেনি। اكاد اخفيها - কিয়ামতের সংবাদ গোপন রাখার নিকটবর্তী ছিলাম; কিন্তু গোপন করিনি; বরং বান্দাদেরকে অবহিত করেছি। ما كادوا يفعلون- তথা তারা জবাই করার নিকটবর্তী ছিল না, তা সত্ত্বেও জবাই করেছে। অতএব, لم تكد توافق অর্থ অনুকূল হওয়ার নিকটবর্তী ছিল না; কিন্তু বহু কষ্টে অনুকূল হয়েছে। مهجور- পরিত্যক্ত, বর্জনীয়। هجر- ছেড়ে দেয়া। مستعمل- যা কাজে লাগে। অর্থাৎ, যদ্দারা প্রমাণ পেশ করা যথার্থ। الضرب - প্রকার। محدثين- আভিধানিক অর্থে ব্যবহৃত, তাজিমার্থে নয়। نحا (ن) نحوًا الشيء -ইচ্ছা করা। نحا نحو فلان - অনুসরণ করা। عرج- অবস্থান করা, এক দিক থেকে অপর দিকে ঝুঁকে পড়া, বলা হয় فلان لايعرج على قوله মানে অমুকের কথায় নির্ভর করা হয় না। تشاغل به -রত হওয়া।

অনুবাদ ঃ অনুরূপভাবে যাদের বর্ণনায় নির্ভরযোগ্য রাবীর বর্ণনার পরিপন্থী (মুনকার) অথবা ভুল প্রবল, তাদের বর্ণিত হাদীস থেকেও আমরা বিরত থাকব। (ইমাম মুসলিম (র.) মুনকার হাদীসের অলামত বলতে গিয়ে বলেন,) মুনকার হাদীসের নিদর্শন হল, কোন রাবীর বর্ণনাকে কোন স্মৃতিধর এবং সর্বজন বিদিত রাবীর বর্ণনার সাথে তুলনা করলে দেখা যায় যে, প্রথমোক্ত রাবীর বর্ণনা তাদের হাদীসের বিপরীত বা বহু কষ্টে অনুকূল হয়। সুতরাং যদি তার অধিকাংশ বর্ণনাই এরূপ হয় তাহলে তার বর্ণিত হাদীস গ্রহণযোগ্য নয় এবং প্রয়োগযোগ্যও নয়।

এ ধরনের রাবীদের মধ্যে রয়েছে আব্দুল্লাহ ইবন মুহাররার, ইয়াহইয়া ইবন আবূ উনাইসা, আল জাররাহ ইব্‌ন মিনহাল আবুল আতূফ, আব্বাদ ইবন কাসীর, হুসাইন ইবন আব্দুল্লাহ ইবন যুমাইরা, উমর ইবন সুহবান এবং তাদের অনুরূপ মুনকার হাদীস বর্ণনাকারী। অতএব, আমরা এদের বর্ণিত হাদীসের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করব না এবং তাদের হাদীস নিয়ে রত হব না।

মাফউলে মুতলাক। —— في رواية- نحي- -এর সাথে মুতা'আল্লিক। من الحديث . জরফে মুসতাকির হয়ে المنكر -এর সিফাত।

—— قوله فلسنا الخ - لسنا ফে'লে নাকেস ইসমসহ জুমলা। نعرج খবর। نتشاغل বাক্যটি نعرج বাক্যের উপর মা'তূফ।

এখানে মুনকার সংক্রান্ত কয়েকটি জিনিস জ্ঞাতব্য

হাদীসে মুনকার কাকে বলে? মুনকার রাবী কাকে বলে? মুনকার কত অর্থে ব্যবহৃত হয়? মুনকারুল হাদীস রাবীর হুকুম কি? হাদীসে ফরদ ও গরীবের মাসআলা। এমনিভাবে যিয়াদাতুস্ সিকাত তথা নির্ভরযোগ্য রাবীর অতিরিক্ত বিবরণ সংক্রান্ত আলোচনা কি?

১. মুনকার হাদীস ঃ এর সম্পর্কে ইমাম মুসলিম (র.) বলেছেন যে, মুনকার হাদীসের আলামত হল, যখন কোন রাবীর রেওয়ায়াত অন্যান্য হাফিজ ও মজবুত রাবীর রেওয়ায়াতের সাথে তুলনা করা হয় তখন সম্পূর্ণরূপে তাদের রেওয়ায়াতের বিরোধী হবে, অথবা বহু কষ্টে সামঞ্জস্য বিধান সম্ভব হবে।

২. মুনকারুল হাদীস ঃ এরূপ রাবী যার রেওয়ায়াত হাফিজ রাবীদের রেওয়ায়াতের বিরোধী হয় প্রচুর পরিমাণ। এমনকি বিরোধী রেওয়ায়াত অনুকূল রেওয়ায়াতের তুলনায় প্রবল থাকবে।

৩. মুনকারের অর্থ ঃ এটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়- ১. অনির্ভরযোগ্য রাবীর এরূপ হাদীস যেটি তার চেয়ে প্রাধান্যপ্রাপ্ত রাবীর পরিপন্থী। এটাই প্রসিদ্ধ। ২. যে রাবীর গলদ বা গাফলতী বেশী, কিংবা মিথ্যা ছাড়া আমলী ও বাচনিক ফিসক বিদ্যমান থাকে এরূপ রাবীর রেওয়ায়াত। ৩. হাদীসে ফরদ ও গরীব। ৪. মুতাকাদ্দিমীনের মতে শক্তিশালী রাবীর সে রেওয়ায়াত যেটি তার চেয়ে অধিক শক্তিশালী রাবীর পরিপন্থী। এখানে মূলপাঠে মুনকার দ্বারা উদ্দেশ্য হল, প্রত্যখ্যাত মুনকার। হাদীসে ফরদ ও গরীব নয়।

৪. মুনকার হাদীসের হুকুম ঃ মুনকার রাবীর রেওয়ায়াত গ্রহণযোগ্য নয়। গ্রন্থকারের ইবারত এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট।

৫. হাদীসে ফরদ ও গরীব ঃ এর সনদ ধারা প্রসিদ্ধ হবে অথবা অপ্রসিদ্ধ। অর্থাৎ, এ সনদ থেকে শুধু এ হাদীসটিই বর্ণিত, অন্য কোন হাদীস নয়। যেমন, আবুল উশারা-তার পিতা সূত্রে বর্ণিত আছে- তিনি বলেন,

قلتُ يا رسول الله! اما تكون الذكوة الا فى الحلق واللبّة؟ فقال لو طعنت فى فخذها اجزء عنك۔

ইমাম তিরমিযী (র.) -এর উক্তি মতে হাম্মাদ ইবন সালামা-আবুল উশারা সূত্রে এ হাদীসটি একক। এ হাদীস ছাড়া আবুল উশারার আর কোন হাদীস জানা নেই।

হাদীসে ফরদ ও গরীবের সনদ ধারা হবে প্রসিদ্ধ। যেমন, নাফি'-ইবন উমর এবং হিশাম-উরওয়া -এর সনদ ধারা। এ হাদীসে ফরদের রাবী যদি নির্ভরযোগ্য হয়, তাহলে সে হাদীস সহীহ। আর যদি নির্ভরযোগ্য না হয় তবে মুনকার। যদি সনদ ধারা প্রসিদ্ধ হয়, তাহলে এই ফরদ ও গরীবের রাবী অন্য হাদীস বর্ণনা করেছে কিনা? যদি বর্ণনা করে থাকে তাহলে বর্ণিত হাদীসগুলো অন্যান্য নির্ভরযোগ্য রাবীর অনুকূল কিনা? যদি বিরোধী হয় তাহলে মুনকার। আর যদি অনুকূল হয় আর ঘটনাক্রমে এক দু'টি হাদীস এরূপ হয় যে, অন্য নির্ভরযোগ্য সাথীরা তা বর্ণনা করেন না, তাহলে তার এ হাদীসে ফরদ গরীব সহীহ, নির্ভরযোগ্য। ইমাম মুসলিম (র.) لأن الذى يعرف من مذهبهم ...... قبلت زيادته ইবারত দ্বারা এ বিষয়টি বর্ণনা করেছেন।

নাফি'-ইবন উমর সূত্র প্রসিদ্ধ। তাঁর প্রচুর শিষ্য রয়েছে। তন্মধ্যে ইবন দীনার (র.)ও রয়েছেন। তাঁর অন্যান্য রেওয়ায়াত অন্যান্য সাথীদের অনুকূল। কোন কোন হাদীসে তিনি একক। অতএব, তাঁর এ হাদীস গ্রহণযোগ্য সহীহ। আর যদি ফরদ ও গরীবের রাবী মশহুর সনদ ধারা থেকে হাদীস বর্ণনা করেন, আর এই হাদীসে ফরদ ছাড়া অন্য কোন হাদীস এ সনদে বর্ণনা করেন না যার ফলে অন্য সাথীদের আনুকূল্য বা বিরোধিতা বোঝা যাবে, তাহলে এরূপ হাদীসে ফরদ ও গরীব গ্রহণযোগ্য নয়। ইমাম মুসলিম (র.) فاما من تراه يعمد ...... فغير جائز قبول حديث هذا الضرب من الناس ইবারত দ্বারা এ বিষয়টির বিবরণ দিয়েছেন।

নির্ভরযোগ্য রাবীর বর্ধিত বিবরণের মাসআলাটিও হাদীসে ফরদে গরীবের উপর কিয়াস করলেই বোঝা যায়।

زيادة الثقات ঃ নির্ভরযোগ্য রাবীদের বর্ধিত বিবরণ

ইমাম মুসলিম (র.) যদিও এ বিষয়টি সুস্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করেননি, তবে তাঁর প্রমাণের ভিত্তিতে زيادة الثقات এর হুকুমও জানা যায়। কারণ, রাবী প্রসিদ্ধ সূত্রে এই বর্ধিত বিবরণ দান করবেন অথবা অপ্রসিদ্ধ সনদ পরম্পরায়। যদি সনদ পরম্পরা প্রসিদ্ধ না হয়, তাহলে এই রাবী নির্ভরযোগ্য নাকি অনির্ভরযোগ্য? যদি নির্ভরযোগ্য হয় তবে তার এই বর্ধিত বিবরণ গ্রহণযোগ্য। অন্যথায় গ্রহণযোগ্য নয়। যদি প্রসিদ্ধ সনদ পরম্পরায় এই বর্ধিত বিবরণ দান করেন, তবে এই সনদে অন্যান্য রেওয়ায়াত স্বীয় নির্ভরযোগ্য সাথীদের অনুকূল বর্ণনা করেন কিনা, যদ্বারা তার হাদীস মুখস্থ করার বিষয়টি জানা যায়? এমতবস্থায় এই রাবীর বর্ধিত অংশ গ্রহণযোগ্য। আর যদি অন্যান্য সাথীদের পরিপন্থী বর্ণনা করেন, যদ্বারা বোঝা যায় এ রাবীর স্মরণশক্তি ভাল নয়, তবে তার এই বর্ধিত বিবরণ গ্রহণযোগ্য নয়। আর

যদি প্রসিদ্ধ সনদ পরম্পরায় অন্য কোন হাদীস বর্ণনা না করেন, শুধু এই বর্ধিত অংশটুকুই বর্ণনা করেন, তবুও এটি গ্রহণযোগ্য নয়। এর কারণ হাদীসে ফরদ ও গরীবে বর্ণিত হয়েছে এবং যেরূপভাবে হাদীসে ফরদ ও গরীব নির্ভরযোগ্য রাবীদের হাদীসের সাথে সাংঘর্ষিক হলে অগ্রহণযোগ্য হয়, এরূপভাবে নির্ভরযোগ্য রাবীর বর্ধিত বিবরণ যদি অন্যান্য নির্ভরযোগ্য রাবীর হাদীসের পরিপন্থী হয় সেটিও গ্রহণযোগ্য। ইমাম মুসলিম (র.) বৈপরিত্যের সূরত বর্ণনা করেননি; কিন্তু যেহেতু সে অতিরিক্ত অংশে এই তাফসীর রয়েছে। যেটি সম্পর্কে অন্যান্য গ্রহণযোগ্য সেহেতু রাবীগণ নিরব পরস্পর বিপরীত হলে তো উত্তম রূপেই সে হাদীস প্রত্যাখ্যানযোগ্য হবে।.

হাফিজ ইবন হাজার (র.) বলেছেন যে, হাসান ও সহীর রাবীর বর্ধিত অংশ গ্রহণযোগ্য। যখন এই বর্ধিত অংশ অনুল্লেখকারী তার চেয়ে আরো বেশী নির্ভরযোগ্য রাবীর রেওয়ায়াতের বিপরীত বর্ণনা না করেন। কারণ, বর্ধিত অংশ দুই প্রকার-

১. হয়ত এই বর্ধিত অংশ উল্লেখকারী ও অনুল্লেখকারীদের রেওয়ায়াতের মাঝে কোন বৈপরিত্য থাকবে না, অথবা থাকবে। তথা এটিকে গ্রহণ করলে অপর রেওয়ায়াতটিকে পরিহার করা আবশ্যক হয়। প্রথম প্রকার- বর্ধিত বিবরণ সাধারণভাবে গ্রহণযোগ্য। কারণ, এই বর্ধিত বিবরণ স্বতন্ত্র হাদীসের পর্যায়ভুক্ত। যেটি কোন নির্ভরযোগ্য রাবী এককভাবে বর্ণনা করেছেন। তার উস্তাদ থেকে তিনি ছাড়া আর কেউ বর্ণনা করেন না। দ্বিতীয় প্রকারে প্রাধান্যের পন্থা অবলম্বন করা হবে। এই বর্ধিত অংশ এবং এর বিপরীত হাদীসের মাঝে তুলনা করলে যেটি প্রধান হবে সেটি গ্রহণযোগ্য হবে। অন্যথায় প্রত্যাখ্যাত হবে। আর এই প্রাধান্য হবে রাবীর হিফজ ও রাবীদের আধিক্যের মাধ্যমে। বিস্তারিত দ্রষ্টব্য -নি'মাতুল মুনইম -শায়খ নি'য়ামতুল্লাহ আজমী ঃ ৪৫-৪৭।

অতিরিক্ত অংশ কখন ধর্তব্য হবে?

ইমাম মুসলিম (র.) একটি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। পূর্বে মুনকার হাদীসের নির্দশন বর্ণনা করা হয়েছে যে, যদি কোন রাবীর রেওয়ায়াত নির্ভরযোগ্য হাফিজদের হাদীসের সাথে তুলনা করা হয়, তবে সেগুলো সুনিশ্চিতরূপে পরিপন্থী হবে অথবা বহু কষ্টে অনুকূল বানানো যাবে। এর উপর প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, তাহলে উসূলে হাদীসে বর্ণিত এ মূলনীতির কি অর্থ যে, 'নির্ভরযোগ্য রাবীর অতিরিক্ত বিবরণ' গ্রহণযোগ্য? কারণ, যখন প্রতিটি রাবীর হাদীস তুলনা করে দেখা হবে তখন আনুকূল্যের সূরতে তো অতিরিক্ত অংশ বাস্তবে পাওয়াই যাবে

না। আর বিরোধিতার সূরতে সেটাকে মুনকার সাব্যস্ত করা হবে। তবে তো নির্ভরযোগ্য রাবীর অতিরিক্ত অংশ গ্রহণযোগ্য হওয়ার কোন অর্থই থাকে না।

● ইমাম মুসলিম (র.) উক্ত প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন যে, নির্ভরযোগ্য রাবীদের রেওয়ায়াতের সাথে প্রতিটি রাবীর রেওয়ায়াত তুলনা করা হয় না। বরং বিশেষ ধরনের রাবীদের রেওয়ায়াত তুলনা করা হয়। যার বিস্তারিত বিবরণ এই- রাবী যদি অন্যান্য নির্ভরযোগ্য রাবীর সাথে কোন উস্তাদ থেকে হাদীস বর্ণনা করার ক্ষেত্রে অংশীদার থাকে এবং আমভাবে তার রেওয়ায়াতগুলো তাদের রেওয়ায়াতের অনুকূল হয়, কিন্তু কোন বিশেষ হাদীসে তিনি এরূপ কোন অতিরিক্ত কথা বলেন যা অন্য নির্ভরযোগ্য রাবীদের রেওয়ায়াতে নেই, তবে এ অতিরিক্ত অংশ গ্রহণযোগ্য। যেমন, বিশিষ্ট মুহাদ্দিস হযরত কাতাদা ইবন দি'আমা সাদূসী, বসরী (র.) থেকে তার চারজন শিষ্য আবূ আওয়ানা, সাঈদ ইবন আবূ আরূবা, হিশাম দাস্তাওয়াঈ ও সুলায়মান তাইমী হাদীস বর্ণনা করেন। হযরত কাতাদা ইউনুস ইবন যুবাইর-হিত্তান ইবন আব্দুল্লাহ রাকাশী-আবূ মূসা আশআরী (রা.) সূত্রে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। সহীহ মুসলিমের বাবুত্ তাশাহ্হুদে এই হাদীসটি আছে। তাতে সুলায়মান তাইমী (র.) وإذا قرأ فانصتوا শব্দ অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন। অন্য তিন সাথীর রেওয়ায়াতে এ অংশটুকু নেই। কিন্তু যেহেতু সুলায়মান তাইমী স্বীয় সঙ্গীদের সাথে হযরত কাতাদা থেকে হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে অংশীদার, সাধারণতঃ তার রেওয়ায়াতগুলো তাদের হাদীসের অনুকূল হয়ে থাকে, এজন্য সুলায়মান তাইমীর এ অতিরিক্ত অংশটুকু গ্রহণযোগ্য।

দ্বিতীয় উদাহরণ ঃ আবূ আওয়ানা ওয়ায্যাহ ইবন আব্দুল্লাহ ইয়াশকুরী থেকে তাঁর চার শিষ্য সাঈদ ইবন মানসূর, কুতায়বা ইবন সাঈদ, মুহাম্মাদ ইবন আব্দুল মালিক উমাভী, আবূ কামিল ফুযাইল ইবন হুসাইন জাহদারী হাদীস বর্ণনা করেন। কিন্তু শুধু আবূ কামিল তাঁর রেওয়ায়াতে فان الله قال على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده অংশটুকু বাড়িয়ে বলেন। এটা হল, নির্ভরযোগ্য রাবীর অতিরিক্ত বিবরণ। এটা গ্রহণযোগ্য। কারণ, আবূ কামিল নির্ভরযোগ্য রাবী এবং তাঁর রেওয়ায়াতগুলো ব্যাপকভাবে তাঁর সাথীদের রেওয়ায়াত অনুযায়ী বর্ণিত হয়ে থাকে। অতএব, তার অতিরিক্ত অংশও গ্রহণযোগ্য হবে। কিন্তু যদি কোন বড় মুহাদ্দিস হন এবং তাঁর শিষ্য-শাগরিদের বিরাট জামা'আত থাকে, যাদের নিকট সে উস্তাদের এবং অন্যান্য উস্তাদের রেওয়ায়াতগুলো প্রচুর স্মরণে আছে এবং নেহায়েত সঠিকভাবে সেগুলো বর্ণনা করেন। যেমন, ইমাম ইবন শিহাব যুহরী (র.) কিংবা তাঁর সমকালীন হিশাম ইবন উরওয়ার প্রচুর ছাত্র আছে, যাদের হাদীসগুলো মুহাদ্দিসীনের নিকট বিস্তারিত আকারে মওজুদ আছে। উভয়ের

হাদীস এবং ছাত্রও যৌথ। এবার যদি কোন রাবী এ দু'জন বা এদের কোন একজন থেকে একটি অথবা এরূপ কতগুলো হাদীস বর্ণনা করেন, যেগুলো তাঁর শিষ্যগণ জানেন না এবং এ একক রাবী সেসব ছাত্রের সাথে এ দুই বুজুর্গের সহীহ রেওয়ায়াত বর্ণনা করার ক্ষেত্রে অংশীদারও নন, তবে এরূপ রাবীর রেওয়ায়াত সেসব নির্ভরযোগ্য হাফিজদের সাথে তুলনা করা জরুরী। অনুকূল হলে গ্রহণ করা হবে, অন্যথায় মুনকার সাব্যস্ত করে প্রত্যখ্যান করা হবে। কারণ, সবাই ভাল করে জানেন, যেসব ছাত্র উস্তাদের সুহবতে দীর্ঘদিন পর্যন্ত অবস্থান করেন, অসাধারণ হিফজ শক্তির অধিকারী, তিনি এরূপ রেওয়ায়াত সম্পর্কে বে-খবর থাকবেন এবং যিনি উস্তাদের সাহচর্য লাভ করেছেন নাম কা-ওয়াস্তে তিনি এ ধরনের রেওয়ায়াত পেয়ে যাবেন- এটা বিশ্বাস্য নয়। মোটকথা, এটি এরূপ একটি আশংকা, যার কারণে এই একক রাবীর রেওয়ায়াতগুলোকে হাফিজে হাদীস জামা'আতের রেওয়ায়াতের সাথে তুলনা করা জরুরী। প্রতিটি রাবীর রেওয়ায়াত তুলনা করা জরুরী নয়।

لأَنَّ حُكْمَ اَهْلِ الْعِلْمِ، وَالَّذِىْ يُعْرَفُ مِنْ مَذْهَبِهِمْ، فِىْ قَبُوْلِ مَا يَتَفَرَّدُ بِهِ الْمُحَدِّثُ مِنَ الْحَدِيْثِ: أَنْ يَكُوْنَ قَدْ شَارَكَ الثِّقَاتِ، مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالْحِفْظِ، فِىْ بَعْضِ مَا رَوَوْا، وَأَمْعَنَ فِىْ ذٰلِكَ عَلَى الْمُوَافَقَةِ لَهُمْ؛ فَإِذَا وُجِدَ ذٰلِكَ، ثُمَّ زَادَ بَعْدَ ذٰلِكَ شَيْئًا، لَيْسَ عِنْدَ أَصْحَابِهِ،

তারকীব ঃ —— لان-ل হরফে জর তা'লীলিয়্যাহ। —— حكم الى قوله من الذى ان يكون الى قوله على الموافقة لهم —— খবর। ان -এর ইসম। —— الحديث- ان حكم -يعرف -এর উপর মা'তূফ। —— في قبول الخ -يعرف -এর সাথে মুতা'আল্লিক। ما يتفرد الخ- قبول -এর মুযাফ ইলাইহি। من الحديث- ما এর বয়ান। —— ان يكون الخ- يكون -এর ইসম তার জমীর (মুহাদ্দিসের দিকে ফিরেছে।)। —— قد شارك বাক্যটি মা'তূফসহ খবর। شارك -এর ফায়েল যমীর। التقات-মাফউলে বিহী। —— من اهل الخ - التقات -এর সিফাত। —— في بعض الخ- شارك -এর সাথে মুতা'আল্লিক। —— امعن الخ- شارك বাক্যের উপর মা'তূফ। في ذلك এবং على الموافقة -এর সাথে মুতা'আল্লিক। لهم- الموافقة -এর সাথে মুতা'আল্লিক। امعن - الموافقة

—— فاذا وجد الخ- قوله فاذا وجد الى قوله عند اصحابه শরতিয়্যাহ। اذا জুমলায়ে শরতিয়্যাহ। قبلت জাযা। ذلك - وجد এর নায়েবে ফায়েল। زاد - وجد এর উপর মা'তূফ। بعد ذلك-زاد এর মাফউলে ফীহি। شيئا মাফউলে বিহী। ليس বাক্যটি شيئا এর সিফাত। ليس এর ইসম হল, তার যমীর। عند اصحابه খবর।

—— من تراه الخ- قوله فاما من تراه الى قوله مما عندهم —— اما শরতিয়্যাহ। জুমলায়ে শরতিয়্যাহ। —— فغير جائز الخ জুমলায়ে জাযায়িয়্যাহ। من মওসূলা

قُبِلَتْ زِيَادَتُهُ. فَأَمَّا مَنْ تَرَاهُ يَعْمِدُ لِمِثْلِ الزُّهْرِيِّ فِيْ جَلَالَتِهِ، وَكَثْرَةِ أَصْحَابِهِ الْحُفَّاظِ الْمُتْقِنِيْنَ لِحَدِيْثِهِ، وَحَدِيْثِ غَيْرِهِ اَوْ لِمِثْلِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ وَحَدِيْثُهُمَا، عِنْدَ اَهْلِ الْعِلْمِ، مَبْسُوْطٌ، مُشْتَرَكٌ؛ قَدْ نَقَلَ اَصْحَابُهُمَا عَنْهُمَا حَدِيْثَهُمَا عَلَى الْاِتِّفَاقِ مِنْهُمْ فِيْ أَكْثَرِهِ فَيَرْوِىْ عَنْهُمَا، اَوْ عَنْ اَحَدِهِمَا، الْعَدَدَ مِنَ الْحَدِيْثِ مِمَّا لَايَعْرِفُهُ اَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِهِمَا وَلَيْسَ مِمَّنْ قَدْ شَارَكَهُمْ فِي الصَّحِيْحِ مِمَّا عِنْدَهُمْ فَغَيْرُ جَائِزٍ قَبُوْلُ حَدِيْثِ هٰذَا الضَّرْبِ مِنَ النَّاسِ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ.

তাহকীক ঃ شارك مشاركة - পরস্পর অংশীদার হওয়া। امعن في- গভীরে পৌঁছা, অতিরঞ্জিত করা। عَمَدَ (ض) عَمْدًا للشيء والى الشيء- ইচ্ছা করা। مبسوط - ছড়ান-ছিটান, সু-বিস্তৃত। بسط (ن) الثوب- ছড়িয়ে দেয়া।

অনুবাদ ঃ কারণ, একক রাবীর বর্ণনা সম্পর্কে হাদীস বিশারদগণের যে সিদ্ধান্ত এবং এ ব্যাপারে তাদের যে মাযহাব জানা যায় তা হল, যে হাদীসটি মাত্র একজন রাবী বর্ণনা করেছেন, যদি তিনি হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে আলিম, নির্ভযোগ্য এবং হাফিজুল হাদীস রাবীদের সাথে পূর্ণতঃ শরীক থাকেন এবং তাঁদের বর্ণনার

لمثل هشام মুবতাদা। تراه الخ খবর। জুমলায়ে يعمد - ترى- এর দ্বিতীয় মাফউল। لمثل الزهرى - الخ -এর يعمد- এর উপর মা'তূফ। يروى عنهما الخ— বাক্য -এর উপর মা'তূফ। في جلالته الخ— - مثل -এর সাথে মুতা'আল্লিক। اصحابه- الحفاظ -এর প্রথম সিফাত। المتقنين দ্বিতীয় সিফাত। لحديثه মা'তূফসহ -المتقنين- এর সাথে মুতা'আল্লিক। — وحديثهما الخ জুমলায়ে হালিয়া। যুলহাল زهرى و هشام। حديثهما মুবতাদা مبسوط ও مشترك খবর। عند اهل العلم জুমলায়ে যরফিয়্যাহ মু'তারিযা। —قد نقل الخ দ্বিতীয় জুমলায়ে হালিয়াহ। واو حاليه উহ্য। على — حال كونهم অর্থাৎ, — اصحابهما -এর হাল। الإتفاق الخ জরফে মুসতাকির হয়ে الاتفاق -এর সিফাত। অর্থাৎ, متقنين الخ منهم জরফে মুসতাকির হয়ে الاتفاق -এর সিফাত। الكائن منهم। يروى - العدد الخ— - فى اكثره - الاتفاق -এর সাথে মুতা'আল্লিক। মওসূফ من ما لايعرفه -এর মাফউলে বিহী। من الحديث— - العدد -এর সিফাত। ليس — - من اصحابهما - احد -এর সিফাত। সেলা মিলে - الحديث -এর সিফাত। ممن الخ বাক্যটি জুমলায়ে হালিয়াহ। يروى এর যমীর যুলহাল। ليس -এর যমীর তার ইসম। ممن الخ মুসতাকির হয়ে খবর। في الصحيح— - شارك -এর সাথে মুতা'আল্লিক। غير جائز - الصحيح -এর সিফাত। مما عندهم জরফে মুসতাকির হয়ে খবরে মুকাদ্দাম। قبول الخ মুবতাদা মু'আখ্‌খার। — من الناس যরফে মুসতাকির হয়ে هذا الضرب -এর সিফাত। والله اعلم মুবতাদা খবর।

সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষার প্রতি পুরোপুরি যত্নবান হন, এরপর তাঁর বর্ণিত হাদীসে যদি কিছু অতিরিক্ত অংশ থাকে যা তাঁদের বর্ণনায় নেই তাহলে তা গ্রহণযোগ্য হবে।

হাদীস চর্চার ক্ষেত্রে ইমাম যুহরীর মাহাত্ম্য ও মর্যাদা অনেক ঊর্ধ্বে। তার বহু ছাত্র হাফিজুল হাদীস এবং তাঁরা অন্যান্য মুহাদ্দিসের হাদীস ভালরূপে সংরক্ষণ করেন ও সঠিকভাবে বর্ণনা করেন। তাঁরা তাঁর ও অপরাপর মুহাদ্দিসের হাদীস সমূহও নিখুঁতভাবে বর্ণনা করেছেন অনুরূপ অবস্থা হিশাম ইবন উরওয়ারও। হাদীস বিশারদদের মধ্যে ইমাম যুহরী ও হিশাম ইবন উরওয়ার বর্ণিত হাদীস ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে আছে। এ দু'জনের ছাত্রগণ পূর্ণ মিল রেখে কোন রকম পার্থক্য ছাড়াই তাঁদের বর্ণিত অধিকাংশ হাদীস বর্ণনা করেছেন। এমতাবস্থায় যদি দেখা যায় যে, কোন ব্যক্তি যুহরী ও হিশাম উভয় থেকে অথবা তাঁদের কোন একজনের কাছ থেকে এমন কোন হাদীস বর্ণনা করার ইচ্ছা করেন, যে সম্পর্কে তাঁদের ছাত্রগণ অবহিত নন, তা'ছাড়া তিনি তাদের কারো সাথে কোন সহীহ বর্ণনায় শরীকও নন, এরূপ লোকের বর্ণিত হাদীস গ্রহণ করা জায়িয নয়। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

আলোচনা সমাপ্ত

হাদীস বর্ণনাকারীদের তৃতীয় প্রকার তথা দুর্বল রাবীদের সম্পর্কে মোটামুটি বিস্তারিত আলোচনা এসেছে। যদি কেউ মুহাদ্দিসীনে কিরামের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে চায় তাহলে এ থেকে কিছু না কিছু পথ নির্দেশনা পেতে পারে। এ জন্য এখানেই আলোচনার ইতি টেনেছেন। সামনে এ মুকাদ্দমাতেই ইনশাআল্লাহ বিভিন্ন স্থানে যেখানে দুর্বল হাদীসগুলোর আলোচনা আসবে সেখানে অতিরিক্ত আলোচনা করা হবে। -এ বিষয়টিই নিম্নে প্রদত্ত হয়েছে।

وَقَدْ شَرَحْنَا مِنْ مَذْهَبِ الْحَدِيْثِ وَأَهْلِهِ بَعْضَ مَا يَتَوَجَّهُ بِهِ مَنْ

তারকীব ঃ — من مذهب الخ - شرح -এর সাথে মুতা'আল্লিক। — اهله - الحديث -এর উপর মা'তূফ। — بعض ما الخ মাফঊলে বিহী। به - يتوجه -এর সাথে মুতা'আল্লিক। — من اراد الخ - يتوجه -এর ফায়েল। وفق - اراد -এর উপর মা'তূফ। لها -এর যমীর سبيل -এর দিকে ফিরেছে। — قوله سنزيد الخ - شرحا মা'তূফসহ মাফঊলে মুতলাক। في مواضع জরফে লগভ। من الكتاب জরফে মুসতাকির হয়ে مواضع -এর সিফাত। — عند ذكر الخ - نزيد -এর মাফঊলে ফীহি।

— قوله اذا اتينا الخ - اذا জরফিয়্যাহ মুযাফ। — اذا اتينا الخ বাক্যটি মুযাফ ইলাইহি। অতঃপর سنزيد -এর মাফঊলে ফীহি। عليها এবং في الاماكن - اتين -এর সাথে মুতা'আল্লিক। — التي يليق الخ - اماكن -এর সিফাত। بها - يليق -এর সাথে মুতা'আল্লিক। الشرح মা'তূফসহ يليق -এর ফায়েল। — ان شاء الله দূরত্বের কারণে প্রথম — ان شاء الله এর তাকরার।

أَرَادَ سَبِيلَ الْقَوْمِ، وَوُفِّقَ لَهَا. وَسَنَزِيدُ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ شَرْحًا وَاِيضَاحًا، فِيْ مَوَاضِعَ مِنَ الْكِتَابِ، عِنْدَ ذِكْرِ الأَخْبَارِ الْمُعَلَّلَةِ، إِذَا أَتَيْنَا عَلَيْهَا فِيْ الأَمَاكِنِ الَّتِىْ يَلِيْقُ بِهَا الشَّرْحُ وَ الإِيْضَاحُ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ تعالى.

তাহকীক ঃ توجه। مذاهب বহুবচন المذهب (مصدر ميمى)- পথ, পদ্ধতি। به- পথ অবলম্বন করা। المعللة اى التى فيها علة- অর্থাৎ, দুর্বল হাদীস। (মু'আল্লাল হাদীসের একটি বিশেষ প্রকারও। তবে এখানে এটা উদ্দেশ্য নয়।) اتى عليه- পৌঁছা।

অনুবাদ ঃ আমরা হাদীস ও হাদীস বর্ণনাকারীদের কয়েকটি মূলনীতির ব্যাখ্যা দিলাম, যাতে যিনি মুহাদ্দিসগণের পথ অনুসরণ করার ইচ্ছা পোষণ করেন এবং আল্লাহ তা'আলা যাকে এ পথে চলার তাওফীক দান করেন, তিনি এদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখতে পারেন। ইনশাআল্লাহ, আমরা যথাস্থানে মু'আল্লাল (ত্রুটিযুক্ত)

তারকীব ঃ এ ইবারতে দু'টি বাক্য রয়েছে। একটি لولا থেকে من التمييز والتحصيل পর্যন্ত। দ্বিতীয়টি لكن থেকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত। দু'টি বাক্যই সমার্থবোধক। প্রথম বাক্যটি ছিল কিছুটা জটিল এ জন্য দ্বিতীয় পরিষ্কার বাক্যটি নেয়া হয়। بعد- এক বিষয় থেকে অন্য বিষয়ের দিকে স্থানান্তরের জন্য ব্যবহৃত হয়। এর মুযাফ ইলাইহি মনে মনে আছে। অর্থাৎ, بعد هذا। لولا হরফে তাহযীয ও তানদীম। এটি দু' বাক্যের উপর প্রবেশ করে। প্রথমটি ইসমিয়্যাহ, দ্বিতীয়টি ফে'লিয়্যাহ হয়ে থাকে। আর প্রথমটির অস্তিত্বের ফলে দ্বিতীয়টির অনস্তিত্ব বুঝানো উদ্দেশ্য হয়। যেমন- لولا نصيحة الاستاذ لهلك التلميذ- যদি উস্তাদের উপদেশ না হত তাহলে ছাত্র ধ্বংস হয়ে যেত। অর্থাৎ, উস্তাদের উপদেশ ছিল এ জন্য ছাত্র বরবাদ হয়নি। উপরোক্ত ইবারতে প্রথম বাক্যটি হল, ——الذى رأينا الخ, দ্বিতীয়টি হল, ——لما سهل الخ। যেহেতু ما سهل হল, নেতিবাচক বাক্য। আর لولا -এর দ্বিতীয় বাক্য নেতিবাচক হয়ে থাকে। ফলে দু' নফী এক সাথে হয়ে ইসবাত বা ইতিবাচক হয়ে গেছে। যেমন- لولا عناية الاستاذ لما فاز الطالب যদি উস্তাদের অনুগ্রহ না হত তাহলে ছাত্র সফলকাম হত না। তথা উস্তাদের মেহেরবানী হয়েছে ফলে ছাত্র সফলকাম হয়েছে। এমনিভাবে গ্রন্থকারের ইবারতের সারনির্যাস হল, স্বঘোষিত মুহাদ্দিসগণের ভ্রান্ত কর্মের ফলে আমাদের জন্য কাজ সহজ হয়ে গেছে।

لما سهل لولا তাহযীযের জন্য। (উদ্বুদ্ধ করার জন্য)। এতে শর্তের অর্থ রয়েছে। জাযা। ——من سوء الخ শব্দগতভাবে رأينا -এর সাথে মুতা'আল্লিক। অর্থগতভাবে মাফঊলে বিহী। ——ممن نصب الخ জরফে মুসতাকির হয়ে كثير -এর সিফাত। محدثًا- نصب -এর দ্বিতীয় মাফঊল। ——فيما يلزمهم الخ- سوء صنيع -এর সাথে মুতা'আল্লিক। অর্থাৎ,—— ساء صنيعهم في الامر الذى هو لازم عليهم دينا من طرح اى لولا الذى رأينا ——। سوء صنيع- এর উপর মা'তূফ। تركهم- سوء صنيع -এর বয়ান। ما- الخ فيما মুতা'আল্লিক এর সাথে سوء صنيعهم- । من سوء صنيعهم وتركهم الاقتصار الخ

হাদীস সম্পর্কে বর্ণনা করার সময় এ সম্পর্কে আরো বিস্তারিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের প্রয়াস পাব।

গ্রন্থ সংকলনের আরেকটি কারণ

মুকাদ্দমার শুরুতে গ্রন্থ সংকলনের একটি কারণ বর্ণনা করা হয়েছিল। সেটি হল, শিষ্য কর্তৃক উস্তাদের নিকট দরখাস্ত। এবার এখানে আরেকটি কারণ বর্ণনা করা হয়েছে। সেটি হল, যুগের নিয়ম হল, যখন কোন জিনিস চালু হয় তখন বহু ধোঁকাবাজ কারবারী লোক বাজারে চলে আসে। যখন কোন জিনিসের বাজার গরম হয় তখন স্বার্থপর লোকগুলো মধ্যখানে এসে পূর্ণ কাজটি খারাপ করে

قوله من طرح الاحاديث এ কয়েকটি সম্ভাবনা আছে- ১. من বয়ানিয়াহ। يلزمهم এটি سوء صنيعهم -এর বয়ান। আর طرح দ্বারা উদ্দেশ্য লোকজনের সামনে মুনকার হাদীসগুলো বর্ণনা করা। এটাই তাদের খারাপ কর্মপদ্ধতি। ২. من طرح — الاحاديث الضعيفه و الروايات المنكرة -মা- এর বয়ান। طرح দ্বারা উদ্দেশ্য বর্জন করা, বর্ণনা না করা। অর্থাৎ, দিয়ানতদারীর প্রতি লক্ষ্য করলে দুর্বল ও মুনকার হাদীস বর্ণনা না করা জরুরী ছিল। তারা এর বিপরীত করেছে। এ অবস্থায় وطرحهم শব্দটি طرح -এর উপর নয়, বরং ما يلزمهم -এর উপর মা‘তূফ। اى ساء صنيعهم فى تركهم الاقتصار। এ অবস্থায় فى হরফে জরের মাধ্যমে تركهم মাজরূর হবে। অথবা وتركهم মা‘তূফ হবে سوء صنيعهم -এর উপর। অর্থাৎ, فلولا الذى رأينا من تركهم -এর فلولا الذى- تركهم -এর মধ্যে ترك মাজরূর -এর কারণে من-الاقتصار। এবং الذىএর উপর আতফ হওয়ার সম্ভাবনাও আছে। অর্থাৎ, فلولا تركهم তখন ترك হবে মারফূ’। لما سهل এটি لولا -এর জবাব। على الاخبار- الاقتصار -এর সাথে মুতা‘আল্লিক। مما نقله الخ জরফে মুসতাকির হয়ে الاخبار -এর সিফাত। المعروف- بعد — الثقات -এর সিফাত। بالصدق- المعروفون -এর সাথে মুতা‘আল্লিক। — معرفتهم الخ- سوء صنيعهم -এর মাফঊলে ফীহি। بالسنتهم- اقرار -এর সাথে মুতা‘আল্লিক। — ان كثيرًا الخ বাক্যটি معرفة অথবা اقرار -এর مفعول به। مما -এর يقذفون- الى الاغنياء জরফে মুসতাকির হয়ে كثيرًا এর সিফাত। يقذفون الخ -এর সাথে মুতা‘আল্লিক। من الناس জরফে মুসতাকির হয়ে الاغنياء -এর সিফাত। مستنكر غير — মা‘তূফসহ ان كثيرًا -এর খবর। منقول-عن قوم -এর সাথে মুতা‘আল্লিক। — ممن ذم الخ জরফে মুসতাকির হয়ে দ্বিতীয় الخ- قوم -এর প্রথম সিফাত। — من الائمة জরফে মুসতাকির হয়ে غيرهم -এর সিফাত। انتصاب -لما سئلت -এর সাথে মুতা‘আল্লিক। من التمييز الخ- ما মওসূলা এর বয়ান।

— لكن-قوله ولكن الخ হরফে আতফ, — من اجل الخ- من হরফে জর ইবতিদায়িয়্যাহ অথবা তা‘লীলিয়্যাহ। خف -এর সাথে মুতা‘আল্লিক। — ما اعلمناك মওসূফ সেলা মিলে اجل -এর মুযাফ ইলাইহি। من نشر الخ- ما -এর বয়ান। نشر -الاخبار -এর মাফঊলে বিহী। — المنكر- الاخبار -এর প্রথম সিফাত। بالاسانيد' জরফে মুসতাকির হয়ে দ্বিতীয় সিফাত। — قذفهم الخ- نشر -এর উপর মা‘তূফ। — الذى لايعرفون الخ- العوام -এর সিফাত। اجابتك- خف -এর ফায়েল। الى ما سألت- اجابة -এর সাথে মুতা‘আল্লিক।

ফেলে। তারা নকল মাল তৈরি করে স্বীয় এজেন্টদের মাধ্যমে এত ছড়িয়ে দেয় যে, আসল ও নকলের কোন পার্থক্য থাকে না। এটা শুধু পার্থিব বিষয়েই নয়, দীনী বিষয়েও হয়ে থাকে। প্রথম যুগে যখন মুসলমানরা জিহাদ থেকে অবসর হল তখন দীনী বিষয়গুলোর প্রতি আকৃষ্ট হল। তখন তাফসীরে কুরআন, হাদীস বিবরণ এবং মাসায়িল উৎসারণের বাজার গরম হল এবং এ তিনটি বিষয়ই স্বার্থপর লোকগুলোর জুলুমের স্বীকার হল। ইলমে তাফসীরে সম্ভবত শতকরা পাঁচ ভাগ রেওয়ায়াতই সহীহ কিনা? হাদীসে প্রচুর পরিমাণ তথা লাখ লাখ জাল করা হল। আর ইজতিহাদ তো ঘরের বাঁদীতে পরিণত হল। এই পরিস্থিতিতে সমস্যার সমাধান দেয়ার জন্য উম্মতের মহামনীষীগণ বাধ্য হয়ে চতুর্থ শতাব্দীতে ইজতিহাদের দরজা বন্ধ হওয়ার ঘোষণা দিলেন এবং উম্মতকে ধ্বংসাত্মক বিক্ষিপ্ততা থেকে রক্ষা করেন। আর তাফসীরের রেওয়ায়াতগুলোর গোটা ভাণ্ডারকেই অনির্ভরযোগ্য সাব্যস্ত করেন। ইমাম আহমদ (র.) তিনটি বিষয়ের সবগুলো রেওয়ায়াত অনির্ভরযোগ্য সাব্যস্ত করেছেন। তন্মধ্যে ইলমে তাফসীরও একটি। অপর দু'টি হল, যুদ্ধ-বিগ্রহ ও লড়াই।

হাদীস শাস্ত্রের অবস্থা এই ছিল যে, কিছু তো বদদীন লোকেরা আর কিছু সংখ্যক বে-আকল দীনদার লোকেরা জাল করে করে লোকজনের মাঝে ছড়িয়ে দিল। স্বার্থপর এজেন্টরা এই অনির্ভরযোগ্য হাদীসগুলো মানুষের মাঝে ছড়াতে আরম্ভ করল। অথচ যদি রাবীগণ সতর্কতাপূর্ণ পদ্ধতি অবলম্বন করতেন, তাহলে হাদীস জালকারীদের এ সুযোগ হত না। কিন্তু আফসোস! তা হয়নি। এরূপ নাযুক পরিস্থিতিতে আল্লাহ রব্বুল আলামীন এমন কিছু কর্মঠ লোক পয়দা করেছেন যারা লাখ লাখ গরসহীহ হাদীস মুখস্থ করেছেন এবং এরূপ হাদীস পরখকারী ইমাম তৈরি হয়েছেন, যারা রেওয়ায়াতগুলো যাচাই-বাছাই করে সহীহ হাদীসগুলোকে বাজে ও জাল হাদীস থেকে এরূপভাবে বের করেছেন, যেমন আটার খামীরা থেকে চুল বের করা হয়। ইমাম মুসলিম (র.) এ উদ্দেশ্যেই সহীহ মুসলিম সংকলন করেছেন। তিনি বলেন, যখন আমরা দেখলাম, অনেক স্বঘোষিত ও তথাকথিত মুহাদ্দিস অনেক ভুল পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন এবং জেনেশুনে দুর্বল ও মুনকার রেওয়ায়াতগুলো বর্ণনা করতে আরম্ভ করেছেন, অথচ তারা জানেন যে, অপছন্দনীয় রাবীদের কাছ থেকে হাদীস বর্ণনার কঠোর নিন্দা করেছেন হাদীস শাস্ত্রের ইমাম তথা মালিক (র.), শু'বা, ইবন উয়াইনা, ইয়াহইয়া ইবন সাঈদ আল-কাত্তান এবং ইবন মাহদী প্রমুখ। কিন্তু তারা হাদীস শাস্ত্রে এসব পাবন্দি ও কড়াকড়ি সম্পূর্ণ ডিঙিয়ে নিজের সুখ্যাতি-সুনামের জন্য গরীব হাদীসগুলো বর্ণনা করতে আরম্ভ করেছেন। এ কারণেই আমাদের জন্য সহীহ

হাদীসগুলো বাছাই করে করে সংকলন করা সহজ হল। আমাদেরকে এ খেদমত আঞ্জাম দিতে হল।

وَبَعْدُ يَرْحَمُكَ اللّٰهُ فَلَوْلَا الَّذِىْ رَأَيْنَا مِنْ سُوْءِ صَنِيْعِ كَثِيْرٍ مِمَّنْ نَصَبَ نَفْسَهٗ مُحَدِّثًا، فِيْمَا يَلْزَمُهُمْ مِنْ طَرْحِ الاَحَادِيْثِ الضَّعِيْفَةِ، وَالرِّوَايَاتِ الْمُنْكَرَةِ، وَتَرْكِهِمُ الاِقْتِصَارَ عَلَى الأَخْبَارِ الصَّحِيْحَةِ الْمَشْهُوْرَةِ، مِمَّا نَقَلَهُ الثِّقَاتُ الْمَعْرُوْفُوْنَ بِالصِّدْقِ وَالأَمَانَةِ، بَعْدَ مَعْرِفَتِهِمْ وَ اِقْرَارِهِمْ بِأَلْسِنَتِهِمْ: أَنَّ كَثِيْرًا مِمَّا يَقْذِفُوْنَ بِهٖ اِلَى الأَغْبِيَاءِ مِنَ النَّاسِ، هُوَ مُسْتَنْكَرٌ، وَ مَنْقُوْلٌ عَنْ قَوْمٍ غَيْرِ مُرْضِيِّيْنَ، مِمَّنْ ذَمَّ الرِّوَايَةَ عَنْهُمْ أَئِمَّةُ الْحَدِيْثِ، مِثْلُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، وَشُعْبَةَ بْنِ الْحَجَّاجِ وَسُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، وَيَحْيٰى بْنِ سَعِيْدِ الْقَطَّانِ، وَعَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ مَهْدِيٍّ وَغَيْرِهِمْ مِنَ الأَئِمَّةِ، لَمَا سَهُلَ عَلَيْنَا الإِنْتِصَابُ لِمَا سَأَلْتَ مِنَ التَّمْيِيْزِ وَالتَّحْصِيْلِ. وَلٰكِنْ مِنْ أَجْلِ مَا أَعْلَمْنَاكَ مِنْ نَشْرِ الْقَوْمِ الأَخْبَارَ الْمُنْكَرَةَ، بِالأَسَانِيْدِ الضِّعَافِ الْمَجْهُوْلَةِ، وَقَذْفِهِمْ بِهَا اِلَى الْعَوَامِّ، الَّذِيْنَ لَايَعْرِفُوْنَ عُيُوْبَهَا، خَفَّ عَلٰى قُلُوْبِنَا اِجَابَتُكَ اِلٰى مَا سَأَلْتَ.

তাহকীক ঃ صنيع - পদ্ধতি। نصب الشيئ- দাঁড় করানো। انتصب-দাঁড়ানো। طرح (ف) الشيئ- নিক্ষেপ করা, ছুড়ে ফেলা। بقوله (ض) قذف- না বুঝে শুনে

তারকীব ঃ ان -ان لا يرجع —। اعلم-ان الواجب الخ— এর মাফঊলে বিহী। -এর খবর। عرف বাক্যটি احدٌ -এর সিফাত। —بين الخ- التمييز -এর মাফঊলে ফীহি : —ثقات الخ- بين -এর উপর মা'তূফ আলাইহি। لها- الناقدين -এর সাথে মুতা'আল্লিক। من المتهمين- التمييز -এর সাথে মুতা'আল্লিক।

روايات منها- يروى -এর সাথে মুতা'আল্লিক। যমীর قوله ان لايروى الخ— -এর দিকে ফিরেছে। الا -এর মুসতাছনা মিনহু شيئا উহ্য। ما عرف الخ বাক্যটি في ناقليه মুসতাছনা। মুসতাছনা মুসতাছনা মিনহু মিলে لايرجع এর মাফঊলে বিহী। জরফে মুসাতাকির হয়ে الستارة -এর সিফাত। —ان يتقى- ان لايرجع -এর উপর মা'তূফ। প্রথম منها - يتقى -এর সাথে মুতা'আল্লিক। —ما كان الخ- يتقى -এর মাফঊলে বিহী। كان -এর ইসম যমীর। দ্বিতীয় منها জরফে মুসতাকির হয়ে كان -এর ইসম থেকে হাল। —عن اهل الخ- كان -এর খবর। —من اهل الخ- المعاندين -এর সিফাত।

কিছু বলা। مستنكر- অপরিচিত। ميز الشيئ- পৃথক করা। حصل الدين
تحصيلا- জমা করা।

অনুবাদ ঃ অতঃপর আল্লাহ তোমার প্রতি রহম করুন। স্বঘোষিত মুহাদ্দিসদের অপকর্ম আমরা প্রত্যক্ষ করছি। তারা জানেন এবং স্বীকারও করেন যে, তারা অজ্ঞ সাধারণ মানুষের কাছে এমন অনেক হাদীস বর্ণনা করেন যা মুনকার, অপছন্দনীয় রাবী সূত্রে বর্ণিত, মালিক ইবন আনাস, শু'বা ইবন হাজ্জাজ, সুফিয়ান ইবন উয়াইনা, ইয়াহইয়া ইবন সাঈদ আল-কাত্তান, আব্দুর রহমান ইবন মাহদী প্রমুখ হাদীসের ইমাম যাদের থেকে হাদীস বর্ণনা নিন্দা করেছেন, অথচ উচিত ছিল এসব মুনকার ও দুর্বল হাদীস বর্ণনা থেকে বিরত থাকা, সততা ও আমানতদারীতে প্রসিদ্ধ ছিকাহ রাবীগণ যেসব সহীহ ও প্রসিদ্ধ হাদীস বর্ণনা করেছেন, কেবল সেসব হাদীসই বর্ণনা করা। অথচ যদি তা না দেখতাম তবে তোমার অনুরোধে সাড়া প্রদান- সহীহ হাদীস নির্বাচনের কাজে প্রবৃত্ত হওয়া আমার পক্ষ্যে কোন ক্রমেই সহজ হত না।

শুধু সহীহ রেওয়ায়াত বর্ণনা করা আবশ্যক

অভিযুক্ত ও গোমরাহ জিদ্দী, হটকারী রাবীদের থেকে রেওয়ায়াত করা জায়িয নে । পূর্বে তথাকথিত মুহাদ্দিসগণের যে ভ্রান্ত কর্মপদ্ধতির বিবরণ দেয়া হল। উক্ত ইবারতে এ ব্যাপারে অতিরিক্ত বিবরণ দিয়েছেন- যে ব্যক্তি সহীহ এবং দুর্বল হাদীসের মাঝে পার্থক্য করতে পারে নির্ভরযোগ্য এবং অভিযুক্ত রাবীদেরকে চিনে তার জন্য আবশ্যক হল, শুধু সেসব হাদীস বর্ণনা করা যেসব বর্ণনাকারীর আদালত-দীনদারী জানা আছে এবং অভিযুক্ত রাবীদের হাদীস ও ভ্রান্ত সম্প্রদায়ের জিদ্দী ও বিদ্বেষী ব্যক্তিদের হাদীস বর্ণনা থেকে সম্পূর্ণ পরহেয করা।

(১) ইমাম মুসলিম (র.) মুত্তাহাম শব্দটি সিকাহ শব্দের বিপরীতে ব্যবহার করেছেন। এজন্য মুত্তাহাম দ্বারা ব্যাপক অর্থ উদ্দেশ্য। অর্থাৎ, রাবীর আদালতে প্রভাব সৃষ্টিকারী চারটি ক্রুটি (মিথ্যা, মিথ্যার অভিযোগ, ফাসিকী ও বিদ'আত) সবগুলোই এ শব্দ দ্বারা উদ্দেশ্য। আল-মু'আনিদীন শব্দটিকে ব্যাপকের পর খাস শব্দ ব্যবহার করা হল।

(২) السِّتَارَةُ পর্দা। ইমাম মুসলিম (র.) এ শব্দটি হেফাজত ও আদালতের অর্থে ব্যবহার করেছেন। অর্থাৎ, সেসব রাবী যাদের শুধুমাত্র গুণাবলীই আমাদের কাছে জানা। যাদের কোন দোষ-ক্রুটি আমাদের জানা নেই। বাস্তবে থেকে থাকলেও সেগুলো পর্দার অন্তরালে।

③ مبتدع বদ আকীদা বিশিষ্ট লোক, তথা বিদ‘আতী। তার রেওয়ায়াত সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ হল, যদি তার গোমরাহী কুফরের সীমা পর্যন্ত পৌঁছে যায়, তবে তার থেকে হাদীস বর্ণনা করা জায়িয নেই। যেমন, চরমপন্থী শিয়া। উদাহরণ স্বরূপ- বাতিনিয়া, কারামিতা, ইমামিয়া অর্থাৎ, ইসনা আশারিয়া, খাত্তাবিয়া প্রমুখ। আর যদি তার গোমরাহী ফিসকের পর্যায়ে হয়, যেমন, তাফযীলী শিয়া। তাহলে দেখব যে, সে তার বাতিল মাযহাবের দিকে লোকজনকে আহবান করে কিনা? আহবান করলে সে মু‘আনিদ তথা জিদ্দী-বিদ্বেষী ও হঠকারী। বিশুদ্ধতম মত হল, তার থেকে হাদীস বর্ণনা করা জায়িয নেই। ইমাম মুসলিম (র.) -এর মত এটাই। আর যে বিদ‘আতী তার বিদ‘আতের দিকে আহবান করে না, তার থেকে হাদীস বর্ণনা করা জায়িয আছে।

وَاعْلَمْ وَفَّقَكَ اللّٰهُ تَعَالٰى اَنَّ الْوَاجِبَ عَلٰى كُلِّ أَحَدٍ، عَرَفَ التَّمْيِيْزَ بَيْنَ صَحِيْحِ الرِّوَايَاتِ وَسَقِيْمِهَا، وَثِقَاتِ النَّاقِلِيْنَ لَهَا مِنَ الْمُتَّهَمِيْنَ: أَن لَايَرْوِىَ مِنْهَا اِلَّا مَا عَرَفَ صِحَّةَ مَخَارِجِهٖ والسِّتَارَةَ فِىْ نَاقِلِيْهِ؛ وَأَنْ يَّتَّقِىَ مِنْهَا مَا كَانَ مِنْهَا عَنْ أَهْلِ التُّهَمِ، وَالْمُعَانِدِيْنَ مِنْ اَهْلِ الْبِدَعِ.

তাহকীক ঃ سَقِيْمٌ- রুগ্ন অর্থাৎ, দুর্বল রেওয়ায়াত। متهم- অভিযুক্ত। مَخَارِجُ- مَخرَج -এর বহুবচন। বের হওয়ার স্থান। অর্থাৎ, হাদীসের রাবীগণ। কারণ, হাদীস তাদের থেকেই বের হয়। اَلتُّهَمُ- تُهَمَةٌ -এর বহুবচন। ইলযাম- অভিযোগ। المُعَانِد জিদ্দী-বিদ্বেষী। البدع- بِدعَةٌ -এর বহুবচন। বাতিল আকায়িদ।

অনুবাদ ঃ জেনে রাখ, আল্লাহ তোমাকে তাওফীক দান করুন- যারা সহীহ এবং দুর্বল হাদীসের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণে সক্ষম এবং যাদের নির্ভরযোগ্য ও অভিযুক্ত রাবীদের পার্থক্য করার ক্ষমতা আছে, তাঁদের কর্তব্য কেবল এমন হাদীস বর্ণনা করা, যার রাবীর যথার্থতা, আদালত তথা দীনদারী জানা, তারা এমন হাদীস বর্ণনা করবেন না, যেগুলো এমন লোক বর্ণনা করেছে, যারা অভিযুক্ত- বিদ্বেষপ্রবণ, বিদ‘আতী।

প্রথম দলীল ঃ কুরআনের আয়াত

প্রথমে বর্ণনা করা হয়েছে যে, শুধু নির্ভরযোগ্য রাবীদের রেওয়ায়াত বর্ণনা করা জরুরী। অনির্ভরযোগ্য রাবী বিশেষত হঠকারী-বিদ্বেষপ্রবণ গোমরাহ লোকদের রেওয়ায়াত বর্ণনা করা জায়িয নেই। এর প্রমাণ কুরআনে কারীমের

আয়াত-

يا ايها الذين امنوا ان جاء كم فاسق بنبأ .... على ما فعلتم نادمين۔

দ্বিতীয় জায়গায় ইরশাদ হয়েছে- ممن ترضون من الشهداء۔

তৃতীয় জায়গায় ইরশাদ হয়েছে- واشهدوا ذوى عدل منكم ۔

এসব আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ফাসিকের খবর নির্ভরযোগ্য নয়। আদিল লোক ছাড়া অন্যদের সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যাত। অতএব, তাদের হাদীস বর্ণনা করাও জায়িয নেই।

وَالدَّلِيْلُ عَلٰى اَنَّ الَّذِىْ قُلْنَا مِنْ هٰذَا هُوَ اللاَّزِمُ، دُوْنَ مَا خَالَفَهُ قَوْلُ اللّٰهِ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى ذِكْرُهُ: يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنْ جَاءَ كُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوْا اَنْ تُصِيْبُوْا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوْا عَلٰى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِيْنَ وَقَالَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ وَقَالَ: وَأَشْهِدُوْا ذَوَىْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ. فَدَلَّ بِمَا ذَكَرْنَا مِنْ هٰذِهِ الاٰىِ: أَنَّ خَبَرَ الْفَاسِقِ سَاقِطٌ غَيْرُمَقْبُوْلٍ؛ وَاَنَّ شَهَادَةَ غَيْرِ العَدْلِ مَرْدُوْدَةٌ.

অনুবাদ ঃ আমরা যা বললাম তা-ই যে অপরিহার্য এবং অন্যথা না জায়িয তার প্রমাণ আল্লাহ তা'আলার বাণী-

---

তারকীব ঃ— والدليل الى قوله خالفه মুবতাদা। — قول الله الى قوله تعالى -الذى قلنا। على ان الخ— -الدليل এর সাথে মুতা'আল্লিক। ذوى عدل منكم খবর। — ان -এর ইসম। —من هذا— قلنا -এর সাথে মুতা'আল্লিক। من মাফঊলে বিহীর উপর প্রবিষ্ট। اللازم - ان -এর খবর। دون بمعنى غير মুযাফ ইলাইহিসহ স্বতন্ত্র জুমলায়ে জরফিয়্যাহ। —قول الله الخ তিনটি قول মাকূলাসহ الدليل -এর খবর। تعالى -ذكره -এর ফায়েল। —قوله فدل الخ- بما ذكرنا الخ- دل -এর সাথে মুতা'আল্লিক। دل -ان خبر الخ— -ما -এর বয়ান। الاى- اية -এর বহুবচন। —من هذه الخ— -এর মাফঊলে বিহী। دل -এর সেলা على মাফঊলে বিহীর উপর থেকে = উহ্য করে দেয়া হয়েছে। ان خبر الخ -ان শাহাদة الخ— ان -এর খবর। غير مقبول ও ساقط বাক্যের উপর মা'তূফ।

তারকীব ঃ — الخبر মুবতাদা। —وان الخ শর্ত জাযা মিলে খবর। ان وصليه মুতাযাম্মিন মা'নায়ে শর্ত। —فارق الخ বাক্যটি শরতিয়্যাহ। —قد يجتمعان الخ বাক্যটি জাযা। معناه- فارق -এর ফায়েল। معنى الشهادة মাফঊলে বিহী। — فى اعظم الخ— يجتمعان -এর সাথে মুতা'আল্লিক। بعض الخ- فارق -এর সাথে মুতা'আল্লিক। اذ তা'লীলিয়্যাহ। كما -ك -এ জার্‌রাহ তাশবীহের জন্য এর মুতা'আল্লিকের প্রয়োজন নেই। —عند اهل العلم او عند جميعهم জুমলায়ে জরফিয়্যাহ।

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنْ جَاءَ كُمْ فَاسِقٌ بِنَبَاٍ فَتَبَيَّنُوْا اَنْ تُصِيْبُوْا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوْا عَلٰى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِيْنَ ـ

‘হে ঈমানদারগণ! যদি কোন ফাসিক তোমাদের কাছে কোন সংবাদ নিয়ে আসে, তবে তোমরা তার সত্যতা যাঁচাই করে নাও। এমন যেন না হয় যে, তোমরা অজ্ঞতাবশতঃ কোন মানবগোষ্ঠীর ক্ষতিসাধন করে বস আর পরে নিজেদের কৃতকার্যের জন্য লজ্জিত-অনুতপ্ত হও।’ -সূরা হুজুরাত ঃ ৬

অপর এক আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন,

ممن ترضون من الشهداء ـ

‘তোমাদের পছন্দমত সাক্ষী নিযুক্ত কর।’ -সূরা বাকারা ঃ ২৮২

তিনি আরো বলেন, ـ واشهدوا ذوى عدل منكم ‘তোমাদের মধ্য থেকে দু’জন ন্যায়পরায়ণ লোককে সাক্ষী রাখ।’ -সূরা তালাক ঃ ২

এসব আয়াত থেকে প্রমাণিত হচ্ছে যে, ফাসিক লোকের খবর বাতিল ও অগ্রহণযোগ্য এবং যে ব্যক্তি আদিল বা দীনদার নয় তার সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যানযোগ্য।

وَالْخَبَرُ وَاِنْ فَارَقَ مَعْنَاهُ مَعْنَى الشَّهَادَةِ، فِيْ بَعْضِ الْوُجُوْهِ، فَقَدْ يَجْتَمِعَانِ فِيْ أَعْظَمِ مَعَانِيْهِمَا؛ إِذْ كَانَ خَبَرُ الْفَاسِقِ غَيْرَ مَقْبُوْلٍ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ، كَمَا أَنَّ شَهَادَتَهُ مَرْدُوْدَةٌ عِنْدَ جَمِيْعِهِمْ.

অনুবাদ ঃ কোন কোন বিষয়ে রেওয়ায়াত ও শাহাদাতের (সাক্ষ্যদানের) মধ্যে পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও মৌলিক বিষয়ে এ দু’টি এক ও অভিন্ন। (হাদীস) বিশেষজ্ঞদের কাছে ফাসিক ব্যক্তির খবর যেমন অগ্রহণীয়, তেমনি তার সাক্ষ্যও সবার নিকট প্রত্যাখ্যানযোগ্য।

একটি প্রশ্নোত্তর

পূর্বোক্ত দলীলের উপর সন্দেহ করা যেতে পারে যে, দ্বিতীয় ও তৃতীয় আয়াতটি সাক্ষ্য সংক্রান্ত। এগুলো দ্বারা গর-আদিলের রেওয়ায়াত অগ্রহণযোগ্য হওয়া প্রমাণিত হয় না। ইমাম মুসলিম (র.) এর উত্তর দিচ্ছেন যে, শাহাদাত এবং রেওয়ায়াতে যদিও কোন কোন দিক দিয়ে পার্থক্য আছে- যেমন, শাহাদাতে একাধিক ব্যক্তি হওয়া শর্ত, রেওয়ায়াতে তা শর্ত নয়। প্রথমটিতে স্বাধীন হওয়া শর্ত, দ্বিতীয়টিতে নয়।

তিন. প্রথমটিতে দ্রষ্টা হওয়া শর্ত, দ্বিতীয়টিতে নয়। চার. প্রথমটিতে শত্রুতা প্রতিবন্ধক. দ্বিতীয়টিতে নয়। পাঁচ. প্রথমটিতে কোন কোন অবস্থায় পুরুষ হওয়া

শর্ত, দ্বিতীয়টিতে নয়। ছয়: প্রথমটিতে বিশেষ সম্পর্ক ও বিশেষ আত্মীয়তা প্রতিবন্ধক, দ্বিতীয়টিতে তা নয়। এরূপভাবে কোন কোন শাখাগত বিষয়ে পার্থক্য আছে। কিন্তু বুনিয়াদী ব্যাপারে এ দু'টি এক। অর্থাৎ, যেরূপভাবে সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য সাক্ষ্যদাতা আদিল হওয়া জরুরী, এরূপভাবে খবর গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য সংবাদদাতা রাবী আদিল হওয়া জরুরী, উলামায়ে কিরামের মতে যেরূপভাবে ফাসিকের সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যাত, তার খবর তথা রেওয়ায়াতও অনির্ভরযোগ্য। অতএব, যেসব আয়াতে সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য সাক্ষী আদিল তথা পছন্দসই হওয়ার শর্ত করা হয়েছে, সেগুলো দ্বারা রেওয়ায়াত গ্রহণযোগ্য হওয়ার ক্ষেত্রে আদালতের শর্ত থাকার প্রমাণ পেশ করা যথার্থ। কারণ, রেওয়ায়াতও এক ধরনের সাক্ষ্য। অতএব, যখন পার্থিব বিষয়াদির সাক্ষ্যে সাক্ষীদাতা পছন্দসই -আদিল হওয়া জরুরী, দীনী ব্যাপারেও সাক্ষ্যের ক্ষেত্রে অর্থাৎ, হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রেও রাবী পছন্দসই হওয়া জরুরী।

স্মর্তব্য, রেওয়ায়াত ও শাহাদাতের মাঝে আল্লামা সুয়ূতী (র.) ২১টি পার্থক্য বর্ণনা করেছেন। প্রয়োজন মনে করলে মুসলিমের মুকাদ্দমার উর্দূ শরাহ ফয়যুল মুলহিমে (৭২-৭৩) দেখতে পারেন।

ফায়দা ঃ আল্লামা কুরাফী (র.) বলেন, দীর্ঘদিন (৮ বছর) খবর ও শাহাদাতের মাঝে পার্থক্য তালাশ করে অবশেষে আল্লামা মাযরী (র.) -এর শরহুল বুরহানে পেলাম। তাতে তিনি বলেন- রেওয়ায়াত এরূপ একটি খবরকে বলা হয়, যার সম্পর্ক কোন বিশেষ ব্যক্তির সাথে নয়; বরং ব্যাপক, এমনকি স্বয়ং বর্ণনাকারীর সাথেও তা সংশ্লিষ্ট এবং তার উৎস ঐতিহ্যগত, নকলী, শ্রুত বিষয়। আর শাহাদত এরূপ একটি খবর যার সম্পর্ক কোন খাস ব্যক্তির অথবা বিশেষ জিনিস অর্থাৎ, মাশহুদ লাহু এবং মাশহুদ আলাইহির (যার পক্ষে এবং বিপক্ষে সাক্ষ্য দেয়া হয়) সাথে হবে। অন্যদের সাথে যদি সম্পর্ক হয় তবে অধীনস্থ হিসাবে হবে, মৌলিকভাবে নয় এবং সে খবরটি হবে বিশেষ শাখাগত ব্যক্তি পার্যায়ের যুজঈ। এর উৎস হবে দিব্যি দর্শন অথবা জ্ঞান। -তাদরীবুর রাবী ঃ ২২২, ২২৩

দ্বিতীয় প্রমাণ ঃ হাদীস শরীফ

● যেমনিভাবে কুরআনে কারীমের আলোকে ফাসিকের খবর গ্রহণযোগ্য নয় বলে প্রমাণিত হয়, এরূপভাবে হাদীস শরীফের আলোকে মুনকার হাদীস বর্ণনা করা নিষিদ্ধ প্রমাণিত হয়। সেটি হল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মশহুর ইরশাদ- 'যে আমার প্রতি এরূপ কোন মিথ্যা হাদীস আরোপ করে যার সম্পর্কে তার ধারণা হল, এটি মিথ্যা, তাহলে সেও মিথ্যাবাদীদের একজন। এই

হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হল, যেসব হাদীস মুনকার, যেগুলো সম্পর্কে প্রবল ধারণা হল, এগুলো সহীহ নয়- এসব বর্ণনা করা জায়িয নেই।

● يرى শব্দটি মা'রূফ হবে। এর অর্থ হবে জেনেশুনে। আর যদি মাজহুল হয়, তবে এর অর্থ হবে ধারণা করে। কারণ, رای-روية -এর অর্থে ব্যবহৃত। তথা চোখে দেখা অথবা অন্তরে দেখা। অতএব, মা'রূফের সূরতে শাব্দিক অনুবাদ হবে- সে দেখে। অর্থাৎ, চোখে দেখে। যদ্বারা বোঝা যায় যে, সে জানে। আর মাজহুল হলে অর্থ হবে তাকে দেখানো হয়। অর্থাৎ, অন্য ব্যক্তি তাকে বুঝায়। কাজেই, এই দেখাটা এক পর্যায়ে দুর্বল হয়ে পড়বে। অতএব, ধারণার অর্থ তৈরি হয়ে গেল। হাদীস শরীফে উভয় রকম পড়া যায়। কিন্তু উত্তম হল, মাজহুল পড়া। কারণ, ইমাম মুসলিম (র.) -এর প্রমাণ তখনই যথার্থ হবে।

● الكاذبين দ্বিবচন ও বহুবচন উভয় রকম পড়া যায়। দ্বিতীয় অবস্থায় এর অর্থ হবে বর্ণনাকারীও মিথ্যুক দলের একজন সদস্য। আর প্রথম অবস্থায় অর্থ হবে সে দুই মিথ্যাবাদীর একজন। প্রথম ব্যক্তি যে এ হাদীস জাল করেছে। দ্বিতীয় ব্যক্তি বর্ণনাকারী, যে এ মিথ্যা হাদীস ছড়াচ্ছে।

وَدَلَّتِ السُّنَّةُ عَلٰى نَفْيِ رِوَايَةِ الْمُنْكَرِ مِنَ الأَخْبَارِ، كَنَحْوِ دَلَالَةِ الْقُرْاٰنِ عَلٰى نَفْيِ خَبَرِ الْفَاسِقِ؛ وَهُوَ الأَثَرُ الْمَشْهُوْرُ، عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ حَدَّثَ عَنِّىْ بِحَدِيْثٍ، يُرٰى أَنَّهٗ كَذِبٌ، فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبِيْنَ،

حَدَّثَنَاهُ اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ، قَالَ: ثَنَا وَكِيْعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ لَيْلٰى، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ح وَحَدَّثَنَاهُ اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ايضا قَالَ نَا وَكِيْعٌ عَنْ شُعْبَةَ وَسُفْيَانَ، عَنْ حَبِيْبٍ، عَنْ مَيْمُوْنِ بْنِ أَبِىْ شَبِيْبٍ، عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَا: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ذٰلِكَ.

অনুবাদ ঃ (১) কুরআনে কারীম যেমন ফাসিকের খবর পরিত্যাজ্য বলে প্রমাণ করে, তেমনি হাদীসে রাসূল পূর্নাঙ্গ হবে ও মুনকার রেওয়ায়াত বর্ণনা করা নিষিদ্ধ বলে প্রমাণ দেয়। প্রসিদ্ধ হাদীসটি হল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আমার থেকে হাদীস বর্ণনা করে, অথচ সে মনে করে যে, তা মিথ্যা, সে দুই মিথ্যাবাদীর একজন।

এ হাদীসটি আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা (র.) সামুরা ইব্‌ন জুনদুব ও মুগীরা ইবন শু'বা (রা.) থেকে বর্ণিত।

আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা (র.) ...... সামুরা ইবন জুনদুব (রা.) থেকে উক্ত হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা (র.) ...... মুগীরা ইবন শু'বা (রা.) থেকে অনুরূপ রেওয়ায়াত করেছেন।

নবী কারীম (সা.) -এর প্রতি মিথ্যারোপ করলে কি কাফির হয়?

অধিকাংশের মাযহাব হল, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি মিথ্যারোপ মহা কবীরা গুনাহ। ইমামুল হারামাইন তাঁর পিতা, আবূ মুহাম্মদ জুয়াইনী (র.) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি এরূপ ব্যক্তিকে কাফির বলতেন। তবে এটি ইনসাফের পরিপন্থী। স্বয়ং ইমামুল হারামাইনের ছেলে তা রদ করেছেন। হাফিজ ইবন হাজার (র.) -এর উক্তি দ্বারাও বোঝা যায় যে, এরূপ ব্যক্তি চিরস্থায়ী জাহান্নামী হবে না। কারণ, এটা কাফিরদের জন্য খাস। কুরআন হাদীসের অকাট্য প্রমাণাদি দ্বারা এটি প্রমাণিত। বিস্তারিত দ্রষ্টব্য- তাদরীবুর রাবী ও ফাতহুল মুলহিম।

হাদীসে মিথ্যা বিবরণের নিন্দা

যে কোন ব্যক্তির প্রতি মিথ্যারোপ করা গোনাহের কাজ। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, মিথ্যাচার থেকে পরহেয কর। কারণ, মিথ্যাচার বদকারী পর্যন্ত পৌঁছে দেয়। আর বদকারী পৌঁছে দেয় জাহান্নাম পর্যন্ত। একটি লোক রীতিমত মিথ্যা বলতে থাকে এবং চিন্তা-ফিকির করেই বলে। এমনকি আল্লাহ্ তা'আলার নিকট তার নাম লিখে দেয়া হয় বড় মিথ্যুক। -বুখারী ও মুসলিম। আরেকটি হাদীসে আছে, মুমিনের স্বভাবে সবকিছুই হতে পারে কিন্তুও খেয়ানত ও মিথ্যাচার হতে পারে না। -আহমদ।

আল্লাহ তা'আলা ও রাসূলের প্রতি মিথ্যারোপ নেহায়েত ধ্বংসাত্মক গোনাহের কাজ। কারণ, এর প্রভাব দীনের উপর পড়ে। আল্লাহর প্রতি মিথ্যারোপ এভাবে হয় যে, যে বিষয়টি দীন নয় সেটাকে দীন বলা হয়। কুরআনের বিভিন্ন স্থানে এর নিন্দা ও অনিষ্টকারিতার বিবরণ রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন- তোমাদের জবান থেকে সাধারণতঃ যেসব মিথ্যা বের হয়ে আসে, তেমনি করে তোমরা আল্লাহর বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ আরোপ করনা যে, অমুক জিনিস হালাল, অমুক জিনিস হারাম। এরূপ বলে তোমরা আল্লাহর প্রতি মিথ্যারোপ করবে। নিঃসন্দেহে যারা আল্লাহর প্রতি মিথ্যারোপ করে তারা সফলকাম হবে না।

(পার্থিব এই) ভোগ-সম্ভার যৎসামান্য (ও ক্ষণস্থায়ী)। অবশেষে তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি।-সূরা নহল ঃ ১১৬- ১১৭।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি মিথ্যারোপ এভাবে হয় যে, তিনি যা বলেননি তা তার প্রতি সম্বন্ধযুক্ত করা হল। এটি মারাত্মক অপরাধ। এমনকি উলামায়ে কিরামের একটি দল এরূপ ব্যক্তির জন্য তওবার দরজা বন্ধ হওয়ারও প্রবক্তা। সহীহ্ হাদীসে এ সম্পর্কে মারাত্মক সতর্কবাণী এসেছে। ইমাম মুসলিম (র.) এ সম্পর্কে হযরত আলী, আনাস, আবূ হুরায়রা ও মুগীরা (রা.) থেকে এ সংক্রান্ত হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

وَحَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ: وَثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيًّا رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَخْطُبُ، قَالَ:، قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَاتَكْذِبُوْا عَلَيَّ؛ فَإِنَّهُ مَنْ يَكْذِبْ عَلَيَّ يَلِجِ النَّارَ.

অনুবাদ ঃ (২) আবূ বক্র ইবন আবূ শায়বা (র.) ...... রিবঈ ইবন হিরাশ (র.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি আলী (রা.) কে খুৎবায় বলতে শুনেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তোমরা আমার প্রতি মিথ্যারোপ কর না। কেননা, যে ব্যক্তি আমার প্রতি মিথ্যারোপ করবে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।

وَحَدَّثَنِيْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ يَعْنِيْ ابْنَ عُلَيَّةَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍؓ، قَالَ إِنَّهُ لَيَمْنَعُنِيْ أَنْ أُحَدِّثَكُمْ حَدِيْثًا كَثِيْرًا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ تَعَمَّدَ عَلَيَّ كَذِبًا، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.

অনুবাদ ঃ (৩) যুহাইর ইবন হারব (র.) ...... আনাস ইবন মালিক (রা.) বলেন যে, তোমাদের কাছে অধিক সংখ্যক হাদীস বর্ণনা করা থেকে যা আমাকে বিরত রাখে তা হল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় আমার প্রতি মিথ্যারোপ করে সে যেন নিজের আশ্রয়স্থল জাহান্নামে নির্ধ...

ব্যাখ্যা ঃ এক. ان احدثكم -এর পূর্বে من حرف جر উহ্য রয়েছে। عن تبوأ -ليتبوأ -এর পূর্বে হরফে জর উহ্য থাকার প্রচলন ব্যাপক। **দুই.** مصدريه - المكان وبه থেকে। অবস্থান করা, আশ্রয়স্থল বানানো। مقعد- বসার স্থান, সিট। تبوأ المقعد-সিট রিজার্ভ করা। **তিন.** قوله ليمنعني ان احدثكم ঃ এখানে একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইরশাদ من تعمد على كذبًا الخ থাকা সত্ত্বেও কোন কোন সাহাবী প্রচুর হাদীস কিভাবে বর্ণনা করলেন?

উত্তর ঃ যেসব সাহাবী প্রচুর হাদীস বর্ণনা করেছেন তারা নিজেদের ব্যাপারে প্রচুর হাদীস বর্ণনা করা সত্ত্বেও ভুলভ্রান্তির আশংকা থেকে মুক্ত ছিলেন বলেই তারা অধিক হাদীস বর্ণনা করেছেন। অথবা তারা বেশী বয়স পেয়েছিলেন এবং তাদের নিকট হাদীস জানা ছিল, প্রয়োজনের মুহূর্তে লোকজনের জিজ্ঞাসার প্রেক্ষিতে তাদের পক্ষে এগুলো গোপন করা সম্ভব হয়নি। এজন্য তাদের হাদীস বেশী হয়ে গেছে। কিংবা সতর্কতা সত্ত্বেও বাস্তবে তারা কম হাদীসই বর্ণনা করেছেন। তারা ইচ্ছা করলে আরো বেশী হাদীস বর্ণনা করতে পারতেন।

তাছাড়া যে মাফঊলে মুতলাক তাকীদের জন্য হয়, তার ক্রিয়ার উপর নফী প্রবেশ করলে নফী শুধু মাফঊলে মুতলাকের হয়। অতএব, হযরত আনাস (রা.) -এর উক্তিতে বেশী পরিমাণ হাদীস বর্ণনা করা অস্বীকার করা হয়েছে, সাধারণ হাদীস বিবরণ নয়। আর আধিক্য ও স্বল্পতা আপেক্ষিক বিষয়। অতএব, যদিও হযরত আনাস (রা.) প্রচুর হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু তাঁর শ্রুত হাদীসের তুলনায় তাঁর প্রচুর হাদীস বিবরণও সমুদ্রের কয়েক ফোঁটা সমান।

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْغُبَرِيُّ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ اَبِىْ حَصِيْنٍ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.

অনুবাদ ঃ (৪) মুহাম্মদ ইবন উবাইদ আল-গুবারী (র.) ...... আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে আমার প্রতি মিথ্যারোপ করে সে যেন জাহান্নামে তার বাসস্থান নির্ধারণ করে নেয়।

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ: نَا اَبِىْ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ نَا عَلِيُّ بْنُ رَبِيْعَةَ الْوَالِبِيُّ قَالَ اَتَيْتُ الْمَسْجِدَ وَالْمُغِيْرَةُ اَمِيْرُ الْكُوْفَةِ قَالَ فَقَالَ الْمُغِيْرَةُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

يَقُوْلُ اِنَّ كِذْبًا عَلَيَّ لَيْسَ كَكِذْبٍ عَلٰى أَحَدٍ فَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.

অনুবাদ ঃ (৫) মুহাম্মদ ইবন আব্দুল্লাহ ইবন নুমাইর (র.) ...... আলী ইবন রাবী'আ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'একবার আমি কূফার মসজিদে এলাম। এ সময় হযরত মুগীরা (রা.) কূফার আমীর ছিলেন। মুগীরা (রা.) বলেছেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইরশাদ করতে শুনেছি, আমার প্রতি মিথ্যারোপ করা অন্য কারো প্রতি মিথ্যারোপ করার মতো নয়। যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে আমার প্রতি মিথ্যারোপ করে সে যেন জাহান্নামে তার ঠিকানা নির্ধারণ করে নেয়।'

وَحَدَّثَنِيْ عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ قَالَ نَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ قَالَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ الأَسَدِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبِيْعَةَ الأَسَدِيِّ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رض عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ وَلَمْ يَذْكُرْ اِنَّ كِذْبًا عَلَيَّ لَيْسَ كَكِذْبٍ عَلٰى اَحَدٍ.

অনুবাদ ঃ (৬) আলী ইবন হুজর আস্ সা'দী (র.) ...... মুগীরা ইবন শু'বা (রা.) থেকে অনুরূপ রেওয়ায়াত করেছেন। তবে 'আমার প্রতি মিথ্যারোপ করা তোমাদের কারো প্রতি মিথ্যারোপ করার মতো নয়' বাক্যটি তিনি উল্লেখ করেননি।

ব্যাখ্যা ঃ ২নং থেকে ৬নং পর্যন্ত হাদীসগুলো নেহায়েত উঁচু দরজার সহীহ। কারো কারো মতে এ হাদীসটি মুতাওয়াতির। এ হাদীসের একটি বৈশিষ্ট্য হল, এটি আশারা মুবাশ্শারা কর্তৃক বর্ণিত। এ রেওয়ায়াত সম্পর্কে কয়েকটি জরুরী জ্ঞাতব্য বিষয় রয়েছে-

এক. আহলুস্ সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের মতে কিযব হল অবাস্তব কথা বর্ণনা করা। চাই ইচ্ছাকৃত হোক বা ভুলবশতঃ; কিন্তু যেহেতু ভুলে কোন গুনাহ নেই, এজন্য হাদীসে 'মুতাআম্মিদান' শর্তারোপ করা হয়েছে।

দুই. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি মিথ্যারোপ সাধারণভাবেই হারাম। চাই দীনী আহকামের ব্যাপারেই হোক, কিংবা তারগীব-তারহীবের ব্যাপারেই হোক, বা ওয়াজ-নসীহতের ক্ষেত্রে। এ ব্যাপারে উম্মতের ঐকমত্য রয়েছে। কোন কোন ভ্রান্ত অথবা জাহিল লোকের ধারণা, তারগীব-তারহীব এবং ওয়াজ-নসীহতের জন্য হাদীস জাল করা জায়িয আছে। কিন্তু তাদের এ ধারণা ভ্রান্ত। তাদের দু'টি দলীল রয়েছে-

এক. হাদীসে শব্দ এসেছে من كذب على। অতএব, যে মিথ্যা ক্ষতিকারক হবে সেটাই শুধু নাজায়িয। দীনী বিষয়ে উৎসাহ প্রদান, ভীতি প্রদর্শন এবং ওয়াজ-নসীহতের জন্য হাদীস জাল করার উদ্দেশ্য যেহেতু লোকজনকে দীনের নিকটবর্তী করা, সেহেতু এটি জায়িয। অতএব, এটাতো كذب على -এর অন্তর্ভুক্ত নয়; বরং এটা হল, كذب له । তথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপকারার্থে মিথ্যাচার; কিন্তু এটি বাতিল। এর কারণ, যদি তাদের এ দলীল স্বীকার করে নেয়া হয় তাহলে দুনিয়াতে যত বিদ'আত আছে সবগুলোই দীনে পরিণত হবে। কারণ, বিদ'আতীরা দীনকে ক্ষতিগ্রস্ত করার জন্য বিদ'আত আবিষ্কার করে না। বরং নিজেদের ধারণা মুতাবিক তারা সেসব বিদ'আতের মাধ্যমে দীনকে পূর্ণাঙ্গ করে। আসল কথা হল,. প্রতিটি ভ্রান্ত কথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ক্ষতির জন্যই হয়ে থাকে। কারণ, যখন হাদীস জাল করার ধারা আরম্ভ হয়, তখন তার উপর কোন পাবন্দি থাকবে না। আহকাম সম্পর্কেও হাদীস জাল করা হবে; বরং হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি এ সমস্ত জাল হাদীস এ অভিযোগ কায়েম করবে যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দীনের সমস্ত কথা বলে যাননি; কিছু বাদ থেকে গেছে। হাদীস জালকারীরা এটাকে পূর্ণাঙ্গ করছে। নাঊযুবিল্লাহ!

তাদের দ্বিতীয় প্রমাণ ঃ উপরোক্ত হাদীসটি কোন কোন সূত্রে এভাবে বর্ণিত হয়েছে- من كذب على متعمدًا ليضل به الناس (মুসনাদে বায্যার, সুনানে দারেমী -কাওয়ায়িদুত্ তাহদীস ঃ ১৭৫)। অর্থাৎ, যে মিথ্যারোপ করা হয় মানুষকে গোমরাহ করার জন্য সেটাই নাজায়িয। উৎসাহ প্রদান ও ভীতি প্রদর্শন, উপদেশের জন্য যদি মিথ্যারোপ করা হয়, যেহেতু এর দ্বারা উদ্দেশ্য মানুষকে হিদায়েতের পথে আনা- সেহেতু এটা জায়িয। তাদের এ প্রমাণটিও বাতিল। **ক.** কারণ, হাদীসের এ অতিরিক্ত অংশটুকু ঠিক নয়। কোন সহীহ রেওয়ায়াতে এ অতিরিক্ত অংশ বর্ণিত হয়নি (নববী)। **খ.** যদি এ অতিরিক্ত অংশ (ليضل) সহীহ মেনে নেয়া হয়, তবে এটা হবে তাকীদের জন্য। যেমন, فمن اظلم ممن افترى على الله كذباً ليضل الناس بغير علم (ত্বাহাভী) -ليضل তাকীদের জন্য হয়েছে। **গ.** ليضل -এর লাম তা'লীল বা কারণ বর্ণনার জন্য নয়; বরং এ লামটি হল, পরিণতি বুঝানোর জন্য। অর্থাৎ, এর মিথ্যাচারের পরিণতি হল, গোমরাহী (নববী)।

হাদীস জালকারীর তওবা গ্রহণযোগ্য

ইমাম আহমদ, হুমায়দী, আবূ বকর সায়রাফীর মতে হাদীস জালকারীর তওবা গ্রহণযোগ্য নয়। ইমাম নববী (র.) তাদের রায়কে দুর্বল এবং শরঈ

মূলনীতির পরিপন্থী বলেছেন। তিনি পছন্দনীয় উক্তি এই বর্ণনা করেছেন যে, যদি সে সত্যিই তওবা করে থাকে তবে তা গ্রহণ করা হবে। তার তওবার পর তার রেওয়ায়াত গ্রহণযোগ্য। প্রকৃত তওবার জন্য তিনটি শর্ত। গুনাহ থেকে সম্পূর্ণ বিরত হওয়া, গুনাহের উপর লজ্জিত হওয়া, ভবিষ্যতে না করার জন্য সুদৃঢ় সংকল্প করা।

● পছন্দনীয় উক্তির প্রমাণ হল, একজন কাফির মুসলমান হলে পরে তার রেওয়ায়াত গ্রহণযোগ্য। অথচ কুফরের চেয়ে বড় কোন গুনাহ নেই। কিন্তু ইসলাম কবুল করার পর সে গুনাহ মাফ হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, ইসলাম তার পূর্ববর্তী সমস্ত গুনাহ ধ্বংস করে দেয়। অতএব, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি মিথ্যারোপের গুনাহ তওবা দ্বারা মাফ হয়ে যায়। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইরশাদ রয়েছে, গুনাহ থেকে তওবাকারী এমন, যেন তার কোন গুনাহই নেই।

হাদীস বর্ণনা করার পূর্বে তাহকীক জরুরী

হাদীস শরীফ বর্ণনা করার ক্ষেত্রে মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করা মারাত্মক গুনাহের কাজ। অতএব, হাদীস বর্ণনার পূর্বে খুব ভাল করে তা যাচাই করে নিতে হবে। হাদীস সংকলনের পূর্বে রাবীদের জীবনী দ্বারা এ বিষয়ে তাহকীক করা হত। বর্তমানে হাদীসের কিতাবগুলো সম্পর্কে তাহকীক করা জরুরী। কারণ, কোন কোন কিতাবে সহীহ, দুর্বল বরং মওযূ' -এর প্রতি খেয়াল করা ব্যতীত হাদীস সংকলন করা হয়েছে। অতএব, সেসব কিতাব থেকে সনদের তাহকীক ব্যতীত হাদীস বর্ণনা করা জায়িয নেই। হ্যাঁ, যেসব কিতাবে শুধু সহীহ হাদীস বর্ণনা করবে বলে বাধ্যবাধকতা রয়েছে, সেগুলোর উপর একজন সাধারণ মুসলমান নির্ভর করতে পারে। সেগুলো হতে হাদীস বর্ণনা করতে পারে। ইমাম মুসলিম (র.) নিম্নে হাদীস বর্ণনা করার পূর্বে তার তাহকীক জরুরী- এটা প্রমাণ করছেন।

وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ قَالَ نَا اَبِيْ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ نَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَا: ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ ؓ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَفٰى بِالْمَرْءِ كَذِبًا اَنْ يُّحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ.

তারকীব ঃ —— بالمرأ এখানে ب অতিরিক্ত। এটি শাব্দিকভাবে মাজরুর। স্থানগতভাবে মানসূব। কারণ, এটি كفى -এর মাফঊলে বিহী। كذبًا তমীয। يحدث

অনুবাদ ঃ (৭) উবায়দুল্লাহ ইবন মুআয আল-আমবারী (র.) ...... হাফস ইবন আসিম (রা.) ... বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, কোন ব্যক্তির মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে যা শুনে তাই বলে।

وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ نَا عَلِيُّ بْنُ حَفْصٍ قَالَ نَا شُعْبَةُ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِ ذٰلِكَ.

অনুবাদ ঃ (৮) আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা (র.) ...... আবূ হুরায়রা (রা.) সূত্রে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে।

ব্যাখ্যা ঃ ইমাম শু'বা থেকে এ হাদীসটি তার কয়েকজন শিষ্য বর্ণনা করেন। কিন্তু সবাই মুরসালরূপে বর্ণনা করেছেন। তবে শুধু আলী ইবন হাফস্ মারফূ' আকারে বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ, সূত্রের শেষে আবূ হুরায়রা (রা.) -এর নাম উল্লেখ করেছেন। ইমাম মুসলিম (র.) প্রথমে ৭নং -এ শু'বা (র.) -এর দুই শিষ্য মু'আয আমবরী এবং ইবন মাহদীর মুরসাল রেওয়ায়াত উল্লেখ করেছেন। এবার তৃতীয় শিষ্য আলী ইবন হাফসের সনদে মারফূ' উল্লেখ করেছেন এবং ইঙ্গিত করেছেন যে, এ হাদীসটি দু'ভাবেই সহীহ। কারণ, আলী (র.) নির্ভরযোগ্য। আর নির্ভরযোগ্য রাবীর অতিরিক্ত বিবরণ গ্রহণযোগ্য হয়ে থাকে। একটি হাদীসকে মারফূ' আকারে বর্ণনা করাও এক প্রকার অতিরিক্ত বিষয়। ইমাম আবূ দাঊদ (র.)ও সুনানে আবূ দাউদে (কিতাবুল আদব, বাবুন ফিল কিযবে) উভয়ভাবে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন, এ হাদীসটি এ শায়খ তথা আলী ইবন হাফস মাদাইনী ছাড়া আর কেউ মুসনাদ আকারে বর্ণনা করেননি।

وَحَدَّثَنِىْ يَحْيٰى بْنُ يَحْيٰى قَالَ اَنَا هُشَيْمٌ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِىِّ عَنْ اَبِىْ عُثْمَانَ النَّهْدِىِّ قَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضـ بِحَسْبِ الْمَرْءِ مِنَ الْكَذِبِ أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ.

الخ বাক্যটি মাসদারের তাবীলে كفى এর ফায়েল। —— يحدث- بكل الخ -এর সাথে মুতা'আল্লিক। —— اى كفى التحديث الكذائى المرأ اثما আল্লামা কুরতুবী (র.) -এর উক্তি অনুসারে المرأ -এর উপর ب টি অতিরিক্ত। মাফউলের উপর এটি এসেছে। ان يحدث - كفى -এর ফায়েল।

অনুবাদ ঃ (৯) ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া (র.) ...... আবূ উসমান আন্ নাহদী (র.) বলেন যে, উমর (রা.) বলেছেন, কোন ব্যক্তির মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে যা শুনে তা বলে।

وَحَدَّثَنِى اَبُوالطَّاهِرِ اَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ لِىْ مَالِكٌ اِعْلَمْ اَنَّهٗ لَيْسَ يَسْلَمُ رَجُلٌ حَدَّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ وَلَا يَكُوْنُ اِمَاماً اَبَدًا وَهُوَ يُحَدِّثُ بِكُلِّ مَا سَمِعَ.

অনুবাদ ঃ (১০) আবূ তাহির আহমদ ইবন আমর (র.) ...... ইবন ওহাব (র.) বলেন, মালিক (র.) আমাকে বলেছেন, জেনে রাখ, যদি কোন ব্যক্তি যা শুনে তা বলে বেড়ায় তবে সে (মিথ্যা থেকে) নিরাপদ থাকেনা। আর যে ব্যক্তি যা শুনে তা বলে বেড়ায় সে কখনো ইমাম হতে পারে না।

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ نَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ قَالَ نَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنْ اَبِى الْاَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ رض قَالَ بِحَسْبِ الْمَرْءِ مِنَ الْكِذْبِ أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ.

অনুবাদ ঃ (১১) মুহাম্মাদ ইবন মুসান্না (র.) ...... আব্দুল্লাহ (রা.) বলেছেন, কোন ব্যক্তির মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে যা শুনে তা বলে বেড়ায়।

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ مَهْدِىٍّ رض يَقُوْلُ لَايَكُوْنُ الرَّجُلُ اِمَامًا يُقْتَدٰى بِهٖ حَتّٰى يُمْسِكَ عَنْ بَعْضِ مَا سَمِعَ.

অনুবাদ ঃ (১২) মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না (র.) বর্ণনা করেন যে, তিনি আব্দুর রহমান ইবন মাহদীকে (রা.) বলতে শুনেছেন- কোন ব্যক্তি অনুসরণযোগ্য ইমাম হতে পারবে না, যে পর্যন্ত সে শুনা কথার কতক বর্ণনা করা থেকে বিরত না থাকবে।

ব্যাখ্যা ঃ ৭নং থেকে ১২নং পর্যন্ত রেওয়ায়াতগুলোর সারমর্ম হল, প্রতিটি শ্রুত বিষয় সহীহ হয় না। এর ব্যাপকতায় হাদীসগুলোও অন্তর্ভুক্ত। হাদীস সংকলনের

তারকীব ঃ ب— জার্‌রাহ অতিরিক্ত। حسب মাসদার মুযাফ। المرأ মুযাফ ইলাইহি। من الكذب মাসদারের সাথে মুতা‘আল্লিক। بحسب الخ— মুবতাদা। يحدث বাক্যটি মুফরাদের তা‘বীলে খবর।

পূর্বে রাবীদের থেকে শ্রুত প্রতিটি হাদীস সহীহ্ হওয়া জরুরী নয়। এ জন্য চিন্তা-ফিকির করা ও যাচাই করার পরামর্শ দেয়া হত। বর্তমানে হাদীসের কিতাবগুলো সম্পর্কেও এ পরামর্শই দেয়া হবে। কারণ, কিতাবে লিখিত প্রতিটি হাদীস সহীহ্ হওয়া জরুরী নয়। অতএব, যে কোন কিতাবে দেখে মুনকার ও দুর্বল হাদীস ওয়াজ-নসীহতে বর্ণনা শুরু করে দিলে হাদীসে মিথ্যারোপ থেকে রেহাই পাবে না। এরূপ লোক কখনো অনুসরণীয় ব্যক্তি হতে পারবে না। বরং তাদের এ অসতর্কতা তাদের লাঞ্ছনা-অপদস্তুতার কারণ হবে।

অপরিচিত-মুনকার হাদীস বর্ণনা করার ক্ষতি

যাচাই ব্যতীত অপরিচিত- মুনকার হাদীস বর্ণনা করার ফলে একজন মানুষ অপমাণিত হয়। এরূপ লোকের উপর থেকে বিশ্বাস উঠে যায়। মানুষ তার হাদীসকে মিথ্যা বলতে আরম্ভ করে। বসরার বিচারপতি বিশিষ্ট তাবিঈ হযরত আয়াস ইবন মু'আবিয়া ইবন কুর্রা (ওফাত ঃ ১২২ হিঃ) গভীর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। তাঁর মেধা এবং উচ্চাঙ্গের সাহিত্য ও সতর্কতা প্রবাদতুল্য ছিল। তিনি তাঁর শিষ্যকে নিম্নে এ বিষয়টি বুঝিয়েছেন।

وَحَدَّثَنَا يَحْيٰ بْنُ يَحْيٰ قَالَ اَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مُقَدَّمٍ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ قَالَ سَأَلَنِىْ إِيَاسُ بْنُ مُعَاوِيَةَ فَقَالَ اِنِّىْ اُرَاكَ قَدْ كَلِفْتَ بِعِلْمِ الْقُرْاٰنِ فَاقْرَأْ عَلَىَّ سُوْرَةً وَفَسِّرْ حَتّٰى اَنْظُرَ فِيْمَا عَلِمْتَ قَالَ فَفَعَلْتُ فَقَالَ لِىْ اِحْفَظْ عَلَىَّ مَا اَقُوْلُ لَكَ اِيَّاكَ وَالشَّنَاعَةَ فِىْ الْحَدِيْثِ فَاِنَّهٗ قَلَّمَا حَمَلَهَا اَحَدٌ اِلَّا ذَلَّ فِىْ نَفْسِهٖ وَكُذِّبَ فِىْ حَدِيْثِهٖ.

অনুবাদ ঃ (১৩) ইয়াহইয়া ইবন সাঈদ (র.) ...... সুফিয়ান ইবন হুসাইন (র.) বলেন, আয়াস ইবন মু'আবিয়া (র.) আমাকে বললেন, অবশ্যই আমি দেখছি, তুমি কুরআন সম্পর্কীয় ইলম হাসিলে বেশ আসক্ত। তুমি আমাকে একটি সূরা পড়ে শুনাও এবং এর তাফসীর কর। যাতে আমি দেখতে পারি তুমি কী শিখেছ। সুফিয়ান (র.) বলেন, আমি তাই করলাম। অতঃপর আয়াস (র.) আমাকে বললেন, আমি তোমাকে যা বলছি তার হেফাজত করবে, তুমি হাদীস-দূষণ থেকে বেঁচে থাকবে। কেননা, যে এ কাজ করে সে নিজেকে লাঞ্ছিত করে এবং হাদীস বর্ণনায় সে মিথ্যাবাদী বলে প্রতিপন্ন হয়।

সবার সামনে সব হাদীস বর্ণনা করা উচিত নয়

প্রতিটি সহীহ হাদীসও সবার সামনে বর্ণনা করা উচিত নয়; বরং লোকজনের মেধাগত যোগ্যতার প্রতি খেয়াল রাখা উচিত। অন্যথায় ফিৎনা হবে। উদাহরণ স্বরূপ আহকাম সংক্রান্ত যেসব হাদীসের অর্থে মুজতাহিদীনে কিরামের বিতর্ক রয়েছে, যদি এগুলো ব্যাখ্যা ছাড়া সাধারণ লোকের সামনে বর্ণনা করা হয় তাহলে লোকজনের জন্য তা বিভ্রান্তির কারণ হবে। এ বিষয়েই হযরত ইবন মাসউদ (রা.) নিম্নে সতর্ক করছেন।

وَحَدَّثَنِى اَبُوْ الطَّاهِرِ و حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْىٰ قَالَا اَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ مَسْعُوْدٍ قَالَ مَا اَنْتَ بِمُحَدِّثٍ قَوْمًا حَدِيْثًا لَاتَبْلُغُهُ عُقُوْلُهُمْ اِلَّا كَانَ لِبَعْضِهِمْ فِتْنَةً.

অনুবাদ ঃ (১৪) আবূ তাহির এবং হারমালা ইবন ইয়াহইয়া (র.) ..... আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা.) বলেন, যখন তুমি কোন সম্প্রদায়ের কাছে এমন কোন হাদীস বর্ণনা করবে, যা তাদের জ্ঞানের অগম্য তখন তা তাদের কারো কারো জন্য ফিৎনা হয়ে দাঁড়াবে।

নতুন নতুন হাদীস

ওয়ায়েজদের একটি বড় দুর্বলতা হল, তারা জনগণকে প্রভাবিত করার জন্য এবং তাদের থেকে পার্থিব স্বার্থ উদ্ধারের জন্য তাদেরকে নতুন নতুন হাদীস শুনানোর চেষ্টা করে। কিছু কিছু ওয়ায়েজ তো নিজে হাদীস জাল করে। আর অধিকাংশ ওয়ায়েজ হাদীসের অনির্ভরযোগ্য কিতাব থেকে বর্ণনা করে। এরা উম্মতের জন্য বিরাট ফিৎনা। তাদের মাধ্যমে উম্মতের সংশোধন খুব কমই হয়, ক্ষতি হয় বেশী। ইমাম মুসলিম (র.) নিম্নে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে দু'টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। প্রথম হাদীসে বর্ণনা করেছেন, 'আমার উম্মতের শেষ যুগে ......।' আর দ্বিতীয় হাদীসে বর্ণনা করেছেন, 'শেষ যুগে কিছু সংখ্যক দাজ্জাল ও বড় মিথ্যুক বের হবে ......।'

وَحَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يَزِيْدَ قَالَ حَدَّثَنِىْ سَعِيْدُ بْنُ اَبِىْ اَيُّوْبَ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ

هَانِيٍ عَنْ اَبِىْ عُثْمَانَ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ قَالَ سَيَكُوْنُ فِىْ اٰخِرِ اُمَّتِىْ اُنَاسٌ يُحَدِّثُوْنَكُمْ بِمَا لَمْ تَسْمَعُوْ اَنْتُمْ وَلَا اٰبَائُكُمْ فَاِيَّاكُمْ وَاِيَّاهُمْ.

অনুবাদ ঃ (১৫) মুহাম্মদ ইবন নুমাইর ও যুহাইর ইবন হারব (র.) ...... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, শেষ যুগে শীঘ্রই আমার উম্মতের মধ্যে এমন কিছু লোকের আবির্ভাব ঘটবে যারা তোমাদের এরূপ হাদীস শোনাবে যেগুলো তোমরা কিংবা তোমাদের পূর্বপুরুষরা কখনো শোনেনি। অতএব, তোমরা তাদের সংসর্গ থেকে সাবধান থেক এবং তাদেরও তোমাদের থেকে দূরে রেখ।

وَحَدَّثَنِىْ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيٰى بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حَرْمَلَةَ بْنِ عِمْرَانَ التُّجَيْبِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ شُرَيْحٍ اَنَّهُ سَمِعَ شَرَاحِيْلَ بْنَ يَزِيْدَ يَقُوْلُ اَخْبَرَنِىْ مُسْلِمُ بْنُ يَسَارٍ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ رض يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُوْنُ فِىْ اٰخِرِ الزَّمَانِ دَجَّالُوْنَ كَذَّابُوْنَ يَأتُوْنَكُمْ مِنَ الاَحَادِيْثِ بِمَا لَمْ تَسْمَعُوْا اَنْتُمْ وَلَا اٰبَائُكُمْ فَاِيَّاكُمْ وَاِيَّاهُمْ لَا يُضِلُّوْنَكُمْ وَلَا يَفْتِنُوْنَكُمْ.

অনুবাদ ঃ (১৬) হারমালা ইবন ইয়াহইয়া আত্ তুজাইবী (র.) ...... আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, শেষ যুগে কিছু সংখ্যক প্রতারক ও মিথ্যাবাদী লোকের আবির্ভাব ঘটবে। তারা তোমাদের কাছে এমন সব হাদীস বর্ণনা করবে যা কখনো তোমরা এবং তোমাদের পূর্বপুরুষরা শোনেনি। সুতরাং তাদের সংসর্গ থেকে সাবধান থেক। এবং তাদেরকেও তোমাদের থেকে দূরে রেখ, যেন তারা তোমাদেরকে পথভ্রষ্ট না করে এবং ফিৎনায় না ফেলে।

স্মর্তব্য, দাজ্জাল মানে ধোঁকাবাজ, বড় মিথ্যুক, دجل (ن) دجلاً মিথ্যা বলা। دجّل الشئ গোপন করা, ঢেকে ফেলা। دجّل الإناء- স্বর্ণের পানি দিয়ে সাজ দেয়া। দাজ্জালের আবির্ভাব শেষ জামানায় হবে এবং মহা ফিৎনার কারণ হবে। এখানে দাজ্জাল দ্বারা সে প্রসিদ্ধ দাজ্জাল উদ্দেশ্য নয়, তার চরিত্র বিশিষ্ট লোকজন উদ্দেশ্য।

শয়তানদের হাদীস

শয়তান দু' প্রকার- মানব শয়তান, জিন শয়তান। সূরা আনআমে (আয়াত নং ১১২) এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট বিবরণ রয়েছে। এসব শয়তান মিথ্যা হাদীস ছড়ানোর ব্যাপারে বিশাল ভূমিকা পালন করে। হযরত ইবন মাসউদ ও পরবর্তীতে বর্ণিত আমর ইবনুল আস (রা.) -এর হাদীস দ্বারা তাই বোঝা যায়।

وَحَدَّثَنِىْ اَبُوْ سَعِيْدٍ الاَشَجُّ قَالَ نَا وَكِيْعٌ قَالَ نَا الاَعْمَشُ عَنْ الْمُسَيِّبِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدَةَ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ ؓ اِنَّ الشَّيْطَانَ يَتَمَثَّلُ فِىْ صُوْرَةِ الرَّجُلِ فَيَأْتِىْ الْقَوْمَ فَيُحَدِّثُهُمْ بِالْحَدِيْثِ مِنَ الْكَذِبِ فَيَتَفَرَّقُوْنَ فَيَقُوْلُ الرَّجُلُ مِنْهُمْ سَمِعْتُ رَجُلًا اَعْرِفُ وَجْهَهٗ وَلَا اَدْرِىْ مَا اسْمُهٗ يُحَدِّثُ.

অনুবাদ ঃ (১৭) আবূ সাঈদ আল-আশাজ্জ (র.) ...... আব্দুল্লাহ্ (ইবন মাসউদ) (রা.) বলেন, শয়তান মানুষের আকৃতি ধারণ করে লোকদের কাছে আসে এবং মিথ্যা হাদীস শোনায়। পরে যখন লোকেরা সেখান থেকে পৃথক হয়ে চলে যায়, তারপর তাদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি বলে, আমি এক ব্যক্তিকে হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছি, যার সূরত দেখলে চিনব, কিন্তু তার নাম জানি না। (অতঃপর সে শয়তান থেকে মিথ্যা হাদীস বর্ণনা করে।)

وَحَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاؤُسٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ؓ قَالَ اِنَّ فِىْ الْبَحْرِ شَيَاطِيْنَ مَسْجُوْنَةً يُوْشِكُ اَنْ تَخْرُجَ فَتَقْرَأَ عَلَى النَّاسِ قُرْاٰنًا.

অনুবাদ ঃ (১৮) মুহাম্মদ ইবন রাফি (র.) ...... আব্দুল্লাহ ইবন আমর ইবনুল আস (রা.) বলেছেন, সমুদ্রের মধ্যে বহু শয়তান বন্দী হয়ে আছে। হযরত সুলায়মান (আ.) এগুলোকে বন্দী করেছিলেন। শীঘ্রই এগুলো সেখান থেকে বের হয়ে পড়বে এবং লোকদের কুরআন পাঠ করে শোনাবে।

ব্যাখ্যা ঃ মুসনাদে আহমদে হযরত আব্দুল্লাহ ইবন আমর ইবনুল আস (রা.) -এর একটি স্বপ্নের উল্লেখ রয়েছে। তাতে আছে, তাঁর এক হাতে মধু, আর এক হাতে ঘি। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা দিলেন, তুমি দু'টি কিতাব তথা তাওরাত ও কুরআন পড়বে (ইসাবা ঃ ২/৩৫২) ফলে তিনি ছিলেন ইসরাঈলিয়্যাত সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ। অতএব, হতে পারে তাঁর এ বাণী

ইসারাঈলিয়্যাত সম্পর্কে গৃহীত। যেটা সহীহ হওয়া জরুরী নয়। অথবা তাঁর উদ্দেশ্য উদাহরণ স্বরূপ এ কথা বুঝানো যে, যারা গোমরাহী ছড়ার তারা যখন বের হবে তখন অস্থির অবস্থায় বের হবে। যেরূপভাবে জেলখানা থেকে মুক্তি পাওয়ার সময় কয়েদি বেরিয়ে আসে। অতঃপর তারা কুরআন ও হাদীসের নামে লোকজনকে গোমরাহ করবে। والله اعلم

وَحَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ وَسَعِيْدُ بْنُ عَمْرٍو الاَشْعَثِىُّ جَمِيْعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ سَعِيْدٌ اَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ حُجَيْرٍ عَنْ طَاؤُسٍ قَالَ جَاءَ هٰذَا اِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَعْنِىْ بُشَيْرَ بْنَ كَعْبٍ فَجَعَلَ يُحَدِّثُهٗ فَقَالَ لَهٗ ابْنُ عَبَّاسٍ عُدْ لِحَدِيْثِ كَذَا وَكَذَا فَعَادَ لَهٗ ثُمَّ حَدَّثَهٗ فَقَالَ لَهٗ عُدْ لِحَدِيْثِ كَذَا وَكَذَا فَعَادَ لَهٗ فَقَالَ لَهٗ مَا اَدْرِىْ اَعَرَفْتَ حَدِيْثِىْ كُلَّهٗ وَاَنْكَرْتَ هٰذَا اَمْ اَنْكَرْتَ حَدِيْثِىْ كُلَّهٗ وَعَرَفْتَ هٰذَا! فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ اِنَّا كُنَّا نُحَدِّثُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذْ لَمْ يُكْذَبُ عَلَيْهِ، فَلَمَّا رَكِبَ النَّاسُ الصَّعْبَ وَالذَّلُوْلَ تَرَكْنَا الْحَدِيْثَ عَنْهُ.

অনুবাদ ঃ (১৯) মুহাম্মদ ইবন আব্বাদ (রা.) ও সাঈদ ইবন আমর আল-আশআছী (র.) ...... তাউস (র.) থেকে বর্ণনা করেন তিনি হিশাম বলেন, তাউসের উদ্দেশ্য বুশাইর ইবন কা'ব। তথা একবার বুশাইর ইবন কা'ব (র.) নামক এক ব্যক্তি ইবন আব্বাস (রা.) -এর নিকট এসে হাদীস বর্ণনা করতে লাগল। ইবন আব্বাস (রা.) তাকে বললেন, অমুক অমুক হাদীস আবার পড়। সে আবার সেগুলো পড়ল। এরপর সে আরো কিছু হাদীস তাঁকে শোনাল। ইবন আব্বাস (রা.) তাকে বললেন, অমুক অমুক হাদীস আবার পড়। সে তা আবার পড়ল। অতঃপর সে ইবন আব্বাস (রা.) কে বলল, আমি বুঝতে পারছি না, আপনি কি আমার ঐ ক'টি হাদীস অগ্রাহ্য করে অবশিষ্ট হাদীসগুলোর নির্ভরযোগ্যতার স্বীকৃতি দান করলেন, নাকি ঐ ক'টি হাদীসকে স্বীকৃতি দিয়ে বাকী হাদীসগুলো প্রত্যাখ্যান করলেন? ইবন আব্বাস (রা.) বললেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস বর্ণনা করতাম, যখন তাঁর নামে মিথ্যা হাদীস বলা হত না। কিন্তু এখন লোকেরা যখন কঠিন ও নরম সব কিছুতে আরোহণ (অসতর্কতা অবলম্বন) করা শুরু করেছে, তখন আমরা হাদীস বর্ণনা করা ছেড়ে দিয়েছি।

ব্যাখ্যা ঃ এক. যেহেতু জাল ও বাজে বিষয়ও হাদীসের নামে কেউ কেউ বর্ণনা করে থাকে এবং এর সম্ভাবনা আছে। অতএব, তাহকীকের পর হাদীস গ্রহণ করা জরুরী। এ কারণে সাহাবায়ে কিরাম তাঁদের শেষ যুগে যখন লোকজন হাদীসের ব্যাপারে অসতর্কতা অবলম্বন করতে আরম্ভ করল, তখন তাঁরা হাদীস গ্রহণে সতর্কতা অবলম্বন করলেন। যাতে পরবর্তী প্রজন্ম এ সুন্নত অবলম্বন করতে পারে। এ বিষয়টি এখানে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

বুশাইর ইবন কা‘ব আবূ আইয়ূব আদভী, বসরী মুখাযরাম তাবিঈ ও নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী। তিনি হযরত ইবন আব্বাস (রা.) -এর প্রায় সমবয়স্ক। ইমাম মুসলিম (র.) এখানে শুধু তাঁর নাম আলোচনা করেছেন। তবে সিহাহ সিত্তার অন্যান্য গ্রন্থকার তাঁর থেকে হাদীসও নিয়েছেন। এক স্থানে এসে তিনি হযরত ইবন আব্বাস (রা.) -এর কাছে একাধারে হাদীস শুনাতে আরম্ভ করলেন। তখন ইবন আব্বাস (রা.) তাঁকে বললেন, ‘যেন আমি আবূ হুরায়রার হাদীস শুনছি।’ অর্থাৎ, ইবন আব্বাস (রা.) তাঁর এই প্রচুর হাদীস বিবরণ পছন্দ করেননি।

দুই. ইবন আব্বাস (রা.) পেছনে যেয়ে দু’বার হাদীসের পূনরাবৃত্তি করালেন, এর উদ্দেশ্য শুধু হিফয-স্মরণশক্তি যাচাই করা।’

তিন. ما ادری -তে ما প্রশ্নবোধক নয়; বরং বিস্ময় ও কিংকর্তব্যবিমূঢ়তা প্রকাশ করা উদ্দেশ্য।

চার. نحدث মা’রূফ মাজহুল উভয় ধরনের পড়া যায়। উত্তম হল, মাজহুল পড়া। পূর্বে মা’রূফের তরজমা দেয়া হয়েছে। মাজহুলের তরজমা হবে, মুসলমান একজন অপরজনের কাছে হাদীস বর্ণনা করত এবং তারা নির্দ্বিধায় তা কবুল করত। কারণ, সবাই গ্রহণযোগ্য এবং সতর্ক ছিল। অতঃপর যখন লোকজন অসতর্কতা অবলম্বন করতে আরম্ভ করল, তখন আমরা যে কোন ব্যক্তির হাদীস গ্রহণ করি না। মা’রূফ অবস্থায় উদ্দেশ্য এই হবে যে, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস বর্ণনা করতাম। কিন্তু যখন লোকজন হাদীসের হেফাজতে ত্রুটি আরম্ভ করল, তখন আমরা হাদীস বর্ণনা করা মাওকূফ করে দিলাম।

একটি প্রশ্নের উত্তর ঃ ইবনে আব্বাস (রা.) -এর হাদীস দ্বারা বোঝা যায়, যখন লোকজন হাদীসের ক্ষেত্রে অসতর্কতা অবলম্বন করতে আরম্ভ করল, তখন ইবন আব্বাস (রা.) হাদীস বর্ণনা করা পরিহার করলেন। অথচ এরূপ ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশী শক্তিশালী ও সহীহ হাদীসের প্রচার প্রসারের প্রয়োজন ছিল।

উত্তর ঃ যখন আব্দুল্লাহ ইবন সাবা মিথ্যা ও জাল হাদীস বর্ণনা করতে আরম্ভ

করল, তখন ইবন আব্বাস (রা.) -এর মন এদিকে ঝুকে পড়ল যে, এখ। হাদীস শোনা ও শুনানো সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেওয়া উচিত। যাতে লোকজন এই ভ্রান্ত লোকগুলোর ভ্রান্ত পদ্ধতি থেকে বিরত হয়। কিন্তু এ কৌশলে তাঁর লক্ষ্য উদ্দেশ্য অর্জিত হয়নি। তখন হযরত আলী (রা.) একটি কৌশল অবলম্বন করলেন। যেটিকে উম্মত গ্রহণ করেছেন। সেটি হল, حدثوا الناس ما يعرفون ودعوا ما ينكرون তথা লোকজনের কাছে পরিচিত হাদীসগুলোই বর্ণনা কর। আর অপরিচিতগুলো বর্জন কর। অবশেষে ইবন আব্বাস (রা.) এ পন্থাই অবলম্বন করেছেন। এজন্য তিনি বলেছেন- لم نأخذ من الناس الا ما نعرف। ফলে এটি একটি মূলনীতি হয়ে দাঁড়ায়।

حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاؤُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍؓ اِنَّمَا كُنَّا نَحْفَظُ الْحَدِيْثَ وَالْحَدِيْثُ يُحْفَظُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَمَّا اِذَا رَكِبْتُمْ كُلَّ صَعْبٍ وَذَلُوْلٍ فَهَيْهَاتَ!

তাহকীক ঃ صَعْبٌ যে সওয়ারী ছেড়ে দেয়ার কারণে অবাধ্য হয়ে যায়। ذَلُولٌ- সহজে অনুগত সওয়ারী। ভালমন্দ সওয়ারীর উপর আরোহণ করা দ্বারা ইঙ্গিত হল, অসতর্কতা অবলম্বনের দিকে।

অনুবাদ ঃ (২০) মুহাম্মদ ইবন রাফি (র.) ...... ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, আমরা হাদীস সংরক্ষণ করতাম। আর হাদীস রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে সংরক্ষণ করা হত। কিন্তু (আফসোস!) যখন তোমরা শক্ত ও নরম সবকিছুতে আরোহণ করা আরম্ভ করেছ। তখন আর তোমাদের ইসতিকামাত কোথায় রইল!

وَحَدَّثَنِى اَبُوْ اَيُّوْبَ سُلَيْمَانَ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ الْغَيْلَانِىُّ قَالَ نَا اَبُوْ عَامِرٍ يَعْنِىْ الْعَقَدِىَّ قَالَ نَا رَبَاحٌ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ جَاءَ بُشَيْرُ بْنُ كَعْبِ الْعَدَوِىُّ اِلَى اِبْنِ عَبَّاسٍؓ فَجَعَلَ يُحَدِّثُ وَيَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَجَعَلَ اِبْنُ عَبَّاسٍ لَايَأْذَنُ لِحَدِيْثِهِ وَلَا يَنْظُرُ اِلَيْهِ فَقَالَ يَا اِبْنَ عَبَّاسٍ! مَا لِىْ لَا اَرَاكَ تَسْمَعُ لِحَدِيْثِىْ؟ اُحَدِّثُكَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَاتَسْمَعُ! فَقَالَ اِبْنُ عَبَّاسٍ إِنَّا كُنَّا مَرَّةً إِذَا سَمِعْنَا رَجُلاً يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِبْتَدَرَتْهُ أَبْصَارُنَا وَأَصْغَيْنَا اِلَيْهِ بِاٰذَانِنَا فَلَمَّا رَكِبَ النَّاسُ الصَّعْبَةَ وَالذَّلُوْلَ لَمْ نَأْخُذْ مِنَ النَّاسِ اِلَّا مَا نَعْرِفُ.

অনুবাদ ঃ (২১) আবূ আইয়ূব সুলায়মান ইবন উবায়দুল্লাহ আল-গায়লানী (র.)

মুজাহিদ (র.) বলেন, একবার বুশাইর ইবন কা'ব আল-আদাভী প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা.) -এর কাছে এসে হাদীস বর্ণনা করতে লাগলেন; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

মুজাহিদ (র.) বলেন, ইবন আব্বাস (রা.) তার হাদীসের প্রতি কর্ণপাত করছিলেন না এবং তার দিকে ভ্রুক্ষেপও করছিলেন না। তখন বুশাইর (র.) বললেন, ইবন আব্বাস (রা.)! কি হল, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস শুনাচ্ছি, আর আপনি তা শুনছেন না! ইবন আব্বাস (রা.) বললেন, এক সময় আমাদের অবস্থা এমন ছিল যে, যখন আমরা শুনতাম যে কোন ব্যক্তি বলছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একথা বলেছেন, তখনই তার দিকে আমাদের দৃষ্টি পড়ত এবং আমরা তার দিকে কান দিতাম। কিন্তু যখন থেকে লোকেরা কঠিন ও নরম যানে আরোহণ শুরু করেছে, তখন থেকে আমরা যাদের চিনি তাদের ছাড়া কারো কাছ থেকে হাদীস গ্রহণ করি না।

ব্যাখ্যা ঃ উসূলে হাদীসে দু'টি শব্দ আছে- মা'রূফ ও মুনকার। প্রবল ধারণা এ দু'টি পরিভাষা হযরত ইবন আব্বাস (রা.) -এর এই ইরশাদ থেকেই গৃহীত হয়েছে। হাদীসে জালিয়াতির কারবার বন্ধ করার জন্য এবং সহীহ ও নির্ভরযোগ্য হাদীস জানার জন্য সাহাবায়ে কিরাম শেষ যুগে তিনটি কাজ আরম্ভ করেছিলেন-

এক. ইসনাদে হাদীস। অর্থাৎ, সনদ সহকারে হাদীস বর্ণনা করা। যাতে বর্ণনাদাতা কার থেকে হাদীস শুনেছেন এবং উপরের বর্ণনাকারী কার থেকে শুনেছেন এর বিবরণ। এর দ্বারা নির্ভয়ে অসতর্ক ও বেপরোয়াভাবে হাদীস বর্ণনা করার ধারা খতম হয়ে যায়।

দুই. নকদে রুয়াত তথা রাবীদের পরখ করা, কে সত্যবাদী আর কে মিথ্যাবাদী? কে ভালরূপে হাদীসটি সংরক্ষণ করেছেন, তথা কে পরিপক্ক আর কে কাঁচা? কে কার কাছ থেকে হাদীস শুনেছেন, কে শুনেননি? যাতে নির্ভরযোগ্য হাফিজের সে হাদীস গ্রহণ করা যায়, যার সনদ বাহ্যতঃ মুত্তাসিল এবং অন্যান্য রেওয়ায়াত সম্পর্কে সতর্কতা অবলম্বন করা যায়।

তিন. আকাবির থেকে নির্ভরযোগ্যতা সম্পর্কে মতামত গ্রহণ। অর্থাৎ, বড় বড়

তাবেঈ ও হাদীসের ইমামগণ থেকে স্বীয় শ্রুত হাদীসগুলো সম্পর্কে মতামত নেয়া। আল্লাহ রব্বুল আলামীন অনুগ্রহ পূর্বক দীনের হেফাজতের যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তা এভাবে পূর্ণাঙ্গতা লাভ করে যে, সাহাবায়ে কিরামের হায়াতে তিনি বরকত দান করেছেন। যাতে তাবিঈন তাদের শরণাপন্ন হয়ে হাদীসের নির্ভরযোগ্যতা সম্পর্কে রায় গ্রহণ করতে পারে। অতঃপর তাবিঈন তারপর এরূপ অগণিত হাদীস বিশেষজ্ঞ জন্মলাভ করেছেন, যাদের শরণাপন্ন হয়ে প্রশান্তি লাভ করা হত। তৎকালীন যুগে একটি মোটা মূলনীতি এই নির্ধারণ করা হয়েছিল যে, মা'রূফ হাদীস গ্রহণ করা হবে। আর অপরিচিত মুনকার হাদীস বর্ণনাকারীদের উৎসাহ প্রদান করা হবে না। যাতে এ ধারা সামনে অগ্রসর হতে না পারে। এখানে পরবর্তীতে গ্রন্থকার এ কথাগুলোই বর্ণনা করেছেন। তবে ধারাবাহিকভাবে নয়।

বড়দের নিকট থেকে হাদীসের গ্রহণযোগ্যতার ব্যাপারে মত গ্রহণ

হাদীসের বিশুদ্ধতা জানার সবচেয়ে উত্তম পদ্ধতি হল, হাদীসের বড় বড় বিশেষজ্ঞদের শরণাপন্ন হওয়া, যেরূপভাবে মানুষ স্বর্ণরূপা পরখ করার জন্য অভিজ্ঞ স্বর্ণকারদের শরণাপন্ন হয়। তাঁদের কাছ থেকে জানা যায়, কোন হাদীস সহীহ, কোনটি সহীহ নয়। এজন্য তাবিঈন বড় বড় সাহাবীগণের শরণাপন্ন হতেন। এ সংক্রান্ত কয়েকটি উদাহরণ নিম্নে প্রদত্ত হয়েছে।

وَحَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَمْرٍو الضَّبِّيُّ قَالَ نَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ عَنِ ابْنِ اَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ كَتَبْتُ اِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَسْأَلُهُ أَنْ يَكْتُبَ لِيْ كِتَابًا وَيُخْفِيْ عَنِّيْ فَقَالَ وَلَدٌ نَاصِحٌ! أَنَا أَخْتَارُ لَهُ الأُمُوْرَ اِخْتِيَارًا وَأُخْفِيْ عَنْهُ قَالَ فَدَعَا بِقَضَاءِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فَجَعَلَ يَكْتُبُ مِنْهُ أَشْيَاءَ وَيَمُرُّبِهِ الشَّيْئُ فَيَقُوْلُ وَاللّٰهِ مَا قَضٰى بِهٰذَا عَلِيٌّ اِلَّا اَنْ يَكُوْنَ ضَلَّ.

অনুবাদ ঃ (২২) দাঊদ ইবন আমর আয্ যাববী (র.) ইবন আবূ মুলাইকা (র.) বলেন যে, আমি আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা.) -এর কাছে লিখে পাঠালাম, তিনি যেন আমাকে একখানা কিতাব লিখে দেন; কিন্তু তাতে কোন বিতর্কিত ও অপ্রয়োজনীয় কিংবা অনির্ভরযোগ্য বিষয়ের উল্লেখ না থাকে। ইবন আব্বাস (রা.) বললেন, 'ছেলেটি কল্যাণকামী।' আমি তার জন্য কিছু বিষয় নির্বাচন করব এবং তাতে কিছু অনুল্লেখ রাখব। বর্ণনাকারী বলেন, তখন তিনি আলী (রা.) -এর

লিপিবদ্ধ ফয়সালাসমূহ আনালেন। তারপর তিনি তা থেকে লেখা শুরু করলেন এবং কোন কোন অংশ দেখে বললেন, আল্লাহর কসম, গোমরাহ না হলে আলী (রা.) এ ধরনের ফয়সালা করতে পারেন না। অর্থাৎ, নিশ্চয় তিনি গোমরাহ নন, অতএব, এসব ফয়সালাও তিনি করেননি।

حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ قَالَ نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ حُجَيْرٍ عَنْ طَاؤُسٍ قَالَ أُتِيَ ابْنُ عَبَّاسٍ بِكِتَابٍ فِيهِ قَضَاءُ عَلِيٍّ فَمَحَاهُ اِلَّا قَدْرَ وَاَشَارَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ بِذِرَاعِهِ.

অনুবাদ ঃ (২৩) (তাউস (র.) থেকে) আমর আন নাকিদ (র.) বর্ণনা করেন যে, আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা.) -এর নিকট একখানা কিতাব আনা হল। এতে লিপিবদ্ধ ছিল হযরত আলী (রা.) -এর বিচারের কতগুলো রায়। ইবন আব্বাস (রা.) তা থেকে সামান্যমাত্র রেখে বাকী অংশ নষ্ট করে দিলেন। বর্ণনাকারী সুফিয়ান ইবন উয়াইনা (র.) নিজের হাতে ইশারা করে (একহাত) পরিমাণ দেখালেন।

ব্যাখ্যা ঃ আগের যুগে লেখা হত লম্বা আকারে এবং এটাকে গোল করে মুড়িয়ে রাখা হত। এটাকে বলা হত সিজিল্ল।

وَحَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ قَالَ نَا يَحْيٰ بْنُ اٰدَمَ قَالَ نَا اِبْنُ إِدْرِيسَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ اَبِي اِسْحٰقَ قَالَ لَمَّا اَحْدَثُوا تِلْكَ الأَشْيَاءَ بَعْدَ عَلِيٍّ قَالَ رَجُلٌ مِّنْ أَصْحَابِ عَلِيٍّ قَاتَلَهُمُ اللّٰهُ أَيَّ عِلْمٍ اَفْسَدُوا.

অনুবাদ ঃ (২৪) হাসান ইবন আলী আল-হুলওয়ানী (র.) ...... আবূ ইসহাক (র.) থেকে বর্ণনা করেন যে, আলী (রা.) -এর পরে লোকেরা যখন তাঁর নামে নতুন নতুন বিষয়ের বর্ণনা দিতে শুরু করল, তখন তাঁর জনৈক ছাত্র আক্ষেপের সাথে বললেন, আল্লাহ এদের ধ্বংস করুন। কী এক ইলমকে এরা নষ্ট করে দিল!

ব্যাখ্যা ঃ হযরত আলী (রা.) -এর শিষ্যের ইঙ্গিত ছিল সেসব বিষয়ের দিকে যেগুলো রাফেযী এবং শিয়ারা হযরত আলী (রা.) -এর উলূমে এবং তাঁর হাদীসগুলোতে বাড়িয়ে সংযুক্ত করে রেখেছিল। যেগুলো ছিল সুনিশ্চিতরূপে বাতিল ও জাল। তারা এসব বাতিল ও জাল বিষয়কে সহীহ বিষয়গুলোর ভিতরে এভাবে প্রবিষ্ট করিয়েছিল, যার ফলে কোন ব্যবধানই ছিল না। -নববী

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالَ نَا اَبُو بَكْرٍ يَعْنِيْ اِبْنَ عَيَّاشٍ قَالَ سَمِعْتُ

الْمُغِيْرَةَ يَقُوْلُ لَمْ يَكُنْ يَصْدُقُ عَلٰى عَلِيٍّ رض فِيْ الْحَدِيْثِ عَنْهُ اِلَّا مِنْ أَصْحَابِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رض.

অনুবাদ ঃ (২৫) আলী ইবন খাশরাম (র.) ...... মুগীরা (রা.) বলেন, আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা.) -এর ছাত্র ব্যতীত অন্য যারা আলী (রা.) সূত্রে হাদীস বর্ণনা করতেন তারা সত্য বর্ণনা করতেন না।

ব্যাখ্যা ঃ বাহ্যতঃ হযরত মুগীরা (রা.) এ কথাটি হযরত কারো জিজ্ঞাসা করার পরিপ্রেক্ষিতে বলে থাকবেন যে, হযরত আলী (রা.) -এর কোন কোন শিষ্যের কাছ থেকে তাঁর হাদীস গ্রহণ করা যাবে। হযরত মুগীরা (রা.) বললেন, হযরত আলী (রা.) -এর সেসব ছাত্র থেকে হাদীস গ্রহণ করা যাবে, যারা হযরত ইবন মাসউদ (রা.) -এরও শিষ্য। তারাই সহীহ হাদীস বর্ণনা করেন।

রাবীদের পরখ করা

জাল হাদীসের মুকাবিলা এবং সহীহ হাদীস সংরক্ষণের জন্য দ্বিতীয় ব্যবস্থা করা হল, রাবীদের সম্পর্কে পরখ। দেখুন-

حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ الرَّبِيْعِ قَالَ نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوْبَ وَ هِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا فُضَيْلٌ عَنْ هِشَامٍ قَالَ وَحَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ حُسَيْنٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ قَالَ إِنَّ هٰذَا الْعِلْمَ دِيْنٌ فَانْظُرُوْا عَمَّنْ تَأْخُذُوْنَ دِيْنَكُمْ.

অনুবাদ ঃ (২৬) হাসান ইবন রাবী (র.) ...... মুহাম্মাদ ইবন সীরীন (র.) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, এ ইলম (হাদীস) হল, দীন। অতএব, কার কাছ থেকে তোমরা দীন গ্রহণ করছ তা গভীরভাবে যাচাই করে নাও।

حَدَّثَنَا اَبُوْ جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ ثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ زَكَرِيَّا عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ عَنْ اِبْنِ سِيْرِيْنَ قَالَ لَمْ يَكُوْنُوْا يَسْئَلُوْنَ عَنِ الْاِسْنَادِ فَلَمَّا وَقَعَتِ الْفِتْنَةُ قَالُوْا سَمُّوْا لَنَا رِجَالَكُمْ فَيُنْظَرَ اِلٰى اَهْلِ السُّنَّةِ فَيُؤْخَذَ حَدِيْثُهُمْ وَيُنْظَرَ اِلٰى أَهْلِ الْبِدَعِ فَلَايُؤْخَذَ حَدِيْثُهُمْ.

অনুবাদ ঃ (২৭) আবূ জা'ফর মুহাম্মদ ইবনুস্ সাব্বাহ .... মুহাম্মাদ ইবন

সীরীন (র.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, এমন এক সময় ছিল যখন লোকেরা সনদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করত না। কিন্তু পরে যখন ফিৎনা দেখা দিল তখন লোকেরা হাদীস বর্ণনাকারীদের বলল, তোমরা যাদের নিকট থেকে হাদীস গ্রহণ করেছ, আমাদের কাছে তাদের নাম বল। তারা এ কথা এ কারণে জানতে চাইত, যাতে দেখা যায় তাঁরা আহলে সুন্নাত কিনা? যদি তারা আহলে সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত হয়, তবে তাদের হাদীস গ্রহণযোগ্য হবে। আর যদি দেখা যায় তারা বিদ‘আতী, তাহলে তাদের হাদীস গ্রহণ করা হবে না।

حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ قَالَ اَنَا عِيْسٰى وَهُوَ ابْنُ يُوْنُسَ قَالَ ثَنَا الأَوْزَاعِيُّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوْسٰى قَالَ لَقِيْتُ طَاؤُسًا فَقُلْتُ حَدَّثَنِيْ فُلاَنٌ كَيْتَ وَكَيْتَ؟ قَالَ إِنْ كَانَ صَاحِبُكَ مَلِيًّا فَخُذْ عَنْهُ.

অনুবাদ ঃ (২৮) ইসহাক ...... সুলায়মান ইবন মূসা (র.) বলেন, আমি তাঊস (র.) -কে বললাম, অমুক ব্যক্তি আমাকে এ হাদীস বলেছে। তিনি বললেন, তোমার নিকট হাদীস বর্ণনাকারী যদি নির্ভরযোগ্য হয় তাহলে তার থেকে তা গ্রহণ কর।

ব্যাখ্যা ঃ مليًا শব্দের অর্থ হল ধনী। এর অর্থ পরিপূর্ণও হয়। এই শব্দ দ্বারা হযরত তাঊস (র.) -এর উদ্দেশ্য হল, যদি তোমাদের উস্তাদ নির্ভরযোগ্য হাদীস মযবুতরূপে সংরক্ষণকারী হয়, যার দীনদারী ও ইলমের উপর নির্ভর করা যায়, তবে তার হাদীস গ্রহণ কর, অন্যথায় নয়।

وَ**حَدَّثَنَا** عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ قَالَ اَنَا مَرْوَانُ يَعْنِيْ اِبْنَ مُحَمَّدٍ الدِّمَشْقِيَّ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوْسٰى قَالَ قُلْتُ لِطَاؤُسٍ إِنَّ فُلاَنًا حَدَّثَنِيْ بِكَذَا وَكَذَا؟ قَالَ اِنْ كَانَ صَاحِبُكَ مَلِيًّا فَخُذْ عَنْهُ.

অনুবাদ ঃ (২৯) আব্দুল্লাহ ...... সুলায়মান ইবন মূসা বলেন, আমি তাঊসকে বললাম, অমুক ব্যক্তি আমার কাছে এরূপ এরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন, উত্তরে তিনি বললেন, যদি তোমার সাথী বিত্তশালী তথা নির্ভরযোগ্য ও মজবুত হয়ে থাকে, তবে তার কাছ থেকে হাদীস গ্রহণ কর।

حَدَّثَنَا نَصرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ قَالَ ثَنَا الأَصْمَعِيُّ عَنْ اِبْنِ اَبِىْ

الزِّنَادِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ اَدْرَكْتُ بِالْمَدِيْنَةِ مِأَةً كُلُّهُمْ مَأمُوْنٌ مَا يُؤْخَذُ عَنْهُمُ الْحَدِيْثُ يُقَالُ لَيْسَ مِنْ اَهْلِهِ.

অনুবাদ ঃ (৩০) নসর ইবন আলী ...... ইবন আবুয্ যিনাদ (র.) তাঁর পিতা সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, মদীনায় একশজন লোকের সাক্ষাৎ আমি পেয়েছি, তাঁরা সবাই (মিথ্যা থেকে) নিরাপদ ছিলেন। তবুও তাদের কাছ থেকে হাদীস গ্রহণ করা হত না। কারণ, তাদের সম্পর্কে বলা হত যে, তাদের কেউ হাদীস বর্ণনা করার ক্ষেত্রে যোগ্য ছিলেন না।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَبِىْ عُمَرِ الْمَكِّيُّ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ ح وَحَدَّثَنِىْ اَبُوْ بَكْرِ بْنُ خَلاَّدٍ الْبَاهِلِيُّ وَاللَّفْظُ لَهٗ قَالَ سَمِعْتُ سُفْيَانَ بْنَ عُيَيْنَةَ عَنْ مِسْعَرٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ اِبْرَاهِيْمَ يَقُوْلُ لاَيُحَدِّثُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلاَّ الثِّقَاتُ.

অনুবাদ ঃ (৩১) মুহাম্মদ ইবন আবূ উমর আল-মক্কী ও আবূ বকর ইবন খাল্লাদ আল-বাহিলী (র.) ...... মিসআর (র.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি সা'দ ইবন ইবরাহীমকে বলতে শুনেছি; নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি ব্যতীত কেউ যেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস বর্ণনা না করে।

হাদীসে সনদ বর্ণনার গুরুত্ব

হাদীসের ক্ষেত্রে জালিয়াতি প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে প্রথম যুগে যে সতর্ক পন্থা অবলম্বন করা হয়েছিল, তন্মধ্যে একটি হল, হাদীসের সনদ বর্ণনা। নিম্নোক্ত রেওয়ায়াতগুলো থেকে তা স্পষ্ট হচ্ছে।

وَحَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ قُهْزَاذَ مِنْ أَهْلِ مَرْوَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَانَ بْنَ عُثْمَانَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ الْمُبَارَكِ يَقُوْلُ اَلإِسْنَادُ مِنَ الدِّيْنِ وَلَوْلاَ الإِسْنَادُ لَقَالَ مَنْ شَاءَ مَا شَاءَ!

অনুবাদ ঃ (৩২) মার্ভের অধিবাসী মুহাম্মাদ ইবন আব্দুল্লাহ ইবন কুহযায (র.) ...... আব্দুল্লাহ ইবন মুবারক (র.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, হাদীসের সনদ বর্ণনা করা দীনের অন্তর্ভুক্ত। যদি সনদ না থাকত তাহলে যার যা ইচ্ছা তাই বলত।

(জনৈক অনুবাদক اهل مرو -এর তরজমা করেছেন ‘মরুবাসী’। হাস্যকর বিষয়। এটি ভুল অনুবাদ। -নোমান আহমদ গুফিরালাহু)

ব্যাখ্যা ঃ মনে হয় হযরত ইবন মুবারক (র.) কারো প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন। প্রশ্ন হল, যে ইলমে হাদীসের বিরাট ফযীলত বর্ণনা করা হয়, তাতে হাদীস তো কেবল নামে মাত্র। বেশীর ভাগই তো حدثنا فلان حدثنا فلان। এর কি মর্যাদা হতে পারে! হযরত ইবন মুবারক (র.) -এর যুগ পর্যন্ত তো হাদীসের সনদের প্রচলন এত বেশী হয়েছিল যে, এক একটি হাদীসের শত সহস্র সনদ হয়ে গিয়েছিল। যেন সনদের নামই হয়ে গেল হাদীস শাস্ত্র।

● ইবন মুবারক (র.) এই প্রশ্নের উত্তর দিলেন যে, এ ধারণা ঠিক নয় যে, ‘অমুক অমুকের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন, অমুক অমুকের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন-’ এটাতে কোন সওয়াব নেই; বরং এটাও দীনী বিষয়। কারণ, এসব হল, হাদীস সংরক্ষণের জন্য। যদি সনদ না হত তাহলে যার যা মনে চাইত তাই বলত। এই সনদের কারণেই তো মিথ্যুকদের মুখে লাগাম লেগেছে।

● মা‘ন ইবন ঈসা (র.) বলেন, মালিক (র.) বলতেন, চারজন থেকে ইলম (হাদীস) গ্রহণ করা যাবে না; অন্যদের থেকে গ্রহণ করা যাবে। বেওকুফ থেকে গ্রহণ করা যাবে না এবং বিদ‘আতী- যে মানুষকে বিদ‘আতের দিকে আহবান করে তার থেকে, যে মিথ্যাবাদী মানুষের সাথে কথাবার্তায় মিথ্যা বলে এরূপ মিথ্যুক থেকেও নয়। যদিও সে হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যাপারে অভিযুক্ত নয় এবং এরূপ বুযুর্গ শায়খ থেকেও হাদীস গ্রহণ করা যাবে না, যে নেককার ইবাদতগুজার ও ফযীলত মর্যাদার অধিকারী; কিন্তু হাদীস সম্পর্কে তার জ্ঞান নেই।

● আবূ সাঈদ হাদ্দাদ (র.) বলেছেন, ইসনাদ হল, সিঁড়ির ন্যায়। যখন সিঁড়ি থেকে তোমার পদস্খলন ঘটবে তখন তুমি পড়ে যাবে।

● ইবন মুবারক (র.) বলেছেন, যে তার দীনী বিষয় সনদ ছাড়া অন্বেষণ করে তার উদাহরণ এরূপ ব্যক্তি, যে সিঁড়ি ছাড়া উপরে আরোহণ করে। বিস্তারিত দ্রষ্টব্য- ফাতহুল মুলহিম

মুসলমানদের বৈশিষ্ট্য

মুত্তাসিল সনদ উম্মতে মুসলিমার বৈশিষ্ট্য। প্রাচীন ও আধুনিক অন্য কোন জাতির এই বৈশিষ্ট্য নেই। আল্লামা ইবন হাযম জাহিরী (র.) সনদের আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন যে, তৃতীয় প্রকার হল, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত নির্ভরযোগ্য রাবীদের বিবরণ। প্রতিটি রাবী তার পূর্বের রাবী

থেকে বর্ণনাকারীর নাম বংশ সবকিছু বর্ণনা করেছেন। সবগুলো রাবীর হাল জানা। কাল এবং দেশ সবকিছু জানা। এ ধরনের সনদসহ বিবরণ উম্মতে মুসলিমার বৈশিষ্ট্য। চতুর্থ প্রকার হল, একজন বা একাধিক নির্ভরযোগ্য রাবী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। মাঝখানে এক বা একাধিক রাবী বাদ পড়েছেন। এ ধরনের বিবরণ ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের মধ্যেও আছে। মূসা (আ.) থেকে তাদের একটি বিবরণ আছে যেটি সনদ সহকারে হিলাল, শামউন, শিমালী প্রমুখ পর্যন্ত তারা পৌঁছাতে পারে। তার পরে মাঝখানে অনেক বর্ণনাকারী বাদ পড়ে যায়। ইবন হাযম (র.) বলেন, 'আমার ধারণা ইয়াহুদীদের শুধু একটি বিষয় তথা কন্যাকে বিয়ে করা সংক্রান্ত একটি মাসআলা- একজন বড় জ্ঞানী আলিম তাদের নবী থেকে বর্ণনা করেন। খৃষ্টানদেরও এই ধরনের একটি বিষয় পাওয়া যায়। সেটি হল, তালাক হারাম হওয়ার বিষয়।'

মুসলমানদের বিরাট বৈশিষ্ট্য হল, তারা সনদ সংক্রান্ত মূলনীতি তৈরি করেছেন। তৈরি করেছেন, আসমাউর রিজাল শাস্ত্র। যদ্বারা ডঃ স্পৃংঙ্গারের উক্তি মতে পাঁচ লাখ মনীষীর জীবনী জানা যায়। যার নজির পৃথিবীতে নেই। ইয়াহুদীদের আসমাউর রিজাল সংক্রান্ত সবচেয়ে পুরানো কিতাব মুসলমানদের ১০০ বছর পর অস্তিত্ব লাভ করেছে। উলামায়ে ইসলাম প্রতিটি রাবী সম্পর্কে স্বতন্ত্র যাচাই বাছাই করেছেন। তাদের স্তর নির্ণয় করেছেন এবং যার যার গবেষণা মতে বিশুদ্ধতম সনদ পেশ করেছেন।

বর্তমান যুগে হাদীসের সনদ ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস সংকলনের পর যখন মাশরিক থেকে মাগরিব পর্যন্ত এগুলো ছড়িয়ে পড়েছে, গ্রন্থকারগণ পর্যন্ত এর সম্বন্ধ মুতাওয়াতিরের সীমায় পৌঁছেছে, তখন থেকে আর হাদীস বর্ণনাকারী স্বীয় সনদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত বর্ণনা করার প্রয়োজন মনে করেন না। শুধু কিতাবের বরাত দেয়াই যথেষ্ট ছিল। তা সত্ত্বেও তাবাররুক হিসাবে মুহাদ্দিসীনে কিরাম নিজেদের মুত্তাসিল সনদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত বর্ণনা করেন ও ছাপিয়ে দেন। এটাও বিরাট সতর্কতার বিষয়। এ পরিমাণ সতর্কতা ইলমে হাদীসেরই বৈশিষ্ট্য।

গ্রন্থকারের সনদ

বরকত স্বরূপ আহকার সহীহ মুসলিমের সনদটি নিম্নে উল্লেখ করছে। আহকার নো'মান আহমদ ইবন নূরুল হক (গু.)- (মুসলিম শরীফ, ১ম খন্ডের উস্তাদ) শায়খ আল্লামা নে'য়ামতুল্লাহ আ'জমী (দা.) মুহাদ্দিস, দারুল উলূম দেওবন্দ, ২য় খন্ডের উস্তাদ শায়খ আল্লামা কামরুদ্দীন গুরকপুরী (র.), (মুহাদ্দিস

দারুল উলূম দেওবন্দ, তাঁদের উভয়ের মুসলিমের উস্তাদ)- শায়খ আল্লামা ইবরাহীম বলিয়াবী (র.)-শায়খুল হিন্দ মাহমূদুল হাসান দেওবন্দী (র.)- কাসিমুল উলূম ওয়াল খায়রাত আল্লামা কাসিম নানুতবী (র.)-শাহ্ আব্দুল গনী মুজাদ্দিদী (র.)- শাহ মুহাম্মাদ ইসহাক দেহলবী (র.)-শাহ আব্দুল আযীয মুহাদ্দিসে দেহলবী (র.)-মুসনিদুল হিন্দ মুহাম্মদ আহমদ প্রসিদ্ধ ওয়ালিউল্লাহ ইবন আব্দুর রহীম ফালতী পরবর্তীতে দেহলবী (র.)- আবূ তাহির মুহাম্মাদ ইবন ইবরাহীম আল-মাদানী (র.)-আবূ ইবরাহীম আল-কুরদী (র.)-শায়খ সুলতান আল-মায্যাহী (র.)-শিহাবুদ্দীন আহমদ ইবন খলীল আস সুবকী (র.)-নাজমুদ্দীন গাইতী (র.)-যায়নুদ্দীন যাকারিয়া (র.)-ইবন হাজার আল-আসকালানী (র.)-সালাহুদ্দীন আবূ উমর আল-মুকাদ্দামী (র.)-ফখরুদ্দীন আবুল হাসান আলী ইবন আহমাদ ইবন আব্দুল ওয়াহিদ আল-মুকাদ্দামী (র.), (তিনি ইবনুল বুখারী নামে প্রসিদ্ধ)-আবুল হাসান সুয়াইদ ইবন মুহাম্মাদ আত্ তূসী (র.)-ফকীহুল হারাম আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন ফযল ইবন আহমদ আল-ফুরাদী (র.)-ইমাম আবুল হুসাইন আব্দুল গাফির ইবন মুহাম্মাদ আল-ফারিসী (র.)-আবূ মুহাম্মাদ মুহাম্মাদ ইবন ঈসা আল-জালূযী আন্ নিশাপুরী (র.)-আবূ ইসহাক ইবরাহীম ইবন মুহাম্মাদ ইবন সুফিয়ান আল ফকীহ আল জালূযী (র.)- সহীহ মুসলিম গ্রন্থকার আবুল হুসাইন মুসলিম ইবন হাজ্জাজ আন্ নিশাপুরী (র.)।

আরেকটি সনদ ঃ শায়খ কামরুদ্দীন (র.)-শায়খ ফখরুদ্দীন আহমদ (র.)-শায়খ ইবরাহীম বলিয়াবী (র.)-শাইখুল হিন্দ (র.)-শায়খ রশীদ আহমদ (র.)-শায়খ আব্দুল গনী (র.)-শাহ্ ইসহাক (র.)-শাহ আব্দুল আযীয (র.)-শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলবী (র.)।

আরেকটি সনদ ঃ শায়খ ফখরুদ্দীন আহমাদ (র.)-শায়খ ইবরাহীম বলিয়াবী (র.)-শায়খুল হিন্দ (র.)-আহমাদ মাজহার আন্ নানুতবী (র.)

আরেকটি সনদ ঃ আমাদের উস্তাদ শায়খ নে'য়ামাতুল্লাহ আজমী (দা.বা.)-শায়খুল ইসলাম (আল্লামা শাব্বীর আহমদ উসমানী) (র.)-শায়খুল হিন্দ মাহমূদুল হাসান (র.)-শায়খ মুহাম্মাদ কাসেম নানুতবী (র.)।

আরেকটি সনদ ঃ আমাদের উস্তাদ মুফতীয়ে আজম বাংলাদেশ, শায়খুল আরব ওয়াল আজম আল্লামা হুসাইন আহমদ মাদানী (র.) -এর খলীফা আল্লামা মুফতী আহমদুল হক (দা.বা.)- আল্লামা ইবরাহীম বালিয়াবী (র.)। পরবর্তী সনদ দারুল উলূম দেওবন্দের উপরোক্ত সনদের ন্যায়।

জারহ ও তা'দীলের বৈধতার হিকমত ঃ এর বৈধতার হিকমত হল, শরীয়তকে হেফাজত করা। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, يا ايها الذين امنوا ان جاءكم

فاسق بنبأ فتبينوا। তা'দীল সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বানী রয়েছে- ان عبد الله رجل صالح। জারহ সংক্রান্ত তাঁর বাণী হল, بئس اخوا العشيرة। সাহাবা, তাবিঈ ও তৎপরবর্তীগণ অনেক লোক সম্পর্কে কালাম করেছেন। আবূ বকর খাল্লাদ ইয়াহইয়া ইবন সাঈদ (র.)কে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি ভয় করেন না, যাদের হাদীস আপনি বর্জন করেছেন তারা আল্লাহ্র দরবারে আপনার বিরুদ্ধে বিবাদী হবেন? তখন তিনি উত্তর দিলেন, لأن يكونوا خصمائى احب الىّ من ان يكون خصمى رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ বিস্তারিত দ্রষ্টব্য -তাদরীবুর রাবী ঃ ৫২০

সতর্কবাণী ঃ তবে জারহ ও তা'দীল সম্পর্কে আরো কয়েকটি জিনিস লক্ষ্য রাখা উচিত। ১. প্রয়োজন অনুপাতে জারহ করা। ২. জারহ ও তা'দীল উভয়টি থাকলে উভয়টির উল্লেখ করা। ৩. যাদের জারহের প্রয়োজন নেই তাদের জারহ না করা। ৪. যিনি জারহ করবেন তিনি দীনদার, সচেতন ও শুভাকাঙ্ক্ষী আলিম হবেন।

অস্পষ্ট জারহ ও তা'দীলের হুকুম ঃ জারহ ও তা'দীলের কারণ বর্ণনা করলে সেটি মুফাস্সার (সকারণ বিবরণ), অন্যথায় মুবহাম (কারণহীন বিবরণ)। জারহ তা'দীল অস্পষ্ট বা মুবহাম হলে গ্রহণযোগ্য হবে কিনা? এ সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। হাফিজ ইবন হাজার (র.) বলেছেন, যদি এরূপ কোন রাবী হয়, যার সম্পর্কে কোন ইমাম জারহ করেছেন, আর কেউ করেননি। তবে সেই জারহে মুবহাম গ্রহণযোগ্য হবে না। যদি সবাই জারহ করেন, কেউ তা'দীল না করেন তবে জারহে মুবহাম গ্রহণযোগ্য। আবার কখনও কখনও জারহে মুফাস্সারের উপরও তা'দীল প্রাধান্য পায়। যখন জারহকারী স্বয়ং অভিযুক্ত, সমালোচিত কিংবা কট্টরপন্থী হয়।

গীবত ঃ হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) -এর হাদীসে আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, গীবত কি তোমরা কি জান? সাহাবায়ে কিরাম বললেন, আল্লাহ ও তদীয় রাসূলই ভাল জানেন। তখন তিনি বললেন, তোমার ভাই যা অপছন্দ করে তার আলোচনা সেভাবে করা (গীবত)। কেউ জিজ্ঞেস করল, (ইয়া রাসূলাল্লাহ!) বলুন, যদি আমার ভাইয়ের মধ্যে সে দোষটুকু থাকে? উত্তরে তিনি বললেন, তোমার কথিত সে দোষটি যদি তার মধ্যে থাকে তবেই তো তুমি তার গীবত করলে। অন্যথায় তো তুমি তার প্রতি তোহমত বা অপবাদ দিলে। -তিরমিযী, হাসান সহীহ। এতে বোঝা গেল, কারো বাস্তব দোষ তার পশ্চাতে বর্ণনা করাই গীবত।

● ইমাম নববী (র.) বলেন, গীবত হল, কোন সম্বোধিত ব্যক্তিকে সুনির্দিষ্ট কোন ব্যক্তি বা দল অথবা অনির্দিষ্ট ব্যক্তি বা দলের ত্রুটি (যদি সম্বোধিত ব্যক্তি বুঝতে পারে যে কাকে বুঝান হচ্ছে) বর্ণনা করে বুঝান। অতঃপর তিনি প্রমাণাদির আলোকে ছয়টি বিষয়কে গীবত থেকে ব্যতিক্রমভুক্ত করেছেন- ১.শাসক বা বিচারকের নিকট কোন জালিমের জুলুমের বিবরণ দেয়া। ২. কুকর্ম ও গুনাহ উৎখাত করার উদ্দেশ্যে এমন লোকের কাছে বর্ণনা করা, যিনি এর মূলোৎপাটনের ক্ষমতা রাখেন। ৩. ফতওয়া জিজ্ঞেস করার উদ্দেশ্যে, যেমন, হযরত হিন্দা (রা.) স্বামী সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট মাসআলা জিজ্ঞেস করার সময় বলেছিলেন, আবূ সুফিয়ান কৃপণ ব্যক্তি ......। ৪. মুসলমানদেরকে কারো অনিষ্ট থেকে বাঁচানোর উদ্দেশ্যে। ৫. যে প্রকাশ্যে ফাসিকী ও বিদ'আতে লিপ্ত, প্রকাশ্যে যে ফিস্ক ও বিদ'আতে লিপ্ত এটি অন্যদের কাছে বর্ণনা করা গীবত নয়। ৬. পরিচয়ের উদ্দেশ্যে উপাধি ইত্যাদি বর্ণনা করা। যেমন, অন্ধ, লেংড়া।

● ইমাম রাগিব ইস্পাহানী (র.) বলেছেন, গীবত হল, নিস্প্রয়োজনে অন্যের দোষ বর্ণনা করা।

● খতীব বাগদাদী (র.) বলেন, 'কাউকে হেয় প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে দোষ বর্ণনা করাই হচ্ছে গীবত, এ দুটি সংজ্ঞায় ব্যতিক্রমভুক্তির কোন প্রয়োজন নেই। মোটকথা, হাদীসের রাবীদের তানকীদ করা গীবত নয়। এটা প্রয়োজনীয় জরুরী কাজ। তানকীদের পরই বিশুদ্ধ সনদ অর্জিত হবে।

قَالَ وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنِيُ الْعَبَّاسُ بْنُ اَبِىْ رِزْمَةَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ يَقُوْلُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْقَوَائِمُ يَعْنِىْ الْاِسْنَادَ.

অনুবাদ ঃ (৩৩) মুহাম্মদ ইবন আব্দুল্লাহ (র.) ...... আব্দুল্লাহ ইবন মুবারক (র.) বলেন, আমাদের ও লোকদের মাঝখানে রয়েছে অনেক খুঁটি অর্থাৎ, সনদ।

ব্যাখ্যা ঃ হযরত ইবন মুবারক (র.) -এর উক্তির সারকথা হল, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে স্বয়ং আমরা হাদীস শুনিনি; বরং সাহাবায়ে কিরাম শুনেছেন। সাহাবায়ে কিরামের যুগ আমাদের যুগ থেকে অনেক দূরবর্তী। তাঁদের পর্যন্ত আমরা কেবল সূত্র মাধ্যমেই পৌঁছতে পারি। এসব মাধ্যমগুলোকেই তিনি পাঁ অথবা সিঁড়ি আখ্যায়িত করেছেন। খতীব বাগদাদী (র.) আল-কিফায়াতে (পৃষ্ঠা ঃ ৩৯৩) ইবন মুবারক (র.) -এর যে শব্দরাজি বর্ণনা করেছেন, সেগুলো দ্বারা তাঁর উদ্দেশ্য সুনির্দিষ্ট হয়ে যায়। তিনি বলেছেন, مثل الذى يطلب امر دينه بلا اسناد كمثل الذى يرتقى السطح بلا سلم ـ الأجوبة

الفاضلة ص ٢١ 'যে দীনী বিষয় সনদ ছাড়া অর্জন করতে চায়, তার উদাহরণ সে ব্যক্তির মত যে সিঁড়ি ছাড়া ছাদে আরোহণ করে।'

সনদে মুত্তাসিলের গুরুত্ব

সনদে দু'টি বিষয় যাচাই করা হয়। ১. সমস্ত রাবী নির্ভরযোগ্য নাকি কেউ দুর্বল আছে? ২. সনদ কি মুত্তাসিল না কোথাও বিচ্ছিন্নতা রয়েছে? যদি সমস্ত রাবী নির্ভরযোগ্য হয় আর সনদ মুত্তাসিল হয়, তাহলে সেসব হাদীস গ্রহণযোগ্য ও দীনী বিষয়ে প্রামাণ্য হয়। ইবন মুবারক (র.) -এর নিকট কোন একটি হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, সনদের সমস্ত রাবী যদিও নির্ভরযোগ্য কিন্তু তা সত্ত্বেও যদি সনদ মুত্তাসিল না হয়, তাহলে হাদীস প্রমাণযোগ্য নয়। নিম্নে দেখুন-

وَقَالَ مُحَمَّدٌ سَمِعْتُ اَبَا اِسْحَاقَ اِبْرَاهِيْمَ بْنَ عِيْسٰى الطَّالِقَانِىَّ قَالَ قُلْتُ لِعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْمُبَارَكِ يَا اَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ! اَلْحَدِيْثُ الَّذِىْ جَاءَ إِنَّ مِنَ الْبِرِّ بَعْدَ الْبِرِّ اَنْ تُصَلِّىَ لِاَبَوَيْكَ مَعَ صَلَاتِكَ وَتَصُوْمَ لَهُمَا مَعَ صَوْمِكَ؟ قَالَ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ يَا اَبَا اِسْحَاقَ! عَمَّنْ هٰذَا؟ قَالَ قُلْتُ لَهٗ هٰذَا مِنْ حَدِيْثِ شِهَابِ بْنِ خِرَاشٍ فَقَالَ ثِقَةٌ، عَمَّنْ؟ قَالَ قُلْتُ عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ دِيْنَارٍ، قَالَ ثِقَةٌ، عَمَّنْ؟ قَالَ قُلْتُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا اَبَا اِسْحَاقَ! إِنَّ بَيْنَ الْحَجَّاجِ بْنِ دِيْنَارٍ وَبَيْنَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَفَاوِزَ تَنْقَطِعُ فِيْهَا اَعْنَاقُ الْمَطِىِّ وَلٰكِنْ لَيْسَ فِى الصَّدَقَةِ اِخْتِلَافٌ.

তাহকীক ঃ مفاوز -مَفَازَةٌ -এর বহুবচন। মরুবিয়াবান। اَعناق -عُنُقٌ -এর বহুবচন। গর্দান। المَطِىَّ -مَطِيَّةٌ এর বহুবচন। সওয়ারী। انقطاعًا_ انقطع_- কেটে যাওয়া, বিচ্ছিন্ন হওয়া। অর্থাৎ, সেসব মরুবিয়াবানে সওয়ারীর গর্দান বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় তথা সওয়ারীগুলো ধ্বংস হয়ে যায়।

অনুবাদ ঃ (৩৪) মুহাম্মদ বলেছেন, আবূ ইসহাক ইবরাহীম ইবন ঈসা আত তালাকানী বলেন, আমি আব্দুল্লাহ ইবন মুবারক (র.)কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, হে আবূ আব্দুর রহমান! এ হাদীসটি সম্পর্কে আপনার কি অভিমত, যাতে আছে, 'অন্যতম সৎকাজ হল, তোমার সালাতের সাথে পিতা-মাতার জন্য সালাত আদায়

করে নেয়া। আর তোমার সিয়ামের সাথে পিতা-মাতার জন্যও সিয়াম পালন করা?'

তিনি বললেন, হে আবূ ইসহাক! কার বরাতে এ হাদীসটি বর্ণনা করছ? আমি বললাম, এটি শিহাব ইবন খিরাশ থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বললেন, হ্যাঁ ইনি নির্ভরযোগ্য। তবে তিনি কার নিকট থেকে বর্ণনা করেছেন? আমি বললাম, হাজ্জাজ ইবন দীনার থেকে।

তিনি বললেন, ইনি নির্ভরযোগ্য। (তিনি বললেন,) তিনি কার নিকট থেকে বর্ণনা করেছেন? আমি বললাম, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বললেন, হে আবূ ইসহাক! হাজ্জাজ ইবন দীনার ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাঝে এত দুস্তর মরু প্রান্তর রয়েছে যা অতিক্রম করতে গেলে উটের গর্দানও ভেঙ্গে পড়বে। তবে পিতা-মাতার জন্য সদকা করার বিষয়ে কোন মতভেদ নেই।

ব্যাখ্যা ঃ এক. হাজ্জাজ ইবন দীনার ওয়াসিতী আবূ দাঊদ, তিরমিযী ও ইবন মাজাহ -এর রাবী। সপ্তম শ্রেণী তথা বড় তাবে তাবিঈর অন্তর্ভুক্ত। যেমন, ইমাম মালিক, সুফিয়ান সাওরী প্রমুখ। এ তবকার রেওয়ায়াতে কমপক্ষে দুটি মাধ্যম জরুরী। একটি তাবিঈর অপরটি সাহাবীর। যেমন, ইমাম মালিক (র.) -এর সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত সনদ হল, নাফি'-ইবন উমর (রা.)। আর সবচেয়ে বড় ও দীর্ঘতম সূত্রের কোন সংখ্যা নির্ধারিত নেই। অতএব, যদি হাজ্জাজ ইবন দীনার قال رسول الله বলে হাদীস বর্ণনা করেন, তাহলে কমপক্ষে দু'টি সূত্র অবশ্যই ছুটে গেছে। আর বেশীর অবস্থাতো আল্লাহই ভাল জানেন। অতএব, বিরাট বিচ্ছিন্নতা রয়েছে। এটাকে ইবন মুবারক (র.) মরুবিয়াবানের বিরাট অন্তরাল বলে আখ্যায়িত করেছেন।

দুই. ঈসালে সওয়াব জায়িয আছে কিনা, যদি জায়িয হয় তাহলে কোন কোন ইবাদতের সওয়াব মৃতকে পৌছানো যায়? মু'তাযিলার মতে কোন আমলের ঈসালে সওয়াব জায়িয নেই। ইমাম মালিক ও শাফিঈ (র.) -এর মতে শুধু সদকা, দু'আ এবং হজ্জের ঈসালে সওয়াব জায়িয আছে। অন্যান্য ইবাদতে বিশেষতঃ দৈহিক ইবাদতে ঈসালে সওয়াব জায়িয নেই। হানাফী এবং হাম্বলীদের মতে প্রতিটি আমলের ঈসালে সওয়াব জায়িয আছে। ইমাম মালিক ও শাফিঈ (র.) -এর প্রমাণ- সদকা, দু'আ এবং হজ্জ ছাড়া অন্যান্য ইবাদতে ঈসালে সওয়াব প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কিরাম থেকে প্রমাণিত নয়। ইবন মুবারক (র.) এর উত্তর দিয়েছেন যে, এর প্রমাণের প্রয়োজনই বা কি? সদকার ঈসালে সওয়াব যেহেতু সর্বসম্মতিক্রমে প্রমাণিত,

সেহেতু এর উপর অন্যান্য ইবাদতকে কিয়াস করা যাবে। কোন মাসআলার প্রতিটি শাখা প্রমাণিত হওয়া জরুরী নয়। অন্যথায় কিয়াসের প্রয়োজনই বা কি ছিল?

রাবীদের আদালত বা দীনদারীর গুরুত্ব

হাদীস গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য সনদ মুত্তাসিল হওয়া ছাড়া রাবীদের আদালত (দীনদারী)ও জরুরী। যদি সনদের একজন রাবীও অনির্ভরযোগ্য হয় তবে সে হাদীসটি প্রমাণযোগ্য হওয়ার ক্ষেত্রে ইখতিলাফ রয়েছে। নিম্নোক্ত রেওয়ায়াতগুলো এ সম্পর্কেই উল্লেখ করা হয়েছে।

وَقَالَ مُحَمَّدٌ سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ شَقِيقٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ الْمُبَارَكِ يَقُوْلُ عَلٰى رُؤُسِ النَّاسِ دَعُوْا حَدِيْثَ عَمْرِو بْنِ ثَابِتٍ فَإِنَّهٗ كَانَ يَسُبُّ السَّلَفَ.

অনুবাদ ঃ মুহাম্মাদ (র.) ...... আব্দুল্লাহ ইবন মুবারক (র.) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি একদিন লোকদের সামনে বলেছিলেন, তোমরা আমর ইবন সাবিতের হাদীস বর্জন কর, কেননা সে মহান পূর্বসূরীদের দোষারোপ করে গালি দেয়। (সে ফাসিক। আর ফাসিকের রেওয়ায়াত গ্রহণযোগ্য নয়।)

ব্যাখ্যা ঃ (৩৫) আবুল মিকদাম আমর ইবন সা'দ কূফী (ওফাত ঃ ১৭২ হিজরী) নেহায়েত দুর্বল রাবী। এ লোকটি ছিল ইবন মুবারক (র.) এর সমকালীন। লোকটির ইন্তিকালের পর তার জানাযা ইবন মুবারক (র.) -এর মসজিদের নিকট দিয়ে অতিক্রান্ত হওয়ার সময় ইবন মুবারক (র.) মসজিদে চলে গেলেন এবং দরজা বন্ধ করে দিলেন। জানাযার নামাযেও শরীক হননি। কারণ, লোকটি ছিল কট্টর শিয়া, খবীস রাফেযী। তার আকীদা ছিল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর পাঁচজন ছাড়া সমস্ত সাহাবী কাফির হয়ে গেছেন। নাউযুবিল্লাহ! তাছাড়া লোকটি হযরত উসমান (রা.) কে গালি দিত। হযরত আলী (রা.) কেও হযরত আবূ বকর ও উমর (রা.) -এর উপর প্রাধান্য দিত। সিহাহ সিত্তা সংকলকগণের মধ্য হতে শুধুমাত্র ইমাম আবূ দাউদ (র.) ইস্তিহাযার আলোচনায় তার একটি হাদীস প্রাসঙ্গিকভাবে উল্লেখ করেছেন এবং তার সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন, 'আমর ইবন সাবিত রাফিযী, খারাপ লোক। তবে হাদীসের ব্যাপারে সে সত্যবাদী ছিল।' বাকী সিহাহ সিত্তা গ্রন্থকারগণ তাকে হাদীসের ক্ষেত্রেও গ্রহণযোগ্য মনে করেন না। বিস্তারিত দ্রষ্টব্য ঃ তাহযীব ঃ ৮/৯, মীযান ঃ ৩/২৪৯, যুআফা -উকায়লী ঃ ৩/২৬১, আত্ তারীখুল কাবীর -বুখারী ঃ ৩/৩১৯, আত্ তারীখুস্ সগীর -বুখারী ঃ ২/১৭৫।

وَحَدَّثَنِى اَبُوْ بَكْرِ بْنُ النَّضْرِ بْنِ اَبِى النَّضْرِ قَالَ: حَدَّثَنِى اَبُوْ النَّضْرِ هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَقِيْلٍ صَاحِبُ بُهَيَّةَ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ الْقَاسِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ وَيَحْيٰى بْنِ سَعِيْدٍ فَقَالَ يَحْيٰى لِلْقَاسِمِ يَا اَبَا مُحَمَّدٍ اِنَّهُ قَبِيْحٌ عَلٰى مِثْلِكَ عَظِيْمٌ أَنْ تُسْأَلَ عَنْ شَيْئٍ مِنْ أَمْرِ هٰذَا الدِّيْنِ فَلَا يُوْجَدُ عِنْدَكَ مِنْهُ عِلْمٌ وَلَافَرَجٌ، أَوْ عِلْمٌ وَلَامَخْرَجٌ! فَقَالَ لَهُ الْقَاسِمُ وَعَمَّ ذَاكَ؟ قَالَ لأَنَّكَ اِبْنُ إِمَامَىْ هُدًى اِبْنُ اَبِى بَكْرٍ رض وَ عُمَرَ رض! قَالَ يَقُوْلُ لَهُ الْقَاسِمُ أَقْبَحُ مِنْ ذَاكَ عِنْدَ مَنْ عَقَلَ عَنِ اللّٰهِ أَنْ أَقُوْلَ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَوْ اٰخُذَ عَنْ غَيْرِ ثِقَةٍ قَالَ فَسَكَتَ فَمَا اَجَابَهُ.

অনুবাদ ঃ (৩৬) আবূ বকর ইবন নযর ইবন আবূ নযর (র.) আবুন্ নযর সূত্রে বুহাইয়া (র.) -এর আযাদকৃত গোলাম ও ছাত্র আবূ আকীল (র.) থেকে বর্ণনা করেন যে, একবার আমি ছিলাম কাসিম ইবন উবায়দুল্লাহ (র.) ও ইয়াহইয়া ইবন সাঈদ (র.) -এর নিকট উপবিষ্ট। এ সময় ইয়াহইয়া (র.) কাসিম (র.)কে বললেন, আবূ মুহাম্মাদ! আপনাকে দীন ও শরীআত সংক্রান্ত কোন প্রশ্ন করে উত্তর ও ব্যাখ্যা না পাওয়া আপনার মতো ব্যক্তির পক্ষে শোভনীয় নয়। কাসিম (র.) তাকে বললেন, কেন?

ইয়াহইয়া (র.) বললেন, কেননা, আপনি আবূ বকর ও উমর (রা.) -এর মতো দু'জন সত্যপন্থী মহান খলীফার উত্তর পুরুষ। রাবী বলেন, এর জবাবে কাসিম (র.) তাকে বললেন, যে ব্যক্তিকে আল্লাহ তা'আলা জ্ঞান দান করেছেন, তার নিকট এর চেয়েও অশোভনীয় হল, না জেনে কোন কথা বলা; কিংবা অনির্ভরযোগ্য ব্যক্তি থেকে হাদীস গ্রহণ করা। আবূ আকীল (র.) বলেন, একথা শুনে ইয়াহইয়া (র.) নীরব হয়ে গেলেন, আর কোন উত্তর দিলেন না।

وَحَدَّثَنِى بِشْرُ بْنُ الْحَكَمِ الْعَبْدِىُّ قَالَ سَمِعْتُ سُفْيَانَ يَقُوْلُ أَخْبَرُوْنِى عَنْ اَبِى عَقِيْلٍ صَاحِبِ بُهَيَّةَ أَنَّ اِبْنًا لِعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ سَأَلُوْهُ عَنْ شَيْئٍ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ فِيْهِ عِلْمٌ فَقَالَ لَهُ يَحْيٰ بْنُ سَعِيْدٍ وَاللّٰهِ إِنِّى لَأُعْظِمُ أَنْ يَكُوْنَ مِثْلُكَ وَأَنْتَ اِبْنُ إِمَامَىِ الْهُدٰى يَعْنِى عُمَرَ ابْنَ عُمَرَ تُسأَلُ عَنْ أَمْرٍ لَيْسَ عِنْدَكَ فِيْهِ عِلْمٌ فَقَالَ اَعْظَمُ مِنْ ذٰلِكَ وَاللّٰهِ عِنْدَ اللّٰهِ

وَعِنْدَ مَنْ عَقَلَ عَنِ اللّٰهِ اَنْ أَقُوْلَ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَوْ أُخْبِرَ عَنْ غَيْرِ ثِقَةٍ قَالَ وَ
شَهِدَهُمَا اَبُوْ عَقِيْلٍ يَحْىٰ بْنُ الْمُتَوَكِّلِ حِيْنَ قَالَا ذٰلِكَ.

অনুবাদ ঃ (৩৭) বিশর ইবন হাকাম আল আবদী (র.) ...... বুহাইয়ার ছাত্র আবূ আকীল (র.) বলেন, লোকেরা আব্দুল্লাহ ইবন উমর (রা.) -এর কোন উত্তরসূরী (কাসিম) (র.) কে একটি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করল। এর উত্তর তাঁর জানা ছিল না। তখন ইয়াহইয়া ইবন সাঈদ (র.) তাঁকে বললেন, আল্লাহর কসম, আমার কাছে খুব ভারী মনে হল যে, আপনার মতো ব্যক্তিকে দীন সম্পর্কে একটি প্রশ্ন করা হল, অথচ তার কোন জবাব পাওয়া গেল না। অথচ আপনি হচ্ছেন দু'জন মহান নেতা উমর ও ইবন উমর (রা.) -এর বংশধর। এর জবাবে তিনি (কাসিম) বললেন, আল্লাহর কসম! মহান আল্লাহর দৃষ্টিতে এবং আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের অধিকারী ব্যক্তির দৃষ্টিতে এর চাইতেও বেশী ভারী ব্যাপার হল, 'না জেনে কোন কথা বলা কিংবা অনির্ভরযোগ্য লোক থেকে হাদীস বর্ণনা করা।'

ইয়াহইয়া ও কাসিম (র.) -এর এ আলোচনার সময় আবূ আকীল ইয়াহইয়া ইবন মুতাওয়াক্কিল (র.) সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

ব্যাখ্যা ঃ এক. হযরত কাসিম (র.) -এর বাণী- 'অনির্ভরযোগ্য রাবী থেকে হাদীস নেয়া উলামায়ে কিরামের মতে নেহায়েত মন্দ' দ্বারা রাবীর আদালতের গুরুত্ব স্পষ্ট হয়ে যায়।

দুই. হযরত কাসিম হযরত উমর (রা.) -এর ছেলে ইবন উমর (রা.) -এর নাতি। তাঁর বংশ পরিক্রমা নিম্নরূপ- কাসিম ইবন উবায়দুল্লাহ ইবন আব্দুল্লাহ ইবন উমর ইবনুল খাত্তাব। আর মায়ের তরফ থেকে হযরত কাসিম হলেন হযরত সিদ্দীকে আকবার (রা.) -এর নাতির ঘরের সন্তান। কারণ, কাসিম ইবন মুহাম্মদ ইবন আবূ বকর সিদ্দীকের কন্যা হলেন কাসিম ইবন উবায়দুল্লাহর আম্মা। অতএব, ইয়াহইয়ার উক্তি ابن امامى الهدى -এর ব্যাখ্যা কেউ কেউ আবূ বকর ও উমর দ্বারা করেছেন। আর কেউ কেউ করেছেন, উমর ও ইবন উমর দ্বারা। উভয় ব্যাখ্যাই বিশুদ্ধ।

দুটি প্রশ্নের উত্তর

১. এ রেওয়ায়াতের ব্যাপারে ইমাম মুসলিম (র.) -এর উপর একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে যে, আবূ আকীল ইয়াহইয়া ইবন মুতাওয়াক্কিল দুর্বল রাবী। অতএব, ইমাম মুসলিম (র.) সহীহ মুসলিমে তার রেওয়ায়াত কিভাবে নিলেন? এর উত্তরে কেউ বলেছেন, তার সম্পর্কে ইমাম মুসলিম (র.) -এর নিকট কারণসহ জারহ প্রমাণিত হয়নি। অথচ জারহে মুফাস্‌সারই (সকারণ সমালোচনা)

গ্রহণযোগ্য। আর কেউ বলেছেন, এ রেওয়ায়াতটি আসল ও মূল লক্ষ্য হিসাবে নেননি; বরং সহায়ক ও অধীনস্থ হিসাবে নিয়েছেন; কিন্তু ফাতহুল মুলহিম গ্রন্থকারের মতে এ উত্তরদ্বয় সঙ্গত ও প্রশান্তিদায়ক নয়। এ প্রশ্নের বিশুদ্ধ উত্তর হল, ইমাম মুসলিম (র.) এ রেওয়ায়াতটি সহীহ মুসলিমে নয়; বরং মুকাদ্দামায় নিয়েছেন। আর এ মুকাদ্দামা এক হিসাবে সহীহ -এর অন্তর্ভুক্ত, আরেক হিসাবে সহীহ -এর অন্তর্ভুক্ত নয়। এ কারণে সহীহ মুসলিমের সমস্ত শর্তের প্রতি মুকাদ্দামাতে লক্ষ্য রাখা হয়নি।

২. এ রেওয়ায়াতের উপর আরেকটি প্রশ্ন হল, এ সনদে বিচ্ছিন্নতা রয়েছে এবং একজন রাবী অজানা রয়েছেন। কারণ, যারা ইবন উয়াইনা থেকে ঘটনা বর্ণনা করেছেন, তার নাম এবং অবস্থা অজানা। এ প্রশ্নের উত্তর পূর্বেরটিই। দ্বিতীয় উত্তর হল, এটি এখানেও সহায়ক বা শাহিদ হিসাবে নেয়া হয়েছে। উসূলে ৩৬ নং -এ এ হাদীসটি নেয়া হয়েছে। তাতে সনদগত বিচ্ছিন্নতা নেই।

দুর্বল রাবীদের সমালোচনা

দুর্বল রাবীদের তানকীদ করা শুধু জায়িযই নয় বরং ওয়াজিব। হাদীস শাস্ত্রের সমস্ত ইমাম এ ব্যাপারে একমত। সুফিয়ান সাওরী, শু‘বা মালিক এবং ইবন উয়াইনা থেকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করার ফলে তাঁরা উত্তর দিয়েছেন যে, যদি রাবীর মধ্যে কোন দুর্বলতা থাকে তবে এ সম্পর্কে লোকজনকে অবহিত করা উচিত। কারণ, তানকীদ বা সমালোচনা করার উদ্দেশ্য মানুষের দোষ বর্ণনা বা গীবত নয়; বরং দীনের হেফাজত করা উদ্দেশ্য। এ সংক্রান্ত বিস্তারিত বিবরণ পরবর্তীতে আসছে। নিম্নে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত জারহ ও তা‘দীলের ইমামগণ বিভিন্ন দুর্বল রাবীর ক্ষেত্রে তানকীদ করেছেন। এসব রেওয়ায়াত থেকে জারহ ও তা‘দীলের ইমামগণের তানকীদ বা সমালোচনার আন্দাজ করা সম্ভব।

وَحَدَّثَنِيْ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ اَبُوْ حَفْصٍ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيٰ بْنَ سَعِيْدٍ قَالَ سَأَلْتُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ وَشُعْبَةَ وَمَالِكًا وَابْنَ عُيَيْنَةَ عَنِ الرَّجُلِ لَايَكُوْنُ ثَبْتًا فِيْ الْحَدِيْثِ فَيَأْتِيْنِيْ الرَّجُلُ فَيَسْأَلُنِيْ عَنْهُ؟ قَالُوْا اَخْبِرْ عَنْهُ أَنَّهُ لَيْسَ بِثَبْتٍ.

তাহকীক ঃ ফার্সী ভাষায় ছোট নেজাকে نیزک বলা হয়। ইবন আউন (র.) এটাকে আরবী করেছেন। نزكوه শব্দের অর্থ হল, তাঁরা তার প্রতি ছোট নেজা নিক্ষেপ করেছেন। তথা তার সমালোচনা করেছেন।

অনুবাদ ঃ (৩৮) আমর ইবন আলী আবূ হাফস (র.) বর্ণনা করেন যে, আমি

ইয়াহইয়া ইবন সাঈদ (র.) কে বলতে শুনেছি যে, আমি সুফিয়ান সাওরী, শু'বা, মালিক ও ইবন উয়াইনা (র.) কে জিজ্ঞেস করেছিলাম, এক ব্যক্তি হাদীসে নির্ভরযোগ্য নয়, এমন ব্যক্তি সম্পর্কে কেউ যদি আমার কাছে জানতে চায় তবে আমি কি বলব? তখন তাঁরা বললেন- তুমি সে প্রশ্নকারীকে জানিয়ে দাও যে, সে নির্ভরযোগ্য নয়।

এক. শাহর ইবন হাওশাব

শাহর ইবন হাওশাব আশ'আরী, শামী (ওফাত ঃ ১১২ হিজরী) মা'মূলি শ্রেণীর রাবী। তিনি প্রচুর ইরসাল করেন। ভুলও হয় প্রচুর। সুনান চতুষ্টয়ে তার হাদীস নেয়া হয়েছে। ১. সায়্যিদুল কুররা বিশিষ্ট মুহাদ্দিস আবূ আউন ইবন আউন বসরী (র.) তার ব্যাপারে কালাম করেছেন। যদিও ইবন আউন প্রমুখ আয়িম্মায়ে জারহ ও তা'দীল শাহর ইবন হাওশাব সম্পর্কে সমালোচনা করে পরিত্যক্ত সাব্যস্ত করেছেন; কিন্তু অনেক ইমাম তাকে নির্ভরযোগ্যও বলেছেন। যেমন, ২. ইমাম আহমদ (র.) বলেছেন, 'তাঁর হাদীস কতইনা সুন্দর!' তিনি তাঁকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন। ৩. ইমাম বুখারী (র.) বলেছেন, 'শাহরের হাদীস হাসান।' ৪. ইবন মাঈন (র.) বলেছেন, 'তিনি নির্ভযোগ্য।' ৫. ইয়াকূব ইবন সুফিয়ান বলেছেন, 'যদিও ইবন আওন বলেছেন যে, লোকজন তার সমালোচনা করেছেন। তা সত্ত্বেও তিনি নির্ভরযোগ্য।' বিস্তারিত দ্রষ্টব্য -ফাতহুল মুলহিম ঃ ১/১৩১, নববী ঃ ১/৩৩, তাহযীব ঃ ৪/৩৬৯, মীযান ঃ ২/২৮৩, যু'আফা -উকায়লী ঃ ২/১৯১, তাকরীব ঃ ২/৩৫৫।

وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّضْرَ يَقُولُ سُئِلَ ابْنُ عَوْنٍ عَنْ حَدِيثٍ لِشَهْرٍ وَهُوَ قَائِمٌ عَلَى أُسْكُفَّةِ الْبَابِ فَقَالَ إِنَّ شَهْرًا نَزَكُوهُ إِنَّ شَهْرًا نَزَكُوهُ! قَالَ أَبُو الْحُسَيْنِ مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ: يَقُولُ أَخَذَتْهُ أَلْسِنَةُ النَّاسِ تَكَلَّمُوا فِيهِ.

তাহকীক ঃ [illegible] আর বলা হয় هذا الشيء لا يعتد به - [illegible] এরূপ জিনিস যা গণ্য করা হয় না তার প্রতি দৃষ্টিপাত করা হয় না।

অনুবাদ ঃ (৩৯) উবায়দুল্লাহ ইবন সাঈদ (র.) বলেছেন, আমি নযর (র.) কে বলতে শুনেছি, একদিন ইবন আওন তাঁর দরজার দহলিজ বা চৌকাঠে দাঁড়ানো ছিলেন, তখন শাহর ইবন হাওশাব বর্ণিত একটি হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন, শাহরকে লোকজন নেজা মেরেছেন। শাহরকে লোকজন

নেজা মেরেছেন। (কঠোর সমালোচনা করা হয়েছে।) আবুল হুসাইন মুসলিম ইবন হাজ্জাজ (র.) বলেন, (অর্থাৎ) লোকেরা তাঁর তীব্র সমালোচনা করেছেন।

وَحَدَّثَنِى حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ قَالَ قَالَ شُعْبَةُ وَقَدْ لَقِيتُ شَهْرًا فَلَمْ اَعْتَدَّ بِهِ.

অনুবাদ (৪০) হাজ্জাজ ইবন শায়ির (র.) ...... শু‘বা (র.) বলেন, শাহর ইবন হাওশাবের সাথে আমার দেখা হয়েছে। কিন্তু আমি তাকে নির্ভরযোগ্য বলে মনে করিনি।

দুই. আব্বাদ ইবন কাছীর

আব্বাদ ইবন কাছীর সাকাফী, বসরী। নেহায়েত দুর্বল। পরিত্যক্ত রাবী। ইমাম সাওরী ও শু‘বা (র.) তার ব্যাপারে কালাম করেছেন। বিস্তারিত দ্রষ্টব্য তাহযীব ঃ ৪/৩৬৯, মীযান ঃ ২/২৮৩, যুআফা -উকায়লী ঃ ২/১৯১, তাকরীব ঃ ২/৩৫৫।

وَحَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ قُهْزَاذَ مِنْ أَهْلِ مَرْوَ قَالَ أَخْبَرَنِى عَلِىُّ بْنُ حُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ قُلْتُ لِسُفْيَانَ الثَّوْرِىِّ إِنَّ عَبَّادَ بْنَ كَثِيرٍ مَنْ تَعْرِفُ حَالَهُ! وَإِذَا حَدَّثَ جَاءَ بِأَمْرٍ عَظِيمٍ! فَتَرٰى اَنْ أَقُولَ لِلنَّاسِ لَاتَاخُذُوا عَنْهُ؟ قَالَ سُفْيَانُ بَلٰى! قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ فَكُنْتُ اِذَا كُنْتُ فِىْ مَجْلِسٍ ذُكِرَ فِيهِ عَبَّادٌ أَثْنَيْتُ عَلَيْهِ فِىْ دِينِهٖ وَ أَقُولُ لَاتَأْخُذُوا عَنْهُ.

অনুবাদ ঃ (৪১) মার্ভের অধিবাসী মুহাম্মদ ইবন আব্দুল্লাহ ইবন কুহযায (র.) বলেন, আলী ইবন হুসাইন ইবন ওয়াকিদ বলেন, আব্দুল্লাহ ইবন মুবারক (র.) বলেন যে, আমি সুফিয়ান সাওরী (র.) কে বললাম, আব্বাদ ইবন কাছীর (এর বুযুর্গী ও দীনদারী) সম্পর্কে আপনি তো সম্যক অবগত আছেন। তবে সে হাদীস বর্ণনাকালে ঘোর অসত্য বলে থাকে। আপনার কি রায়- আপনি কি মনে করেন, আমি লোকদেরকে বলে দিব যে, তারা যেন তার থেকে হাদীস গ্রহণ না করে? সুফিয়ান সাওরী (র.) বললেন, হ্যাঁ, অবশ্যই। আব্দুল্লাহ ইবন মুবারক (র.) বলেন, তারপর থেকে আমি কোন মজলিসে উপস্থিত থাকলে এবং সেখানে আব্বাদ সম্বন্ধে আলোচনা উঠলে আমি তার দীনদারীর প্রশংসা করতাম, কিন্তু বলে দিতাম যে, তোমরা তার নিকট থেকে হাদীস গ্রহণ কর না।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُثْمَانَ قَالَ: قَالَ أَبِىْ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ اِنْتَهَيْتُ اِلٰى شُعْبَةَ فَقَالَ هٰذَا عَبَّادُ بْنُ كَثِيْرٍ فَاحْذَرُوْهُ.

অনুবাদ ঃ (৪২) মুহাম্মাদ (র.) ...... আব্দুল্লাহ ইবন মুবারক (র.) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি শু'বার নিকট গেলে তিনি বললেন, এ আব্বাদ কাছীর থেকে তোমরা সতর্ক থেক।

তিন. মুহাম্মাদ ইবন সাঈদ মাসলূব

লোকটি বড় মিথ্যাবাদী ছিল। হাদীস জাল করত। ইরাকে যাওয়ার পর লোকজন প্রচুর পরিমাণে তার শরণাপন্ন হল। সুফিয়ান সাওরী (র.) লোকজনকে বললেন, আমাকে সুযোগ দিন, আমি তাকে একটু পরীক্ষা করি। ফলে সুফিয়ান সাওরী (র.) তার কাছে গেলেন। সেখানে কি কথোপকথন হল, তা জানা যায়নি। তবে ফিরে এসে তিনি বললেন, 'লোকটি বড় মিথ্যুক।' এই ঘটনাই নিম্নে বর্ণনা করা হয়েছে। বিস্তারিত দ্রষ্টব্য ঃ মীযানুল ই'তিদাল ঃ ৩/৫৬১, তাকরীব ঃ ২/১৬৪, তাহযীব ঃ ৫/১৮৪, যু'আফা উকায়লী ঃ ৪/৭০

وَحَدَّثَنِىْ الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ قَالَ سَأَلْتُ مُعَلًّى الرَّازِىَّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيْدٍ الَّذِىْ رَوٰى عَنْهُ عَبَّادُ بْنُ كَثِيْرٍ؟ فَأَخْبَرَنِىْ عَنْ عِيْسٰى بْنِ يُوْنُسَ قَالَ: كُنْتُ عَلٰى بَابِهِ وَسُفْيَانُ عِنْدَهُ فَلَمَّا خَرَجَ سَأَلْتُهُ عَنْهُ فَأَخْبَرَنِىْ اَنَّهُ كَذَّابٌ.

অনুবাদ ঃ (৪৩) ফযল ইবন সাহল (র.) বলেন, আমি মু'আল্লা ইবন রাযী (র.)কে মুহাম্মাদ ইবন সাঈদ (র.) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম, যার থেকে আব্বাদ ইবন কাছীর হাদীস বর্ণনা করেছেন। মু'আল্লা আমাকে বলেছেন, ঈসা ইবন ইউনুস বলেন, আমি মুহাম্মদ ইবন সাঈদ (র.) -এর গৃহদ্বারে উপস্থিত ছিলাম। এ সময় সুফিয়ান (র.)ও তার কাছে ছিলেন। যখন সুফিয়ান বাইরে এলেন, আমি তাঁকে মুহাম্মাদ ইবন সাঈদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি আমাকে বললেন, সে বড় মিথ্যাবাদী।

একটি প্রশ্ন ও উত্তর

এই রেওয়ায়াতে অধিকাংশ কপিতে سألت معلى ابن الرازى عن محمد بن سعيد الذى روى عنه عباد بن كثير ইবারত রয়েছে। আবার কোন কোন কপিতে

عنه الذى روى এরপর عباد بن كثير নেই। যদ্দারা স্পষ্ট বোঝা যায় যে, عنه -এর যমীর المعلى -এর দিকে ফিরেছে। যাঁর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছে, তিনি মুহাম্মাদ ইবন সাঈদ, তিনি মু'আল্লার ছাত্র। প্রথম সূরতের ইবারতে প্রশ্ন হয় যে, আব্বাদ ইবন কাছীরের জামানা মুহাম্মদ ইবন সাঈদের আগে। অতএব, আব্বাদ তো মুহাম্মদ থেকে রেওয়ায়াত করতে পারেন না। এর উত্তর এই দেওয়া হয় যে, الذى روى عنه তে عنه -এর যমীর ফিরেছে আব্বাদের দিকে। অতএব, এমতবস্থায় রাবী হবেন মুহাম্মদ তার উস্তাদ আব্বাদ থেকে। আর عند، عنده، بابه এবং انه -এর যমীর মুহাম্মদের দিকে ফিরবে। দ্বিতীয় সূরতে عنه -এর যমীর ফিরবে মু'আল্লার দিকে। যার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছে তিনি হলেন, মুহাম্মদ ইবন সাঈদ। তিনি মুহাম্মদ ইবন মু'আল্লার ছাত্র। বিস্তারিত দ্রষ্টব্য ঃ ফাতহুল মুলহিম ঃ ১/১৩৩, নববী ঃ ১/৩৩, ৩৪ নি'মাতুল মুনইম ঃ ৯৪ -মাওলানা নেয়ামতুল্লাহ আজমী দা.বা.।

চার. সুফী-সাধকদের হাদীস

সুফী-সাধক নেককারদের হাদীসের তেমন কোন গ্রহণযোগ্যতা মুহাদ্দিসীনে কিরামের নিকট নেই। কারণ, বহু কারণে তাদের থেকে অজানা বশতঃ হাদীস শরীফের ব্যাপারে অসতর্কতা হয়ে যায়। কেউ কেউ তো সবাইকে ভাল মনে করেন। এজন্য দুর্বল রাবীদের কাছ থেকেও হাদীস গ্রহণ করেন। আর কেউ কেউ তারগীব-তারহীব, ওয়াজ-নসীহত ও ফাযায়েলে আমলের ক্ষেত্রে হাদীস জাল করা জায়িয মনে করেন। আবার কেউ ফাযায়েলে আমলের ক্ষেত্রে দুর্বল রেওয়ায়াত থেকে সামনে অগ্রসর হয়ে জাল হাদীসও বর্ণনা করতে আরম্ভ করেন। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, হাদীস শাস্ত্রে তাদের অভিজ্ঞতা থাকে না। এ জন্য অজানা বশতঃ তাদের থেকে ভুল-ত্রুটি হয়ে যায়। এ কারণে জারহ ও তা'দীলের ইমামগণের মতে তাদের রেওয়ায়াত গ্রহণযোগ্য নয়।

وَحَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ اَبِىْ عَتَّابٍ قَالَ أَخْبَرَنِىْ عَفَّانٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيٰى بْنِ سَعِيْدٍ الْقَطَّانِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ لَمْ نَرَ الصَّالِحِيْنَ فِىْ شَىْءٍ أَكْذَبَ مِنْهُمْ فِى الْحَدِيْثِ قَالَ ابْنُ اَبِىْ عَتَّابٍ فَلَقِيْتُ اَنَا مُحَمَّدَ بْنَ يَحْيٰى بْنِ سَعِيْدٍ الْقَطَّانِ فَسَأَلْتُهُ عَنْهُ فَقَالَ عَنْ اَبِيْهِ لَمْ تَرَ أَهْلَ الْخَيْرِ فِىْ شَيْءٍ أَكْذَبَ مِنْهُمْ فِى الْحَدِيْثِ قَالَ مُسْلِم يَقُوْلُ يَجْرِىْ الْكَذِبُ عَلٰى لِسَانِهِمْ وَلَا يَتَعَمَّدُوْنَ الْكَذِبَ.

অনুবাদ ঃ (৪৪) মুহাম্মাদ ইবন আবূ আত্তাব (র.) মুহাম্মাদ ইবন ইয়াহইয়া ইবন সাঈদ আল-কাত্তান (র.) তাঁর পিতা সূত্রে বলেন, আমরা নেককার ব্যক্তিদের অন্য কোন বিষয়ে এতখানি মিথ্যা বলতে দেখিনি, যতখানি দেখেছি হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে। ইবন আবূ আত্তাব (র.) বলেন, আমি সরাসরি মুহাম্মদ ইবন ইয়াহইয়া ইবন সাঈদ আল-কাত্তান (র.) -এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এ ব্যাপারে তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি তার পিতা সূত্রে বললেন, তুমি নেককার সুফী লোকদেরকে হাদীস বর্ণনার চাইতে অন্য কিছুতেই অধিক মিথ্যা বলতে দেখবে না। ইমাম মুসলিম (র.) বলেন, হযরত ইয়াহইয়ার উক্তির উদ্দেশ্য হল, মিথ্যা তাঁদের মুখ থেকে বেরিয়ে যায়, তাঁরা ইচ্ছা করে মিথ্যা বলেন না।

ফায়দা ঃ সুয়ূতী (র.) তাদরীবুর রাবীতে (২/২৮২) হযরত ইয়াহইয়া (র.) -এর বাণী উল্লেখ করেছেন- قال يحيى القطان ما رأيت الكذب فى احد اكثر منه فى من ينسب الى الخير 'আমি নেককার লোকদের মাঝে যেমন মিথ্যা দেখেছি এতটা অন্য কারো মধ্যে দেখিনি অর্থাৎ, নেককার লোকেরা অন্যদের তুলনায় মিথ্যা বেশী বলেন।' এটি যদি অর্থগত বিবরণ হয়ে থাকে তবে সহীহ নয়। হযরত ইয়াহইয়া (র.) -এর উক্তির যথার্থ অর্থ হল, নেককার লোকেরা অন্য বিষয় অপেক্ষা হাদীসে বেশী মিথ্যা বলেন।

পাঁচ. গালিব ইবন উবায়দুল্লাহ

গালিব ইবন উবায়দুল্লাহ জাযারী উকায়লী (ওফাত ঃ ১৩৫ হিজরী) নেহায়েত দুর্বল রাবী। ইমাম বুখারী (র.) -এর উক্তি মতে লোকটি মুনকারুল হাদীস। বিস্তারিত দ্রষ্টব্য ঃ মীযান ঃ ৩/৩৩১, উকায়লী ঃ ৩/৪৩১, লিসান ঃ ৪/৪১৪, আত্ তারীখুল কবীর -বুখারী ১/৪, পৃষ্ঠা ঃ ১০১, আত্ তারীখুস্ সগীর -বুখারী ঃ ২/১৩০।

حَدَّثَنِى الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ قَالَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ قَالَ أَخْبَرَنِى خَلِيْفَةُ بْنُ مُوْسٰى قَالَ دَخَلْتُ عَلٰى غَالِبِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ فَجَعَلَ يُمْلِىْ عَلَىَّ حَدَّثَنِى مَكْحُوْلٌ حَدَّثَنِى مَكْحُوْلٌ فَأَخَذَهُ الْبَوْلُ فَقَامَ فَنَظَرْتُ

তারকীব ঃ —— الصالحين- لم تر অথবা لم نر -এর প্রথম মাফঊলে বিহী। منهم أكذب দ্বিতীয় মাফঊলে বিহী।—— فى شئ- أكذب -এর সাথে মুতা'আল্লিক। منهم ও أكذب -এর সাথে মুতা'আল্লিক। যমীর الصالحين -এর দিকে ফিরেছে। (মুফায্যাল মফায্যাল আলাইহি উভয়টি এক।)—— فى الحديث- أكذب -এর সাথে মুতা'আল্লিক।

فِى الْكُرَّاسَةِ فَاِذَا فِيهَا حَدَّثَنِى أَبَانٌ عَنْ اَنَسٍ وَ حَدَّثَنِى أَبَانٌ عَنْ فُلَانٍ فَتَرَكْتُهُ وَقُمْتُ.

অনুবাদ ঃ (৪৫) ফযল ইবন সাহল (র.) বলেন, ইয়াযীদ ইবন হারূন (র.) বলেছেন, খলীফা ইবন মূসা বলেছেন, আমি গালিব ইবন উবায়দুল্লাহ (র.) -এর কাছে গেলাম। তিনি আমাকে হাদীস লেখাতে গিয়ে বললেন, 'মাকহুল (র.) আমার কাছে হাদীস বর্ণনা করেছেন, মাকহুল আমার নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন।' এমন সময় তাঁর প্রস্রাবের বেগ হল, তিনি প্রস্রাব করতে চলে গেলেন। আমি ইত্যবসরে তাঁর পাণ্ডুলিপির প্রতি তাকিয়ে দেখলাম, তাতে লেখা রয়েছে আবান (র.) ...... আনাস (রা.) সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং আবান (র.) অমুকের সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন। এ দেখে আমি তাকে ছেড়ে (তাঁর কাছ থেকে হাদীস গ্রহণ না করে) উঠে চলে এলাম (কথা ও লেখায় অমিল থাকায় ও অন্যান্য নিদর্শনের ফলে।)।

ছয়. আবুল মিকদাম হিশাম বসরী

আবুল মিকদাম হিশাম ইবন যিয়াদ বসরী পরিত্যক্ত রাবী। নিম্নবর্ণিত ঘটনাটি উকায়লী (র.) আয্ যু'আফাউল কাবীরে (৪/৩৩৯) বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করেছেন। তাতে হিশাম একটি ভিত্তিহীন দীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করেছেন। বিস্তারিত দ্রষ্টব্য তাহযীব ঃ ১১/৩৮, তাকরীব ঃ ২/৩১৮, মীযান ঃ ৪/২৯৮, আত্ তারীখুল কাবীর ঃ ২/৪, পৃষ্ঠা ঃ ৯৯, আত্ তারীখুস্ সগীর -বুখারী ঃ ২/১৬৬।

قَالَ وَسَمِعْتُ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيَّ يَقُوْلُ رَأَيْتُ فِى كِتَابِ عَفَّانَ حَدِيْثَ هِشَامٍ اَبِى الْمِقْدَامِ حَدِيْثَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ قَالَ هِشَامٌ حَدَّثَنِى رَجُلٌ يُقَالُ لَهٗ يَحْيٰى بْنُ فُلَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ قَالَ قُلْتُ لِعَفَّانَ يَقُوْلُوْنَ هِشَامٌ سَمِعَهٗ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ! فَقَالَ اِنَّمَا ابْتُلِىَ مِنْ قِبَلِ هٰذَا الْحَدِيْثِ، كَانَ يَقُوْلُ حَدَّثَنِى يَحْيٰى عَنْ مُحَمَّدٍ ثُمَّ ادَّعٰى بَعْدُ اَنَّهٗ سَمِعَهٗ مِنْ مُحَمَّدٍ.

অনুবাদ ঃ (৪৬) মুসলিম (র.) বলেন, আমি হাসান ইবন আলী আল-হুলওয়ানীকে বলতে শুনেছি, আমি আফ্ফান (র.) -এর গ্রন্থে আবুল মিকদাম হিশামের হাদীস দেখেছি, তথা উমর ইবন আব্দুল আযীয (র.) -এর

ঘটনা (এর সনদ নিম্নরূপ-) হিশাম (র.) বলেন, আমার কাছে এক ব্যক্তি বর্ণনা করেছেন, যাকে বলা হয় অমুকের পুত্র ইয়াহইয়া। তিনি মুহাম্মদ ইবন কা'ব থেকে বর্ণনা করেন। হুলওয়ানী বলেন, আমি আফ্‌ফান (র.)কে বললাম, লোকেরা বলে হিশাম নাকি মুহাম্মাদ ইবন কা'ব (র.) থেকে এ হাদীস সরাসরি শুনেছেন? আফ্‌ফান (র.) বললেন, আরে এ হাদীসটির কারণে হিশাম বিপদে পড়েছেন। প্রথমে তিনি এ হাদীসটির সনদে বলতেন, ইয়াহইয়া (র.) আমাকে মুহাম্মাদ (র.) সূত্রে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। পরে তিনি দাবী করতে আরম্ভ করেন যে, স্বয়ং মুহাম্মাদ (র.) থেকে তিনি এ হাদীস শুনেছেন।

স্মর্তব্য যে, সনদে মাধ্যম থাকা না থাকার পার্থক্যের কারণে কোন রাবীকে দুর্বল বলা যায় না। কারণ, এতে মিথ্যাচারিতা সম্পর্কে সুস্পষ্ট বিবরণ থাকে না। কারণ, এখানে এ সম্ভাবনাও আছে যে, হিশাম প্রথমতঃ মুহাম্মদ থেকে শুনে ভুলে গেছেন এবং এ হাদীসটিকে ইয়াহইয়া সূত্রে শুনে বর্ণনা করেছেন। এরপর মুহাম্মদ থেকে এ হাদীসটি শ্রবণের কথা স্মরণ করে রেওয়ায়াত করেছেন। কিন্তু যখন শাস্ত্র বিশেষজ্ঞ মনীষী হিশাম কর্তৃক মুহাম্মদ থেকে না শুনার কথা বলেছেন, এতে বোঝা যায় যে, এখানে এরূপ কোন নিদর্শন অবশ্যই আছে, যার ফলে তিনি এ সিদ্ধান্ত দিয়েছেন। দেখুন ঃ নববী ঃ ১/৩৭

সাত. সুলায়মান ইবন হাজ্জাজ তায়েফী

সুলায়মান ইবন হাজ্জাজ তায়েফীর হাল অজানা। দারাওয়ারদী আব্দুল আযীয ইবন মুহাম্মদ এবং ইবনুল মুবারক (র.) তার থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। বিস্তারিত দেখনু- লিসান ঃ ৩/৮০, মীযান ঃ ২/১৯৮, উকায়লী ঃ ২/১২৩, আত্‌ তারীখুল কাবীর -বুখারী ঃ ২/৩, পৃষ্ঠা ঃ ৭, আস্‌ সিকাত লিইবন হাব্বান ঃ ৮/২৭৩।

حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ قُهْزَاذَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُثْمَانَ بْنِ جَبَلَةَ يَقُوْلُ قُلْتُ لِعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْمُبَارَكِ مَنْ هٰذَا الرَّجُلُ الَّذِىْ رَوَيْتَ عَنْهُ حَدِيْثَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو يَوْمُ الْفِطْرِ يَوْمُ الْجَوَائِزِ؟ قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ الْحَجَّاجِ (قُلْتُ) اُنْظُرْ مَا وَضَعْتَ فِىْ يَدِكَ مِنْهُ.

অনুবাদ ঃ (৪৭) মুহাম্মাদ ইবন আব্দুল্লাহ ইবন কুহযায (র.) আব্দুল্লাহ ইবন উসমান ইবন জাবালা (র.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি আব্দুল্লাহ ইবন মুবারক (র.)কে বললাম, ঐ ব্যক্তিটি কে যার থেকে আপনি 'ঈদুল ফিতরের দিন

পুরস্কার লাভের দিন' সম্পর্কিত আব্দুল্লাহ ইবন আমর (র.) -এর হাদীসটি বর্ণনা করেছেন? জবাবে ইবন মুবারক (র.) বললেন, তিনি হলেন, সুলায়মান ইবন হাজ্জাজ। (আমি বললাম,) লক্ষ্য করুন, আপনি তার কাছ থেকে কি এক বস্তু নিজ হাতে তুলে নিয়েছেন! অর্থাৎ, তাঁর হাদীস ঠিক নয়।

ব্যাখ্যা ঃ লিসানুল মীযানে হাফিজ ইবন হাজার (র.) মুকাদ্দমায়ে মুসলিম থেকে এ রেওয়ায়াতটি পূর্ণাঙ্গ আকারে বর্ণনা করেছেন। এতে আব্দুল্লাহ ইবন আমরের হাদীস নেই এবং انظر -এর পূর্বে قلت আছে। يوم الفطر يوم الجوائز এই রেওয়ায়াতটি কানযুল উম্মালে (৮/৬৪৪ নতুন সংস্করণ) তারীখে ইবন আসাকির সূত্রে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এ রেওয়ায়াতটি হযরত ইবন আব্বাস (রা.) -এর; হযরত আব্দুল্লাহ ইবন আমর (রা.) -এর নয়। কোন কিতাবে হযরত আব্দুল্লাহ (রা.) -এর কোন সূত্র পাওয়া গেল না। অতএব, বলা যায় না যে, মুসলিম শরীফের বর্তমান কপিগুলোতে এ অংশটুকু সহীহ কিনা। বস্তুতঃ انظر এর পূর্বে قلت হওয়া আবশ্যক। কারণ, তাছাড়া ইবারতের অর্থ সহীহ হয় না।

আবদান (আব্দুল্লাহ ইবন উসমান) উঁচু স্তরের মুহাদ্দিস। ইবন মুবারক (র.) -এর স্বদেশী। তিনি বয়সে তাঁর চেয়ে ২২ বছরের ছোট। কিন্তু বহু উস্তাদ থেকে হাদীস বিবরণের ক্ষেত্রে ইবন মুবারক (র.) -এর সাথী। আবদান ইবন মুবারক (র.) -এর মনযোগ আকৃষ্ট করলেন যে, আপনি যে সুলায়মান ইবন হাজ্জাজ থেকে হাদীস বর্ণনা করেন, তার সম্পর্কে চিন্তা-ফিকির করুন। তিনি হাদীস বর্ণনা করার যোগ্য কি না? মনে হয় আবদানের মনোযোগ আকৃষ্ট করার ফলে তিনি তার রেওয়ায়াত মওকুফ করে দিয়েছেন। ফলে বর্তমানে সুলায়মান সূত্রে এ রেওয়ায়াতটি কোন কিতাবে নেই। والله اعلم

আট. রাওহ ইবন গুতাইফ

রাওহ ইবন গুতাইফ সাকাফী জায়রী। মুনকারুল হাদীস। অগ্রহণযোগ্য রাবী। লোকটি হাদীস জাল করত। تعاد الصلوة من قدر الدرهم من الدم হাদীসটি সেই জাল করেছে। বিস্তারিত দ্রষ্টব্য- লিসান ঃ ২/৪৬৭, মীযান ঃ ২/৬০, উকায়লী ঃ ২/৫৬, আয্ যু'আফা -ইবনুল যাওযী ঃ ২৮৮, আয্ যু'আফা -দারাকুতনী ঃ ১১২, আত্ তারীখুল কাবীর বুখারী ঃ ২/১, পৃষ্ঠা ঃ ৩০৮, আত্ তারীখুস সগীর -বুখারী ঃ ১/৩৩৬।

قَالَ ابْنُ قُهْزَاذَ وَسَمِعْتُ وَهْبَ بْنَ زَمْعَةَ يَذْكُرُ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ يَعْنِي ابْنَ الْمُبَارَكِ رَأَيْتُ رَوْحَ بْنَ غُطَيْفٍ

صَاحِبَ الدَّمِ قَدْرِ الدِّرْهَمِ وَجَلَسْتُ إِلَيْهِ مَجْلِسًا فَجَعَلْتُ اِسْتَحْيِيْ مِنْ أَصْحَابِيْ أَنْ يَرَوْنِيْ جَالِسًا مَعَهُ كُرْهَ حَدِيْثِهِ.

অনুবাদ ঃ (৪৮) ইবন কুহযায (র.) আব্দুল্লাহ ইবন মুবারক (র.) বলেন, 'কারো শরীর থেকে এক দিরহাম পরিমাণ রক্ত বের হলে (তার অযু নষ্ট হয়ে যাওয়া এবং নামায দোহরানো)' সম্পর্কিত হাদীস বর্ণনাকারী রাওহ্ ইবন গুতাইফ (র.) কে দেখে আমি তার এক মজলিসে বসলাম। আমার সঙ্গীদের কেউ আমাকে তার কাছে বসা অবস্থায় দেখে ফেলবে মনে করে আমি তখন লজ্জাবোধ করছিলাম। কারণ, লোকেরা তার কাছ থেকে হাদীস বর্ণনা করা পছন্দ করে না।

নয়. বাকিয়্যা ইবনুল ওয়ালীদ

আবূ ইউহমিদ বাকিয়্যা ইবনুল ওয়ালীদ ইবন সায়িদ কিলাঈ হিমসী (জন্ম ঃ ১১০, ওফাত ঃ ১৯৭হিঃ) ভাল বারী। বুখারী শরীফে প্রাসঙ্গিকভাবে তার রেওয়ায়াত আছে। সিহাহ্ সিত্তার অন্যান্য কিতাবেও তার হাদীস আছে। ইমাম আহমদ (র.) বলেন, যদি তিনি অপ্রসিদ্ধ রাবীদের থেকে হাদীস বর্ণনা করেন, তবে তা গ্রহণ করা যাবে না। আর প্রসিদ্ধ রাবীদের থেকে বর্ণনা করলে তার হাদীস গ্রহণ করা যাবে। আবূ ইসহাক ফাযারী (র.)ও তাই বলেন। পরবর্তীতে এ প্রসঙ্গে আসছি। আবূ মুসহির বলেন, احاديث بقيه ليست بنقيه فكن منها على تقية 'বাকিয়্যার হাদীসগুলো পরিচ্ছন্ন নয়। অতএব, তুমি সেগুলো থেকে পরহেয কর। উকায়লী বলেন, 'তিনি পরিত্যক্ত ও অজ্ঞাত রাবীদের থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। হাফিজ ইবন হাজার (র.) বলেন, 'তিনি সত্যবাদী। তবে দুর্বলদের থেকে হাদীসের সনদে প্রচুর তাদলীস করেন।' পরবর্তীতে ৮৯ নং এ তার তাদলীস সক্রান্ত আলোচনা আসছে। বিস্তারিত দ্রষ্টব্য ঃ তাহযীব ঃ ১/৪৭৩, তাকরীব ঃ ১/১০৫, মীযান ঃ ১/৩৩১, উকায়লী ঃ ১/১৬২, যু'আফা -দারাকুতনী ঃ ৪১৪, যু'আফা -ইবনুল জাওযী ঃ ১৪৬, আত্ তারীখুস্ সগীর -বুখারী ঃ ৪/২৫২।

وَحَدَّثَنِيْ ابْنُ قُهْزَاذَ قَالَ سَمِعْتُ وَهْبًا يَقُوْلُ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ بَقِيَّةُ صَدُوْقُ اللِّسَانِ وَلٰكِنَّهُ يَأْخُذُ عَمَّنْ أَقْبَلَ

অনুবাদ ঃ (৪৯) ইবন কুহযায (র.) ...... আব্দুল্লাহ ইবন মুবারক (র.) বলেন, বাকিয়্যা (র.) একজন সত্যবাদী লোক। কিন্তু তিনি (নির্ভরযোগ্য ও দুর্বল) সবধরনের লোকের কাছ থেকে হাদীস বর্ণনা করেন।

দশ. হারিস আ'ওয়ার কূফী

আবূ যুহাইর হারিস ইবন আব্দুল্লাহ হামাদানী খারিফী আল-আ'ওয়ার আল কূফী (ওফাত ঃ ৬৫ হিজরী)। ইবন মাঈন, নাসাঈ, আহমদ ইবন সালিহ, ইবন আবূ দাউদ প্রমুখ তাকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন। সাওরী, ইবনুল মাদীনী, আবূ যুর'আ রাযী, ইবন আদী, দারাকুতনী, ইবন সা'দ, আবূ হাতিম, শা'বী, ইবরাহীম নাখঈ তাকে দুর্বল বলেছেন। ইবন হাব্বান বলেন, 'লোকটি ছিল চরমপন্থী শিয়া, হাদীসে দুর্বল।' যাহাবী বলেন, 'অধিকাংশ আলিম তাকে দুর্বল সাব্যস্ত করার পক্ষে। তা সত্ত্বেও বিভিন্ন বিষয়ে তার হাদীস বর্ণনা করেন।' সুনান চতুষ্টয়ে তার রেওয়ায়াত আছে। অবশ্য নাসাঈতে তার শুধু দু'টি হাদীস আছে। বিস্তারিত দ্রষ্টব্য- তাহযীব ঃ ২/১৪৫, তাকরীব ঃ ১/১৪১, মীযান ঃ ১/৪৩৫, যু'আফা -ইবনুল জাওযী ঃ ৮১।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي الْحَارِثُ الأَعْوَرُ الْهَمْدَانِيُّ وَكَانَ كَذَّابًا.

অনুবাদ ঃ (৫০) কুতায়বা ইবন সাঈদ (র.) ...... শা'বী (র.) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, হারিস আল্-আওয়ার আল-হামদানী আমার নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন, কিন্তু তিনি ছিলেন মিথ্যাবাদী।

ব্যাখ্যা ঃ যদি ওহী দ্বারা লেখা এবং লিপিপদ্ধতি জানা উদ্দেশ্য হয় (অথবা ওহীয়ে গায়রে মাতলূ তথা সুন্নত ও হাদীস উদ্দেশ্য হয়) তখন হারিসের উপর কোন প্রশ্ন উত্থাপিত হবে না এবং এ বিষয়টি তার সমালোচনার কারণ হবে না। কিন্তু হারিসের মাযহাব হল, চরমপন্থী শিয়া মতবাদ। কারণ, তার ধারণা হল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে হযরত আলী (কা.) বহু ওহী এবং ইলমে গায়েব জানতেন এবং সেগুলো অন্য কেউ জানত না। হারিসের ব্যাপারে এসব জিনিস জানা থাকার কারণে তার সমালোচনা করা হয়েছে।

১. হারিস সম্পর্কে আহমদ ইবন সালিহ মিসরী বলেন, হারিসে আ'ওয়ার নির্ভরযোগ্য। তিনি হযরত আলী (রা.) থেকে যেসব হাদীস বর্ণনা করেছেন, সেগুলো কতইনা ভাল এবং তিনি এগুলোর কতইনা বড় হাফিজ! তিনি হারিসে আ'ওয়ারের প্রশংসা করেছেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হল, ইমাম শাফিঈ (র.) তো

বলেছেন, হারিসে আ‘ওয়ার মিথ্যা বলতেন। তিনি বললেন, তিনি হাদীসের ব্যাপারে মিথ্যা বলতেন না। মিথ্যা ছিল তার মতবাদে।

২. ইবন মাঈন (র.) তাকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন।

৩. উসমান (র.) বলেছেন, ইবন মাঈনের উক্তির কোন সমর্থক নেই।

৪. ইবন আবূ দাঊদ বলেছেন, হারিস ছিলেন লোকজনের মধ্যে বড় ফকীহ এবং প্রিয় ব্যক্তিত্ব। বড় ফারায়েয বিশেষজ্ঞ। তিনি ফারায়েয শিখেছেন হযরত আলী (কা.) থেকে।

৫. ইবন হাব্বান (র.) বলেছেন, হারিস ছিলেন, চরমপন্থী শিয়া। হাদীসের ক্ষেত্রে দুর্বল। প্রচুর সংখ্যক আলিম তাকে দুর্বল বলেছেন। -ফাতহুল মুলহিম ঃ ১/১৩৪, তাহযীব সূত্রে।

حَدَّثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ بَرَّادِ الأَشْعَرِىُّ قَالَ نَا أَبُوْ أَسَامَةَ عَنْ مُفَضَّلٍ عَنْ مُغِيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ الشَّعْبِىَّ يَقُوْلُ حَدَّثَنِىْ الْحَارِثُ الاَعْوَرُ وَهُوَ يَشْهَدُ اَنَّهُ اَحَدُ الْكَاذِبِيْنَ.

অনুবাদ ঃ (৫১) আবূ আমির আব্দুল্লাহ ইবন বার্‌রাদ আল-আশ‘আরী (র.) ...... শা‘বী (র.) বলেন, হারিস আল-আ‘ওয়ার আমার কাছে হাদীস বর্ণনা করেছেন। এরপর শা‘বী (র.) সাক্ষ্য দিয়ে বলেন, ‘তিনি মিথ্যাবাদীদের একজন।’

ব্যাখ্যা ঃ ইমাম শা‘বী, হারিসের ব্যাপারে সমালোচনাও করেন। আবার তার রেওয়ায়াতও বর্ণনা করেন। পঞ্চাশ ও একান্ন নং হাদীসে হারিস আ‘ওয়ার সম্পর্কে উপরোক্ত পর্যালোচনা ও মন্তব্য করার পর ইমাম শা‘বী (র.) তার যে রেওয়ায়াত করে থাকেন সেটি এখানে উল্লেখ করা হয়নি। শুধু মন্তব্য করা হয়েছে। উলামায়ে কিরাম ইমাম শা‘বী (র.) -এর মিথ্যা প্রতিপন্নতাকে এর উপর প্রয়োগ করেছেন যে, শা‘বী হারিসের শিয়া মতবাদের ক্ষেত্রে তাকে মিথ্যুক বলেছেন; হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে নয়।

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ نَا جَرِيْرٌ عَنْ مُغِيْرَةَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ قَالَ عَلْقَمَةُ قَرَأْتُ الْقُرْاٰنَ فِىْ سَنَتَيْنِ! فَقَالَ الْحَارِثُ اَلْقُرْاٰنُ هَيِّنٌ اَلْوَحْىُ اَشَدُّ.

অনুবাদ ঃ (৫২) কুতায়বা ইবন সাঈদ (র.) ...... আলকামা (র.) বলেন, আমি দু’বছরে কুরআন মাজীদ পড়েছি। একথা শুনে হারিস বললেন, কুরআন সহজ কিন্তু ওহী ভীষণ কঠিন।

ব্যাখ্যা ঃ ইবন সাবা রাফিযীদের মধ্যে এ ধারণা ছড়িয়ে দিয়েছিল যে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আহলে বায়ত তথা স্বীয় পরিবারকে বিশেষতঃ হযরত আলী (রা.)কে কিছু বিশেষ গোপন তথ্য বলেছিলেন। অতঃপর জাল হাদীস বর্ণনা করে সেগুলো চালু করে দিতে আরম্ভ করল। স্বীয় অনুসারীদের মধ্যে এ সুদৃঢ় বিশ্বাস সৃষ্টি করল যে, এগুলোই সেসব গোপন কথা যেগুলো ব্যাপক আকারে প্রচার করা হয়নি। ৫২ ও ৫৩ নং রেওয়ায়াতে হারিস ওহী দ্বারা সেসব গোপন তথ্য উদ্দেশ্য করেছেন। এসব গোপন তথ্য আজ পর্যন্ত গোপনই রয়ে গেছে। রাফিযীদের দাবী হল, এসব কথা শিয়ারাই জানে; অন্যদেরকে এসব বলা যাবে না। কারণ, তারা এগুলো বুঝতে পারবে না। হারিস শিদ্দত দ্বারা বুঝতে কষ্টকর হওয়াই উদ্দেশ্য করেছেন।

وَحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ قَالَ نَا أَحْمَدُ يَعْنِي بْنَ يُونُسَ قَالَ نَا زَائِدَةُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ الْحَارِثَ قَالَ تَعَلَّمْتُ الْقُرْآنَ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ وَالْوَحْيَ فِي سَنَتَيْنِ أَوْ قَالَ الْوَحْيَ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ وَ الْقُرْآنَ فِي سَنَتَيْنِ.

অনুবাদ ঃ (৫৩) হাজ্জাজ ইবন শায়ির (র.) ...... ইবরাহীম (র.) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, হারিস বলেছেন, আমি তিন বছরে কুরআন শিখেছি এবং ওহী শিখেছি দু'বছরে। অথবা সে বলেছে, ওহী শিখেছি তিন বছরে এবং কুরআন শিখেছি দু'বছরে। (দ্বিতীয় সূতর পূর্বোক্ত বিবরণের অনুকূল।)

وَحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ قَالَ حَدَّثَنِي أَحْمَدُ وَهُوَ ابْنُ يُونُسَ قَالَ نَا زَائِدَةُ عَنْ مَنْصُورٍ وَالْمُغِيرَةُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ الْحَارِثَ أُتُّهِمَ.

অনুবাদ ঃ (৫৪) হাজ্জাজ ইবন শায়ির (র.) ...... ইবরাহীম থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বল্লেন, হারিসকে অভিযুক্ত করা হয়েছে।

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ نَا جَرِيرٌ عَنْ حَمْزَةَ الزَّيَّاتِ قَالَ سَمِعَ مُرَّةُ الْهَمْدَانِيُّ مِنَ الْحَارِثِ شَيْئًا فَقَالَ لَهُ أُقْعُدْ بِالْبَابِ قَالَ فَدَخَلَ مُرَّةُ وَأَخَذَ سَيْفَهُ وَقَالَ وَأَحَسَّ الْحَارِثُ بِالشَّرِّ فَذَهَبَ.

অনুবাদ ঃ (৫৫) কুতায়বা ইবন সাঈদ (র.) ...... হামযা আল-যাইয়াত (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, মুররাতুল হামদানী (র.) হারিস (র.) -এর কাছ থেকে (দীন বিরোধী) কিছু কথা শুনতে পেলেন। তিনি বললেন, তুমি

দরজায় বস। রাবী বলেন, মুররা (র.) ঘরে প্রবেশ করে হাতে তরবারী তুলে নিলেন। রাবী বলেন, মন্দ পরিণতি ঘটতে পারে, এ আশংকায় হারিস তখন পলায়ন করল।

১১. মুগীরা ইবন সাঈদ ১২. আবূ আব্দুর রহীম

● আবূ আব্দুল্লাহ মুগীরা ইবন সাঈদ বাজালী কূফী। মহা মিথ্যুক, মারাত্মক খবীছ রাফিযী ছিল। হযরত আলী (রা.)কে মৃতদের জীবনদানে সক্ষম বলে মনে করত। আবূ বকর ও উমর (রা.) কে সর্ব প্রথম এ অভিশপ্তই অপমান করেছে। অবশেষে নবুওয়াতের দাবীই করে বসেছে। ফলে তাকে আগুনে পুড়িয়ে মারা হয়েছে। বিস্তারিত দ্রষ্টব্য- নববী ঃ ১/৩৫, মীযান ঃ ৪/১০৪, লিসান ঃ ৬/৭৫, যু'আফা -দারাকুতনী ঃ ৩৭০, যু'আফা -ইবনুল জাওযী ঃ ৩/১৩৪।

● আবূ আব্দুর রহীম শাকীক যাব্বী, কূফী, ওয়ায়েজ। খারিজী নেতা, দুর্বল রাবী। কূফায় ওয়াজ করত। এ জন্য ক্বাস বা ওয়ায়েজ হিসাবে প্রসিদ্ধ হয়েছে। দৌলাভী কিতাবুল কুনাতে বর্ণনা করেছেন যে, ইবরাহীম নাখঈ (র.) -এর উদ্দেশ্য নিম্নোক্ত রেওয়ায়াতে আবূ আব্দুর রহীম দ্বারা এ ব্যক্তিই। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, যু'আফা -ইবনুল জাওযী ঃ ২/৪২, যু'আফা -উকায়লী ঃ ২/৮৬, লিসান ঃ ৩/১১৫, মীযান ঃ ২/২৭৯।

وَحَدَّثَنِى عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنِى عَبْدُ الرَّحْمٰنِ يَعْنِى ابْنَ مَهْدِىٍّ قَالَ نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ قَالَ قَالَ لَنَا اِبْرَاهِيْمُ اِيَّاكُمْ وَالْمُغِيْرَةَ بْنَ سَعِيْدٍ وَاَبَا عَبْدِ الرَّحِيْمِ فَاِنَّهُمَا كَذَّابَانِ.

অনুবাদ ঃ (৫৬) উবায়দুল্লাহ ইবন সাঈদ (র.) ইবন আউন থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, ইবরাহীম নাখঈ (র.) আমাদের নিকট বললেন, তোমরা মুগীরা ইবন সাঈদ (র.) ও আবূ আব্দুর রহীমের কাছ থেকে হাদীস গ্রহণে সতর্ক থেক। কেননা, তারা উভয়েই বড় মিথ্যাবাদী

১৩. ওয়ায়েজদের হাদীস

মুহাদ্দিসীনে কিরামের মতে সুফিয়ায়ে কিরামের মত পেশাদার ওয়ায়েজদের হাদীসেরও তেমন গ্রহণযোগ্যতা নেই। এই শ্রেণীর লোকজনের সবচেয়ে বড় চাহিদা থাকে এরূপ বক্তব্য, যার কারণে মজলিসে বিরাট প্রভাব পড়ে, [illegible] নীরবতা বিরাজ করে। স্পষ্ট বিষয় এ উদ্দেশ্য প্রসিদ্ধ বিষয়াবলী [illegible] অর্জিত হয় না। [illegible] জন্য তারা বিস্ময়কর অপেক্ষা বিস্ময়কর বিষয়াবলী [illegible]

ফিকিরে পড়ে। অথবা অন্যদের জাল বিষয়াবলী মানুষকে শুনায়। এরূপভাবে এ শ্রেণীটি ইলমীভাবে পরিপক্ক হয় না। ফলে অনেক দুর্বল বরং ভ্রান্ত কথাবার্তা বর্ণনা করে। সবচেয়ে বড় কারণ হল, হাদীস শাস্ত্রে তাদের অভিজ্ঞতা থাকে না। ওয়াজে হাদীস বর্ণনা করা তাদের মওরূসী অধিকার মনে করে। অতএব, যে কোন হাদীস সামনে আসে তাই বর্ণনা করতে আরম্ভ করে। এ কারণে জারহ-তা'দীলের ইমামগণ তাদের হাদীসকে দুর্বল সাব্যস্ত করেছেন। তবে এ বিষয়টি মৌলিক ও ব্যাপক নয়; বরং কেউ কেউ তা থেকে ব্যতিক্রমভুক্ত।

وَحَدَّثَنِي اَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ قَالَ نَا حَمَّادٌ وَهُوَ اِبْنُ زَيْدٍ قَالَ نَا عَاصِمٌ قَالَ كُنَّا نَأْتِيْ اَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ السُّلَمِيَّ وَنَحْنُ غِلْمَةٌ اَيْفَاعٌ فَكَانَ يَقُوْلُ لَنَا لَاتُجَالِسُوْا الْقُصَّاصَ غَيْرَ اَبِي الْاَحْوَصِ وَاِيَّاكُمْ وَ شَقِيْقًا قَالَ وَكَانَ شَقِيْقٌ هٰذَا يَرٰى رَأْىَ الْخَوَارِجِ وَلَيْسَ بِاَبِيْ وَائِلٍ.

অনুবাদ ঃ (৫৭) আবূ কামিল আল-জাহদারী (র.) ...... আসিম (র.) বলেন, আমরা আবূ আব্দুর রহমান সুলামী (র.) -এর কাছে আসা-যাওয়া করতাম। এ সময় আমরা ছিলাম বয়সে তরুণ। তিনি আমাদের বলতেন, আবুল আহওয়াস ছাড়া অন্য কেচ্ছা-কাহিনীকারদের সাথে উঠাবসা করো না। আর অবশ্যই তোমরা শাকীক থেকে সতর্ক থেক। কেননা, শাকীক খারিজীদের আকীদা পোষণ করে। তবে এই শাকীক আবূ ওয়াইল (র.) নন।

ব্যাখ্যা ঃ ১. আবূ ওয়ায়িল শাকীক ইবন সালামা আসাদী। বড় তাবিঈনের অন্তর্ভুক্ত। তিনি হযরত ইবন মাসউদ (রা.) -এর বিশিষ্ট শিষ্য। হাদীসের নেহায়েত মযবুত রাবী। সমালোচিত শাকীক সম্পর্কে পূর্বে আলোচনা হয়েছে।

২. غِلْمَةٌ - غُلَامٌ -এর বহুবচন। সুচতুর যুবক। اَيْفَاعٌ - يَفَعٌ এবং يَفَاعٌ -এর বহুবচন। প্রায় বালেগ অথবা যুবক ছেলে। مجالسةً جالس -এর আভিধানিক অর্থ কারো সাহচর্যে বসা। পরিভাষায় এর অর্থ, রেওয়ায়াত অর্জন করার জন্য কারো সুহবতে যাওয়া। الْقُصَّاصُ - الْقَاصُّ এর বহুবচন। যিনি কিচ্ছা-কাহিনী বলেন, ওয়ায়েজ।

১৪. জাবির ইবন ইয়াযীদ জু'ফী

আবূ আব্দুল্লাহ জাবির ইবন ইয়াযীদ জু'ফী, কূফী (ওফাত ঃ ১৬৭ হিজরী) প্রসিদ্ধ দুর্বল রাবী। আবূ দাউদ, তিরমিযী, ইবন মাজাহর রাবী। লোকটি প্রথমে ভাল ছিল। অতঃপর হয়ে গেল সাবাঈ, শিয়া। ১. এ কারণে কোন কোন ইমাম

সাবেক অবস্থার কারণে তাকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন এবং তার হাদীস গ্রহণ করেছেন। আর অন্যান্য ইমাম তার জীবনের শেষদিকের প্রতি লক্ষ্য করে সমালোচনা করেছেন। তার রেওয়ায়াত বর্জন করেছেন। ২. ইমাম আ'জম (র.) জাবিরের স্বদেশী ছিলেন, তিনি জাবিরের কঠোর সমালোচনা করেছেন। ৩. ইবন মাঈন (র.) বলেন, 'লোকটি ছিল বড় মিথ্যুক।' ৪. শা'বী (র.) বলেছেন, 'জাবির! রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি মিথ্যারোপ ব্যতীত তোমার মৃত্যু হবে না।' ৫. ইসমাঈল ইবন আবূ খালিদ বলেন, 'এরপর বেশি দিন অতিক্রান্ত হওয়ার প্রয়োজন হয়নি। সে মিথ্যার অভিযোগে অভিযুক্ত হয়।' ৬. ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন, জাবির জু'ফী বড় মিথ্যাচারী কোন ব্যক্তির সাথে আমার সাক্ষাৎ ঘটেনি। যে কোন রায় তার সামনে পেশ করার পর সে এ সম্পর্কে হাদীস পেশ করে দিয়েছে। ৭. অবশ্য বড় বড় কোন কোন ইমাম থেকে তাকে নির্ভরযোগ্য সাব্যস্ত করার বিবরণও তাহযীবে বর্ণিত আছে। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন- ফাতহুল মুলহিম ঃ ১/১৩৫, তাহযীব ঃ ২/৪৬, তাকরীব ঃ ১/১২৩, মীযান ঃ ১/৩৭৯, যু'আফা -উকায়লী ঃ ১/১৯১, যু'আফা -দারাকুতনী ঃ ১৬৮, যু'আফা -ইবন জাওযী ঃ ১/১৬৪, আত্ তারীখুস্ সগীর -বুখারী ঃ ২/১০।

وَحَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الرَّازِيُّ قَالَ سَمِعْتُ جَرِيرًا يَقُولُ لَقِيتُ جَابِرَ بْنَ يَزِيدَ الْجُعْفِيَّ فَلَمْ أَكْتُبْ عَنْهُ وَكَانَ يُؤْمِنُ بِالرَّجْعَةِ.

অনুবাদ ঃ (৫৮) আবূ গাস্সান মুহাম্মাদ ইবন আমর আর্ রাযী (র.) বলেন, আমি জারীর (র.)কে বলতে শুনেছি, আমি জাবির ইবন ইয়াযীদ জু'ফীর সাথে সাক্ষাৎ করেছি। কিন্তু আমি তার কাছ থেকে কোন হাদীস লিখিনি। কেননা, সে রাজ'আতে বিশ্বাসী ছিল।

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ الْحُلْوَانِيُّ قَالَ نَا يَحْيَ بْنُ آدَمَ قَالَ نَا مِسْعَرٌ قَالَ نَا جَابِرُ بْنُ يَزِيدَ قَبْلَ أَنْ يُّحْدِثَ مَا أَحْدَثَ.

অনুবাদ ঃ (৫৯) হাসান আল-হুলওয়ানী (র.) মিসআর (র.) বলেন, জাবির ইবন ইয়াযীদ (র.) তার নতুন মতবাদ আবিষ্কারের আগে আমাদের কাছে হাদীস বর্ণনা করেছে।

وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ قَالَ نَا الْحُمَيْدُ قَالَ نَا سُفْيَانُ قَالَ كَانَ

النَّاسُ يَحْمِلُوْنَ عَنْ جَابِرٍ قَبْلَ اَنْ يُظْهِرَ مَا اَظْهَرَ فَلَمَّا اَظْهَرَ مَا اَظْهَرَ اِتَّهَمَهُ النَّاسُ فِيْ حَدِيْثِهِ وَتَرَكَهُ بَعْضُ النَّاسِ فَقِيْلَ لَهُ وَمَا اَظْهَرَ؟ قَالَ الْاِيْمَانُ بِالرَّجْعَةِ.

অনুবাদ ঃ (৬০) সালামা ইবন শাবীব (র.) সুফিয়ান (র.) বলেন, লোকেরা নতুন আকীদা প্রকাশের পূর্বে তার হাদীস গ্রহণ করত। তার ভ্রান্ত আকীদা প্রকাশের পর লোকেরা তাকে হাদীস বর্ণনায় মিথ্যাবাদী হিসাবে অভিযুক্ত করল। কিছু সংখ্যক লোক তাকে বর্জন করল। সুফিয়ান (র.) কে জিজ্ঞেস করা হল, সে কি আকীদা প্রকাশ করেছে? তিনি বললেন, রাজ'আতে বিশ্বাসী।

وَحَدَّثَنِيْ حَسَنُ الْحُلْوَانِيُّ قَالَ نَا اَبُوْ يَحْيَ الْحِمَّانِيُّ قَالَ نَا قَبِيْصَةُ وَ اَخُوْهُ اَنَّهُمَا سَمِعَ الْجَرَّاحَ بْنَ مَلِيْحٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُوْلُ عِنْدِيْ سَبْعُوْنَ اَلْفَ حَدِيْثٍ عَنْ اَبِيْ جَعْفَرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّهَا.

অনুবাদ ঃ (৬১) হাসান আল-হুলওয়ানী (র) ...... জার্‌রাহ বলেন, আমি জাবির ইবন ইয়াযীদকে বলতে শুনেছি, আবূ জা'ফরের সূত্রে আমার কাছে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সত্তর হাজার হাদীস মওজুদ আছে। সবগুলো নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত।

وَحَدَّثَنِيْ حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ قَالَ نَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ قَالَ سَمِعْتُ زُهَيْرًا يَقُوْلُ قَالَ جَابِرٌ اَوْ سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُوْلُ اِنَّ عِنْدِيْ لَخَمْسِيْنَ اَلْفَ حَدِيْثٍ مَا حَدَّثْتُ مِنْهَا بِشَيْءٍ قَالَ ثُمَّ حَدَّثَ يَوْمًا بِحَدِيْثٍ فَقَالَ هٰذَا مِنَ الْخَمْسِيْنَ اَلْفًا۔

অনুবাদ ঃ (৬২) হাজ্জাজ ইবন শাইর (র.) জাবির ইবন ইয়াযীদ বলেছেন যে, আমার কাছে পঞ্চাশ হাজার হাদীস মওজুদ আছে। আমি এর সামান্য কিছুও বর্ণনা করিনি। যুহাইর (র.) বলেন, এরপর সে একদিন হাদীস [illegible] এটি ঐ পঞ্চাশ হাজার হাদীসের একটি

وَحَدَّثَنِيْ [illegible] بْنُ خَالِدٍ الْيَشْكُرِيُّ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا الْوَلِيْدِ [illegible]

سَمِعْتُ سَلَّامَ بْنَ اَبِىْ مُطِيْعٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ جَابِرًا الْجُعْفِىَّ يَقُوْلُ عِنْدِىْ خَمْسُوْنَ اَلْفَ حَدِيْثٍ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

অনুবাদ ঃ (৬৩) ইবরাহীম ইবন খালিদ আল-ইয়াশকুরী (র.) ...... সাল্লাম বলেন, আমি জাবির ইবন ইয়াযীদ জু'ফী (র.) কে বলতে শুনেছি, সে বলে, আমার কাছে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত পঞ্চাশ হাজার হাদীস মওজুদ আছে।

وَحَدَّثَنِىْ سَلَمَةُ بْنُ شَبِيْبٍ قَالَ نَا الْحُمَيْدِىُّ قَالَ نَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعْتُ رَجُلًا سَأَلَ جَابِرًا عَنْ قَوْلِهٖ تَعَالٰى فَلَنْ اَبْرَحَ الاَرْضَ حَتّٰى يَأْذَنَ لِىْ اَبِىْ اَوْ يَحْكُمَ اللّٰهُ لِىْ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِيْنَ؟ قَالَ فَقَالَ جَابِرٌ لَمْ يَجِئْ تَأْوِيْلُ هٰذِهٖ، قَالَ سُفْيَانُ وَكَذَبَ! فَقُلْنَا وَمَا أَرَادَ بِهٰذَا؟ فَقَالَ إِنَّ الرَّافِضَةَ تَقُوْلُ إِنَّ عَلِيًّا فِىْ السَّحَابِ فَلَا نَخْرُجُ مَعَ مَنْ يَّخْرُجُ مِنْ وَلَدِهٖ حَتّٰى يُنَادِىَ مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ يُرِيْدُ عَلِيًّا أَنَّهٗ يُنَادِىْ اُخْرُجُوْا مَعَ فُلَانٍ يَقُوْلُ جَابِرٌ فَذَا تَأْوِيْلُ هٰذِهِ الاٰيَةِ وَكَذَبَ، كَانَتْ فِىْ اِخْوَةِ يُوْسُفَ.

অনুবাদ ঃ (৬৪) সালামা ইবন শাবীব (র.) ...... সুফিয়ান বলেন, আমি আল্লাহর বাণী فلن ابرح الخ, (আমি কিছুতেই এ দেশ (মিসর) ত্যাগ করব না, যতক্ষণ আমার পিতা আমাকে অনুমতি না দেন, অথবা আল্লাহ তা'আলা আমার জন্য কোন সুরাহা না করেন। কেননা, তিনি উত্তম ফয়সালাকারী -সূরা ইউসুফ ঃ ৮০। আয়াতের ব্যাখ্যা সম্পর্কে জনৈক ব্যক্তিকে জাবিরকে প্রশ্ন করতে শুনেছি। তখন জাবির বললেন, উক্ত আয়াতের বাস্তব অদ্যাবধি প্রতিফলিত হয়নি। একথা শুনে সুফিয়ান (র.) বললেন, জাবির মিথ্যা বলেছে। (হুমায়দী বলেন) আমরা সুফিয়ান (র.) কে জিজ্ঞেস করলাম, তাহলে এ আয়াত থেকে তার উদ্দেশ্য কি? সুফিয়ান (র.) বলল, 'রাফিযীরা বলে, আলী (রা.) মেঘের রাজ্যে অবস্থান করছেন। আমরা তার বংশের কোন ব্যক্তির সমর্থনে জিহাদে বের হব না, যে পর্যন্ত আলী (রা.) আকাশ থেকে আওয়ায না দিয়ে বলবেন, তোমরা অমুকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে বেরিয়ে পড়।' জাবির বলল, এ হল এ আয়াতের প্রকৃত ব্যাখ্যা। সুফিয়ান (র.) বললেন, সে মিথ্যা বলেছে। কেননা, এ আয়াত তো ইউসুফ (আ.)

-এর ভাইদের ঘটনার সাথে সম্পর্কিত।

ব্যাখ্যা ঃ শিয়াদের নিকট রাজ‘আতের আকীদার অনেক ব্যাখ্যা আছে। একটি তো উপরের রেওয়ায়াতে বর্ণিত হয়েছে। দ্বিতীয় ব্যাখ্যা হল, ইমামে গায়েবের আবির্ভাব। এমতাবস্থায় الأَرْضَ দ্বারা উদ্দেশ্য سُرَّ من راى নামক সে কূপ যাতে ইমামে গায়েব লুকিয়ে আছেন। আরেকটি পুরোন ব্যাখ্যা রাজ‘আতের আকীদা এটিও ছিল যে, হযরত আলী (রা.) দ্বিতীয়বার জিন্দা হয়ে দুনিয়াতে তাশরীফ আনবেন। এমতাবস্থায় الأَرْضَ দ্বারা উদ্দেশ্য কবর। আর ابِىْ দ্বারা উদ্দেশ্য আল্লাহ তা‘আলা।"

জাবির জু‘ফীর আকীদা প্রবল ধারণা অনুসারে এ তৃতীয়টিই ছিল। কারণ, সে সূরা নামলের ৮২ নং আয়াত واذا وقع القول عليهم اخرجنا لهم دابة من الأرض আয়াতে অবস্থিত دابةً শব্দ দ্বারা হযরত আলী (রা.)কে উদ্দেশ্য করেন (মীযানুল ই‘তিদাল)। ইবন হাব্বান (র.) লিখেছেন, এ লোকটি ছিল সাবাঈ; আব্দুল্লাহ ইবন সাবার অনুসারী। সে বলত যে, হযরত আলী (রা.) পৃথিবীর দিকে আবার ফিরে আসবেন। -মীযানুল ই‘তিদাল। والله اعلم।

وَحَدَّثَنَا سَلَمَةُ قَالَ قَالَ نَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ نَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرًا يُحَدِّثُ بِنَحْوٍ مِنْ ثَلَاثِيْنَ اَلْفَ حَدِيْثٍ مَا اَسْتَحِلُّ اَنْ اَذْكُرَ مِنْهَا شَيْئًا وَأَنَّ لِيْ كَذَا وَكَذَا.

অনুবাদ ঃ (৬৫) সালামা (র.) ...... সুফিয়ান (র.) বলেন, আমি জাবিরকে প্রায় ত্রিশ হাজার হাদীস বলতে শুনেছি। কিন্তু আমি তার থেকে সামান্য কিছু প্রকাশ করাও বৈধ মনে করি না, যদিও আমাকে এত এত পরিমাণে (ধন-সম্পদ) দান করা হয়।

১৫. হারিস ইবন হাসীরা

আবুন নু‘মান হারিস ইবন হাসীরা আযদী, কূফী, দুর্বল রাবী। এ হল জাবির জু‘ফীর শিষ্য। আকীদায়ে রাজ‘আতের প্রবক্তা এবং কট্টর শিয়া ছিলেন। প্রবল ধারণা প্রথম দিকে সেও ভাল ছিল। এ জন্য কোন কোন মুহাদ্দিস তাকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন।

১. ইমাম বুখারী (র.) আল-আদাবুল মুফরাদে, ইমাম নাসাঈ (র.) সুনানে নাসাঈতে কিতাবু খাসায়িসে আলীতে তার থেকে রেওয়ায়াত গ্রহণ করেছেন।

.. আবূ গাস্সান জারীরকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনার সাথে হারিস ইবন হাসীরার সাথে [illegible] সম্পর্কে আপনার কি রায়। নির্ভরযোগ্য কি

না? তিনি হারিসের সমালোচনা করতে গিয়ে বলেন, হ্যাঁ, তার সাথে আমার সাক্ষাৎ ঘটেছে। লোকটি দীর্ঘ সময় খামোশ থাকে। বৃদ্ধ এক ব্যক্তি কিন্তু আশ্চর্য এক বিষয় তথা রাজ'আতের প্রতি বিশ্বাসের উপর সুদৃঢ় ও হঠকারী।

৩. ইমাম নাসাঈ (র.) তাকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন।

৪. দারাকুতনী (র.) বলেছেন, এ এক বৃদ্ধ শিয়া। শিয়া মতবাদের ব্যাপারে চরমপন্থী। ইবন আদী (র.) বলেছেন, তার অধিকাংশ রেওয়ায়াত কূফীদের থেকে আহলে বাইতের ফযীলত সংক্রান্ত। তার থেকে বসরীদের রেওয়ায়াত বিভিন্ন ধরনের আছে। শিয়া মতবাদের কারণে কূফায় যাদেরকে আগুনে পুড়িয়ে মারা হয়েছে তন্মধ্যে সেও একজন। দুর্বলতা সত্ত্বেও তার হাদীস লেখা হত।

৫. হাফিজ ইবন হাজার (র.) বলেন, বর্গাচাষ সংক্রান্ত হযরত আলী (রা.) -এর একটি আছর ইমাম বুখারী (র.) প্রাসঙ্গিকভাবে তার সূত্রে বর্ণনা করেছেন। -বিস্তারিত দ্রষ্টব্য ঃ ফাতহুল মুলহিম ঃ ১/১৩৬ তাহযীব ঃ ১/৪০, মীযান ঃ ১/৪৩২, যু'আফা -উকায়লী ঃ ১/২১৯, যু'আফা -দারাকুতনী ঃ ১৭৯।

তাফযীলী এবং কট্টর শিয়া

তাফযীলী শিয়া বলা হয় যে হযরত আলী (রা.) কে ভালবাসে এবং তাঁকে সমস্ত সাহাবায়ে কিরাম থেকে শ্রেষ্ঠ মনে করে। হযরত উসমান (রা.) অপেক্ষা হযরত আলী (রা.) কে খেলাফতের ব্যাপারে প্রাধান্য উপযোগী মনে করে। যেমন, আবুল আসওয়াদ দু'আলী, মাওলানা জামী এবং আল্লামা তাফতাযানী সম্পর্কে এরূপ ধারণা করা হয়। আর যে হযরত আলী (রা.) কে হযরত আবূ বকর ও উমর (রা.) এর উপর খেলাফতের বিষয়ে প্রাধান্য দেয় সে তাফযীলী শিয়া নয়; বরং কট্টর শিয়া। হাফিজ ইবন হাজার আসকালানী (র.) হুদাস্ সারীতে (৪৫৯) লেখেন 'শিয়া মতবাদ হল, হযরত আলী (রা.) -এর প্রতি মহব্বত এবং তাঁকে সাহাবায়ে কিরাম থেকে শ্রেষ্ঠ মনে করার নাম। অতএব, যে হযরত আলী (রা.) কে আবূ বকর ও উমর (রা.) থেকে খেলাফত বিষয়ে অধিক হকদার মনে করে সে চরমপন্থী শিয়া। তাকে বলে রাফিযী। অন্যথায় বলা হয় শিয়া (অর্থাৎ, শুধু শ্রেষ্ঠ মনে করলে)। অতঃপর যদি খেলাফত বিষয়ে আলী (রা.) কে প্রাধান্য দেয়ার সাথে সাথে অন্যদেরকে গালিগালাজ এবং তাদের প্রতি বিদ্বেষ ও ঘৃণাও প্রকাশ করে তবে সে চরমপন্থী রাফিযী। আর যদি হযরত আলী (রা.) সম্পর্কে দ্বিতীয়বার দুনিয়াতে আগমনের আকীদা পোষণ করে তবে চরমপন্থী শিয়ার চেয়েও সে মারাত্মক।'

وَقَالَ مُسْلِمٌ وَسَمِعْتُ اَبَا غَسَّانَ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرٍو الرَّازِيَّ قَالَ

سَأَلْتُ جَرِيْرَ بْنَ عَبْدِ الْحَمِيْدِ فَقُلْتُ الْحَارِثَ بْنَ حَصِيْرَةَ لَقِيْتَهُ؟ قَالَ نَعَمْ! شَيْخٌ طَوِيْلُ السُّكُوْتِ يُصِرُّ عَلَىٰٓ اَمْرٍ عَظِيْمٍ.

অনুবাদ ঃ (৬৬) ইমাম মুসলিম (র.) বলেন, আমি আবূ গাস্‌সান মুহাম্মাদ ইবন আমর রাযী (র.) কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আমি জারীর ইবন আব্দুল হামীদকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি হারিস ইবন হাসীরার সঙ্গে কখনো সাক্ষাৎ করেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। সে একজন নীরব স্বভাব বৃদ্ধ। কিন্তু একটি গুরুতর বিষয়ে বাড়াবাড়ি করে।

১৬. দু'জন অজ্ঞাত রাবী সম্পর্কিত কালাম

নিম্নোক্ত রেওয়ায়াতগুলোতে দু'জন অজ্ঞাত রাবী সম্পর্কে তানকীদ করা হয়েছে। ইমাম মুসলিম (র.) -এর উদ্দেশ্য ছাত্রদেরকে জারহের ধরন বুঝান। এর জন্য অভিযুক্ত রাবীর নাম জানা থাকা জরুরী নয়। ইমাম মুসলিম (র.) -এর উদ্দেশ্য দুর্বল রাবীদের পরিচয় নয়। এর জন্য তো বিশাল বিশাল গ্রন্থাবলী রচিত হয়েছে।

وَحَدَّثَنِيْ اَحْمَدُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الدَّوْرَقِيُّ قَالَ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ وَذَكَرَ اَيُّوْبُ رَجُلًا يَوْمًا فَقَالَ لَمْ يَكُنْ بِمُسْتَقِيْمِ اللِّسَانِ! وَذَكَرَ آخَرَ فَقَالَ هُوَ يَزِيْدُ فِيْ الرَّقْمِ.

অনুবাদ ঃ (৬৭) আহমদ ইবন ইবরাহীম দাওরাকী (র.) ...... আইয়ূব (র.) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি একদিন এক ব্যক্তির উল্লেখ করে বললেন, তার কথার ঠিক নেই। তিনি আরেক ব্যক্তির আলোচনা করে বললেন, তিনি হাদীসে সংযোজন করেন।

ব্যাখ্যা ঃ يزيد فى الرقم -এর আসল অর্থ হল, কোন দ্রব্যের লাগানো মূল্যে পরিবর্তন সাধন করা। গ্রাহকদেরকে ধোঁকা দিয়ে বেশী মূল্য উসূল করা। অতঃপর এটি কেনায়া (ইঙ্গিত) অথবা প্রসিদ্ধ রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। এর অর্থ হল, হাদীসে মিথ্যা বলা। উস্তাদগণের নিকট থেকে লিখিত হাদীসগুলোতে নিজের পক্ষ থেকে বৃদ্ধি করা। শিষ্যদেরকে ধোঁকা দিয়ে নিজের জাল হাদীস চালিয়ে দেয়া (ইবন আসীর, নিহায়া ফী গরীবিল হাদীস, মাদ্দাহ رقم)।

وَحَدَّثَنِيْ حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ قَالَ نَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ نَا

حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ قَالَ اَيُّوْبُ اِنَّ لِىْ جَارًا ثُمَّ ذَكَرَ مِنْ فَضْلِهٖ وَلَوْ شَهِدَ عَلٰى تَمْرَتَيْنِ مَا رَأَيْتُ شَهَادَتَهٗ جَائِزَةً.

অনুবাদ ঃ (৬৮) হাজ্জাজ .... আইয়ূব সাখতিয়ানী বলেন, আমার এক প্রতিবেশী আছেন- অতঃপর তিনি তার কিছু ফযীলত বর্ণনা করলেন- তিনি যদি আমার সামনে দু'টি খেজুর সম্পর্কেও সাক্ষ্য দেন তবুও আমি তার সাক্ষ্য নির্ভরযোগ্য মনে করব না (পার্থিব এই মা'মূলি বিষয়েও তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না। অতএব হাদীসের ব্যাপারে তাকে কিভাবে গ্রহণযোগ্য বলা যাবে?)।

১৭. আবূ উমাইয়া আব্দুল করীম বসরী

আবূ উমাইয়া ইবন আব্দুল করীম ইবন মুখারিক আল-মু'আল্লিমুল বসরী (ওফাত ঃ ১২৬ হিজরী)। ইমাম ইবন উয়াইনা, ইবন মাহদী, ইয়াহইয়া কাত্তান, আহমদ, আইয়ূব সাখতিয়ানী তার বিরুদ্ধে কালাম করেছেন। বুখারীতে তার একটি রেওয়ায়াত আছে। নাসাঈতে কয়েকটি। তিরমিযী ও ইবন মাজাহতে অনেকগুলো হাদীস আছে। বিস্তারিত দেখুন- তাহযীব ঃ ৬/৩৭২, তাকরীব ঃ ১/৫১৬, মীযান ঃ ২/৬৪৬, যু'আফা -উকায়লী ঃ ৩/৬২, দারাকুতনী ঃ ২৮৮, যু'আফা ইবনুল জাওযী ঃ ২/১১৪, আত্ তারীখুল কাবীর -বুখারী ঃ ২/৩ ঃ পৃষ্ঠা ঃ ৮৯, আত্ তারীখুস্ সগীর বুখারী ঃ ২/৮।

وَحَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَ حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ قَالاَ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ قَالَ مَعْمَرٌ مَا رَأَيْتُ اَيُّوْبَ اغْتَابَ اَحَدًا قَطُّ اِلاَّ عَبْدَ الْكَرِيْمِ- يَعْنِىْ اَبَا اُمَيَّةَ- فَاِنَّهٗ ذَكَرَهٗ فَقَالَ رَحِمَهُ اللّٰهُ! كَانَ غَيْرَ ثِقَةٍ لَقَدْ سَأَلَنِىْ عَنْ حَدِيْثٍ لِعِكْرَمَةَ ثُمَّ قَالَ سَمِعْتُ عِكْرَمَةَ.

অনুবাদ ঃ (৬৯) হাজ্জাজ ইবন শায়ির (র.) ...... হাম্মাদ ইবন ইয়াযীদ (র.) বলেন, মা'মার (র.) বলেছেন, আমি আইয়ূব (র.)কে কখনো আব্দুল করীম ছাড়া কারো গীবত করতে দেখিনি। কিন্তু তাঁকে আব্দুল কারীম অর্থাৎ, আবূ উমাইয়ার গীবত করতে দেখেছি। একদিন তিনি তার আলোচনা করে বলেছেন, আল্লাহ তার প্রতি অনুগ্রহ করুন। সে নির্ভরযোগ্য ও আস্থাভাজন ব্যক্তি নয়। একবার সে আমাকে ইকরামা (র.) -এর একটি হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিল। পরে সে তা (নিজের সূত্রে) এভাবে বর্ণনা করেছে, 'আমি ইকরামা (র.) থেকে শুনেছি।'

একটি প্রশ্নের উত্তর

এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, এখানে তো সম্ভাবনা আছে যে, আব্দুল করীম ইকরামা থেকে শুনে ভুলে গিয়ে পরবর্তীতে তাকে জিজ্ঞেস করে, তার শ্রবণের কথা মনে করে হাদীস বর্ণনা করতে পারে।

উত্তর ঃ এর উত্তর হল, এ ধরনের স্থানে মিথ্যার নিদর্শনাদির ভিত্তিতে বিশেষজ্ঞগণ সিদ্ধান্ত দেন। আব্দুল করীমের দুর্বলতা সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে যারা বিবরণ দিয়েছেন, তাদের মধ্যে রয়েছেন, সুফিয়ান ইবন উয়াইনা, আব্দুর রহমান ইবন মাহদী, ইয়াহইয়া ইবন সাঈদ আল-কাত্তান, আহমদ ইবন হাম্বল, ইবন আদী প্রমুখ আয়িম্মায়ে কিরাম। যেহেতু লোকটি তিনি মাদানী-ছিল না, দূর থেকে ইমাম মালিক (র.) তার যুহদ ও দীনদারীর খবর শুনে ধোঁকায় পড়ে গেছেন এবং তার সূত্রে তারগীব সংক্রান্ত হাদীসও গ্রহণ করেছেন; আহকাম সংক্রান্ত নয়। ইমাম মুসলিম (র.)ও তার থেকে একটি হাদীস নিয়েছেন। কেউ কেউ বলেছেন, এটি সমর্থক হিসেবে নিয়েছেন। হাফিজ মুনযিরী (র.) বলেন, তিনি আবূ উমাইয়া আব্দুল করীমের রেওয়ায়াত নেননি; বরং নিয়েছেন আব্দুল করীম জাযারীর রেওয়ায়াত। والله اعلم -ফাতহুল মুলহিম ঃ ১/১৩৬, নববী ঃ ১/৩৬

১৮. আবূ দাউদ আ'মা

আবূ দাঊদ নুফাই ইবনুল হারিস অন্ধ ওয়ায়েজ, কূফী। নেহায়েত দুর্বল; বরং পরিত্যক্ত। তিরমিযী ও ইবন মাজাহ -এর রাবী। তার দুর্বলতার ব্যাপারে সবাই একমত। আমর ইবন আলী বলেন, লোকটি পরিত্যক্ত। ইয়াহইয়া ও আবূ যুর'আ (র.) বলেন, লোকটি কোন কিছুই নয়। তথা নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ হাতিম বলেন, লোকটি মুনকারুল হাদীস। -নববী ঃ ১/৩৬ বিস্তারিত দেখুন, তাহযীব ১০/৪৭০, তাকরীব ঃ ২/৩০৬, মীযান ঃ ৪/৬৭২, যু'আফা কাবীর -উকায়লী ঃ ৪/৩০৬।

حَدَّثَنِىْ الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ نَا هَمَّامٌ قَالَ قَدِمَ عَلَيْنَا اَبُوْ دَاوُدَ الاَعْمٰى فَجَعَلَ يَقُوْلُ ثَنَا الْبَرَاءُ وَثَنَا زَيْدُ بْنُ اَرْقَمَ فَذَكَرْنَا ذٰلِكَ لِقَتَادَةَ فَقَالَ كَذَبَ! مَا سَمِعَ مِنْهُمْ اِنَّمَا كَانَ ذٰلِكَ سَائِلاً يَتَكَفَّفُ النَّاسَ زَمَنَ طَاعُوْنِ الْجَارِفِ.

অনুবাদ ঃ (৭০) ফযল ইবন সাহল (র.) বলেন, আফ্ফান ...... হাম্মাম (র.)

আমাদের কাছে বলেছেন, অন্ধ আবূ দাঊদ আমাদের নিকট উপস্থিত হয়ে বলতে লাগল, বারা (রা.) এবং যায়দ ইবন আরকাম (র.) আমাদের হাদীস শুনিয়েছেন। আমরা কাতাদা (র.) -এর নিকট গিয়ে একথা আলোচনা করলাম। তিনি বললেন, সে মিথ্যা বলেছে। তাঁদের থেকে সে কিছুই শোনেননি। সে তো ছিল একজন ভিক্ষুক। তাউনে জারিফের সময় লোকজনের কাছে হাত পেতে ভিক্ষা করত।

وَحَدَّثَنِىْ حَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ قَالَ: نَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ قَالَ اَنَا هَمَّامٌ قَالَ دَخَلَ اَبُوْ دَاوٗدَ الاَعْمٰى عَلٰى قَتَادَةَ فَلَمَّا قَامَ قَالُوْا اِنَّ هٰذَا يَزْعُمُ اَنَّهٗ لَقِيَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ بَدْرِيًّا فَقَالَ قَتَادَةُ هٰذَا كَانَ سَائِلاً قَبْلَ الْجَارِفِ لاَيَعْرِضُ لِشَيْءٍ مِنْ هٰذَا وَلاَيَتَكَلَّمُ فِيْهِ فَوَاللّٰهِ مَا حَدَّثَنَا الْحَسَنُ عَنْ بَدْرِيٍّ مُشَافَهَةً وَلاَحَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ عَنْ بَدْرِيٍّ مُشَافَهَةً اِلاَّ عَنْ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ رض.

অনুবাদ ঃ হাসান ইবন আলী আল-হুলওয়ানী (র.) ...... হাম্মাম (র.) বলেন, অন্ধ আবূ দাঊদ কাতাদা (র.) -এর নিকট হাজির হল, সে চলে গেলে লোকজন বলল, আবূ দাঊদ দাবী করে যে, সে আঠার জন বদরী (বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী) সাহাবীর সাথে সাক্ষাৎ করেছে। একথা শুনে কাতাদা (র.) বললেন, সে তো জারিফ মহামারীর পূর্বে ভিক্ষা করে বেড়াত। সে হাদীস শিক্ষা করার এবং এ সম্পর্কে আলোচনা করার সুযোগ পায়নি। আল্লাহর কসম! হাসান বসরী (র.) প্রত্যক্ষভাবে কোন বদরী সাহাবী থেকে হাদীস শোনার সুযোগ লাভ করেননি। সাঈদ ইবন মুসাইয়্যিব (র.) ও সা'দ ইবন মালিক (র.) ছাড়া অন্য কোন বদরী সাহাবী থেকে প্রত্যক্ষভাবে আমাদের কাছে হাদীস বর্ণনা করেননি।

ব্যাখ্যা ঃ جارف ইসমে ফায়েল। মহামারী, ধ্বংসাত্মক মৃত্যু। جرف الشئ (ن) পূর্ণ কিংবা অধিকাংশ নিয়ে যাওয়া। প্রথম শতাব্দীতে এরূপ মহামারী অনেকবার দেখা দিয়েছিল। যেহেতু হযরত কাতাদার জন্ম হয়েছে ৬১ হিজরীতে সেহেতু এখানে এর পরবর্তী কোন মহামারী উদ্দেশ্য হবে। ৬১ হিজরীর পর ৮৭ হিজরীতে একবার মহামারী ছড়িয়ে পড়েছিল। এটাকে বলে طَاعُوْنُ الْفَتَيَاتِ (যুবতীদের মহামারী)। এ মহামারীতে যুবতী-কুমারীদের মৃত্যু বেশী হয়েছিল বলে এ নাম প্রসিদ্ধ হয়েছে। প্রবল ধারণা, হযরত কাতাদার উদ্দেশ্য এটাই। হযরত কাতাদার সর্বশেষ উক্তির অর্থ হল, হাসান বসরী এবং সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব

(র.) যাঁরা বয়স ও শ্রেষ্ঠত্বে আবূ দাঊদ আ'মা অপেক্ষা অনেক বড়, তাঁদের তো বদরী সাহাবার সাথে সাক্ষাৎ হয়নি। কারণ, তাঁরা প্রত্যক্ষ্যভাবে তাঁদের থেকে কোন হাদীস বর্ণনা করেননি। অবশ্য হযরত সাঈদ (র.) -এর সাথে একজন বদরী সাহাবী হযরত সা'দ ইবন আবূ ওয়াক্কাস (রা.) -এর সাথে সাক্ষাৎ হয়েছে। অতএব, আবূ দাঊদ আ'মার সাথে এতজন বদরী সাহাবীর সাক্ষাৎ ঘটল কিভাবে? নিশ্চয় সে মিথ্যুক।

وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ نَا جَرِيْرٌ عَنْ رَقَبَةَ اَنَّ اَبَا جَعْفَرٍ الْهَاشِمِىَّ الْمَدَنِىَّ كَانَ يَضَعُ اَحَادِيْثَ كَلَامٍ حَقٍّ وَلَيْسَتْ مِنْ اَحَادِيْثِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ يَرْوِيْهَا عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

অনুবাদ ঃ (৭২) উসমান ইবন আবূ শায়বা (র.) বলেন, জারীর (র.) রাকাবা (র.) থেকে বর্ণনা করেন যে, আবূ জা'ফর আল হাশিমী আল মাদানী (র.) সত্য কথাকে হাদীসরূপে জাল করত সেগুলো প্রকৃতপক্ষে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস নয়; কিন্তু নবীজী (আ.) থেকে বর্ণনা করত।

১৯. আবূ জা'ফর হাশিমী

আবূ জা'ফর আব্দুল্লাহ ইবন মিসওয়ার মাদাইনী (মাদানী ও বলা হয়), হাশিমী, বড় মিথ্যুক, এবং হাদীস জালকারী ছিল। তার সম্পর্কে পূর্বে আলোচনা হয়েছে।

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ الْحُلْوَانِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ قَالَ اَبُوْ اِسْحٰقَ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُفْيَانَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْىٰ قَالَ حَدَّثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ قَالَ نَا اَبُوْ دَاوٗدَ الطَّيَالِسِىُّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ يُوْنُسَ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ كَانَ عَمْرُو بْنُ عُبَيْدٍ يَكْذِبُ فِى الْحَدِيْثِ.

অনুবাদ ঃ (৭৩) হাসান আল হুলওয়ানী (র.) ...... আবূ ইসহাক ইবরাহীম ইবন সুফিয়ান (র.) সূত্রে এবং মুহাম্মদ ইবন ইয়াহইয়া (র.) ...... ইউনুস ইবন উবাইদ (র.) বলেন, আমর ইবন উবাইদ হাদীসে মিথ্যা বর্ণনা করত।

● এখানে সনদ সম্পর্কে মনে রাখতে হবে যে, সহীহ মুসলিম রেওয়ায়াতকারী হলেন, আবূ ইসহাক (র.)। আবূ ইসহাক ও নু'আইম ইবন হাম্মাদের মাঝে প্রথম

সনদে মাধ্যম দুটি। ইমাম মুসলিম ও হাসান হুলওয়ানী। আবূ ইসহাক এ আসরটি মুহাম্মদ ইবন ইয়াহইয়ার সনদে লাভ করেছেন। এ সনদে আবূ ইসহাক ও নু'আইম ইবন হাম্মাদের মাঝে শুধু একটিই মাধ্যম। সুতরাং এই সনদটি আলী বা উঁচু পর্যায়ের। এ কারণের দু'টি সনদ উল্লেখ করা হয়েছে। -বিস্তারিত দ্রষ্টব্য ঃ ফাতহুল মুলহিম ঃ ১/১৩৭

২০. আমর ইবন উবাইদ

আবূ উসমান আমর ইবন উবাইদ ইবন বাব বসরী, (ওফাত ঃ ১৪৩ হিজরী) প্রসিদ্ধ মু'তাযিলী। মু'তাযিলা মতবাদের দিকে লোকজনকে আহবান করত। বড় ইবাদতগুজার ছিল। কিন্তু হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। ইবন মুবারক (র.) কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, আপনি সাঈদ এবং হিশাম দাস্তাওয়ায়ী থেকে রেওয়ায়াত করেন, অথচ আমর ইবন উবাইদের হাদীস পরিহার করেন কেন? উত্তরে তিনি বললেন, আমর তার মতবাদের দিকে মানুষকে প্রকাশ্যে দাওয়াত দেয়। অথচ পূর্বোক্ত দু'জন নীরব থাকেন। আহমদ ইবন মুহাম্মদ হাযরামী বলেন, আমি ইবন মাঈন (র.) কে আমর ইবন উবাইদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছি। তখন তিনি বললেন, তার হাদীস লেখা যাবে না। কামিল ইবন তালহা বলেন, আমি হাম্মাদকে বললাম, আপনি লোকজন থেকে হাদীস বর্ণনা করেন, অথচ আমর ইবন উবাইদকে কেন বর্জন করলেন? উত্তরে তিনি বললেন, আমি দেখেছি লোকজন জুম'আর দিন কিবলামুখী হয়ে নামায পড়ে অথচ এ লোকটি তা থেকে বিমুখ থাকে। এতে বুঝলাম, লোকটি বিদ'আতের উপর প্রতিষ্ঠিত। ফলে আমি তার রেওয়ায়াত বর্জন করেছি। বিস্তারিত দেখুন- ফাতহুল মুলহিম ঃ ১/১৩৮, তাহযীব ঃ ৮/৭০, তাকরীব ঃ ২/৭৪, যু'আফা -দারাকুতনী ঃ ৩০৮, উকায়লী ঃ ৩/২৭৭, ইবনুল জাওযী ঃ ২/২২৯, মীযান ঃ ৪/২৭৩।

حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ أَبُو حَفْصٍ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاذَ بْنَ مُعَاذٍ يَقُولُ قُلْتُ لِعَوْفِ بْنِ أَبِي جَمِيلَةَ أَنَّ عَمْرَو بْنَ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا، قَالَ كَذَبَ وَاللَّهِ! عَمْرٌو وَلٰكِنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَحُوزَهَا إِلَى قَوْلِهِ الْخَبِيثِ.

অনুবাদ ঃ (৭৪) আম্‌র ইব্‌ন আলী আবূ হাফস (র) ...... হাসান বসরী (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, 'যে ব্যক্তি

আমাদের (মুসলমানদের) উপর অস্ত্র উত্তোলন করে, সে আমাদের দলভুক্ত নয়।' আউফ (র.) বললেন, আল্লাহর শপথ! আমর মিথ্যা বলেছে, সে এ হাদীসটিকে তার বদ আকীদার সাথে একত্রিত করার অপচেষ্টা চালাতে চেয়েছে।

ব্যাখ্যা ঃ ইমাম মুসলিম (র.) ইমাম যুহলী (র.) -এর কোন হাদীস সহীহ মুসলিমে গ্রহণ করেননি। কারণ, ইমাম মুসলিম (র.) ইমাম বুখারী (র.) -এর পক্ষাবলম্বন করে ইমাম যুহলী (র.) -এর সব রেওয়ায়াত তাকে ফেরৎ দিয়েছিলেন। এ দ্বিতীয় সনদটি ইমাম মুসলিমের শিষ্য আবূ ইসহাক (র.) পরবর্তীতে বাড়িয়েছেন।

যেহেতু এ হাদীসটি বাহ্যত আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের পরিপন্থী, এ জন্য উলামায়ে কিরাম এর বিভিন্ন ব্যাখ্যা দেন- ১. যে মুসলমানের উপর বিনা ব্যাখ্যায় তলোয়ার উত্তোলনকে হালাল মনে করে সে আমাদের দলভুক্ত নয়। ২. সে আমাদের দলভুক্ত নয় অর্থ সে আমাদের আদর্শ ও তরীকার উপর নেই। ৩. সুফিয়ান ইবন উয়াইনা (র.) -এর উক্তি দ্বারা বোঝা যায়, এটি সতর্কবাণীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। -বিস্তারিত দ্রষ্টব্য ঃ ফাতহুল মুলহিম ঃ ১/১৩৭, নববী ঃ ১/৩৭

وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيْرِيُّ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ كَانَ رَجُلٌ قَدْ لَزِمَ اَيُّوْبَ وَسَمِعَ مِنْهُ فَفَقَدَهُ اَيُّوبُ فَقَالُوْا لَهُ يَا اَبَا بَكْرٍ! اِنَّهُ قَدْ لَزِمَ عَمْرَو بْنَ عُبَيْدٍ قَالَ حَمَّادٌ فَبَيْنَا اَنَا يَوْمًا مَعَ اَيُّوْبَ وَقَدْ بَكَّرْنَا اِلَى السُّوْقِ فَاسْتَقْبَلَهُ الرَّجُلُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ اَيُّوْبُ وَسَأَلَهُ ثُمَّ قَالَ لَهُ اَيُّوْبُ بَلَغَنِىْ أَنَّكَ لَزِمْتَ ذٰلِكَ الرَّجُلَ قَالَ حَمَّادٌ سَمَّاهُ يَعْنِىْ عَمْرًوا قَالَ نَعَمْ يَا اَبَا بَكْرٍ! اِنَّهُ يَجِيْئُنَا بِاَشْيَاءَ غَرَائِبَ قَالَ يَقُوْلُ لَهُ اَيُّوْبُ اِنَّمَا نَفِرُّ اَوْنَفْرَقُ مِنْ تِلْكَ الْغَرَائِبِ.

অনুবাদ ঃ (৭৫) উবায়দুল্লাহ ইবন উমর আল-কাওয়ারীরী (র.) বলেন, হাম্মাদ ইবন যায়দ (র.) বলেন, এক ব্যক্তি আইয়ূবের সাহচর্যে থেকে তাঁর কাছ থেকে (হাদীস) শুনত। একদিন আইয়ূব তাকে অনুপস্থিত দেখে তার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে লোকেরা বলল, আবূ বকর! (আইয়ূব (র.) -এর উপনাম) সে তো আজকাল আমর ইবন উবায়দের সাথে সব সময় থাকে। হাম্মাদ বলেন, এর মধ্যে একদিন সকালে আমি আইয়ূবের সাথে বাজারে যাচ্ছিলাম। এমন সময় ঐ লোকটি তাঁর সামনে এল, আইয়ূব তাকে সালাম করে তার কুশলাদি জিজ্ঞেস করলেন। অতঃপর তাকে বললেন, আমি জানতে পারলাম, তুমি নাকি বর্তমানে ঐ

ব্যক্তির সাহচর্যে আছো? হাম্মাদ বলেন, তিনি তার নাম উল্লেখ করে বললেন, আমরের সাহচর্যে? সে বলল হ্যাঁ, আবূ বকর! (আপনি ঠিকই শুনেছেন।) তিনি তো আমাদের আশ্চর্য ও অশ্রুতপূর্ব কথা শোনান। হাম্মাদ বলেন, আইয়ূব তাকে বললেন, আরে আমরা তো এ ধরনের আশ্চর্যজনক কথাবার্তাই এড়িয়ে চলি, অথবা বললেন, এগুলোকে ভয় করি।

ব্যাখ্যা ঃ ১. حاز (ن) حوزًا حيازةً الشئ জমা করা, একত্রিত করা। ২. من حمل الخ হাদীসটি সহীহ। ইমাম মুসলিম (র.) কিতাবুল ঈমানে এ হাদীসটি বিভিন্ন সনদে বর্ণনা করেছেন। হযরত আউফ (র.) আমরকে যে মিথ্যুক সাব্যস্ত করেছেন, এর কারণ, হয়তো হযরত হাসান বসরী (র.) -এর সনদে এটিকে বর্ণনা করার ফলে। কারণ, এ হাদীসটি হাসান বসরী (র.) -এর সনদে বর্ণিত নয়। অথবা এ কারণে তাকে মিথ্যুক বলেছেন যে, আমর এ হাদীসটি হাসান (র.) থেকে শুনেননি। ৩. মু'তাযিলা মতে কবীরা গুনাহকারী ব্যক্তি ইসলামের গণ্ডি থেকে বহির্ভূত। যদিও কুফরের গণ্ডিতে প্রবিষ্ট নয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও চিরস্থায়ী জাহান্নামে থাকবে। আউফ বলেন, আমর এ হাদীস দ্বারা তার বাতিল আকীদার উপর প্রমাণ পেশ করতে চেয়েছেন। তার প্রমাণকে ওজনী বানানোর জন্য হযরত হাসান (র.) -এর সনদে হাদীস বর্ণনা করেছেন। কারণ, হযরত হাসান বসরী (র.) এর গোটা ইসলামী বিশ্বে বিশেষতঃ বসরা ও আশে পাশের এলাকায় বিশেষ মর্যাদা ও প্রভাব ছিল।

وَحَدَّثَنِيْ حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ نَا ابْنُ زَيْدٍ يَعْنِيْ حَمَّادًا قَالَ قِيْلَ لِاَيُّوْبَ اِنَّ عَمْرَو بْنَ عُبَيْدٍ رَوٰى عَنِ الْحَسَنِ قَالَ لَايُجْلَدُ السَّكْرَانُ مِنَ النَّبِيْذِ؟ فَقَالَ كَذَبَ! اَنَّمَا سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُوْلُ: يُجْلَدُ السَّكْرَانُ مِنَ النَّبِيْذِ.

অনুবাদ ঃ (৭৬) হাজ্জাজ ইবন শাইর (র.) ...... হাম্মাদ বলেন, আইয়ূব (র.) -কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, আমর ইবন উবায়দ হাসান (র.) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, নাবীয পান করে নেশাগ্রস্ত হলে তাকে বেত্রাঘাত করা তথা শাস্তি দেয়া হবে না -এটা কি ঠিক? তখন আইয়ূব বললেন, আমর ইবন উবায়দ মিথ্যা বলেছে। আমি হাসান (র.) কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, নাবীয পান করে নেশাগ্রস্ত হলে শাস্তি দেয়া হবে।

وَحَدَّثَنِيْ حَجَّاجٌ قَالَ نَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ سَمِعْتُ سَلَّامَ بْنَ

اَبِىْ مُطِيْعٍ يَقُوْلُ بَلَغَ اَيُّوْبَ اَنِّىْ اٰتِىْ عَمْرًوا فَأَقْبَلَ عَلَىَّ يَوْمًا فَقَالَ أَرَأَيْتَ رَجُلًا لَا تَأْمَنُهُ عَلٰى دِيْنِهٖ كَيْفَ تَأْمَنُهُ عَلَى الْحَدِيْثِ؟

অনুবাদ ঃ (৭৭) হাজ্জাজ (র.) ...... সাল্লাম ইবন আবূ মুতী‘ (র.) বলেন, আইয়ূবের কাছে এ সংবাদ পৌঁছল যে, আমি আমরের কাছে যাই। একদিন তিনি আমাকে বললেন, বলতো, তোমার কি ধারণা, যার দীনদারীর ব্যাপারে তুমি আস্থা রাখতে পার না তার হাদীসের উপর তুমি কিরূপে আস্থা রাখতে পার?

وَحَدَّثَنِىْ سَلَمَةُ بْنُ شَبِيْبٍ قَالَ نَا الْحُمَيْدِىُّ قَالَ نَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا مُوْسٰى يَقُوْلُ نَا عَمْرُو بْنُ عُبَيْدٍ قَبْلَ أَنْ يُّحْدِثَ.

অনুবাদ ঃ (৭৮) সালামা ইবন শাবীব (র.) ...... সুফিয়ান বলেন, আমি আবূ মূসা (র.) কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, আমর ইবন উবায়দ তার নতুন ভ্রান্ত আকীদা প্রকাশ করার পূর্বে আমাদের কাছে হাদীস বর্ণনা করেছে।

২১. ওয়াসিতের বিচারপতি আবূ শায়বা

ইবরাহীম ইবন উসমান আবূ শায়বা আবাসী কূফী, ওয়াসিতের বিচারপতি। (ওফাত ঃ ১৬৯ হিজরী) প্রখ্যাত মুহাদ্দিস মুসান্নাফে ইবন আবূ শায়বা গ্রন্থকারের দাদা। আবূ দাউদ এবং ইবন মাজাহর রাবী। তার হাদীস পরিত্যক্ত। নেহায়েত দুর্বল রাবী। বিস্তারিত দেখুন- লিসান ঃ ৭/৪৬৮, মীযান ঃ ১/৪৭ ও ৪/৫৩৭, তাহযীব ঃ ১/১৪৪, তাকরীব ঃ ১/৩৯, যু‘আফা -দারাকুতনী ঃ ৯৯, ইবনুল জাওযী ঃ ১/৪১, উকায়লী ঃ ১/৫৯, আত্ তারীখুল কাবীর -বুখারী ঃ ১/২৭৬, আত্ তারীখুস সগীর বুখারী ঃ ২/৭০।

حَدَّثَنِىْ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِىُّ قَالَ نَا اَبِىْ قَالَ كَتَبْتُ اِلٰى شُعْبَةَ اَسْأَلُهُ عَنْ اَبِىْ شُعْبَةَ قَاضِىْ وَاسِطٍ فَكَتَبَ اِلَىَّ لَاتَكْتُبْ عَنْهُ شَيْئًا وَمَزِّقْ كِتَابِىْ.

অনুবাদ ঃ (৭৯) উবায়দুল্লাহ ইবন মু‘আয আল্-আমবারী (র.) বলেন, আমার পিতা বলেছেন, আমি ওয়াসিত শহরের বিচারপতি আবূ শায়বা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে তার নিকট চিঠি লিখে পাঠালাম। জবাবে তিনি আমাকে লিখে পাঠালেন, তার কাছ থেকে কিছুই লেখবে না, আর আমার এ চিঠিখানা ছিড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলবে। (কারণ, বিচারপতি জানতে পারলে, তাকে কষ্ট দেয়ার আশংকা আছে।)

২২. সালিহ মুর্রী

আবূ বশীর সালিহ ইবন বশীর ইবন ওয়াদি' মুর্রী বসরী (ওফাত ঃ ১৭৩ হিজরী) নেককার লোক ছিলেন। ওয়াজ করতেন। সুমধুর কণ্ঠে কুরআন তিলাওয়াত করতেন। তার তিলাওয়াত শুনে কোন কোন শ্রোতা মারাও গেছে। আল্লাহ ভীতি ছিল তার মধ্যে প্রচন্ড। বেশী কান্নাকাটি করতেন। আফ্ফান ইবন মুসলিম বলেন, তিনি যখন ওয়াজ শুরু করতেন তখন সন্তান হারা মায়ের মতো উদ্বিগ্ন-উৎকণ্ঠিত হতেন। শ্রোতাকে তা ভীষণভাবে ভাবিয়ে তুলত। ফলে তারাও এরূপ ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ত। তবে হাদীস বর্ণনায় দুর্বল ছিলেন। আবূ দাউদ তিরমিযী তার হাদীস গ্রহণ করেছেন। বিস্তারিত দেখুন, নববী ঃ ১/১৭, তাহযীব ঃ ৪/৩৮২, তাকরীব ঃ তাকরীব ঃ ১/৩৫৮, মীযান ঃ ২/২৮৯ যু'আফা -দারাকুতনী ঃ ২৪৫, উকায়লী ঃ ২/১৯৯, ইবনুল জাওযী ঃ ২/৩ ঃ পৃষ্ঠা ঃ ৪৬, আত্ তারীখুল কাবীর -বুখারী ঃ ২/৩ ঃ পৃষ্ঠা ঃ ২৭৩, আত্ তারীখুস সগীর বুখারী ঃ ১/১৯৩।

وَحَدَّثَنَا الْحُلْوَانِيُّ قَالَ سَمِعْتُ عَفَّانَ قَالَ حَدَّثْتُ حَمَّادَ بْنَ سَلَمَةَ عَنْ صَالِحٍ الْمُرِّيِّ بِحَدِيثٍ عَنْ ثَابِتٍ فَقَالَ كَذَبَ وَحَدَّثْتُ هَمَّامًا عَنْ صَالِحٍ الْمُرِّيِّ بِحَدِيثٍ، فَقَالَ: كَذَبَ.

অনুবাদ ঃ (৮০) হুলওয়ানী (র.) বলেন, আফ্ফানকে বলতে শুনেছি, আমি সালিহ্ আল-মুরুরী সূত্রে বর্ণিত সাবিতের একটি রেওয়ায়াত হাম্মাদের নিকট বর্ণনা করলে তিনি বললেন, তিনি মিথ্যা বলেছেন। আমি হাম্মামকে সালিহ মুররীর একটি হাদীস শুনালে তিনি বললেন, তিনি মিথ্যা বলেছেন।

২৩. হাসান ইবন উমারা

হাসান ইবন উমারা বাজালী আবূ মুহাম্মাদ কূফী (ওফাত ঃ ১৫৩ হিজরী)। বাগদাদের বিচারপতি। হাদীস বর্ণনায় নেহায়েত দুর্বল বরং পরিত্যক্ত সাব্যস্ত করা হয়েছে। ইমাম বুখারী (র.) সহীহ বুখারীতে প্রাসঙ্গিকভাবে এবং ইমাম তিরমিযী ও ইবন মাজাহ তার হাদীস গ্রহণ করেছেন। হাসান ইবন উমারার দুর্বলতা ও পরিত্যক্ত হওয়ার ব্যাপারে সবাই একমত। শু'বা বলেন, 'হাসান্ ইবন উমারা হাকাম সূত্রে আমার কাছে ৭০টি হাদীস বর্ণনা করেছে। কিন্তু এগুলো সব ভিত্তিহীন।' জারীর ইবন আব্দুল্লাহ বলেন, 'আমি মনে করি না যে, দীর্ঘদিন পর্যন্ত আমি বেঁচে থাকব, আর এ সময় মুহাম্মদ ইবন ইসহাক থেকে হাদীস বর্ণনা করা হবে, আর হাসান ইবন উমারা সম্পর্কে নীরবতা অবলম্বন করা হবে।' বাযযার

বলেছেন, ‘হাসান ইবন উমারা একক হলে তার হাদীস দ্বারা উলামায়ে কিরাম প্রমাণ দেন না।’ শু‘বা বলেন, ‘কেউ যদি সবচেয়ে বড় মিথ্যুক দেখতে চায় তাহলে সে যেন অবশ্যই হাসান ইবন উমারার দিকে তাকায়।’ ফলে লোকজন তার কথা তার ব্যাপারে গ্রহণ করেছেন এবং হাসানকে বর্জন করেছেন। বিস্তারিত দেখুন- ফাতহুল মুলহিম ঃ ১/১৩৯, তাহযীব ঃ ২/৩০৪, তাকরীব ঃ ১/১৬৯, মীযান ঃ ১/৫১৩, যু‘আফা -দারাকুতনী ঃ ১৯২, ইবনুল জাওযী ঃ ১/২০৭, উকায়লী ঃ ১/২৩৭, আত্ তারীখুস সগীর -বুখারী ঃ ২/১০৯।

وَحَدَّثَنِىْ مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ دَاوٗدَ قَالَ لِىْ شُعْبَةُ اِيْتِ جَرِيْرَ بْنَ حَازِمٍ فَقُلْ لَهٗ لَايَحِلُّ لَكَ اَنْ تَرْوِىَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ فَاِنَّهٗ يَكْذِبُ قَالَ اَبُوْ دَاوٗدَ قُلْتُ لِشُعْبَةَ وَكَيْفَ ذَاكَ؟ فَقَالَ حَدَّثَنَا عَنِ الْحَكَمِ بِأَشْيَاءَ لَمْ اَجِدْلَهَا اَصْلًا، قَالَ قُلْتُ لَهٗ بِأَىِّ شَيْءٍ؟ قَالَ قُلْتُ لِلْحَكَمِ أَصَلَّى النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلٰى قَتْلٰى اُحُدٍ؟ فَقَالَ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ فَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ إِنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلّٰى عَلَيْهِمْ وَدَفَنَهُمْ قُلْتُ لِلْحَكَمِ مَا تَقُوْلُ فِىْ أَوْلَادِ الزِّنَا؟ قَالَ: يُصَلّٰى عَلَيْهِمْ قُلْتُ مِنْ حَدِيْثِ مَنْ يُرْوٰى؟ قَالَ يُرْوٰى عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِىِّ فَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ عَنْ يَحْىَ بْنِ الْجَزَّارِ عَنْ عَلِىٍّ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ.

অনুবাদ ঃ (৮১) মাহমূদ ইবন গায়লান (র.) বলেন, আবূ দাউদ বলেছেন, শু‘বা আমাকে বললেন, তুমি জারীর ইবন হাযিমের নিকট যাও এবং তাঁকে বল, হাসান ইবন উমারা থেকে হাদীস গ্রহণ করা তোমার জন্য বৈধ হবে না। কেননা, সে মিথ্যা বলে। আবূ দাউদ বলেন, আমি শু‘বাকে জিজ্ঞেস করলাম, তার মিথ্যা চারিতা কিভাবে প্রমাণিত? শু‘বা বললেন, হাসান ইবন উমারা আমাদের কাছে অনেক বিষয় বর্ণনা করেছে। আমি সেগুলোর কোন ভিত্তি খুঁজে পাইনি। আবূ দাউদ বলেন, আমি বললাম, সে কোন হাদীস বর্ণনা করেছে? শু‘বা বললেন, আমি হাকামকে জিজ্ঞেস করলাম, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি উহুদের শহীদদের জানাযার সালাত আদায় করেছেন? তিনি বললেন, তিনি তাদের জানাযার নামায পড়েননি।’

কিন্তু এবার হাসান ইবন উমারা (র.) হাকাম-মিকসাম..... ইবন আব্বাস (রা.) সূত্রে বর্ণনা করে যে, 'নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের জানাযার সালাত আদায় করেছেন এবং দাফনও করেছেন।' (যদি এ হাদীস হাকামের নিকট থাকত তাহলে এর পরিপন্থী রেওয়ায়াত কিভাবে বর্ণনা করে?) শু'বা বলেন, আমি হাকামকে জিজ্ঞেস করলাম, 'জারজ সন্তানদের সম্পর্কে আপনি কি বলেন? তথা আপনার অভিমত কি?' তিনি বললেন, 'তাদের জানাযা পড়তে হবে।' আমি জিজ্ঞেস করলাম, তা কোন হাদীস থেকে প্রমাণিত এবং এর বর্ণনাকারী কে? হাকাম বললেন, হাসান বসরী (র.) থেকে বর্ণিত। অতঃপর হাসান ইবন উমারা বলল, হাকাম আমাদেরকে ইয়াহইয়া ইবন জায্যার সূত্রে আলী (রা.) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

ব্যাখ্যা ঃ শুহাদায়ে উহুদ সম্পর্কে রেওয়ায়াত বিভিন্ন রকম রয়েছে। এ জন্য মুজতাহিদীনের মাঝে শহীদের জানাযা নামায সম্পর্কে মতবিরোধ রয়েছে। কিন্তু এখানে ইমাম শু'বা (র.) -এর উদ্দেশ্য শুধু এতটুকু যে, ইমাম হাকাম (র.) থেকে এ বিষয়ে কোন হাদীস বর্ণিত নেই। হাসান তার সূত্রে যে হাদীস বর্ণনা করছে তা মিথ্যা।

২৪. যিয়াদ ইবন মায়মূন ২৫. খালিদ ইবন মাহদূজ

وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ الْحُلْوَانِيُّ قَالَ سَمِعْتُ يَزِيْدَ بْنَ هَارُوْنَ وَذَكَرَ زِيَادَ بْنَ مَيْمُوْنٍ فَقَالَ حَلَفْتُ أَنْ لَا اَرْوِىَ عَنْهُ شَيْئًا وَلَا عَنْ خَالِدِ بْنِ مَحْدُوْجٍ وَقَالَ لَقِيْتُ زِيَادَ بْنَ مَيْمُوْنٍ فَسَأَلْتُهُ عَنْ حَدِيْثٍ فَحَدَّثَنِىْ بِهٖ عَنْ بَكْرٍ الْمُزَنِىِّ ثُمَّ عُدْتُ اِلَيْهِ فَحَدَّثَنِىْ بِهٖ عَنْ مُوَرِّقٍ ثُمَّ عُدْتُ اِلَيْهِ فَحَدَّثَنِىْ بِهٖ عَنِ الْحَسَنِ وَكَانَ يَنْسِبُهُمَا اِلَى الْكِذْبِ قَالَ الْحُلْوَانِىُّ سَمِعْتُ عَبْدَ الصَّمَدِ وَذَكَرْتُ عِنْدَهٗ زِيَادَ بْنَ مَيْمُوْنٍ فَنَسَبَهٗ اِلَى الْكِذْبِ.

অনুবাদ ঃ (৮২) হাসান আল-হুলওয়ানী (র.) বলেন, আমি ইয়াযীদ ইবন হারূনকে যিয়াদ ইবন মায়মূন সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, আমি শপথ করেছি, তার (যিয়াদ) থেকে কোন কিছুই বর্ণনা করব না এবং খালিদ ইবন মাহদূজ থেকেও না।

ইয়াযীদ ইবন হারূন বলেন, একবার আমি যিয়াদ ইবন মাইমূনের সাথে

সাক্ষাৎ করে তাকে একটি হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। সে এ হাদীসটি আমাকে বকর আল মুযানী সূত্রে বর্ণনা করল। দ্বিতীয়বার গিয়ে আমি তাকে সে হাদীসটির সনদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে, সে আমাকে তা মুওয়াররাকের সূত্রে বর্ণনা করল। তৃতীয়বার গিয়ে তাকে এ হাদীসটি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে, সে আমাকে হাসান বসরী সূত্রে বর্ণনা করল। ইয়াযীদ ইবন হারূন তাদের উভয়কে মিথ্যাবাদী বলতেন। হুলওয়ানী বলেন, আমি আবদুস সামাদের নিকট যিয়াদ ইবন মাইমূন সম্পর্কে আলোচনা করলে, তিনি তাকে মিথ্যাবাদী বলে চিহ্নিত করলেন।

১. আবূ আম্মার যিয়াদ ইবন মায়মূন সাকাফী, ফাকিহানী, বসরী, হাদীস জালকারী, বড় মিথ্যুক রাবী। হযরত আনাস (রা.) -এর সাথে তার সাক্ষাৎ হয়নি। কিন্তু তার সূত্রে জাল হাদীস বর্ণনা করত। আত্‌তারা (একজন মহিলা সাহাবী) -এর হাদীস তার তরফ থেকে জালকৃত। এ হাদীসটি সংক্ষিপ্ত আকারে আল-ইসাবা ও লিসানুল মীযানে এবং সবিস্তারে কিতাবুল মওযূ‘আত -ইবনুল জাওযীতে বর্ণিত আছে। (বিভিন্ন নিদর্শনের ভিত্তিতে খালিদ ইবন মাহদূজকে দুর্বল সাব্যস্ত করা হয়েছে।) বিস্তারিত দেখুন- লিসান ঃ ২/৪৯৭, মীযান ঃ ২/৯৪, যু‘আফা -উকায়লী ঃ ২/৭৭, ইবনুল জাওযী ঃ ১/৩০১, দারাকুতনী ঃ ২১৮, আত্ তারীখুল কাবীর -বুখারী ঃ ২/৩ ঃ পৃষ্ঠা ঃ ৩৩৯, আত্ তারীখুস সগীর বুখারী ঃ ২/১৩৬।

২. আবূ রাওহ খালিদ ইবন মাহদূজ ওয়াসিতী ও হযরত আনাস (রা.) থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। নেহায়েত দুর্বল এবং পরিত্যক্ত রাবী। বিস্তারিত দেখুন- লিসান ঃ ২/৩৮৬, মীযান ঃ ১/৬৪২, যু‘আফা -উকায়লী ঃ ২/১৫, ইবনুল জাওযী ঃ ১/২৫০, দারাকুতনী ঃ ১৯৯, আত্ তারীখুল কাবীর -বুখারী ঃ ২/১ ঃ পৃষ্ঠা ঃ ১৭২, আত্ তারীখুস সগীর -বুখারী ঃ ২/৮০০।

وَحَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِىْ دَاوُدَ الطَّيَالِسِىِّ قَدْ أَكْثَرْتَ عَنْ عَبَّادِ بْنِ مَنْصُوْرٍ فَمَالَكَ لَمْ تَسْمَعْ مِنْهُ حَدِيْثَ الْعَطَّارَةِ الَّذِىْ رَوٰى لَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ؟ فَقَالَ لِىْ اُسْكُتْ فَاَنَا لَقِيْتُ زِيَادَ بْنَ مَيْمُوْنٍ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِىٍّ فَسَأَلْنَاهُ فَقُلْنَا لَهٗ هٰذِهِ الْاَحَادِيْثُ الَّتِىْ تَرْوِيْهَا عَنْ اَنَسٍ؟ فَقَالَ أَرَأَيْتُمَا رَجُلًا يُذْنِبُ فَيَتُوْبُ أَلَيْسَ يَتُوْبُ اللّٰهُ عَلَيْهِ؟ قَالَ قُلْنَا نَعَمْ! قَالَ مَا سَمِعْتُ مِنْ اَنَسٍ مِنْ ذَا قَلِيْلًا وَلَا كَثِيْرًا اِنْ

كَانَ لَايَعْلَمُ النَّاسُ فَاَنْتُمَا لَاتَعْلَمَانِ اَنِّىْ لَمْ أَلْقَ اَنَسًا؟ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ فَبَلَغَنَا بَعْدُ اَنَّهُ يَرْوِىْ فَاَتَيْنَاهُ اَنَا وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ فَقَالَ اَيُّوْبُ ثُمَّ كَانَ بَعْدُ يُحَدِّثُ فَتَرَكْنَاهُ.

অনুবাদ ঃ (৮৩) মাহমূদ ইবন গায়লান (র.) বলেন, আমি আবূ দাউদ তায়ালিসীকে বললাম, আপনি তো আব্বাস ইবন মানসূর থেকে অনেক হাদীস বর্ণনা করেছেন। কিন্তু আপনি তার থেকে আত্তারার তথা হাওলা বিনত তুয়াইতের হাদীস আববাদ থেকে শুনেননি কেন, যা নযর ইবন শুমাইল আমাদের বর্ণনা করেছেন? তিনি আমাকে বললেন, চুপ কর। আমি ও আব্দুর রহমান ইবন মাহদী যিয়াদ ইবন মায়মূনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাকে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি যে এসব হাদীস আনাস (রা.) থেকে বর্ণনা কর, তা কতটুকু সহীহ্ ও সঠিক? যিয়াদ বলল, আপনাদের কি অভিমত, যদি কোন ব্যক্তি গুনাহ করার পর তওবা করে, তবে আল্লাহ তা'আলা কি তার তওবা কবূল করবেন না? আবূ দাউদ বলেন, আমরা বললাম, হ্যাঁ কবূল করবেন। যিয়াদ বলল, সত্য কথা হচ্ছে, আমি আনাস (রা.) থেকে কম বা বেশী কিছুই শুনিনি। অন্য লোকেরা যদি অবগত না থাকে, তাহলে আপনারাও কি জানেন না যে, আমি কখনও আনাস (রা.) এর সাথে সাক্ষাৎ করিনি? আবূ দাউদ বলেন, এর কিছুদিন পর আমাদের কাছে সংবাদ পৌঁছল যে, সে পুনরায় আনাস (রা.) -এর সূত্রে হাদীস বর্ণনা করে। আমি ও আব্দুর রহমান আবার তার কাছে গেলাম। সে বলল, আমি তওবা করলাম। পরে দেখা গেল যে, সে আগের মতোই আনাস (রা.) থেকে হাদীস বর্ণনা করছে। তখন থেকে আমরা তাকে পরিত্যাগ করলাম।

২৬. আব্দুল কুদ্দূস শামী

আবূ সাঈদ আব্দুল কুদ্দূস ইবন হাবীব কিলাঈ দিমাশকী, শামী, উহাজী। তার হাদীস পরিত্যক্ত হওয়ার ব্যাপারে সমস্ত মুহাদ্দিসীন একমত। লোকটি শুধু দুর্বলই নয় বরং মারাত্মক গাফিল। তার আলোচনা পূর্বেও এসেছে।

حَدَّثَنَا حَسَنٌ الْحُلْوَانِىُّ قَالَ سَمِعْتُ شَبَابَةَ قَالَ كَانَ عَبْدُ الْقُدُّوْسِ يُحَدِّثُنَا فَيَقُوْلُ سُوَيْدُ بْنُ عَقَلَةَ قَالَ شَبَابَةُ: وَسَمِعْتُ عَبْدَ الْقُدُّوْسِ يَقُوْلُ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يَّتَّخِذَ الرَّوْحُ عَرْضًا قَالَ فَقِيْلَ لَهُ: أَىُّ شَيْءٍ هٰذَا قَالَ يَعْنِىْ تَتَّخِذُ كَوَّةً فِىْ حَائِطٍ لِيَدْخُلَ عَلَيْهِ الرَّوْحُ.

অনুবাদ ঃ (৮৪) হাসান আল্-হুলওয়ানী (র.) বলেন, আমি শাবাবাকে বলতে শুনেছি, আব্দুল কুদ্দূস আমাদের কাছে হাদীস বর্ণনা করত এবং বলত, সুওয়াইদ ইবন আকালা (আসলে নাম হল, সুওয়াইদ ইবন গাফালা) শাবাবা বলেন, আমি আব্দুল কুদ্দূসকে আরো বলতে শুনেছি-

نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يَّتَّخِذَ الرَّوْحُ عَرْضًا۔

‘রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রস্থ থেকে বায়ূ গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন।’ শাবাবা বলেন, কেউ তাঁকে জিজ্ঞেস করল এ কথাটির অর্থ কি? তখন সে বলল, কেউ যেন (নির্মল) বায়ূ গ্রহণ করার উদ্দেশ্য পার্শ্বের দেয়ালে জানালা বা ছিদ্র তৈরি না করে। (আসলে হাদীসটি হল- نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتخذ الرَوْحُ عَرْضًا۔ অর্থাৎ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে কোন প্রাণীকে (ট্রেনিং -এর সময়) তীরের লক্ষ্যবস্তু বানাতে নিষেধ করেছেন।) এখানে সে সনদে ও হাদীসের মূলপাঠে ভুল করেছে এবং নিজের পক্ষ থেকে ভুল ব্যাখ্যা দিয়েছে।

২৭. মাহদী ইবন হিলাল বসরী

আবূ আব্দুল্লাহ মাহদী ইবন হিলাল বসরী, পরিত্যক্ত রাবী। ইবন মাঈন (র.) বলেন, লোকটি ছিল ভ্রান্ত-গোমরাহ। হাদীস জাল করত। কাদরিয়্যাহ সম্প্রদায়ের সাথে সম্পৃক্ত ছিল। ইমাম নাসাঈ (র.) তার সম্পর্কে বলেছেন, ‘লোকটি বসরী, পরিত্যক্ত।’ শামী (র.) বলেছেন, ‘লোকটি ছিল কাদরী এবং এ বিদ‘আতের দিকে লোকজনকে আহবান করত। ইবন আদী (র.) বলেছেন, ‘তার হাদীসে কোন রশ্মি বা নূর নেই। লোকজনকে তার বিদ‘আতের দিকে দাওয়াত দেয়।’ ইবন মাঈন (র.) বলেছেন, ‘মিথ্যা ও হাদীস জাল করার ব্যাপারে একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি হল, মাহদী ইবন হিলাল।’ (মোটকথা, মাহদী ইবন হিলাল সর্বসম্মতিক্রমে দুর্বল।) -ফাতহুল মুলহিম ঃ ১/১৪০। বিস্তারিত দেখুন- মীযান ঃ ৪/১৯৫, লিসান ঃ ৬/১০৬, যু‘আফা -উকায়লী ঃ ৮/২২৭, দারাকুতনী ঃ ৩৫৭, ইবনুল জাওযী ঃ ৩/১৪৩, আত্ তারীখুল কাবীর -বুখারী ঃ ৪/১ ঃ পৃষ্ঠা ঃ ৪৪৫, আত্ তারীখুস সগীর বুখারী ঃ ৪/২২৩।

قَالَ مُسْلِمٌ وَسَمِعْتُ عُبَيْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ الْقَوَارِيْرِىَّ يَقُوْلُ سَمِعْتُ حَمَّادَ بْنَ زَيْدٍ يَقُوْلُ لِرَجُلٍ بَعْدَ مَا جَلَسَ مَهْدِىُّ بْنُ هِلَالٍ بِأَيَّامٍ مَّا هٰذِهِ الْعَيْنُ الْمَالِحَةُ الَّتِىْ نَبَعَتْ قِبَلَكُمْ؟ قَالَ نَعَمْ يَا اَبَا اِسْمَاعِيْلَ!.

অনুবাদ ঃ (৮৫) মুসলিম (র.) বলেন, আমি উবায়দুল্লাহ ইবন ওমর

আল-কাওয়ারীরীকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আমি হাম্মাদ ইবন যায়দ (র.) কে বলতে শুনেছি, তিনি এমন এক ব্যক্তিকে বললেন, যিনি কিছুদিন মাহদী ইবন হিলালের সাহচর্যে ছিলেন- ওটা কেমন এক লবণাক্ত ঝর্ণা, যা তোমাদের দিকে প্রবাহিত হয়েছে? তিনি বললেন, হে আবূ ইসমাঈল! (মুহাম্মাদের উপনাম) হ্যাঁ, সত্যিই এটা লোনা পানির ঝর্ণাই বটে।

ব্যাখ্যা ঃ ইমাম নাসাঈ (র.) বলেছেন, লবণাক্ত ঝর্ণা দ্বারা উদ্দেশ্য হল, মাহদী ইবন হিলাল।

২৮. আবান ইবন আবূ আইয়াশ

আবূ ইসমাঈল আবান ইবন আবূ আইয়াশ ফিরোযাবাদী, জাহিদ, বসরী (ওফাত ঃ ১৪০ হিজরীর কাছাকাছি)। ছোট তাবিঈ, নেহায়েত দুর্বল; বরং তার হাদীস পরিত্যক্ত। সুনানে আবূ দাঊদে তার হাদীস আছে। ইবন মাঈন, নাসাঈ, ফাল্লাস, দারাকুতনী, আবূ হাতিম প্রমুখের মতে পরিত্যক্ত রাবী। বিস্তারিত দেখুন- ফাতহুল মুলহিম ঃ ১/১৪০, মীযান ঃ ১/১, তাহযীব ঃ ১/৯৭, তাকরীব ঃ ১/৩১ যু'আফা -উকায়লী ঃ ১/৩৮, দারাকুতনী ঃ ১৪৭, ইবনুল জাওযী ঃ ১/১৯, আত্ তারীখুল কাবীর -বুখারী ঃ ৪/১ ঃ পৃষ্ঠা ঃ ৪০৮, আত্ তারীখুস সগীর -বুখারী ঃ ২/৫০।

وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ الْحُلْوَانِيُّ قَالَ سَمِعْتُ عَفَّانَ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا عَوَانَةَ قَالَ مَا بَلَغَنِىْ عَنِ الْحَسَنِ حَدِيْثٌ اِلَّا أَتَيْتُ بِهٖ اَبَانَ بْنَ اَبِىْ عَيَّاشٍ فَقَرَاَهُ عَلَيَّ.

অনুবাদ ঃ (৮৬) হাসান আল-হুলওয়ানী (র.) বলেন, আমি আফ্ফানকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, আমি আবূ আওয়ানাকে বলতে শুনেছি, হাসান বসরী (র.) থেকে যে হাদীসই আমার নিকট পৌঁছত আমি তা আবান ইবন আবূ আইয়াশের কাছে পেশ করতাম। সে আমাকে তা পড়ে শুনাতো।

ব্যাখ্যা ঃ অর্থাৎ, আবান হাসান বসরী থেকে যেসব হাদীস বর্ণনা করে এগুলো হযরত হাসান বসরী (র.) থেকে শ্রুত নয়। এসব হাদীস তাকে আবূ আওয়ানা বিভিন্ন রাবী থেকে শুনে জমা করে দিয়েছিলেন। মীযানুল ই'তিদালে ইমাম আহমদ (র.) থেকে আফ্ফানের উক্তি এভাবে বর্ণিত হয়েছে-

قَالَ اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ عَفَّانُ اَوَّلُ مَنْ اَهْلَكَ اَبَانَ بْنَ اَبِىْ عَيَّاشٍ اَبُوْ عَوَانَةَ جَمَعَ اَحَادِيْثَ الْحَسَنِ فَجَاءَ بِهٖ اِلٰى اَبَانَ فَقَرَاهُ عَلَيْهِ.

‘আহমদ ইবন হাম্বল বলেন, আফ্‌ফান বলেছেন, সর্ব প্রথম আবান ইবন আবূ আইয়াশকে ধ্বংস করেছেন আবূ আওয়ানা (র.)। তিনি হাসান বসরীর হাদীস জমা করে আবানকে দিয়েছেন। অতঃপর আবান প্রথমতঃ সে সহীফা আবূ আওয়ানাকে শুনিয়েছে। তারপর অন্যলোকদের শুনাতে আরম্ভ করেছে।’

মীযানুল ই‘তিদালে স্বয়ং আবূ আওয়ানার উক্তি এভাবে বর্ণিত হয়েছে-

قَالَ اَبُوْ عَوَانَةَ كُنْتُ لَا اَسْمَعُ بِالْبَصْرَةِ حَدِيْثًا اِلَّا جِئْتُ بِهِ اَبَانَ فَحَدَّثَنِىْ بِهِ عَنِ الْحَسَنِ حَتّٰى جَمَعْتُ مِنْهُ مُصْحَفًا فَمَا اَسْتَحِلُّ اَنْ اَرْوِىَ عَنْهُ

‘আবূ আওয়ানা বলেন, আমি বসরায় যখনই কোন হাদীস শুনতাম তা আবানের কাছে নিয়ে আসতাম। অতঃপর আবান তা আমাকে শুনিয়েছে হাসান বসরী থেকে রেওয়ায়াত করে। এমনকি আমি আবান থেকে রেওয়ায়াতের একটি কিতাব তৈরি করে ফেলেছি। কিন্তু এখন তার থেকে (আবান থেকে) হাদীস বর্ণনা করা জায়িয মনে করি না।’

এতে বোঝা যায়, আবূ আওয়ানা কিতাব তৈরী করে আবানকে দেননি; বরং আবান থেকে হাদীস শুনে এর সহীফা তৈরি করেছিলেন। তাছাড়া আবূ আওয়ানা শুধু হযরত হাসান (র.) -এর রেওয়ায়াত তাঁকে দেননি; বরং সব ধরনের হাদীস তাঁকে এনে দিয়েছেন। এ জন্য ঘটনার যথার্থ অবস্থা এটাই মনে হয় যে, আবূ আওয়ানা যেসব হাদীস বসরাতে শুনতেন, চাই সেটি হাসান বসরী থেকে বর্ণিত হোক অথবা অন্য কারো কাছ থেকে, সেগুলো এনে তিনি আবানকে এগুলোর নির্ভরযোগ্যতা সম্পর্কে মত চাওয়ার উদ্দেশ্যে অথবা অন্য কোন উদ্দেশ্যে শুনাতেন। আবান এগুলো শুনে লিখে নিত। অতঃপর হাদীস বর্ণনার সময় হাসান বসরী (র.) -এর সনদে বর্ণনা করত। দীর্ঘ সময় পর আবূ আওয়ানার খেয়াল হল যে, আবান হযরত হাসান বসরী (র.) থেকে যেসব হাদীস বর্ণনা করে সেগুলোতো সেসব রেওয়ায়াতই যেগুলো তিনি নিজে বিভিন্ন লোক থেকে শুনে আবানকে শুনিয়েছিলেন। এজন্য তিনি আবান থেকে শ্রুত হাদীসগুলোর একটি বিরাট ভাণ্ডার জমা করা সত্ত্বেও আবান থেকে হাদীস বর্ণনা পরিত্যাগ করেন।

وَحَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُسْهِرٍ قَالَ سَمِعْتُ اَنَا وَ حَمْزَةُ الزَّيَّاتُ مِنْ اَبَانَ بْنِ عَيَّاشٍ نَحْوًا مِّنْ اَلْفِ حَدِيْثٍ قَالَ عَلِىٌّ فَلَقِيْتُ حَمْزَةَ فَاَخْبَرَنِىْ اَنَّهُ رَاَى النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْمَنَامِ

فَعَرَضَ عَلَيْهِ مَا سَمِعَ مِنْ اَبَانَ فَمَا عَرَفَ مِنْهَا اِلَّا شَيْئًا يَسِيرًا خَمْسَةً اَوْ سِتَّةً.

অনুবাদ ঃ সুওয়াইদ ইবন সাঈদ আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, আলী ইবন মুসহির বলেছেন, আমি ও হামযা যাইয়াত আবান ইবন আবূ আইয়াশ থেকে প্রায় এক হাজার হাদীস শুনেছি। আলী বলেন, একদিন আমি হামযার সাথে সাক্ষাৎ করলে, তিনি আমাকে অবহিত করলেন যে, তিনি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্বপ্নে দেখেছেন এবং আবান থেকে যে সমস্ত হাদীস শুনেছিলেন তা (স্বপ্নে) তাঁকে শুনিয়েছেন। কিন্তু তিনি (রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সামান্য ক'টি অর্থাৎ, পাঁচটি বা ছ'টি ছাড়া একটিও চিনেননি।

ব্যাখ্যা ঃ এই জারহ বা কালামের উপর প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়েছে যে স্বপ্ন প্রমাণ নয়।

১ কেউ কেউ এরই উত্তর দিয়েছেন যে, সাধারণ স্বপ্ন প্রমাণ নয়। কিন্তু প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্বপ্নযোগে দেখার হুকুম এর চেয়ে ব্যতিক্রম। কারণ, শয়তান প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রূপ ধারণ করতে পারে না। কিন্তু এই উত্তরটি বিশুদ্ধ নয়।

২ যথার্থ উত্তর হল, সাধারণভাবেই স্বপ্ন প্রমাণ নয়। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্বপ্নে দেখা যদিও প্রকৃত অর্থে তাঁর দর্শনের মতোই। কিন্তু স্বপ্ন দ্রষ্টা যেহেতু স্বপ্ন অবস্থায় থাকে এজন্য স্বপ্নের সমস্ত কথা না বুঝতে পারে, না সংরক্ষণ করতে পারে। এ জন্য সহীহ উত্তর হল, কাযী ইয়ায (র.) -এরটি। তিনি বলেছেন, এসব মনীষীর মনে আবান ইবন আবূ আইয়াশের দুর্বলতা অন্যান্য দলীল প্রমাণের কারণে ছিল। স্বপ্ন দ্বারা শুধু এর সমর্থন লাভ করা হল। বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরূপ-

কাজী ইয়ায (র.) বলেন, এ ধরনের ঘটনা দ্বারা আবানের দুর্বলতা যে প্রমাণিত- এ বিষয়টি প্রকাশ করা উদ্দেশ্য। স্বপ্ন দ্বারা ইয়াকীনের বিষয় নয়। স্বপ্ন না কোন সুন্নতকে বাতিল করতে পারে, না অপ্রমাণিত কোন বিষয়কে সুন্নত প্রমাণ করতে পারে। এ ব্যাপারে সমস্ত উলামায়ে কিরাম একমত। উলামায়ে কিরাম এ ব্যাপারে ইজমা বর্ণনা করেছেন যে, স্বপ্নের মাধ্যমে শরঈ কোন প্রমাণিত বিষয়ে পরিবর্তন- পরিবর্ধন করা জায়িয নেই। আর এটা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী- من رانى فى المنام فقد رانى এর পরিপন্থীও নয়। কারণ, এ হাদীসের অর্থ হল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দর্শন এটা ঠিকই আছে। বাজে স্বপ্ন বা শয়তানের ধোঁকাও নয়। তবে এর দ্বারা কোন

শরয়ী হুকুম প্রমাণ করা জায়িয নেই। কারণ, ঘুমের অবস্থা কোন জিনিস ভাল করে স্মরণ রাখা ও শ্রুত বিষয় ভাল করে তাহকীক করার সময় নয়। অথচ উলামায়ে কিরাম এ ব্যাপারে একমত যে, সাক্ষ্য ও রেওয়ায়াত গ্রহণ করা যায়- এমন ব্যক্তির রেওয়ায়াত গ্রহণ করার জন্যও শর্ত হল, লোকটিকে সচেতন থাকতে হবে। গাফিল এবং বদ হিফয বিশিষ্ট, প্রচুর ভুলকারী এবং ত্রুটিপূর্ণ সংরক্ষণকারীও না হতে হবে। ঘুমন্ত ব্যক্তির মধ্যে এ গুণগুলো থাকে না। অতএব, সংরক্ষণের ব্যাপারে ত্রুটি থাকার কারণে তার রেওয়ায়াত গ্রহণযোগ্য নয়। এসব হল, সেসব জায়গার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যেগুলো শরীআতের ফয়সালার বিপরীত কোন হুকুম প্রমাণ করার সাথে সংশ্লিষ্ট। কিন্তু যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্ন দেখে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে কোন মুস্তাহাব কাজের হুকুম দিচ্ছেন অথবা নিষিদ্ধ কাজ থেকে বারণ করছেন কিংবা কোন উপকারী কাজের দিকে পথ প্রদর্শন করছেন, তাহলে সে মৃতাবিক আমল করা যে মুস্তাহাব, এ ব্যাপারে কোন মতবিরোধ নেই। কারণ, এটা তো শুধু খাবের মাধ্যমে হুকুম নয়; বরং প্রথম থেকেই প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত বিষয়কে প্রমাণিত করা হল। -বিস্তারিত দ্রষ্টব্য ঃ ফাতহুল মুলহিম ঃ ১/১৪০

(......) বাকিয়্যা ইবনুল ওয়ালীদ ২৯. ইসমাঈল ইবন আইয়াশ
(..) আ. কুদ্দূস শামী

আবূ উতবা ইসমাঈল ইবন আইয়াশ ইবন সুলাইম আনাসী হিমসী (১০৬-১৮২ হিজরী)। অনেক বড় মনীষী ছিলেন। সুনান চতুষ্টয়ে তাঁর রেওয়ায়াত আছে। তিনি স্বদেশ তথা শামের উস্তাদগণের নিকট থেকে যেসব হাদীস বর্ণনা করেন, এগুলোকে সমস্ত আয়িম্মায়ে কিরাম সহীহ মেনে নিয়েছেন। অবশ্য তার হিজাযী ও ইরাকী উস্তাদগণ থেকে যেসব হাদীস বর্ণনা করেছেন সেগুলোর ব্যাপারে মুহাদ্দিসীনে কিরাম কালাম করেছেন। বিস্তারিত দেখুন- মীযান ঃ ১/২৪০, তাহযীব ঃ ১/৩২১, তাকরীব ঃ ১/৭৩, আত্ তারীখুল কাবীর -বুখারী ঃ ১/১ ঃ পৃষ্ঠা ঃ ৩৩১, আত্ তারীখুস সগীর বুখারী ঃ ২/২০২, যু'আফা -উকায়লী ঃ ১/৮৮, ইবনুল জাওযী ঃ ১১৮।

আবূ ইসহাক ফাযারী (র.) কর্তৃক ইসমাঈল ইবন আইয়াশ সংক্রান্ত এ রায় অন্যান্য মুহাদ্দিস গ্রহণ করেননি; বরং বিশুদ্ধ উক্তি হল, ইবন হাজার (র.) -এরটি। তাকরীবে তিনি লিখেছেন, শামী উস্তাদগণ থেকে হাদীস বিবরণের ক্ষেত্রে তিনি সঠিক। আর অন্যান্য উস্তাদ থেকে হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে গড়বড় করে ফেলেন।

وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ قَالَ اَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ قَالَ قَالَ لِيْ أَبُوْ اِسْحٰقَ الْفَزَارِيُّ أُكْتُبْ عَنْ بَقِيَّةَ مَا رَوٰى عَنِ الْمَعْرُوْفِيْنَ وَلَاتَكْتُبْ عَنْهُ مَا رَوٰى عَنْ غَيْرِ الْمَعْرُوْفِيْنَ وَلَاتَكْتُبْ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ عَيَّاشٍ مَا رَوٰى عَنِ الْمَعْرُوْفِيْنَ وَلَا عَنْ غَيْرِهِمْ.

অনুবাদ ঃ (৮৮) আব্দুল্লাহ ইবন আব্দুর রহমান দারেমী (র.) আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, যাকারিয়া ইবন আদী বলেন, আবূ ইসহাক আল-ফাযারী বলেছেন, বাকিয়্যা যেসব হাদীস প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিসগণের কাছ থেকে বর্ণনা করে শুধু সেগুলো লিখ এবং যেসব হাদীস অখ্যাত ও অপরিচিত লোকদের থেকে বর্ণনা করে তা লিখ না। কিন্তু ইসমাঈল ইবন আইয়াশের কোন হাদীসই গ্রহণ কর না, চাই তা পরিচিত ও প্রসিদ্ধ ব্যক্তি থেকেই হোক অথবা অপরিচিত ও অখ্যাত ব্যক্তিদের থেকে।

وَحَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الْحَنْظَلِيُّ قَالَ سَمِعْتُ بَعْضَ أَصْحَابِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ: قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ نِعْمَ الرَّجُلُ بَقِيَّةُ لَوْلَا أَنَّهٗ كَانَ يَكْنِيْ الْاَسَامِيَ وَيُسَمِّيْ الْكُنٰى كَانَ دَهْرًا يُحَدِّثُنَا عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ الْوُحَاظِيِّ فَنَظَرْنَا فَإِذَا هُوَ عَبْدُ الْقُدُّوْسِ.

অনুবাদ ঃ (৮৯) ইসহাক ইবন ইবরাহীম আল-হানজালী (র.) বলেন, আমি আব্দুল্লাহ ইবন মুবারকের কোন এক ছাত্রের কাছে শুনেছি, ইবন মুবারক (র.) বলেছেন, বাকিয়্যা উত্তম ব্যক্তিই ছিলেন, যদি তার মধ্যে একটি দোষ না থাকত। তিনি বর্ণনাকারীর নামকে কুনিয়াত (ডাক নাম) এবং কুনিয়াতকে নাম দ্বারা প্রকাশ করতেন। তিনি দীর্ঘদিন যাবৎ আমাদের আবূ সাঈদ ওহাজী সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন। পরে আমরা জানতে পারলাম যে, ওহাজী হলেন সেই আব্দুল কুদ্দূস (যাকে হাদীস বিশারদগণ বর্জন করেছেন।)

ব্যাখ্যা ঃ তাদলীসের অনেক সূরত রয়েছে। তবে প্রসিদ্ধ হল তিনটি। এক. তাদলীসুল ইসনাদ, দুই. তাদলীসুশ্ শুয়ূখ, তিন. তাদলীসুত তাসবিয়া। ইবন মুবারক (র.) উপরোক্ত রেওয়ায়াতে বাকিয়্যা ইবনুল ওয়ালীদ সম্পর্কে তাদলীসুশ্ শুয়ূখের অভিযোগ উত্থাপন করেছেন।

তাদলীসুশ্ শুয়ূখ হল, মুহাদ্দিস কর্তৃক স্বীয় দুর্বল কিংবা মা'মূলি শ্রেণীর রাবীর আলোচনা অপ্রসিদ্ধ নাম বা উপনাম কিংবা অপ্রসিদ্ধ নিসবত কিংবা অপ্রসিদ্ধ গুণ

দ্বারা করা, যাতে লোকজন তাকে চিনতে না পারে। তাদলীসের এ পন্থা অবাঞ্ছিত হলেও জায়িয আছে।

বাকিয়্যা ইবন ওয়ালীদের উপর ইবন মুবারক (র.) ছাড়া অন্যান্য ইমাম তাদলীসুল ইসনাদের অভিযোগও উত্থাপন করেছেন।

তাদলীসুল ইসনাদ হল, মুহাদ্দিস কোন হাদীস সমকালীন শায়খ থেকে বর্ণনা করবেন; কিন্তু তার সাথে সাক্ষাৎ হয়নি, অথবা সাক্ষাৎ হয়েছে কিন্তু তার কাছে কোন হাদীস শুনেননি, অথবা হাদীসতো শুনেছেন, কিন্তু যে হাদীসটি বর্ণনা করছেন সেটি শুনেননি। বরং এ হাদীসটি এ মুহাদ্দিস এ উস্তাদের কোন দুর্বল বা মা‘মূলি শাগরিদ থেকে শুনেছেন। অতঃপর এ সূত্র বাদ দিয়ে সেই শায়খ থেকে এরূপভাবে বর্ণনা করেন যেন, শ্রবণের ধারনা হয়। তাদলীসের এ প্রকারটি নিন্দিত ও না জায়িয।

তাদলীসুত্ তাসবিয়া হল, মুহাদ্দিস স্বীয় উস্তাদকে তো বাদ দিবেন না; কিন্তু হাদীসকে উত্তম বানানোর জন্য উপরের কোন দুর্বল অথবা সাধারণ রাবী উহ্য করে দিবেন এবং সেখানে এরূপ শব্দ রেখে দিবেন, যাতে শ্রবণের সম্ভাবনা রয়েছে। তাদলীসের এ প্রকার নেহায়েত নিকৃষ্ট এবং হারাম।

উপকারিতা ঃ কোন মুহাদ্দিস কর্তৃক নির্ভরযোগ্য উস্তাদকে উহ্য রাখার বিষয়টিকেও পরিষাভায় তাদলীস বলা হয়। কিন্তু এটি নিন্দিত ও নাজায়িয নয়। যেমন, ইবন উয়াইনা ও ইমাম বুখারী (র.) -এর তাদলীস।

حَدَّثَنِىْ اَحْمَدُ بْنُ يُوْسُفَ الأَزْدِىُّ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّزَّاقِ يَقُوْلُ مَا رَأَيْتُ ابْنَ الْمُبَارَكِ يُفْصِحُ بِقَوْلِهِ كَذَّابٌ اِلَّا لِعَبْدِ الْقُدُّوْسِ فَإِنِّىْ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ لَهُ كَذَّابٌ.

অনুবাদ ঃ (৯০) আহমদ ইবন ইউসুফ আযদী বলেন, আমি আব্দুর রায্যাককে বলতে শুনেছি, আমি ইবন মুবারক (র.) কে স্পষ্ট ভাষায় আব্দুল কুদ্দূস ছাড়া আর কাউকে মিথ্যাবাদী বলতে দেখিনি। আমি তাঁকে বলতে শুনেছি, আব্দুল কুদ্দূস চরম মিথ্যাবাদী।

৩০. মু‘আল্লা ইবন উরফান

মু‘আল্লা ইবন উরফান পরিত্যক্ত, মুনকারুল হাদীস রাবী। কট্টর শিয়া এবং ইতিহাস সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। সে তার চাচা হযরত আবূ ওয়ায়িল শাকীক ইবন সালামা থেকে হাদীস বর্ণনা করেছে। বিস্তারিত দেখুন, মীযান ঃ ৪/১৪৯, লিসান ঃ

৬/৬৪, যু'আফা -উকায়লী ঃ ৪/১১৩, দারাকুতনী ঃ ৩৫৮ ইবনুল জাওযী ঃ ৩/১৩১, আত্ তারীখুল কাবীর -বুখারী ঃ ১/৪ ঃ পৃষ্ঠা ঃ ৩৯৫।

حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا نُعَيْمٍ وَذَكَرَ الْمُعَلّٰى بْنَ عُرْفَانَ فَقَالَ قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُوْ وَائِلٍ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا اِبْنُ مَسْعُوْدٍ صِفِّيْنَ فَقَالَ اَبُوْ نُعَيْمٍ: أَتَرَاهُ بُعِثَ بَعْدَ الْمَوْتِ؟

অনুবাদ ঃ (৯১) আব্দুল্লাহ ইবন আব্দুর রহমান দারেমী বলেন, আমি আবূ নু'আইমকে একবার মু'আল্লা ইবন উরফানের আলোচনা প্রসঙ্গে বলতে শুনেছি, তিনি বললেন, মু'আল্লা বলেছে যে, আবূ ওয়াইল আমাদের বর্ণনা করেছেন, সিফ্‌ফীনের যুদ্ধে ইবন মাসউদ (রা.) আমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছেন। তার কথা শুনে আবূ নু'আইম বললেন, তোমার কি ধারণা, তিনি কি মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবিত হয়ে ফিরে এসেছেন?

ব্যাখ্যা ঃ ইবন মাসঊদ (রা.) -এর ওফাত হয়েছে ৩২ হিজরীতে হযরত উসমান (রা.) -এর খেলাফত আমলে। সিফ্‌ফীনের যুদ্ধ হয়েছে হযরত আলী (রা.) এর খেলাফত আমলে হযরত মু'আবিয়া (রা.) -এর সাথে। অতএব, সিফ্‌ফীনের যুদ্ধে হযরত ইবন মাসউদ (রা.) -এর আগমন তখনই সম্ভব যদি তাঁকে ওফাতের পর জীবন দান করা হয়।

৩১. অজ্ঞাত রাবী সংক্রান্ত কালাম

নিম্নোক্ত রেওয়ায়াতে আফ্‌ফান (র.) একজন অজ্ঞাত রাবীর ব্যাপারে কালাম করেছেন। তার নাম জানা নেই। কিন্তু কালাম ও জারহের ধরন বুঝার জন্য নাম জানা জরুরীও নয়।

حَدَّثَنِيْ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ وَحَسَنُ الْحُلْوَانِيُّ كِلَاهُمَا عَنْ عَفَّانَ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ كُنَّا عِنْدَ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ عُلَيَّةَ فَحَدَّثَ رَجُلٌ عَنْ رَجُلٍ فَقُلْتُ اِنَّ هٰذَا لَيْسَ بِثَبْتٍ! قَالَ فَقَالَ الرَّجُلُ اغْتَبْتَهُ! قَالَ اِسْمَاعِيْلُ مَا اغْتَابَهُ وَلٰكِنَّهُ حَكَمَ أَنَّهُ لَيْسَ بِثَبْتٍ.

অনুবাদ ঃ (৯২) আমর ইবন আলী ও হাসান হুলওয়ানী (র.) আফ্‌ফান ইবন মুসলিম থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমরা ইসমাঈল ইবন উলাইয়ার নিকট বসা ছিলাম। এ সময় এক ব্যক্তি অন্য আরেক ব্যক্তি থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করল। তখন আমি বললাম, 'সে ব্যক্তি হাদীস বর্ণনার উপযুক্ত নয়।' আফ্‌ফান

বলেন, আমার কথা শুনে ঐ ব্যক্তি বলল, তুমি তো তার গীবত করলে। ইসমাঈল বললেন, না, সে তার গীবত করেনি; বরং সে যে হাদীস বর্ণনা করার উপযুক্ত নয়, সে হুকুমই কেবল লাগিয়েছে।

৩২. মুহাম্মাদ ৩৩. আবুল হুয়াইরিছ, ৩৪. শু'বা, ৩৫. সালিহ, ৩৬. হারাম, ৩৭. অজ্ঞাত

وَحَدَّثَنِىْ اَبُوْ جَعْفَرٍ الدَّارِمِىُّ قَالَ ثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: سَأَلْتُ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الَّذِىْ يَرْوِىْ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؟ فَقَالَ لَيْسَ بِثِقَةٍ وَسَأَلْتُ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ عَنْ اَبِىْ الْحُوَيْرِثِ؟ فَقَالَ لَيْسَ بِثِقَةٍ وَسَأَلْتُهُ عَنْ شُعْبَةَ الَّذِىْ يَرْوِىْ عَنْهُ ابْنُ اَبِىْ ذِئْبٍ فَقَالَ لَيْسَ بِثِقَةٍ وَسَأَلْتُهُ عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ فَقَالَ لَيْسَ بِثِقَةٍ وَسَأَلْتُهُ عَنْ حَرَامِ بْنِ عُثْمَانَ؟ فَقَالَ لَيْسَ بِثِقَةٍ وَسَأَلْتُ مَالِكًا عَنْ هٰؤُلَاءِ الْخَمْسَةِ؟ فَقَالَ لَيْسُوْا بِثِقَةٍ فِىْ حَدِيْثِهِمْ وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اٰخر نَسِيْتُ اِسْمَهُ فَقَالَ هَلْ رَأَيْتَهُ فِىْ كُتُبِىْ؟ قُلْتُ لَا قَالَ لَوْ كَانَ ثِقَةً لَرَأَيْتَهُ فِىْ كُتُبِىْ.

অনুবাদ ঃ (৯৩) আবূ জা'ফর দারেমী (র.) বলেন, বিশর ইবন উমর বলেন, আমি মালিক ইবন আনাসকে সাঈদ ইবন মুসায়্যিব (র.) থেকে হাদীস বর্ণনাকারী মুহাম্মাদ ইবন আব্দুর রহমান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। মালিক ইবন আনাস বললেন, 'সে হাদীস বর্ণনায় নির্ভরযোগ্য নয়।' আমি তাকে আবুল হুয়াইরিছ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, 'সেও নির্ভরযোগ্য রাবী নয়।' তারপর আমি তাঁকে শু'বা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম, যার থেকে ইবন আবূ যি'ব হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি বললেন, 'সেও নির্ভরযোগ্য রাবী নয়।' আমি তাকে তাওয়ামার আযাদকৃত গোলাম সালিহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, 'সেও নির্ভরযোগ্য নয়।' এরপর আমি তাঁকে হারাম ইবন উসমান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, 'সেও নির্ভরযোগ্য নয়।' আমি মালিক ইবন আনাসের নিকট উক্ত পাঁচ ব্যক্তি সম্পর্কে জানতে চাইলাম। তিনি বললেন, 'এদের কেউই হাদীস বর্ণনায় নির্ভরযোগ্য নয়।' অবশেষে আমি তাঁকে আরেকজন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম, যার নাম আমার এখন আর স্মরণ নেই। তার সম্পর্কে তিনি বললেন, 'তার নাম তুমি আমার কিতাবগুলোতে দেখেছ কি'? আমি বললাম,

না। তিনি বললেন, 'যদি সে (হাদীস বর্ণনায়) নির্ভরযোগ্য হত তাহলে তুমি অবশ্যই আমার কিতাবে তার নামের উল্লেখ পেতে।'

ব্যাখ্যা : ① আবূ জারুদ মুহাম্মাদ ইবন আব্দুর রহমান বায়লামী মাদানীর দুর্বলতার ব্যপারে সমস্ত আয়িম্মায়ে কিরাম একমত।

১. ইমাম আহমদ (র.) তাকে 'নেহায়েত মুনকারুল হাদীস' বলেছেন। সাঈদ ইবন মুসায়্যিব থেকে হাদীস বর্ণনা করেন।

২. ইবন মাঈন (র.) বলেছেন, 'তার হাদীস কিছুই না।'

৩. ইবন হাব্বান (র.) তাকে নির্ভযোগ্যদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

৪. ইবন সা'দ (র.) বলেন, সে ছিল স্বল্প হাদীস বিশিষ্ট ব্যক্তি।

৫. দারাকুতনী (র.) বলেছেন, 'সে দুর্বল।'

৬. আবূ যুর'আ (র.) বলেন, 'আলী ইবন আ_ালিব থেকে তার হাদীস মুরসাল।' বিস্তারিত দেখুন- ফাতহুল মুলহিম ঃ ১/১৪২, ১৪৩ মীযান ঃ ৩/৬১৭, লিসান ঃ ৫/২৪৪, যু'আফা -উকায়লী ঃ ৪/১০২, দারাকুতনী ঃ ৩৩৫ ইবনুল জাওযী ঃ ৩/৭৩, আত্ তারীখুল কাবীর -বুখারী ঃ ১/১ ঃ পৃষ্ঠা ঃ ১৪৪, আত্ তারীখুস্ সগীর -বুখারী ঃ ২/৪৮।

② আবুল হুয়াইরিছ আব্দুর রহমান ইবন মু'আবিয়া ইবন হুয়াইরিছ আনসারী, যুরাকী, মাদানী, মা'মূলি শ্রেণীর রাবী। স্মরণশক্তি ভাল নয়। মুরজিয়া সম্প্রদায়ের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার অভিযোগও তার বিরুদ্ধে আছে। আবূ দাউদ ও ইবন মাজাহর রাবী।

১. আব্দুল্লাহ ইবন আহমদ (র.) বলেন, ইমাম মালিক (র.) যে, তার সম্পর্কে বলেছেন, 'তিনি নির্ভরযোগ্য নন'- আমার আব্বা এটি অস্বীকার করেছেন। তিনি বলেছেন, 'সুফিয়ান ও শু'বা তার থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।'

২. ইবন মাঈন (র.) বলেছেন, তার হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশ করা যাবে না।

৩. নাসাঈ (র.) বলেছেন, তিনি তেমন শক্তিশালী নন।

৪. ইবন আদী (র.) বলেছেন, তার হাদীস বেশী নেই। ইমাম মালিক তার সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত। কিন্তু তিনি তার থেকে কোন কিছুই বর্ণনা করেননি।

৫. ইমাম বুখারী (র.) তার সম্পর্কে কোন কালাম করেননি। বিস্তারিত দেখুন- ফাতহুল মুলহিম ঃ ১/১৪২, ১৪৩ তাহযীব ঃ ৬/২৭২, তাকরীব ঃ ১/৪৯৮, মীযান ঃ ৫/৫৯১, ৪/৫১৮ যু'আফা -উকায়লী ঃ ২/৩৪৪, ইবনুল জাওযী ঃ ১/১০০, আত্ তারীখুল কাবীর -বুখারী ঃ ৩/১ ঃ পৃষ্ঠা ঃ ২৫০।

③ আবূ আব্দুল্লাহ শু'বা ইবন ইয়াহইয়া (দীনার) কুরাশী, হাশিমী, মাদানী। (ইবন আব্বাস (রা.) এর আযাদকৃত দাস) মা'মূলি শ্রেণীর রাবী। ইমাম আবূ দাউদ (র.) তার হাদীস গ্রহণ করেছেন।

১. আহমদ ইবন হাম্বল ও ইয়াহইয়া ইবন মাঈন (র.) বলেছেন, 'তার মধ্যে কোন অসুবিধা নেই।'

২. ইবন আদী (র.) বলেছেন, 'আমি তার কোন মুনকার হাদীস পাইনি যে, তার সম্পর্কে দুর্বলতার সিদ্ধান্ত দিব। আমি আশা করি তার মধ্যে কোন অসুবিধা নেই।' বিস্তারিত দেখুন- ফাতহুল মুলহিম ঃ ১/১৪২, ১৪৩, মীযান ঃ ২/২৭৪, তাহযীব ঃ ৪/৩৪৬, তাকরীব ঃ ১/৩৫১।

(৪) সালিহ ইবন নাবহান মাওলাত্ তাওআমা, মাদানী (ওফাত ঃ ১২৫ হিজরী)। সত্যবাদী (মা'মূলি শ্রেণীর নির্ভরযোগ্য রাবী) আবূ দাউদ, তিরমিযী ও ইবন মাজাহ তার হাদীস শুনেছেন। শেষ জীবনে তার স্মরণশক্তি গড়বড় হয়ে গেছে। এ জন্য শুধু পুরনো শিষ্যদের রেওয়ায়াতই গ্রহণযোগ্য।

১. ইমাম মালিক (র.) তার সম্পর্কে 'অনির্ভরযোগ্য' বলে মন্তব্য করেছেন। এটাকে উলামায়ে কিরাম শেষ জীবনের রেওয়ায়াতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ধরেছেন। তাকে দুর্বল সাব্যস্ত করার ব্যাপারে অন্যান্য ইমাম মালিক (র.) -এর বিরোধিতা করেছেন।

২. আহমদ ইবন হাম্বল (র.) বলেন, 'মালিক (র.) তাকে গড়বড় অবস্থায় পেয়েছেন। যারা এর পূর্বে তার হাদীস শুনেছে তাদের হাদীসগুলো ঠিক। মদীনার বড় বড় মনীষী তার থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তার হাদীস ঠিক। তার মধ্যে কোন অসুবিধা আছে বলে আমি জানি না।'

৩. ইয়াহইয়া ইবন মাঈন (র.) বলেছেন, 'এই সালিহ নির্ভরযোগ্য ও প্রমাণযোগ্য।' হ্যাঁ, বার্ধক্যের পর মুনকার হাদীস রেওয়ায়াত করেছেন বলে তিনিও মত পোষণ করেছেন।

৪. আবূ যুর'আ (র.) বলেন, 'সালিহ দুর্বল।'

৫. আবূ হাতিম রাযী (র.) বলেন, 'তিনি শক্তিশালী নন।' বিস্তারিত দেখুন- তাহযীব ঃ ৪/৪০৫, তাকরীব ঃ ১/৩৬৩, মীযান ঃ ২/৩০২, যু'আফা -উকায়লী ঃ ২/২০৪, ইবনুল জাওযী ঃ ১/৫১, আত্ তারীখুল কাবীর -বুখারী ঃ ২/২ ঃ পৃষ্ঠা ঃ ২৯১, আত্ তারীখুস্ সগীর -বুখারী ঃ ২/৭।

(৫) হারাম ইবন উসমান আনসারী সালামী। নেহায়েত দুর্বল, চরমপন্থী শিয়া।

১. ইমাম শাফিঈ ও ইবন মাঈন (র.) বলেছেন, الرواية عن حرام حرام অর্থাৎ হারাম থেকে রেওয়ায়াত করা হারাম।' তিনি আনসারী, মাদানী।

২. ইমাম মালিক (র.) বলেন, 'তিনি নির্ভরযোগ্য নন।' তিনি অরো বলেছেন, 'লোকজন তার হাদীস বর্জন করেছেন।'

৩. ইবন হাব্বান (র.) বলেন, তিনি চরমপন্থী শিয়া ছিলেন। সনদে উলট পালট ঘটাতেন। আর মুরসালগুলোকে মারফূ' বানিয়ে ফেলতেন। ইমাম মুসলিম

ও সিহাহ সিত্তার অন্য কোন গ্রন্থকার তার হাদীস বর্ণনা করেননি। বিস্তারিত দেখুন- ফাতহুল মুলহিম ঃ ১/১৪২, ১৪৩, মীযান ঃ ১/৪৬৮, লিসান ঃ ২/১৮২, যু'আফা -দারাকুতনী ঃ ১৮৮, যু'আফা -উকায়লী ঃ ১/৩২০, ইবনুল জাওযী ঃ ১/১৯৪, আত্ তারীখুল কাবীর -বুখারী ঃ ২/১ ঃ পৃষ্ঠা ঃ ৯৪, আত্ তারীখুস্ সগীর -বুখারী ঃ ২/৯৯, আল ইকমাল -ইবন মাকূলা ঃ ২/৪১২, তাবসীরুল মুনতাবিহ ফী তাহরীরিল মুশতাবিহ ঃ ১/৪২৩।

সতর্কবাণী ঃ এর দ্বারা বোঝা গেল ইমাম মালিক (র.) স্বীয় মুয়াত্তাতে নির্ভরযোগ্য রাবী ছাড়া অন্য কোন রাবী থেকে হাদীস গ্রহণ করবেন না বলে নিজের উপর আবশ্যক করে নিয়েছেন। অতএব, মুয়াত্তার সব রাবী ইমাম মালিক (র.) -এর মতে নির্ভরযোগ্য। এ কথাটি সহীহ বুখারী ও মুসলিম সম্পর্কেও স্মরণ রাখা উচিত। যেহেতু ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র.)ও এ বিষয়টি নিজেদের উপর আবশ্যক করে নিয়েছেন, অতএব, যদি কোন রাবীর ক্ষেত্রে কেউ কালাম করে থাকেন তবে সেটা তার নিজস্ব রায়। ইমাম মালিক, বুখারী ও মুসলিমের বিরুদ্ধে তা প্রমাণ নয়।

৩৮. শুরাহবীল ইবন সা'দ

আবূ সা'দ শুরাহবীল ইবন সা'দ মাদানী (ওফাত ঃ ১২৩ হিজরী) সত্যবাদী। মা'মূলি ধরনের রাবী। বুখারী আল-আদাবুল মুফরাদে আবূ দাঊদ, ইবন মাজাহ সুনানে তার রেওয়ায়াত নিয়েছেন। প্রায় একশ বছর হায়াত পেয়েছেন। শেষ জীবনে স্মরণশক্তিতে গোলমাল হয়ে গিয়েছিল। এ জন্য ইমামগণ তার বিরুদ্ধে কালাম করেছেন।

১. ইমাম নববী (র.) বলেছেন, 'তিনি মাগাযীর ইমাম ছিলেন।'

২. সুফিয়ান ইবন উয়াইনা (র.) বলেন, 'যুদ্ধ-বিগ্রহ সম্পর্কে তার চেয়ে বড় আলিম আর কেউ ছিলেন না। পরবর্তীতে গরীব হয়ে গেছেন। লোকজন তার সম্পর্কে আশংকা করত যে, যদি তিনি কারো কাছে কিছু চাওয়ার পর হাজত পূর্ণ না করত তখন একথা বলে দেন কি না যে, তোমার পিতা বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেননি।'

৩. মুহাম্মদ (র.) বলেন, 'তিনি ছিলেন, পুরনো শায়খ। যায়দ ইবন সাবিত এবং অধিকাংশ সাহাবী থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। শেষ জামানায় স্মৃতিশক্তিতে গড়বড় হয়ে গেছে এবং ভীষণ দরিদ্রতায় নিপতিত হয়েছেন। তার হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশ করা যায় না।' বিস্তারিত দেখুন- মীযান ঃ ২/২৬৬, তাহযীব ঃ ৪/৩২০, তাকরীব ঃ ১/২৪৮।

وَحَدَّثَنِى الفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ قَالَ حَدَّثَنِى يَحْىَ بْنُ مَعِيْنٍ قَالَ نَا حَجَّاجٌ قَالَ نَا اِبْنُ اَبِى ذِئْبٍ عَنْ شُرَحْبِيْلَ بْنِ سَعْدٍ وَكَانَ مُتَّهَمًا.

অনুবাদ ঃ (৯৪) ফযল ইবন সাহল ইবন আবূ যি'ব শুরাহবীল ইবন সা'দ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। অথচ শুরাহবীল ছিলে অভিযুক্ত।

৩৯. আব্দুল্লাহ ইবন মুহাররার

আব্দুল্লাহ ইবন মুহাররার পরিত্যক্ত অগ্রহণযোগ্য রাবী। ইবন মুবারক (র.) সম্ভবত তার বুযুর্গী সম্পর্কে শুনে তাকে দেখার প্রতি আসক্ত ছিলেন। পূর্বে তার সম্পর্কে আলোচনা এসেছে।

وَحَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ قُهْزَاذَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ الطَّالَقَانِىَّ يَقُوْلُ سَمِعْتُ ابْنَ الْمُبَارَكِ يَقُوْلُ لَوْ خُيِّرْتُ بَيْنَ اَنْ أَدْخُلَ الْجَنَّةَ وَ بَيْنَ أَنْ أَلْقَى عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ مُحَرَّرٍ لَاخْتَرْتُ أَنْ أَلْقَاهُ ثُمَّ أَدْخُلُ الْجَنَّةَ فَلَمَّا رَأَيْتُهُ كَانَتْ بَعْرَةٌ أَحَبَّ اِلَىَّ مِنْهُ.

অনুবাদ ঃ (৯৫) মুহাম্মাদ ইবন আব্দুল্লাহ ইবন কুহ্যায (র.) বলেন, আমি আবূ ইসহাক তালাকানীকে বলতে শুনেছি যে, ইবন মুবারককে বলতে শুনেছি, যদি আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করা এবং আব্দুল্লাহ ইবন মুহাররারের সাথে সাক্ষাৎ করার মধ্যে ইখতিয়ার দেয়া হত, তাহলে প্রথমে আমি তার সাথে সাক্ষাৎ করে পরে জান্নাতে প্রবেশ করতাম। পরে যখন আমি তাকে দেখলাম, তখন মনে করা হল বিষ্ঠাও আমার নিকট তার চেয়ে অনেক প্রিয়। অর্থাৎ তাকে জন্তুর গোবর অপেক্ষাও নিকৃষ্ট মনে হল।

৪০. ইয়াহইয়া ইবন আবূ উনাইসা

ইয়াহইয়া ইবন আবূ উনাইসা জাযরী পরিত্যক্ত রাবী।

১. ইমাম বুখারী (র.) বলেন, সে তেমন শক্তিশালী নয়। নাসাঈ (র.) বলেছেন- 'দুর্বল, তাঁর হাদীস পরিত্যক্ত। তবে যায়দ ইবন আবূ উনাইসা নির্ভরযোগ্য এবং মহান ব্যক্তি ছিলেন।' বুখারী মুসলিম তার দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছেন।

২. মুহাম্মদ ইবন সা'দ বলেন, 'তিনি ছিলেন, নির্ভরযোগ্য প্রচুর হাদীস বিশিষ্ট ফকীহ।' পেছনেও তার আলোচনা এসেছে। -দ্রষ্টব্য ঃ নববী ঃ ১/৪০

وَحَدَّثَنِى الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ قَالَ نَا وَلِيْدُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ: قَالَ عُبَيْدُ

اللّٰهِ بْنُ عَمْرٍو قَالَ زَيْدٌ يَعْنِىْ ابْنَ اَبِىْ أُنَيْسَةَ لَاتَأْخُذُوْا عَنْ اَخِىْ.

অনুবাদ ঃ (৯৬) উবায়দুল্লাহ ইবন আমর বলেন, ফযল ইবন সাহল থেকে বর্ণিত আছে, ওয়ালীদ ইবন সালিহ আমাদের কাছে হাদীস বর্ণনা করেছেন। উবায়দুল্লাহ ইবন উমর বলেছেন, যায়দ, মানে ইবন আবূ উনাইসা বলেন, তোমরা আমার ভাই (ইয়াহইয়া) থেকে হাদীস গ্রহণ কর না।

وَحَدَّثَنِىْ أَحْمَدُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الدَّوْرَقِىُّ قَالَ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ السَّلَامِ الْوَابِصِىُّ قَالَ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّقِّىُّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ كَانَ يَحْيٰى بْنُ أَبِىْ أُنَيْسَةَ كَذَّابًا.

অনুবাদ ঃ (৯৭) আহমদ ইবন ইবরাহীম দাওরাকী ...... উবায়দুল্লাহ্ ইবন উমর বলেন, ইয়াহইয়া ইবন আবূ উনাইসা বড় মিথ্যাবাদী ছিল।

৪১. ফারকাদ ইবন ইয়াহইয়া সাবাখী

আবূ ইয়াকূব ফারকাদ ইবন ইয়াকূব সাবাখী (ওফাত ঃ ১৩১ হিজরী) সুফী সাধক ও দুনিয়া বিমুখ ছিলেন। কিন্তু হাদীসের ব্যাপারে দুর্বল ছিলেন। তার প্রচুর ভুল হত। ইমাম তিরমিযী ও ইবন মাজাহ তার রেওয়ায়াত গ্রহণ করেছেন।

১. ইয়াহইয়া ইবন মাঈন (র.) তাকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন।

২. ইমাম বুখারী (র.) বলেন, 'তার হাদীসে প্রচুর মুনকার রয়েছে।'

৩. আল্লামা সা'দী (র.) বলেন, 'তিনি বিতর্কিত। আহকাম এবং সুনানে তিনি প্রমাণযোগ্য নন।'

৪. ইবন হাব্বান (র.) বলেন, 'তার মধ্যে ছিল গাফিলতি এবং বদ হিফয। এ কারণে বিনা চিন্তা ফিকিরে অজ্ঞতাবশত মুরসালকে মাওকূফ এবং মাওকূফকে মুসনাদ বানিয়ে ফেলতেন। অতএব, তার দ্বারা প্রমাণ পেশ করা বাতিল।' বিস্তারিত দেখুন- নববী ঃ ১/৪০, ফাতহুল মুলহিম ঃ ১/৪৩, মীযানুল ই'তিদাল ঃ ৩/৩৪৫, তাহযীব ঃ ৮/২৬২।

وَحَدَّثَنِىْ أَحْمَدُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنِىْ سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ ذُكِرَ فَرْقَدٌ عِنْدَ أَيُّوْبَ فَقَالَ إِنَّ فَرْقَدًا لَيْسَ صَاحِبَ حَدِيْثٍ.

অনুবাদ ঃ (৯৮) আহমাদ ইবন ইবরাহীম (র.) .... হাম্মাদ ইবন যায়দ বলেন, আইয়ূবের নিকট ফারকাদ সম্পর্কে আলোচনা হল। তিনি বললেন, ফারকাদ হাদীস বর্ণনার যোগ্য নয়

৪২. মুহাম্মাদ লাইসী ৪৩. ইয়াকূব ইবন আতা

(১) মুহাম্মদ ইবন আব্দুল্লাহ ইবন উবাইদ ইবন উমাইর লাইছী মক্কী, নেহায়েত দুর্বল রাবী।

১. ইমাম বুখারী (র.) তাকে 'মুনকারুল হাদীস' বলেছেন।

২. ইমাম নাসাঈ (র.) তাকে 'পরিত্যক্ত' সাব্যস্ত করেছেন। হযরত আতা ইবন আবূ রাবাহ থেকে রেওয়ায়াত করেন।

৩. ইয়াহইয়া ইবন মাঈন (র.) তাকে দুর্বল সাব্যস্ত করেছেন।

৪. নাসাঈ (র.) বলেছেন, 'মাতরুকুল হাদীস।'

৫. ইবন আদী (র.) বলেছেন, দুর্বলতা সত্ত্বেও তার হাদীস লেখা যাবে। বিস্তারিত দেখুন- ফাতহুল মুলহিম ঃ ১/১৪৩, মীযান ঃ ৩/৫৯০, লিসান ঃ ৫/২১৬, যু'আফা -দারাকুতনী ঃ ৩৩৩, যু'আফা -উকায়লী ঃ ৪/৯৪, ইবনুল জাওযী ঃ ৩/৮০, আত্ তারীখুল কাবীর -বুখারী ঃ ১/১ ঃ পৃষ্ঠা ঃ ১২৬, আত্ তারীখুস্ সগীর -বুখারী ঃ ২/১৬৬।

(২) ইয়াকুব ইবন আতা ইবন আবূ রাবাহ মক্কী (ওফাত ঃ ১৫৫) দুর্বল রাবী। স্বীয় পিতা হযরত আতা (র.) থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। ইমাম নাসাঈ (র.) তার থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। বিস্তারিত দেখুন- মীযান ঃ ৪/৪৫৩, তাহযীব ১১/৩৯২।

وَحَدَّثَنِى عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ بِشْرٍ الْعَبْدِىُّ قَالَ: سَمِعْتُ يَحْىٰ بْنَ سَعِيْدٍ الْقَطَّانَ ذُكِرَ عِنْدَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ اللَّيْثِىُّ فَضَعَّفَهُ جِدًّا فَقِيْلَ لِيَحْىٰ أَضْعَفُ مِنْ يَعْقُوْبَ بْنِ عَطَاءٍ؟ قَالَ نَعَمْ، ثُمَّ قَالَ مَا كُنْتُ اَرٰى أَنَّ أَحَدًا يَرْوِىْ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَيْرٍ.

অনুবাদ ঃ (৯৯) আব্দুর রহমান ইবন বিশর আল-আবদী (র.) বলেন, আমি শুনেছি ইয়াহইয়া ইবন সাঈদ আল-কাত্তান (র.) -এর কাছে মুহাম্মাদ ইবন আব্দুল্লাহ ইবন উবায়দ ইবন উমাইর লায়ছীর উল্লেখ করা হলে, তিনি তাঁকে অত্যন্ত দুর্বল' বলে মন্তব্য করলেন। এ সময় কেউ ইয়াহইয়াকে জিজ্ঞেস করল, তিনি কি ইয়াকূব ইবন আতা অপেক্ষাও দুর্বল? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তারপর তিনি বললেন, মুহাম্মাদ ইবন আব্দুল্লাহ ইবন উমাইর থেকে কেউ হাদীস বর্ণনা করবে বলে আমি মনে করিনা।

৪৪. হাকীম ৪৫. আব্দুল আ'লা ৪৬. মূসা ইবন দীনার ৪৭. মূসা ইবন দিহ্‌কান ৪৮. ঈসা মাদানী

وَحَدَّثَنِى بِشْرُ بْنُ الْحَكَمِ قَالَ سَمِعْتُ يَحْىٰ بْنَ سَعِيْدِ الْقَطَّانَ ضَعَّفَ حَكِيْمَ بْنَ جُبَيْرٍ وَعَبْدَ الاَعْلٰى وَضَعَّفَ يَحْىٰ (بن) مُوْسٰى بْنَ دِيْنَارٍ قَالَ حَدِيْثُهُ رِيْحٌ وَضَعَّفَ مُوْسٰى بْنَ دِهْقَانَ وَعِيْسٰى بْنَ اَبِىْ عِيْسٰى الْمَدَنِىَّ.

অনুবাদ ঃ (১০০) বিশর ইবন হাকাম বলেন, আমি ইয়াহইয়া ইবন সাঈদ আল-কাত্তানীকে শুনেছি, তিনি হাকীম ইবন জুবাইর ও আব্দুল আলাকে দুর্বল বলেছেন এবং ইয়াহইয়া (ইবন) মূসা ইবন দীনারকে দুর্বল বলেছেন। তিনি আরো বলেছেন, তার হাদীস হচ্ছে বাতাসের মতো বা বদ হাওয়ার মত। তিনি মূসা ইবন দিহকান ও ঈসা ইবন আবূ মাদানীকেও দুর্বল বলেছেন।

ব্যাখ্যা ঃ(১) হাকীম ইবন জুবাইর আসাদী কূফী, সুনান চতুষ্টয়ের প্রসিদ্ধ সমালোচিত রাবী, দুর্বল। তার বিরুদ্ধে শিয়া হওয়ারও অভিযোগ আছে। এখানে সমস্ত উসূলে ইবারতটি রয়েছে وضعف يحى بن موسى بن دينار তথা ইয়াহইয়া এবং মূসার মাঝে ابن শব্দ অতিরিক্ত আছে। কিন্তু এটা নিঃসন্দেহে ভুল ابن শব্দ না থাকাই সঠিক। আবূ আলী গাস্‌সানী ও একদল হাফিজ প্রমুখ এ উক্তি করেছেন। এ ভুলটি হয়েছে মুসলিমের রাবীদের পক্ষ্য থেকে ইমাম মুসলিম থেকে নয়। (নববী ঃ ১/৪০) অতএব, এর অর্থ হল, ইয়হইয়া (র.) মূসা ইবন দীনারকে দুর্বল সাব্যস্ত করেছেন এবং বলেছেন, তার হাদীস হাওয়া অর্থাৎ, অনির্ভরযোগ্য। এরূপভাবে তিনি মূসা ইবন দিহকান এবং ঈসা ইবন আবূ ঈসা মাদানীকে দুর্বল বলেছেন। হাকীম ইবন জুবাইর আব্দুল আ'লা, মূসা ইবন দীনার, মূসা ইবন দিহকান এবং ঈসা- এদের প্রত্যেকের দুর্বলতা সম্পর্কে আয়িম্মায়ে কিরাম একমত। হাকীম আসাদী কূফী শিয়া। মূসা ইবন দিহকান বসরী। ঈসা ইবন আবূ ঈসাকে খাইয়্যাতও বলা হয়, আবার খাব্বাতও। হাসান ইবন ঈসা বলেন, ইবন মুবারক (র.) বলেছেন, জারীরের কাছে যাও। তার সব হাদীস লেখতে পার। তবে তার থেকে তিন জনের হাদীস লেখ না- উবাইদ ইবন মু'আত্তাব যব্বী, কূফী, সারী ইবন ইসমাঈল হামদানী এবং মুহাম্মাদ ইবন সালিম হামদানী কূফী এ তিনজনের হাদীস। কারণ, তাদের দুর্বলতা ও পরিত্যক্ত হওয়ার বিষয়টি প্রসিদ্ধ। বিস্তারিত দেখুন- ফাতহুল মুলহিম ঃ ১/১৪৩, মীযান ঃ ১/৫৮৩, তাহযীব ঃ ২/৪৪৫, তাকরীব ঃ ১/১৯৩।

② আব্দুল আ'লা ইবন আমির ছা'লাবী, কূফী (ওফাত ঃ ১২৯ হিজরী) সুনান চতুষ্টয়ের রাবী। সত্যবাদী মা'মূলি ধরনের রাবী। কিন্তু হাদীসের ক্ষেত্রে তার ভুল হয়ে যেত। বিস্তারিত দেখুন- মীযান ঃ ২/৫৩০, তাহযীব ঃ ৬/৯৪০, তাকরীব ঃ ১/৪৬৪।

③ মূসা ইবন দীনার মক্কী হযরত সাঈদ ইবন জুবাইর (র.) থেকে বর্ণনা করেন, দুর্বল রাবী। সাজী (র.) 'মহা মিথ্যুক ও বড় পরিত্যাজ্য' বলেছেন। বিস্তারিত দেখুন- মীযান ঃ ৪/২০৪, লিসান ঃ ৬/১১৬।

④ মূসা ইবন দিহকান কূফী পরবর্তীতে মাদানী (ওফাত ঃ ১৫০ হিজরীর পূর্বে) হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (র.) থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। দুর্বল রাবী। শেষ জীবনে স্মরণশক্তিও নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। বিস্তারিত দেখুন- মীযান ঃ ৪/২০৪, তাহযীব ঃ ১০/৩৪৩, তাকরীব ঃ ২/২৮২।

⑤ ঈসা ইবন আবূ ঈসা মাইসারা মাদানী হান্নাত, খায়্যাত, খাব্বাত, কূফী। পরবর্তীতে মাদানী (ওফাত ঃ ১৫১ হিজরী) ইবন মাজাহর রাবী, পরিত্যক্ত। বিস্তারিত দেখুন- মীযান ঃ ৩/৩২০, তাহযীব ঃ ৮/২২৪, তাকরীব ঃ ২/১০০।

৪৯. উবায়দা ৫০. সারী ৫১. মুহাম্মদ

① আবূ আব্দুর রহীম উবায়দা ইবন মু'আত্তিব যব্বী, কূফী। দুর্বল রাবী মনে করা হয়েছে। শেষ জীবনে স্মরণশক্তিতে গোলমাল হয়ে গিয়েছিল। বুখারীতে কিতাবুল আযাহীতে প্রসঙ্গিকভাবে তার একটি রেওয়ায়াত আছে। ইমাম আবূ দাউদ, তিরমিযী, ইবন মাজাহ তাঁর হাদীস এনেছেন। ইমাম মুসলিম ও নাসাঈ তাঁর হাদীস নেননি। বিস্তারিত দেখুন- মীযান ঃ ৩/২৫, তাহযীব ঃ ৭/৮৬, তাকরীব ঃ ১/৫৪৮, যু'আফা -উকায়লী ঃ ৩/১২৯, ইবনুল জাওযী ঃ ২/১২৫, আত্ তারীখুল কাবীর -বুখারী ঃ ২/৩ ঃ পৃষ্ঠা ঃ ১২৭, আল ইকমাল -ইবন মাকূলা ঃ ৬/৩৮।

② সারী ইবন ইসমাঈল হামদানী, কূফী। বিচারপতি ছিলেন। কিন্তু পরিত্যক্ত রাবী। ইমাম শাফিঈ (র.) -এর চাচাত ভাই। ইবন মাজাহ তার হাদীস নিয়েছেন। বিস্তারিত দেখুন- মীযান ঃ ২/১১৭, তাহযীব ঃ ৩/৪৫৯, তাকরীব ঃ ১/২৮৫।

③ আবূ সাহল মুহাম্মাদ ইবন সালিম হামদানী কূফী। দুর্বল রাবী। ইমাম তিরমিযী (র.) -এর কাছ থেকে হাদীস নিয়েছেন। বিস্তারিত দ্রষ্টব্য- মীযান ঃ ৩/৫৫৬, তাহযীব ঃ ৯/১৭৬, তাকরীব ঃ ২/১৬৩, যু'আফা -দারাকুতনী ঃ ৩৪০, ইবনুল জাওযী ঃ ৩/৬২।

قَالَ وَسَمِعْتُ الْحَسَنَ بْنَ عِيْسٰى يَقُوْلُ قَالَ لِىْ ابْنُ الْمُبَارَكِ إِذَا

قَدِمْتَ عَلٰى جَرِيْرٍ فَاكْتُبْ عِلْمَهٗ كُلَّهٗ اِلَّا حَدِيْثَ ثَلَاثَةٍ: لَاتَكْتُبْ عَنْهُ حَدِيْثَ عُبَيْدَةَ بْنِ مُعَتِّبٍ وَالسَّرِىِّ بْنِ اِسْمَاعِيْلَ وَمُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ.

অনুবাদ ঃ (১০১) ইমাম মুসলিম (র.) বলেন, আমি হাসান ইবন ঈসা (র.) -এর কাছে শুনেছি, তিনি বলেন, আমাকে ইবন মুবারক (র.) বলেছেন, যখন তুমি জারীরের নিকট যাবে তখন তিন ব্যক্তির হাদীস ছাড়া তার সমস্ত হাদীস লিপিবদ্ধ করে নিও। এ তিন ব্যক্তি হচ্ছে- উবায়দা ইবন মু'আত্তিব, আস্‌সারী ইবন ইসমাঈল ও মুহাম্মাদ ইবন সালিম।

দুর্বল রাবী সংক্রান্ত কালাম সমাপ্ত

قَالَ مُسْلِمٌ: وَأَشْبَاهُ مَا ذَكَرْنَا مِنْ كَلَامِ اَهْلِ الْعِلْمِ فِىْ مُتَّهَمِىْ رُوَاةِ الْحَدِيْثِ وَأَخْبَارِهِمْ عَنْ مَعَايِبِهِمْ كَثِيْرٌ يَطُوْلُ الْكِتَابُ بِذِكْرِهٖ عَلٰى اسْتِقْصَائِهٖ وَفِيْمَا ذَكَرْنَا كِفَايَةٌ لِمَنْ تَفَهَّمَ وَ عَقَلَ مَذْهَبَ الْقَوْمِ فِيْمَا قَالُوْا مِنْ ذٰلِكَ وَبَيَّنُوْا.

তাহকীক ঃ اَشْبَاهٌ এটি شِبْهٌ এবং شَبَهٌ -এর বহুবচন। মত। مُتَّهَمٌ- اِتَّهَمَهٗ অভিযোগ উত্থাপন করা, কুধারণা করা। مَعَائِبُ এটি مَعَابٌ এবং مَعَابَةٌ بِكَذَا -এর বহুবচন। দোষ-ত্রুটি। اِسْتَقْصَىْ الْمَسْئَلَةَ বিষয়ের গভীরে পৌঁছা। ماده : ق، ص، و -تَفَهَّمَ الْكَلَامَ অল্প অল্প করে অনুধাবন করা। عَقَلَ (ض) الشئ- জানা, বোঝা ও চিন্তা-ফিকির করা।

অনুবাদ ঃ ইমাম মুসলিম (র.) বলেন, অভিযুক্ত রাবী, তাদের দোষ-ত্রুটি ও তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ আলিমদের যে বিবরণ আমরা বর্ণনা করেছি তার তালিকা বেশ দীর্ঘ। এ সম্পর্কে সবকিছু আলোচনা করতে গেলে গ্রন্থের কলেবর বেড়ে যাবে। আমরা এখানে যে আলোচনা করেছি তা যারা মুহাদ্দিসীনের দৃষ্টিকোণ জানতে ও বুঝতে চান তাদের জন্য যথেষ্ট, যা তাঁরা এ সম্পর্কে বলেছেন এবং বিশদ বিবরণ দিয়েছেন।

ব্যাখ্যা ঃ দুর্বল রাবীদের সংখ্যা হাজার হাজার। আবূ জা'ফর উকায়লী মক্কী (র.) কিতাবুয্ যু'আফাইল কাবীরে (চার খণ্ডে সমাপ্ত) ২১ শতের বেশী দুর্বল রাবীর জীবনী লিখেছেন। প্রতিটি দুর্বল রাবী সম্পর্কে বিভিন্ন জারহ-তা'দীলের ইমামের কালাম পাওয়া যায়। এমতাবস্থায় সবগুলো লেখা মুশকিল ব্যাপার। এটা তো বড় কিতাবের আলোচ্য বিষয়। এ সংক্ষিপ্ত মুকাদ্দমায় এর সুযোগ বা

প্রয়োজন নেই। কেননা, এখানে উদ্দেশ্য শুধু ছাত্রদেরকে জারহ ও তা'দীলের ধরন বুঝান। এ উদ্দেশ্য অর্জনে যেসব রেওয়ায়াত পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে এতটুকুই যথেষ্ট।

দুর্বল রাবীদের সম্পর্কে কালাম ও জারহ (সমালোচনা) করা দীনী দায়িত্ব

وَإِنَّمَا أَلْزَمُوْا أَنْفُسَهُمُ الْكَشْفَ عَنْ مَعَايِبِ رُوَاةِ الْحَدِيْثِ وَنَاقِلِي الأَخْبَارِ وَأَفْتَوْا بِذٰلِكَ حِيْنَ سُئِلُوْا لِمَا فِيْهِ مِنْ عَظِيْمِ الْخَطِّ إِذَا الأَخْبَارُ فِيْ أَمْرِ الدِّيْنِ إِنَّمَا تَأْتِيْ بِتَحْلِيْلٍ أَوْ تَحْرِيْمٍ أَوْ أَمْرٍ أَوْ نَهْيٍ أَوْ تَرْغِيْبٍ أَوْ تَرْهِيْبٍ فَأَذَا كَانَ الرَّاوِيْ لَهَا لَيْسَ بِمَعْدَنٍ لِلصِّدْقِ وَالأَمَانَةِ ثُمَّ أَقْدَمَ عَلَى الرِّوَايَةِ عَنْهُ مَنْ قَدْ عَرَفَهُ وَلَمْ يُبَيِّنْ مَا فِيْهِ لِغَيْرِهِ مِمَّنْ جَهِلَ مَعْرِفَتَهُ

তারকীব : — انفسهم- الكشف -এর প্রথম মাফঊল, الكشف -এর দ্বিতীয় মাফঊল। — عن معائب الخ- الكشف -এর সাথে মুতা'আল্লিক। — ناقلی- روات-الخ -এর উপর মা'তূফ। افتوا বাক্যটি الزموا -এর উপর মা'তূফ। —بذلك-افتوا -এর সাথে মুতা'আল্লিক। حين মুযাফ, سئلوا মুযাফ ইলাইহি। উভয়টি মিলে افتوا -এর মাফঊলে ফীহি। —لما فيه- الزموا অথবা افتوا -এর সাথে মুতা'আল্লিক। অর্থগতভাবে এটি মাফঊলে লাহু। ما মওসূলা। فيه জরফে মুসতাকির হয়ে সেলা। من عظيم -ما -এর বয়ান। من বয়ানিয়ার জন্য মুতা'আল্লিকের প্রয়োজন নেই।

—اذ-قوله اذا الاخبار الخ তা'লীলিয়্যাহ। الاخبار মুবতাদা تأتى বাক্যটি খবর।
—فى امر الخ জরফে মুসতাকির হয়ে الاخبار -এর সিফাত।

—اذا- قوله فاذا كان الخ শরতিয়্যাহ। كان জুমলায়ে শরতিয়্যাহ। كان اثما জাযা। كان ফে'লে নাকেস। الراوى -এর ইসম এবং ليس بمعدن বাক্যটি দু'টি মা'তূফ বাক্যসহ (اقدم ولم يبين) খবর। —الراوى-لها এর সাথে মুতা'আল্লিক। ليس -যমীর ইসম। بمعدن জরফে মুসতাকির হয়ে খবর। ليس-للصدق এর সাথে মুতা'আল্লিক। اقدم বাক্যটি ليس বাক্যের উপর মা'তূফ। الرواية-عنه -এর সাথে মুতা'আল্লিক। من قد عرفه মওসূল সেলা মিলে ফায়েল। لم يبين বাক্যটি ليس الخ এর উপর মা'তূফ। لم يبين -এর ফায়েল যমীর। ما মওসূলা فيه জরফে মুসতাকির হয়ে সেলা মওসূলসহ মাফঊলে বিহী। لم يبين -لغيره -এর সাথে মুতা'আল্লিক। ممن جهل জরফে মুসতাকির হয়ে غيره -এর সিফাত। كان اثما যমীর ইসম। اثما প্রথম খবর, غاشا দ্বিতীয় খবর। كان-بفعله -এর সাথে মুতা'আল্লিক। অথবা اثما -এর সাথে। ذلك মাফঊলে বিহী فعل এর। — كالعوام الخ - غاشا -এর সাথে মুতা'আল্লিক।

—اذ -قوله اذ لايؤمن الخ তা'লীলিয়্যাহ। على بعض জরফে লগভ। يستعملها মা'তূফ বাক্যসহ মাসদারের তা'বীলে নায়েবে ফায়েল। بعض- من سمع الخ -এর মুযাফ ইলাইহি। — سمع- تلك الخ -এর মাফঊলে বিহী।

كَانَ اثِمًا بِفِعْلِهِ ذٰلِكَ غَاشًّا لِعَوَامِّ الْمُسْلِمِيْنَ إِذْ لَايُؤْمَنُ عَلٰى بَعْضِ مَنْ سَمِعَ تِلْكَ الأَخْبَارَ أَنْ يَّسْتَعْمِلَهَا اَوْ يَسْتَعْمِلَ بَعْضَهَا وَلَعَلَّهَا أَوْ أَكْثَرَهَا أَكَاذِيْبُ لَاأَصْلَ لَهَا مَعَ أَنَّ الأَخْبَارَ الصِّحَاحَ مِنْ رِوَايَةِ الثِّقَاتِ وَأَهْلِ الْقَنَاعَةِ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ يُّضْطَرَّ إِلٰى نَقْلِ مَنْ لَيْسَ بِثِقَةٍ وَلَا مُقْنِعٍ.

তাহকীক ঃ الزم الشئ আবশ্যক করা। افتوا- শরঈ মাসায়েলে শরীয়ত সংক্রান্ত অভিজ্ঞ ব্যক্তির সিদ্ধান্তকে বলা হয় ফতওয়া। الحظ- অংশ, ফায়দা। الخَطَر- গুরুত্ব, উচ্চ মর্যাদা। مَعدِن- স্বর্ণরূপার খনি। বহুবচন معادن। اقدم على الشيئ- ধৃষ্ঠতা দেখান, বীরত্ব দেখান, পদক্ষেপ গ্রহণ। الغاشّ- প্রতারক, ধোঁকাবাজ। لعلها اى لعل كلها- কোন কোন কপিতে اقلها শব্দ আছে। اكاذيب- أُكذُوبة- এর বহুবচন। মিথ্যা। قَناعَة- কোন কিছুর উপর তুষ্ট হওয়া। اهل القناعة- সেসব রাবী যাদের হাদীসের ব্যাপারে তুষ্টি অর্জিত হয়। এ কারণে যে, সে রাবী উঁচু পর্যায়ের হাফিজ এবং নেহায়েত নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী। مَقنَع- এরূপ ব্যক্তি যার কথা যথেষ্ট মনে করা হয়। شاهد مقنع- এরূপ সাক্ষী যার সাক্ষ্য যথেষ্ট মনে করা হয়। فلان لنا مقنع- অর্থাৎ, আমরা তার কথার উপর নির্ভর করি।

অনুবাদ ঃ মুহাদ্দিসগণ হাদীস এবং বর্ণনাকারীদের দোষ-ক্রটি প্রকাশ করে দেয়ার দায়িত্ব নিয়েছেন এবং দুর্বল বর্ণনাকারীদের দোষ-ক্রটি সম্পর্কে যখনই তাদের জিজ্ঞেস করা হয়েছে, তখনই তাঁরা এ বিষয়ে ফতওয়া দিয়েছেন (বিশেষজ্ঞ সুলভ জারহ করেছেন)। কারণ, এতে অনেক ফায়দা নিহিত আছে। অথবা এটি একটি নেহায়েত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কেননা, দীনের কোন কথা বর্ণনা

قوله ولعلها الخ— যমীর ه মা'তূফসহ ইসম। ها-اكثرها এর উপর মা'তূফ। اكاذيب খবর। لااصل لها— اصل লায়ে নফী জিনসের ইসম। لها জরফে মুসতাকির হয়ে খবর।

قوله مع ان الخ— مع মুযাফ। مع শব্দটি সঙ্গ ও একত্রিত হওয়ার অর্থে ব্যবহৃত। ان বাক্যটি মুযাফ ইলাইহি। মুরাক্কাবে ইযাফী মুবতাদা মাহযূফ هذا- এর খবর। من رواية الخ— জরফে মুসতাকির হয়ে— الاخبار الخ- এর সিফাত। মওসূফ সিফাত মিলে ان -এর ইসম। اكثر من الخ— খবর। اهل القناعة-الثقات -এর উপর মা'তূফ। اكثر ইসমে তাফযীল।— من تفضيليه-اكثر -এর সাথে মুতা'আল্লিক। ان মাসদারিয়্যাহ। يُضطَرّ বাক্যটি মাসদারের তা'বীলে খবর। يُضطَرّ -এর নায়েবে ফায়েল যমীর। الى نقل الخ জরফে লগভ। من ليس الخ মওসূফ সেলা মিলে نقل -এর মুযাফ ইলাইহি। ليس -এর ইসম যমীর। بصفة মা'তূফসহ খবর। لا অতিরিক্ত, নফীর তাকীদের জন্য। مقنع- ثقة -এর উপর মা'তূফ।

করলে তার মাধ্যমে হয় কোন কাজ হালাল অথবা হারাম প্রমাণিত হবে, অথবা তাতে কোন কাজ করার নির্দেশ অথবা নিষেধ থাকবে, অথবা এর মাধ্যমে কোন কাজ করতে উৎসাহিত করা হবে বা কোন কাজ না করার জন্য ভীতি প্রদর্শন করা হবে। অতএব যখন কোন রাবী সততা ও বিশ্বস্ততার উৎস না হয়, আর অন্য রাবী, তার কাছ থেকে হাদীস বর্ণনার সময় জানা সত্ত্বেও যদি তার সম্পর্কে অনবহিত লোকদের সামনে এ ক্রটি তুলে না ধরে, তবে সে এর ফলে গুনাহগার হবে এবং সাধারণ মুসলিমদের সাথে প্রতারক বলে গণ্য হবে। কেননা, হতে পারে যারা এসব হাদীস শুনবে, তারা এর সবগুলোর উপর অথবা এর কোন একটির উপর আমল করবে। অথচ এর সবগুলো অথবা অধিকাংশই ভিত্তিহীন ও মিথ্যা হতে পারে। (তাছাড়া) নির্ভরযোগ্য ও আস্থাশীল বর্ণনাকারীদের বর্ণিত নির্ভুল ও সহীহ হাদীসের এত প্রচুর সম্ভার আমাদের সামনে রয়েছে যে, অনির্ভরযোগ্য, দুর্বল ব্যক্তি থেকে হাদীস গ্রহণ করার আদৌ কোন প্রয়োজন নেই।

ব্যাখ্যা ঃ দুর্বল রাবীদের ব্যাপারে জারহ্ করা একটি দীনী দায়িত্ব। এটা গীবত নয়। যেমন, কেউ কেউ মনে করেন। ইমাম আহমদ (র.) কোন দুর্বল রাবী সম্পর্কে জারহ করলে কেউ বলল, হযরত! আপনি উলামায়ে কিরামের গীবত করবেন না। ইমাম আহমদ (র.) উত্তরে বললেন, পাগল কোথাকার! ধ্বংস হোক তোমার। এটা শুভ কামনা, গীবত নয়। অর্থাৎ, দুর্বল রাবীদের ব্যাপারে তানকীদ করলে দীন ও উম্মতে মুসলিমার উপকার হয়। তাদের খায়েরখাহী তথা শুভ কামনা করা হয়।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবন মুবারক (র.) কোন দুর্বল রাবীর বিরুদ্ধে কালাম করেছেন। তখন তাকে বলা হল, আপনি তো গীবত করে ফেললেন। উত্তরে তিনি বললেন, চুপ থাক। যদি আমরা রাবীদের অবস্থার বিশদ বিবরণ না দেই তাহলে সহীহ ও গলদ কিভাবে জানা যাবে?

ইমাম তিরমিযী (র.) কিতাবুল ইলালের শুরুতে লিখেছেন,

اِنَّهُمْ تَكَلَّمُوْا فِىْ الرِّجَالِ وَضَعَّفُوْا وَاِنَّمَا حَمَلَهُمْ عَلٰى ذٰلِكَ عِنْدَنَا- وَاللّٰهُ اَعْلَمُ- اَلنَّصِيْحَةُ لِلْمُسْلِمِيْنَ لَايُظَنُّ بِهِمْ اَنَّهُمْ اَرَادُوْا الطَّعْنَ عَلٰى النَّاسِ وَالْغِيْبَةَ-

‘জারহ ও তা’দীলের ইমামগণ দুর্বল রাবীদের বিরুদ্ধে কালাম করেছেন। আমাদের ধারণা মতে- আল্লাহ ভাল জানেন- এ কাজটুকু তারা মুসলমানদের শুভকামনার উদ্দেশ্যে করেছেন। তাঁদের সম্পর্কে এ কুধারণা করা যায় না যে, তাঁদের উদ্দেশ্য মানুষের সমালোচনা করা, তাদের গীবত করা।’

মোটকথা, যেসব রাবীর মধ্যে দোষ-ক্রটি আছে তাদের দোষ গোপন না করা হাদীসের ইমামগণ জরুরী মনে করেছেন। লোকজন যখন তাদের সম্পর্কে

জিজ্ঞেস করলে তখন তাদের দোষ-ত্রুটি সম্পর্কে বিশদ বিবরণ দেয়া আবশ্যক মনে করেছেন। কারণ, হাদীসের সম্পর্ক দীনের সাথে। হাদীসের মাধ্যমে হালাল হারাম ইত্যাদি আহকাম বিধিবদ্ধ হয়। এর উপর আমল করা হয়। হাদীসে আদেশ নিষেধ এবং নেক কাজের প্রতি উৎসাহ প্রদান এবং বদ আমল সম্পর্কে সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়। অতএব, যদি কোন রাবী সত্যবাদী ও আমানতদার না হয়, এ সম্পর্কে তার অজ্ঞতা থাকে এবং যে এরূপ লোকের হাল অবস্থা জেনে তার থেকে হাদীস বর্ণনা করে, তবে তার জন্য সেটা ঠিক নয়। তার জন্য জরুরী হল, এরূপ ব্যক্তির অবস্থা সম্পর্কে লোকজনকে অবহিত করা। অন্যথায় এ রাবী গোনাহগার হবে এবং মুসলমানদের প্রতি খেয়ানতকারীর অন্তর্ভুক্ত হবে। কারণ, হতে পারে এ হাদীস শ্রবণকারী ব্যক্তি সবগুলো হাদীসের উপর কিংবা কোন কোন হাদীসের উপর আমল করবে। অথচ এসব হাদীস কিংবা অধিকাংশ মিথ্যা বা ভিত্তিহীন হওয়ার সম্ভাবনা আছে। আর ভিত্তিহীন বিষয়ের উপর আমল করা একজন মানুষের দীনদারীর জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর।

তাছাড়া দুর্বল রাবীর রেওয়ায়াতের কোন প্রয়োজন উম্মতের নেই। কারণ, সহীহ হাদীস নির্ভরযোগ্য রাবীদের থেকে এত প্রচুর রয়েছে যে, এ ধরনের অনির্ভরযোগ্য রাবীদের রেওয়ায়াতের কোন প্রকার দরকার নেই।

দুর্বল রেওয়ায়াত বর্ণনা করার কারণ

প্রথম যুগে যতক্ষণ পর্যন্ত ইসলামী রাষ্ট্রগুলোর উপর ইসলামের শত্রুদের আক্রমণ অব্যহত থাকে, ততদিন পর্যন্ত মুসলমানগণ জিহাদে রত থাকেন। অতঃপর যখন শত্রু পিছপা হয়ে যায় তখন জিহাদ সাময়িকভাবে থেমে যায়। কারণ, ইসলামী জিহাদের উদ্দেশ্য ইসলাম প্রচার নয়, যেমন, প্রাচ্যবিদগণ মনে করেন; বরং ইসলামের শত্রুদের আক্রমণ প্রতিহত করা। আর এটা ততক্ষণ পর্যন্ত সম্ভব যতক্ষণ পর্যন্ত ইসলামের শত্রুদের শক্তি থাকে। যখন তাদের জোর খতম হয়ে যায় তখন সাময়িকভাবে জিহাদের প্রয়োজন সমাপ্ত হয়। মোটকথা, মুসলমানগণ জিহাদ মাওকূফ হওয়ার পর তনুমনে তা'লীম তা'আল্লুম ও পঠন-পাঠনের দিকে মনোনিবেশ করেন। উলূমে ইসলামিয়্যার মধ্যে বুনিয়াদী জিনিস হল তিনটি। কুরআনে কারীম, হাদীসে নববী ও ফিকহে ইসলামী। কুরআনে কারীমের দিকে গোটা উম্মত মনোযোগী ছিল। ফিকহ ও ইজতিহাদ সবার ক্ষমতাধীন জিনিস নয়। অবশ্য হাদীস বর্ণনা করা তুলনামূলক সহজ কাজ ছিল। এ জন্য এদিকে ব্যাপক ঝোঁক সৃষ্টি হল। অবস্থা এ পর্যন্ত গড়াল যে, কোন কোন মুহাদ্দিসের ক্লাসে একই সময় ৩০ হাজার ছাত্র পর্যন্ত সমবেত হত।

পূর্বাপরে যার কোন নজির নেই। হাদীসের সংখ্যা সনদের বৈচিত্র্যের কারণে লাখ ছাড়িয়ে যায়।

তৎকালীন যুগে কোন কোন স্বঘোষিত মুহাদ্দিস নিজের বৈশিষ্ট্য তৈরি করার জন্য গরীব হাদীস বর্ণনা করতে শুরু করেন। ইমাম মুসলিম (র.) বলেন, 'যেসব মুহাদ্দিস দুর্বল হাদীস এবং অজানা সনদের উপর নির্ভর করেন এবং তাদের হাদীসকে নির্ভরযোগ্য মনে করেন, তাদের দুর্বলতা জানা সত্ত্বেও তাদের হাদীস ছাত্রদের সামনে বর্ণনা করেন, আমার ধারণা মতে এর কারণ শুধু তাদের প্রচুর হাদীস বর্ণনা করার প্রবণতা। তারা মানুষের বাহবা শুনতে চান। সুবহানাল্লাহ! অমুক মুহাদ্দিসের কাছে কত প্রচুর হাদীস রয়েছে! মাশাআল্লাহ! অমুক মুহাদ্দিসের কত রচিত গ্রন্থ! শুধু এ প্রবণতাই তাদেরকে সর্ব প্রকার হাদীস বর্ণনার প্রতি উদ্বুদ্ধ করে।'

শেষে ইমাম মুসলিম (র.) তাদের ভ্রান্ত কর্মপদ্ধতির উপর পর্যালোচনা করতে গিয়ে বলেন, 'যাদের এ ধারণা তাদের ইলমে হাদীসে কোন অংশই নেই। আলিম না বলে তাদের জাহিল বলাই সংগত। এটারই তারা সবচেয়ে বেশী হকদার।'

মুহাদ্দিসীনে কিরাম দুর্বল হাদীস ও দুর্বলদের রেওয়ায়াত কেন উল্লেখ করেন?

ইমাম নববীর উক্তি মতে এর বিভিন্ন কারণ রয়েছে- ১. কখনও এ কারণে বর্ণনা করেন, যাতে এর দুর্বলতা ও মিথ্যাচারিতা মানুষের সামনে স্পষ্ট করে তুলে ধরা যায়। ২. কখনও বর্ণনাকারীর মধ্যে এ পরিমাণ দুর্বলতা থাকে যে, অন্য কোন সমর্থনের ফলে গ্রহণযোগ্য হতে পারে। ৩. কখনও রাবী ঊর্ধ্বতন বর্ণনাকারীর সহীহ এবং ভুল রেওয়ায়াতগুলোর মাঝে পার্থক্য করার যোগ্যতা রাখেন। অতএব, দুর্বল রাবীদের থেকেও হাদীস বর্ণনা করেন। ৪. কখনও কখনও দুর্বল হাদীস তারগীব-তারহীব, ফাযায়েলে আ'মাল, বিভিন্ন ঘটনাবলী যুহদ ও উত্তম চরিত্র সম্পর্কিত হয়ে থাকে। ফলে মুহাদ্দিসীনে কিরাম এগুলোর ক্ষেত্রে বেশী কঠোরাতা আরোপ করেন না। তাই এগুলো বর্ণনা করেন। কিন্তু আহকাম সংক্রান্ত হাদীসে কেউ নম্রতা প্রদর্শন করেন না।

৬. দুর্বল হাদীসের উপর নির্ভরতা ও আমল সংক্রান্ত মাযহাব সমূহ

এ প্রসঙ্গে তিনটি উক্তি রয়েছে- ১. হাদীসের বিভিন্ন প্রকার যথা- তারগীব-তারহীব ইত্যাদি কোন প্রকারেই দুর্বল হাদীসের উপর নির্ভরতা ও সে মুতাবিক আমল করা জায়িয নেই। আবূ বকর ইবনুল আরাবী, ইবন হায্ম, ও ইমাম বুখারী (র.) -এর মাযহাব এটাই। ইমাম মুসলিম (র.) اذ الأخبار بامر الدين انما تأتى بتحليل الخ দ্বারা এ মাযহাবটিকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। এ

মাযহাবটি ইয়াহইয়া ইবন মাঈন (র.) -এর দিকেও সম্বন্ধযুক্ত।

২. তারগীব-তারহীব সংক্রান্ত হোক কিংবা আহকাম সংক্রান্ত, সর্বত্রই দুর্বল হাদীস গ্রহণযোগ্য। এ মাযহাবটি ইমাম আহমদ, আবূ দাউদ ও আবূ হানীফা (র.) -এর দিকেও সম্বন্ধযুক্ত। ইবনুল কায়্যিম (র.) বলেন, সমস্ত আয়িম্মায়ে মাযহাব এ মূলনীতিতে ইজমালীভাবে একমত।

৩. তারগীব-তারহীব, যুহদ-কাসাসে কয়েকটি শর্তে দুর্বল হাদীসের উপর নির্ভরতা ও আমল হতে পারে। তাহলীল-তাহরীম, আহকাম ও আকাইদের ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য হবে না। জুমহুর তথা সংখ্যাগরিষ্ঠের মাযহাব এটিই। এজন্য ইমাম আহমদ ও আব্দুর রহমান (র.) থেকে বর্ণিত আছে-

اذا روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الحلال والحرام والسنن والاحكام تشددنا فى الاسانيد واذ روينا عن النبى صلى الله عليه وسلم فى فضائل الاعمال وما لايضع حكماً ولا يرفعه تساهلنا فى الاسانيد_ كفاية : ١/ ١٣٤

সুফিয়ান ইবন উয়াইনা (র.) বলেন-

لا تسمع من بقية ما كان سنة واسمع منه ما كان فى ثواب وغيره_ كفاية

আল্লামা সুয়ূতী (র.) তাদরীবুর রাবীতে এবং হাফেজ সাখাভী (র.) আল-কাওলুল বাদী' ফিস্ সালাতি আলাল হাবীবিশ্ শাফী' নামক গ্রন্থে হাফিজ ইবন হাজার (র.) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, ফাযায়েল, তারগীব ও তারহীব সংক্রান্ত বিষয়ে দুর্বল হাদীস গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য তিনটি শর্ত- ১. এই হাদীসের দুর্বলতা মারাত্মক না হতে হবে। অর্থাৎ, রাবীকে মিথ্যুক অথবা মিথ্যার অভিযোগে অভিযুক্ত কিংবা এরূপ না হতে হবে, যার রেওয়ায়াতে ভুলের সংখ্যা অধিক। এ শর্তের ব্যাপারে সবাই একমত। ২. কোন শরঈ মূলনীতি এবং তার ব্যাপকতার অধীনে থাকতে হবে। ৩. আমলের সময় এর প্রমাণের আকীদা রাখবে না; বরং সতর্কতার নিয়তে আমল করবে। যাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি মিথ্যারোপ না হয়।

وَلَا اَحْسِبُ كَثِيْرًا مِمَّنْ يُعَرِّجُ مِنَ النَّاسِ عَلٰى مَا وَصَفْنَا مِنْ هٰذِهِ الْاَحَادِيْثِ الضِّعَافِ وَالْاَسَانِيْدِ الْمَجْهُوْلَةِ وَيَعْتَدُّ بِرِوَايَتِهَا بَعْدَ مَعْرِفَتِهِ بِمَا فِيْهَا مِنَ التَّوَهُّنِ وَالضُّعْفِ اِلَّا اَنَّ الَّذِىْ يَحْمِلُهُ عَلٰى رِوَايَتِهَا

وَالِاعْتَدَادِ بِهَا إِرَادَةُ التَّكْثِيرِ بِذٰلِكَ عِنْدَ الْعَوَامِّ وَلِأَنْ يُقَالَ مَا أَكْثَرَ مَا جَمَعَ فُلَانٌ مِنَ الْحَدِيْثِ! وَ أَلَّفَ مِنَ الْعَدَدِ! وَمَنْ ذَهَبَ فِيْ الْعِلْمِ هٰذَا الْمَذْهَبَ وَسَلَكَ هٰذَا الطَّرِيْقَ فَلَا نَصِيْبَ لَهُ فِيْهِ وَكَانَ بِأَنْ يُسَمّٰى جَاهِلًا أَوْلٰى مِنْ أَنْ يُنْسَبَ اِلٰى عِلْمٍ.

তাহকীক ঃ عرّج عليه -নির্ভর করা। বলা হয়, فلان لايعرّج على قوله -

তারকীব ঃ এ ইবারতে তিনটি বাক্য আছে- ১. لا احسب الى من العدم .২ من ذهب الى فيه .৩ كان بان يسمى الخ । প্রথম বাক্যটিতে احسب -এর দুটি মাফঊলের মাঝে নফী ইসবাতের মাধ্যমে হসর বা সীমাবদ্ধতা সৃষ্টি করা হয়েছে . পূর্ণ বাক্যটির নির্যাস হল, أَحْسِبُهُمْ مُرِيْدِيْنَ التكثير والتمدح الى الناس ।

প্রথম বাক্যটির তারকীব ঃ لا হরফে নফী। احسب ফে'ল। كثيرا সিফাতসহ প্রথম মাফঊল। ممن يعرج الخ—— মা'তূফ বাক্যসহ জরফে মুসতাকির হয়ে كثيرا -এর সিফাত। من الناس -من মওসূলা এর বয়ান।—— على ما وصفنا الخ- يعرج -এর সাথে মুতা'আল্লিক। من هذه الخ - ما মওসূলার বয়ান। يعتد বাক্য يعرج -এর উপর মা'তূফ। —— لما فيها-بعد معرفته - يعتد -এর মাফঊলে ফীহি।—— معرفة -এর সাথে মুতা'আল্লিক। من التوهن-ما মওসূলার বয়ান। الا হরফে ইসতিসনা। الذى- ان -এর ইসম।—— ارادة الخ খবর। পরবর্তী বাক্যটি মা'তূফ আলাইহি। بان يقال জরফে মুসতাকির হয়ে মা'তূফ। মা'তূফ মা'তূফ আলাইহি মিলে احسبها -এর দ্বিতীয় মাফঊল। على رواياتها মা'তূফসহ يحمل -এর সাথে মুতা'আল্লিক।—— الاعتداد -التكثير-بذالك এর উপর মা'তূফ। بها- الاعتداد -এর সাথে মুতা'আল্লিক। رواياتها- এর সাথে মুতা'আল্লিক। عند العوام- التفسير -এর মাফঊলে ফীহি।—— ولان يقال ما جمع ——। ما اكثرالخ- يقال এর নায়েবে ফায়েল। ما اكثر ফে'লে তা'আজ্জুব। الخ- মা'তূফ বাক্যসহ ফে'লে তা'আজ্জুবের ফায়েল। من الحديث-جمع -এর সাথে মুতা'আল্লিক। الف বাক্যটি جمع -এর উপর মা'তূফ। من العدد-الف -এর সাথে মুতা'আল্লিক।

দ্বিতীয় বাক্য ঃ —— ومن ذهب الخ -من মওসূলা। ذهب মা'তূফ জুমলাসহ শর্ত। فلا نصيب الخ—— জাযা। —— في العلم-ذهب -এর সাথে মুতা'আল্লিক। هذا المذهب মাফঊলে ফীহি। سلك الخ - ذهب -এর উপর মা'তূফ।—— هذا الطريق- سلك -এর মাফঊলে ফীহি। ف -فلا نصيب জাযায়িয়্যাহ। نصيب- লায়ে নফী জিনসের ইসম। له জরফে মুসতাকির হয়ে খবর। فيه- نصيب -এর সাথে মুতা'আল্লিক।

তৃতীয় বাক্য ঃ—— وكان بان الخ -كان ফে'লে নাকেসের যমীর তার ইসম। اولى খবর। بان- اولى -এর সাথে মুতা'আল্লিক। يسمى ফে'লে মাজহূল। যমীর নায়েবে ফায়েল। جاهلا দ্বিতীয় মাফঊল।—— من ان ينسب-من جاره তাফযীলিয়্যাহ। اولى -এর সাথে মুতা'আল্লিক। ينسب ফেলে মাজহূল। যমীর নায়েবে ফায়েল الى العلم জরফে লগভ। ينسب বাক্যটি মুফরাদের তাবীলে মাজরূর।

অমুকের কথার উপর নির্ভর করা যায় না। اعتدادًا اعتدَّ- গণ্য করা। বলা হয়, এটি এরূপ বস্তু যা গণ্য করা যায় না, তার দিকে মনোযোগ দেয়া যায় না। تَوَهَّنَ- দুর্বল হওয়া। وهنًا (ض، س، ك) وهنَ কাজে দুর্বল হওয়া।

অনুবাদ ঃ আমি মনে করি, অনেক লোক যারা এ ধরনের দুর্বল হাদীস এবং অজ্ঞাত সনদের উপর নির্ভর করে, এসবের ত্রুটি-বিচ্যুতি ও দুর্বলতা সম্পর্কে অবহিত হওয়া সত্ত্বেও বর্ণনাযোগ্য মনে করে থাকে, তাদের উদ্দেশ্য হল, নিজেদের সাধারণ মানুষের কাছে অধিক হাদীস বর্ণনার প্রবণতা প্রকাশ এবং লোকদের এ বাহবা আদায় করা যে, অমুক ব্যক্তি কত হাদীস সংগ্রহ করেছে! কত হাদীস সংকলন করেছে! এগুলোই তাদের এসব হাদীস বর্ণনা ও এগুলোর প্রতি দৃষ্টিপাতে উদ্বুদ্ধ করছে। ইলমে হাদীসের ক্ষেত্রে যে এ নীতি অবলম্বন করে এবং এ পথে পা বাড়ায়, হাদীস শাস্ত্রে তার কোন অংশ নেই। বস্তুতঃ এমন ব্যক্তি আলিম হিসেবে আখ্যায়িত না হয়ে জাহিল (মূর্খ) নামে অবহিত হওয়ার অধিকযোগ্য।

হাদীসে মু'আন'আনের হুকুম

সনদ মুত্তাসিল হওয়ার জন্য সমকালীনতা ও সাক্ষাতের সম্ভাবনাই যথেষ্ট, না সাক্ষাৎ প্রমাণিত হওয়া জরুরী?

আলোচনার সারনির্যাস ঃ হাদীস সহীহ হওয়ার জন্য পাঁচটি শর্ত রয়েছে। ১. সমস্ত রাবী আদিল বা নির্ভরযোগ্য হওয়া, ২. সনদসহকারে হাদীস ভালরূপে সংরক্ষণ করা, ৩. সনদ মুত্তাসিল হওয়া। তথা সূত্রের মাঝখানে কোন রাবী ছুটে না যাওয়া, বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি না হওয়া। ৪. হাদীসের সনদে কোন গোপন ত্রুটি না থাকা। ৫. রেওয়ায়াত শায না হওয়া। -নুখবাতুল ফিকার।

এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, সনদ মুত্তাসিল হওয়া। সনদ মুত্তাসিল হওয়া মানে গোটা সনদের প্রত্যেক রাবী তার পূর্ববর্তী বর্ণনাকারী থেকে সামনাসামনি হাদীস শুনেছেন। এটা তখনই সুস্পষ্টভাবে জানা যেতে পারে যখন বর্ণনাকারী سمعتُ (আমি শুনেছি) অথবা এর কোন সমার্থবোধক শব্দ বলেন। যদি রাবী عنْ শব্দ দ্বারা হাদীস বর্ণনা করেন, তাহলে এর দ্বারা সুস্পষ্টভাবে শ্রবণ প্রমাণিত হয় না। কারণ, عنْ শব্দে যেমন শ্রবণের সম্ভাবনা আছে, এরূপ শ্রবণ না হয়ে বিচ্ছিন্নতারও সম্ভাবনা আছে। অর্থাৎ, বর্ণনাকারীর তার পূর্ববর্তী রাবী থেকে প্রত্যক্ষ্যভাবে শোনারও সম্ভাবনা আছে, যেমনিভাবে সম্ভাবনা আছে পরোক্ষভাবে শোনার। অতএব, عنْ শব্দটি সুস্পষ্টভাবে শ্রবণের প্রমাণ নয়। ফলে হাদীসে মু'আন'আন মুত্তাসিল হবে না মুনকাতি' এ সম্পর্কে প্রশ্ন আসে। তিন সূরতে সর্ব সম্মতিক্রমে এটিকে মুনকাতি' বলা হবে-

১. রাবী পূর্ববর্তী রাবীর সমকালীন নয়।

২. উভয়েই সমকালীন; কিন্তু জীবনে উভয়ের মাঝে কখনো সাক্ষাৎ ঘটেনি বলে প্রমাণিত হয়েছে।

৩. উভয়ে সমকালীন, তবে সাক্ষাৎ হয়নি বলে প্রমাণিত নয়। কিন্তু রাবী মুদাল্লিস। অর্থাৎ, উস্তাদের নাম গোপন করার ত্রুটি তার মধ্যে আছে।

৪. চতুর্থ সূরত হল, রাবী তার পূর্ববর্তী রাবীর সমকালীন এবং সাক্ষাৎ না হওয়াও প্রমাণিত নয়। পরস্পরে সাক্ষাৎ সম্ভব। রাবীর মধ্যে উস্তাদের নাম গোপন করা তথা তাদলীসের রোগও নেই। তিনি যদি عَنْ শব্দ দ্বারা হাদীস বর্ণনা করেন, তবে এই সনদ মুত্তাসিল হবে না মুনকাতি‘? এ ব্যপারে মতবিরোধ রয়েছে। কোন কোন স্বঘোষিত মুহাদ্দিস এমতাবস্থায়ও হাদীসে মু‘আন‘আনকে মুনকাতি‘ ও অপ্রামাণ্য সাব্যস্ত করেন। তাদের মতে হাদীসে মু‘আন‘আনকে মুত্তাসিল সাব্যস্ত করার জন্য জরুরী হল, বর্ণনাকারী এবং তার পূর্ববর্তী রাবীর মাঝে জীবনে কমপক্ষে একবার সাক্ষাৎ প্রমাণিত হওয়া। তাহলে এ রাবীর তার পূর্ববর্তী রাবী থেকে বর্ণিত সবগুলো মু‘আন‘আন হাদীস মুত্তাসিল সাব্যস্ত করা হবে। অন্যথায় শুধু সমকালীনতা ও সাক্ষাতের সম্ভাবনার কারণে হাদীসে মু‘আন‘আনকে মুত্তাসিল বলা যাবে না।

● তাদের প্রমাণ- রাবী সর্বযুগে সাক্ষাৎ ও শ্রবণ ছাড়া عَنْ শব্দ দ্বারা হাদীস বর্ণনা করেন। যেহেতু রাবীদের নিকট এটা জায়িয, অতএব, عَنْ শব্দটিতে বিচ্ছিন্নতার সম্ভাবনা রয়েছে। এজন্য জরুরী হল, প্রতিটি রাবী তার পূর্ববর্তী রাবী থেকে শ্রবণ করেছেন কিনা তা যাচাই করা। যদি একবারও সাক্ষাৎ প্রমাণিত হয় তাহলে তার মু‘আন‘আন হাদীসকে মুত্তাসিল বলা হবে। অন্যথায় নীরবতা অবলম্বন করতে হবে। অর্থাৎ, এ রেওয়ায়াত দ্বারা প্রমাণ দেয়া যাবে না। কারণ, এখানে রাবীর তার পূর্বেকার রাবীর সাথে সাক্ষাৎ না করার সম্ভাবনাও আছে। সনদ বিচ্ছিন্নও হতে পারে। আর মুনকাতি‘ হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশ করা জায়িয নেই।

● ইমাম মুসলিম (র.) বলেন, এ রায়টি সুনিশ্চিতরূপে ভ্রান্ত। অধিকাংশ মুহাদ্দিসের মতের পরিপন্থী। হাদীসের সমস্ত ইমামের মতে এমতাবস্থায় শুধু সমকালীনতা ও সাক্ষাৎ সম্ভাবনা মু‘আন‘আন হাদীসকে মুত্তাসিল সাব্যস্ত করার জন্য যথেষ্ট। ইমাম মুসলিম (র.) -এর দু‘টি প্রমাণ পেশ করেছেন-

(১) মুতাকাদ্দিমীন উলামায়ে কিরামের মধ্য থেকে এমতাবস্থায় সনদ মুত্তাসিল হওয়ার জন্য সাক্ষাৎ প্রমাণিত হওয়ার কোন বিবরণ নেই।

(২) এরূপ অনেক উদাহরণ রয়েছে যেগুলোতে সাক্ষাৎ, প্রমাণিত নয়। তা

সত্ত্বেও সমস্ত আয়িম্মায়ে কিরাম এসব রাবীর মু'আন'আন হাদীসগুলোকে মুত্তাসিল বলেন। যেমন, আব্দুল্লাহ ইবন ইয়াযীদ আনসারী হযরত হুযায়ফা (রা.) (ওফাত ঃ ৩৬ হিজরী) থেকে عَنْ শব্দ দ্বারা একটি হাদীস বর্ণনা করেন। এরূপভাবে তিনি হযরত আবূ মাসঊদ আনসারী (রা.) (ওফাত ঃ ৪০ হিজরী) থেকেও একটি হাদীস বর্ণনা করেন। অথচ এ দু'জন সাহাবীর সাথে আব্দুল্লাহ (রা.) -এর সাক্ষাৎ কিংবা সামনাসামনি হাদীস শ্রবণের কথা কোন রেওয়ায়াতে উল্লেখ করা হয়নি। কিন্তু যেহেতু সমকালীনতা ও সাক্ষাতের সম্ভাবনা আছে এ জন্য সমস্ত মুহাদ্দিস عَنْ সহকারে বর্ণিত তাঁর হাদীসটিকে মুত্তাসিল সাব্যস্ত করেন। ইমাম মুসলিম (র.) এ ধরনের ১৬টি উদাহরণ উল্লেখ করেছেন।

● প্রথম মতটি ভ্রান্ত। কারণ, যদি শুধু সনদের বিচ্ছিন্নতার সম্ভাবনা ক্ষতিকর হয় এবং এর কারণে সাক্ষাৎ প্রমাণিত হওয়া জরুরী হয়, তাহলে তো কোন মু'আন'আন হাদীসকেই মুত্তাসিল সাব্যস্ত করা সম্ভব হবে না। কারণ, একবার অথবা কয়েকবার সাক্ষাৎ ও শ্রবণের পরেও এ সম্ভাবনা অবশিষ্ট থেকে যায় যে, কোন সুনির্দিষ্ট রেওয়ায়াত রাবী তার পূর্ববর্তী বর্ণনাকারী থেকে সামনাসামনি শুনেননি। আর এটা শুধু সম্ভাবনা নয় বরং বাস্তব ঘটনাও। আমাদের নিকট এরূপ প্রচুর উদাহরণ রয়েছে, যেগুলোতে রাবী তার পূর্ববর্তী বর্ণনাকারীর সাথে সাক্ষাৎ করেছেন, শ্রবণ হয়েছে, তা সত্ত্বেও কোন কোন রেওয়ায়াত রাবী তার পূর্ববর্তী বর্ণনাকারী থেকে প্রত্যক্ষভাবে শুনেননি; বরং পরোক্ষভাবে শুনেছেন। অতঃপর হাদীস বর্ণনার সময় কোন কোন সময় রাবী সেই সূত্র উহ্য করে উস্তাদের উস্তাদ থেকে عَنْ শব্দ দ্বারা হাদীস বর্ণনা করেন। যেমন, হযরত হিশাম ইবন উরওয়ার সাক্ষাৎ ও শ্রবণ তার পিতা থেকে প্রমাণিত; কিন্তু হযরত আয়েশা (রা.) -এর হাদীস كُنْتُ اطَيِّبُ رسولَ صلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحِلِّهِ وَلِحُرْمِهِ بأطْيَبِ ما اجِدُ- হিশাম তার পিতা থেকে সামনাসামনি শুনেননি; বরং তাঁর ভাই উসমান ইবন উরওয়া থেকে শুনেছেন। কিন্তু হিশাম কখনও এ রেওয়ায়াতটি عَنْ عروة শব্দে বর্ণনা করেন, ভাইয়ের কথা উল্লেখ করেন না। ইমাম মুসলিম (র.) এ ধরণের চারটি উদাহরণ দিয়েছেন।

● সারকথা, সনদে বিচ্ছিন্নতার সম্ভাবনা তো সাক্ষাৎ ও শ্রবণের পরেও বাকী থেকে যায়। অতএব, হয়তো শ্রবণের সুস্পষ্ট বিবরণ ছাড়া কোন রেওয়ায়াতই গ্রহণ করা হবে না। তথা সমস্ত মু'আন'আন হাদীসগুলোকে অপ্রামাণ্য সাব্যস্ত করা হবে। অথবা সমকালীনতা ও সাক্ষাতের সম্ভাবনাকে যথেষ্ট মনে করা হবে। মু'আন'আন হাদীসকে মুত্তাসিল মনে করে প্রামাণ্য সাব্যস্ত করা হবে। এর ফলে রাবী তার পূর্ববর্তী বর্ণনাকারী থেকে শুনেছেন মনে করা হবে।

প্রথমোক্ত সূরতটি সম্ভব নয়। করণ, শতকরা ৯৯ ভাগ হাদীস عَنْ শব্দে বর্ণিত। সনদের শুরু অংশে যদিও حَدَّثَنَا، اخبرنَا ইত্যাদি থাকে। কিন্তু শেষে থাকে عَنْ ' عَنْ শব্দ। অতএব, এমতাবস্থায় গোটা হাদীস ভাণ্ডার থেকে হাত ধুয়ে ফেলতে হবে। অতএব, দ্বিতীয় সূরতটি সুনির্দিষ্ট হয়ে গেল। এটাই অধিকাংশের উক্তি, এটাই প্রসিদ্ধ সত্য। মোটকথা, সনদ মুত্তাসিল হওয়ার জন্য সাক্ষাৎ প্রমাণিত হওয়া জরুরী নয়। সাক্ষাতের সম্ভাবনা ও সমকালীনতাই যথেষ্ট।

সাক্ষাৎ প্রমাণিত হওয়ার শর্তারোপ কে করেছেন?

এ সম্পর্কে ব্যাপক আকারে প্রসিদ্ধ হল, ইমাম বুখারী এবং তাঁর উস্তাদ আলী ইবনুল মাদীনী (র.)। প্রায় সবাই স্বঘোষিত মুহাদ্দিস বলতে তাঁদের কথাই বলেন। কিন্তু উস্তাদে মুহতারাম হযরত মাওলানা মুফতী সাঈদ পালনপুরী বলেন, এ ব্যাপারে আমার একাধিক কারণে দ্বিধা ও সংশয় রয়েছে।

১ম কারণ. ইমাম মুসলিম (র.) বিরোধী পক্ষের উক্তি খণ্ডনে উদাহরণ স্বরূপ যেসব রেওয়ায়াত পেশ করেছেন, তন্মধ্যে সাতটি স্বয়ং বুখারীতেই আছে। যদি ইমাম বুখারী (র.) -এর মতে সাক্ষাৎ প্রমাণিত হওয়া জরুরী মনে হত তাহলে এসব রেওয়ায়াত তিনি সহীহ বুখারীতে নিতেন না।

২য় কারণ. বুখারী আগে সংকলিত হয়েছে। খতীব বাগদাদী (র.) -এর উক্তি মতে ইমাম মুসলিম (র.) সহীহ মুসলিমে ইমাম বুখারী (র.) -এর অনুসরণ করেছেন। অতএব, মত খণ্ডনের সহজ পদ্ধতি ছিল, ইমাম মুসলিম (র.) কর্তৃক এরূপ বলে দেয়া যে, অমুক অমুক হাদীস স্বয়ং বিরোধী প্রবক্তার কিতাবেই বিদ্যমান। বাদীর উচিত সেখানে শ্রবণ প্রমাণ করা। অথচ ইমাম মুসলিম (র.) এরূপ কোন অভিযোগ উত্থাপন করেননি।

৩য় কারণ. ইমাম বুখারী ও মুসলিমের মাঝে যে ধরনের গভীর সম্পর্ক ও শ্রদ্ধাবোধ ছিল, ইমাম মুসলিম (র.) -এর মত খন্ডনের ধরণ এর সম্পূর্ণ পরিপন্থী। ইমাম যুহলী (র.) ও ইমাম বুখারী (র.) -এর মাঝে যখন মতানৈক্য হয়েছিল ইমাম যুহলী (র.) তখন ঘোষণা দিয়েছিলেন, যে কুরআনের শব্দকে নশ্বর মনে করে আমার ক্লাসে তার উপস্থিত হওয়ার অনুমতি নেই। এ ঘোষণা শোনার পর ইমাম যুহলী (র.) -এর মজলিস থেকে দু'ব্যক্তি উঠে দাঁড়িয়েছিলেন। তান্মধ্যে একজন ছিলেন, ইমাম মুসলিম (র.)। এমনকি ইমাম মুসলিম (র.) যুহলী (র.) থেকে লিখিত সমস্ত হাদীস তাকে ফেরৎ দেন। ইমাম মুসলিম (র.) ও বুখারী (র.) -এর সাথে এ গাঢ় সুসম্পর্ক আমৃত্যু প্রতিষ্ঠিত ছিল। খতীব বাগদাদী (র.) -এর উক্তি দ্বারাও তাই বোঝা যায়।

অতএব, ইমাম বুখারী (র.) -এর সাথে যার শিষ্যত্ব ও গভীর গাঢ় সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত ছিল এরূপ ব্যক্তির পক্ষ্যে এরূপ সম্মানিত মুহাদ্দিস উস্তাদকে মুনতাহিল তথা চোর এবং তার রায়কে বাফিকির বা কুচিন্তা কিভাবে বলতে পারেন?

মুফতী সাঈদ আহমদ পালনপুরী (দা.বা.) -এর অভিমত

মুহাক্কিক হযরত আল্লামা মুফতী সাঈদ আহমদ পালনপুরী (দা.বা.) -এর অভিমত হল, এ মাযহাব ইমাম বুখারী ও আলী ইবনুল মাদীনীর ছিল না; বরং দ্বিতীয় শ্রেণীর কিছু মুহাদ্দিসের ছিল। যাদের নাম ইতিহাসে সংরক্ষিত হয়নি। ইমাম বুখারী (র.) -এর দিকে উলামায়ে কিরামের মন এ জন্য গেছে যে, ইমাম বুখারী (র.) সহীহ বুখারী তে এ মতটির প্রতি মোটামুটি লক্ষ্য রেখেছেন যাতে তার কিতাব সর্বসম্মতিক্রমে সহীহ বলে স্বীকৃত হয়। কারণ, ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র.) বুখারী ও মুসলিমে সর্বসম্মত সনদগুলোই নিয়েছেন; বিতর্কিত সনদ গ্রহণ করেননি। ইমাম বুখারী (র.) নগণ্য রায়গুলোর প্রতিও কিছু না কিছু লক্ষ্য রেখেছেন। والله اعلم بالصواب

একটি বিভ্রান্তি ও এর অপনোদন

এখানে একটি বিভ্রান্তি ব্যাপক আকারে ছড়িয়ে আছে যে, ইমাম মুসলিম (র.)কে তাঁর এ রায়ের ব্যাপারে একক ও স্বতন্ত্র মনে করা হয়। ইমাম মুসলিম (র.) -এর যে রায় মূলতঃ এটি শুধু তাঁর একার নয়; বরং অধিকাংশ মুহাদ্দিসের মত।

প্রথম প্রমাণ ঃ ইমাম মুসলিম (র.) স্বয়ং লিখেছেন-

اِنَّ الْقَوْلَ الشَّائِعَ الْمُتَّفَقَ عَلَيْهِ بَيْنَ اَهْلِ الْعِلْمِ بِالْأَخْبَارِ وَالرِّوَايَاتِ قَدِيْمًا وَحَدِيْثًا الخ.

'প্রসিদ্ধ উক্তি, বহুল প্রচলিত এবং আগের যুগের ও বর্তমান যুগের উলামায়ে কিরামের মাঝে সর্বসম্মত বিষয় হল ....।'

দ্বিতীয় প্রমাণ ঃ সহীহ মুসলিম এবং এর প্রতিটি হাদীসকে উম্মত সর্বসম্মতিক্রমে সহীহ রূপে স্বীকৃতি দিয়েছেন। দারাকুতনী প্রমুখ যে প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন তা কোন কোন রাবীর দুর্বলতার কারণে। কেউ সনদের উপর সাক্ষাৎ, প্রমাণিত না হওয়ার কারণে মুনকাতি' হওয়ার প্রশ্ন উত্থাপন করেননি। অথচ এটাই যৌক্তিক যে, ইমাম মুসলিম (র.) তাঁর রায়ের প্রতি সহীহ মুসলিমে লক্ষ্য রেখে থাকবেন; বরং তা করেছেন। ইমাম মুসলিম (র.) অভিযোগ হিসাবে যেসব

উদাহরণ দিয়েছেন তন্মধ্যে অনেকগুলো রেওয়ায়াত সহীহ মুসলিমে বিদ্যমান রয়েছে। অথচ কেউ এগুলোকে মুনকাতি' বলেননি। গোটা উম্মত এসব হাদীসের সনদ মুত্তাসিল মনে করেন। এতে বোঝা গেল, সমকালীনতা এবং সাক্ষাতের সম্ভাবনা গোটা উম্মতের মতে সনদ মুত্তাসিল হওয়ার জন্য যথেষ্ট। আর ইমাম মুসলিম (র.) যে মতটি খণ্ডন করেছেন তার প্রবক্তা বর্তমানে আর কেউ নেই। বরং সে রায়ের অপমৃত্যু ঘটেছে।

বাতিল মতবাদ খণ্ডন কখন জরুরী?

প্রতিটি বাতিল মতবাদ খণ্ডন করা জরুরী নয়, সম্ভবও নয়। কারণ, প্রতিদিন নতুন নতুন মতবাদ সৃষ্টি হয়। কয়েকদিন পর এগুলোর আবার মৃত্যু হয়; বরং কোন কোন সময় মত খণ্ডনের জন্য কোন ভ্রান্ত মতবাদের উল্লেখও এর প্রচারের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এ জন্য উত্তম হল, বিনা প্রয়োজনে ভ্রান্ত মতবাদ খন্ডনের জন্যও আলোচনায় না আনা। অবশ্য যদি কোন ভ্রান্ত মতবাদের বিষয়টি সামনে অগ্রসর হয়ে যায়, জনসাধারণের প্রতারিত হওয়ার আশংকা হয়, তাহলে উলামায়ে উম্মতের উপর জরুরী হল, তা খণ্ডন করা। সুস্পষ্টভাবে এর ভ্রান্ততার কথা ঘোষণা দেয়া। যাতে জনসাধারণ প্রতারিত না হয়। ইমাম মুসলিম (র.) সে কথাটুকু তাঁর নিম্নোক্ত ইবারতে ফুটিয়ে তুলেছেন।

وَقَدْ تَكَلَّمَ بَعْضُ مُنْتَحِلِي الْحَدِيثِ مِنْ أَهْلِ عَصْرِنَا فِي تَصْحِيحِ الأَسَانِيدِ وَتَسْقِيمِهَا بِقَوْلٍ لَوْ ضَرَبْنَا عَنْ حِكَايَتِهِ وَذِكْرِ فَسَادِهِ صَفْحًا لَكَانَ رَأْيًا مَتِينًا وَمَذْهَبًا صَحِيحًا إِذِ الإِعْرَاضُ عَنِ الْقَوْلِ الْمُطَّرَحِ

তারকীব ঃ من اهل عصرنا । تكلم -بعض منتحلى الحديث- এর ফায়েল । জরফে মুসতাকির হয়ে সিফাত।—— في تصحيح الخ- تكلم- এর সাথে মুতা'আল্লিক। لو ضربنا الخ । قول মওসূফ । بقول- تكلم- এর সাথে মুতা'আল্লিক। শর্ত জাযা মিলে সিফাত। —— ضربنا الخ জুমলায়ে শরতিয়্যাহ। ضربنا-صفحا এর মাফউলে মুতলাক। —— لكان رايا الخ জুমলায়ে জাযায়িয়্যাহ। اذ تعليلية- لكان رايا এর ইল্লাত। —— الاعراض الخ মুবতাদা احرى মা'তূফসহ খবর। اماته-اخمال এর উপর মা'তূফ। احرى-اجدر -এর উপর মা'তূফ। ان لا يكون এখানে একটি ب উহ্য আছে। অর্থাৎ, بان لا يكون এটি শব্দগতভাবে احرى এর সাথে মুতা'আল্লিক। অর্থগতভাবে নসবের স্থানে পতিত। ذلك ফে'লে নাকেসের ইসম। تنبيها খবর। للجهال এবং عليه- تنبيه- এর সাথে মুতা'আল্লিক।

—— قوله غير ان الخ- غير মুযাফ ان মুযাফ ইলাইহি। মুরাক্কাবে ইযাফী মুসতাসনা মুনকাতি' ان -اى يكون الاعراض احرى واجدر فى جميع الاحوال الا فى هذه الحالة

أُحْرٰى لِإِمَاتَتِهٖ وَإِخْمَالِ ذِكْرِ قَائِلِهٖ وَاَجْدَرُ اَنْ لَايَكُوْنَ ذٰلِكَ تَنْبِيْهًا لِلْجُهَّالِ عَلَيْهِ غَيْرَ أَنَّا لَمَّا تَخَوَّفْنَا مِنْ شُرُوْرِ الْعَوَاقِبِ وَإِغْتِرَارِ الْجَهَلَةِ بِمُحْدَثَاتِ الأُمُوْرِ وَإِسْرَاعِهِمْ اِلٰى اعْتِقَادِ خَطَأِ الْمُخْطِئِيْنَ وَالاَقْوَالِ السَّاقِطَةِ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ رَأَيْنَا الْكَشْفَ عَنْ فَسَادِ قَوْلِهٖ وَرَدِّ مَقَالَتِهٖ بِقَدْرِ مَا يَلِيْقُ بِهَا مِنَ الرَّدِّ أَجْدٰى عَلَى الأَنَامِ وَاَحْمَدَ لِلْعَاقِبَةِ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ.

তাহকীক ঃ منتحل, انتحل الشعر او القول অন্যের কাব্য বা উক্তিকে নিজের কাব্য বলে চালিয়ে দেয়া। অর্থাৎ, অন্যের কাব্য বা কথা চুরি করা। তথা, স্বঘোষিত মুহাদ্দিস। سقم تسقيما- রুগ্ন বানিয়ে দেয়া, দুর্বল করা। ضرب عنه صفحًا- বিমুখ হওয়া, ছেড়ে দেয়া। الْمُطَرَّحُ- ছোড়া, নিক্ষিপ্ত। قول مُطَرَّح- যে উক্তির তোয়াক্কা করা হয় না। طرح به السفر الى ناحية كذا- সফর তাকে অমুক কোণে নিক্ষেপ করেছে। اخمله- অপ্রসিদ্ধ করে দেয়া, বেকদর করে দেয়া। خامل- অপ্রসিদ্ধ, কদরহীন ব্যক্তি। تخوف- ঘাবড়ে যাওয়া, সন্ত্রস্ত হওয়া। اغتر بالشئ- প্রতারিত হওয়া। جهلة- جاهلٌ এর বহুবচন। اجدى অধিক উপকারী।

অনুবাদ ঃ ইমাম মুসলিম (র.) বলেন, আমাদের যুগের কোন স্বঘোষিত হাদীস বিশারদ হাদীসের সনদকে সহীহ ও দুর্বল সাব্যস্ত করার ব্যাপারে এরূপ একটি অভিমত প্রকাশ করেছেন, তার সেই ভ্রান্ত অভিমত লিপিবদ্ধ করা এবং ত্রুটি-বিচ্যুতি আলোচনা করা থেকে বিরত থাকাই পরিপক্ক মত ও যথাযথ পথ। কেননা, প্রত্যাখ্যানযোগ্য মত এবং এর প্রবক্তার নাম মুছে ফেলার জন্য তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নীরব থাকা অধিক সংগত। অশিক্ষিত লোকদের এ সব ভ্রান্ত মতামত সম্বন্ধে অনবিহিত রাখার উত্তম ব্যবস্থা। কিন্তু যখন মূর্খ লোকদের ভুল মতামতের প্রতি তড়িৎ বিশ্বাস স্থাপন ও উলামায়ে কিরামের নিকট অগ্রহণযোগ্য কথার প্রতি তাদের আকৃষ্ট হওয়ার অশুভ পরিণাম সম্পর্কে চিন্তা করলাম, তখন আমরা

-এর যমীরে মুতাকাল্লিম তার ইসম।—— لما تخوفنا الخ শর্ত জাযা মিলে ان -এর খবর। اغترار-شرور -এর উপর মা'তূফ।—— بمحدثات الخ- اغترار -এর সাথে মুতা'আল্লিক। اسراعهم -شرور এর উপর মা'তূফ। الاقوال-اعتقاد -এর উপর মা'তূফ। عند العلماء জরফ الساقطة এর। رأينا জুমলায়ে জাযায়িয়্যাহ। الكشف- প্রথম মাফউল। عن فساد الخ - الكشف এর সাথে মুতা'আল্লিক। رد مقالتهم = মুরাক্কাবে ইযাফী الكشف -এর উপর মা'তূফ। اجدى মা'তূফ احمد সহ দ্বিতীয় মাফউল। —— بقدر الخ -ب হরফে জর। قدر মুযাফ। —— ما يليق الخ মওসূফ সেলা মিলে মুযাফ ইলাইহি। بها -يليق -এর সাথে মুতা'আল্লিক। من الرد-ما মওসূলার বয়ান। জার মাজরুর মিলে رأينا -এর সাথে মুতা'আল্লিক।

তাদের ভ্রান্ত মতের উল্লেখ করে তার যথাযথ মত খণ্ডন ও এর ফাসাদ সম্পর্কে বিশদ বিবরণ প্রদান মাখলুকের জন্য অধিক উপকারী মনে করলাম এবং পরিণাম দেখলাম ইনশাআল্লাহ প্রশংসিত।

ব্যাখ্যা ঃ কোন কোন স্বঘোষিত মুহাদ্দিস যে ভ্রান্ত মত কায়েম করেছেন, সনদ মুত্তাসিল হওয়ার জন্য সাক্ষাৎ প্রমাণের শর্ত লাগিয়েছেন, এটার আলোচনা না করাই সংগত ছিল যাতে এর অপমৃত্যু ঘটে। কিন্তু বিষয়টি সঙ্গীন হওয়ার আশংকা হল। কারণ, কোন কোন বড় বড় মুহাদ্দিসের উক্তি কোন পর্যায়ে এ মতবাদকে সমর্থন করছে। যেমন, ইমাম বুখারী (র.) সহীহ বুখারীতে এটার প্রতি লক্ষ্য রেখেছেন। যদিও শতকরা একশত ভাগ নয়। অতএব, বড়দের সামান্য সমর্থনও বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে পারে। অতএব, এ ভ্রান্ত ধারণা স্বীকৃত মূলনীতি হয়ে যায় কিনা এর আশংকা হল। ফলে তা রদ করে দেয়া জরুরী মনে হল। এর উপকারও ইনশাআল্লাহ প্রচুর হবে।

ভ্রান্ত মত

কোন কোন স্বঘোষিত মুহাদ্দিসের উক্তি হল, মু‘আন‘আন সনদ প্রামাণ্য নয়। যদিও রাবী এবং তার পূর্বেকার বর্ণনাকারী সমকালীন হোক না কেন এবং উভয়ের সাথে সামনাসামনি সাক্ষাতে হাদীস গ্রহণ করা সম্ভব হোক না কেন। যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের এ রাবী কর্তৃক পূর্বের রাবী থেকে শ্রবণ সংক্রান্ত জ্ঞান না হবে, না কোন রেওয়ায়াতে শ্রবণের উল্লেখ থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত এ সনদ প্রামাণ্য নয়। মু‘আন‘আন সনদ তখনই প্রমাণযোগ্য হতে পারে, যখন আমরা উপরোক্ত দু’জনের পারস্পরিক সাক্ষাৎ সম্পর্কে জানতে পারব এবং তারা যে, সামনাসামনি একজন অপরজন থেকে হাদীস শুনেছেন তা সম্পর্কে অবহিত হব। শুধু সাক্ষাতের সম্ভাবনা ও সমকালীনতাই মু‘আন‘আন সনদ ও হাদীস প্রামাণ্য হতে পারে না। এ কথাটি পরবর্তী ইবারতে প্রতিভাত হয়েছে।

وَزَعَمَ الْقَائِلُ الَّذِىْ اِفْتَتَحْنَا الْكَلَامَ عَلَى الْحِكَايَةِ عَنْ قَوْلِهِ وَ
الِاخْبَارِ عَنْ سُوْءِ رَوِيَّتِهِ أَنَّ كُلَّ إِسْنَادٍ لِحَدِيْثٍ فِيْهِ فُلَانٌ عَنْ فُلَانٍ وَقَدْ

তারকীব ঃ এ ইবারতে তিনটি বাক্য আছে- ১.فان لم يكن .২ زعم الى فما فوقها .৩ عنده الى كما وصفنا حجة و كان الخير الخ।

প্রথম বাক্য ঃ — زعم- القائل থেকে নিয়ে رويته পর্যন্ত ফায়েল। — ان كل اسناد الخ فما فوقها মাফঊলে বিহী। القائل মওসূফ, الذى সেলা সহ সিফাত। افتتحنا বাক্যটি সেলা। — على الحكاية- افتتحنا- এর সাথে মুতা‘আল্লিক। — عن حكاية-قوله এর সাথে মুতা‘আল্লিক। — الاخبار- الحكاية- এর উপর মা‘তূফ। عن

أَحَاطَ الْعِلْمُ بِأَنَّهُمَا قَدْ كَانَا فِيْ عَصْرٍ وَاحِدٍ وَ جَائِزٌ اَنْ يَكُوْنَ الْحَدِيْثُ الَّذِيْ رَوٰى الرَّاوِيْ عَمَّنْ رَوٰى عَنْهُ قَدْ سَمِعَهُ مِنْهُ وَشَافَهَهُ بِهٖ غَيْرَ أَنَّهُ لَانَعْلَمُ لَهُ مِنْهُ سَمَاعًا وَلَمْ نَجِدْ فِيْ شَيْءٍ مِنَ الرِّوَايَاتِ أَنَّهُمَا الْتَقِيَا قَطُّ أَوْ تَشَافَهَا بِحَدِيْثٍ أَنَّ الْحُجَّةَ لَاتَقُوْمُ عِنْدَهُ بِكُلِّ خَبَرٍ جَاءَ هٰذَا الْمَجِيْءَ حَتّٰى يَكُوْنَ عِنْدَهُ الْعِلْمُ بِأَنَّهُمَا قَدِ اجْتَمَعَا مِنْ دَهْرِهِمَا مَرَّةً فَصَاعِدًا أَوْ تَشَافَهَا بِالْحَدِيْثِ بَيْنَهُمَا اَوْ يَرِدَ خَبَرٌ فِيْهِ بَيَانُ اِجْتِمَاعِهِمَا وَتَلَاقِيْهِمَا مَرَّةً مِنْ دَهْرِهِمَا فَمَا فَوْقَهَا، فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ عِنْدَهُ عِلْمُ ذٰلِكَ وَلَمْ تَأْتِ رِوَايَةٌ تُخْبِرُ أَنَّ هٰذَا الرَّاوِيَ عَنْ صَاحِبِهٖ قَدْ لَقِيَهُ مَرَّةً وَسَمِعَ مِنْهُ شَيْئًا لَمْ يَكُنْ فِيْ نَقْلِهِ الْخَبَرَ عَمَّنْ رَوٰى عَنْهُ عِلْمُ ذٰلِكَ وَالْأَمْرُ كَمَا وَصَفْنَا حُجَّةٌ وَكَانَ الْخَبَرُ عِنْدَهُ مَوْقُوْفًا حَتّٰى يَرِدَ عَلَيْهِ سَمَاعُهُ مِنْهُ لِشَيْءٍ مِنَ الْحَدِيْثِ قَلَّ اَوْ كَثُرَ فِيْ رِوَايَةٍ مِثْلِ مَا وَرَدَ.

زعم-ان كل اسناد الخ— এর মাফউলে اخبار - سوء الخ এর সাথে মুতা'আল্লিক। ان الحجة الى فما فوقها। ان-كل اسناد الى او تشافها بحديث—। বিহী। ان- -এর ইসম। لحديث জরফে মুরাক্কাবে ইযাফী كل اسنادٍ ان- -এর খবর। ان- ان -এর ইসম। মুসতাকির হয়ে اسنادٍ- -এর সিফাত। فيه খবরে মুকাদ্দাম। فلان عن فلان মুবতাদা মু'আখ্‌খার। অতঃপর বাক্যটি حديثٍ- -এর সিফাত। قد احاط বাক্যটি মুবতাদা মু'আখ্‌খার থেকে হাল।—بانهما - حاط العلم -এর সাথে মুতা'আল্লিক। ان-هما -এর ইসম। قد كان বাক্যটি খবর। كان এর খবর في عصر واحدٍ। وجائزٌ বাক্যটি حال متداخلة। كان- -এর ইসম থেকে হাল। جائزٌ খবরে মুকাদ্দাম। ان يكون— ফে'লে নাকেসের ইসম الحديث। الحديث বাক্যটি মুবতাদা মু'আখ্‌খার। يكون ফে'লে নাকেসের ইসম الحديث। الحديث- -এর সিফাত। الذى সেলা সহ الحديث- -এর সিফাত। قد سمعه الخ— খবর। روى-الراوى -এর ফায়েল। عمن الخ- روى -এর সাথে মুতা'আল্লিক। من روى عنه মওসূল সেলা। قد سمعه-شافهه به -এর উপর মা'তূফ। غير انه الخ— غير بمعنى لكن- ইসতিসনা মুনকাতিয়ের জন্য। غيرٍ মুযাফ, انه لانعلم মুযাফ ইলাইহি। لا نعلم له -এর সাথে মুতা'আল্লিক। سمعًا-منه -এর সাথে মুতা'আল্লিক। ولم نجد- لانعلم -এর উপর মা'তূফ। انهما التقيا- لم نجد এর মাফউলে বিহী। التقيا- মা'তূফসহ ان -এর খবর। قط- التقيا -এর মাফউলে ফীহি। এটি ظرف زمانٍ। পুরো অতীতকালের জন্য ব্যবহৃত হয়। نفى -এর সাথে খাস। যেমন- ما فعلت هذا قطُّ। ان الحجة الخ— খবর ان এর। كل اسناد -এর ইসম। الحجة- ان- -এর ইসম। لاتقوم খবর। لكل خبرٍ— لاتقوم- -এর সাথে মুতা'আল্লিক। جاء- خبرٌ- -এর সিফাত। هذا المجيئ- جاء এর মাফউলে =

তাহকীক ঃ اَلرَّوِيَّةُ কোন বিষয়ে চিন্তা-ফিকির করা। سوءُ الرَّوِيَّةِ-কুচিন্তা। شافهه شفاهًا ومشافهة- কারো সাথে সামনাসামনি বা সাক্ষাতে কথপোকথন করা। مادة: ر، و، ى

অনুবাদ ঃ যার বক্তব্যকে কেন্দ্র করে আমরা আলোচনা শুরু করেছি এবং যার কুচিন্তা সম্পর্কে লোকজনকে অবহিত করতে আমরা কথার সূচনা করেছি, তার অভিমত হচ্ছে, যদি সনদের মধ্যে 'অমুক অমুকের কাছ থেকে, (فلان عن فلان) এভাবে উল্লেখ থাকে এবং এ কথা নিশ্চিতভাবে জানা যায় যে, তারা উভয়ই একই যুগের রাবী, একই সময়ে বর্তমান ছিলেন, তাছাড়া হাদীসটি সরাসরি শোনার এবং তাদের পরস্পর সাক্ষাৎ হওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে; কিন্তু তিনি তার ঊর্ধ্বতন রাবীর কাছ থেকে শুনেছেন বলে আমরা নিশ্চিতভাবে জানতে পারিনি এবং কোন রেওয়ায়াতেও আমরা পাইনি যে, তাদের উভয়ের কখনও সাক্ষাৎ ঘটেছে, অথবা সামনাসামনি কথাবার্তা হয়েছে, তাহলে এক্ষেত্রে ঐ ব্যক্তির মতে এভাবে যত হাদীস বর্ণিত হবে, তা দলীল হিসেবে গ্রহণ করা যাবে না-যে পর্যন্ত প্রমাণ না হবে, তারা উভয়ে জীবনে একবার কিংবা একাধিকবার কোথাও একত্রিত হয়েছেন অথবা সামনাসামনি হাদীস নিয়েছেন অথবা এমন হাদীস পাওয়া যায়, যাতে বিশদ বিবরণ রয়েছে যে, জীবনে অন্ততঃ এক বা একাধিকবার তাঁরা একত্রিত হয়েছেন বা তাঁদের সাক্ষাৎ হয়েছে।

مفعول মুতলাক। حتى-لاتقوم- এর গায়াত। عنده- يكون- এর খবরে মুকাদ্দাম। العلم ইসম। بانهما ইলমের সাথে মুতা'আল্লিক। ان-قد اجتمعا- এর খবর। من دارهما صاعدًا। ف হরফে আতফ। مرةً মা'তূফ আলাইহি। اجتمع- এর সাথে মুতা'আল্লিক। মা'তূফ। মা'তূফ আলাইহি মা'তূফ মিলে اجتمع -এর মাফউলে মুতলাক। تشافها- এর আতফ اجتمع- এর উপর। يرجع বাক্যটি يكون عنده- এর উপর মা'তূফ। فيه খবরে মুকাদ্দাম। بيان মুবতাদা মু'আখ্‌খার। পরবর্তী বাক্যটি خبرٌ- এর সিফাত। —— مرة الخ اجتماع- এর এবং تلاقى- এর মাফউলে মুতলাক।

দ্বিতীয় বাক্য ঃ —— فان لم يكن عنده الخ- ف ফসীহিয়্যাহ। من শরতিয়্যাহ। لم يكن জাযা। عنده খবরে মুকাদ্দাম। علم ذلك ইসমে মু'আখ্‌খার। لم تأت فى عنده- لم يكن- এর উপর মা'তূফ। تخبر বাক্যটি رواية- এর সিফাত। تخبر ফে'ল। যমীর ফায়েল। —— ان هذا الخ মাফউলে বিহী। هذا الراوى- ان- এর ইসম। عن صاحبه- الراوى- এর সাথে মুতা'আল্লিক। قد لقيه খবর। —— فى نقله الخ জরফে মুসতাকির হয়ে لم يكن- এর খবরে মুকাদ্দাম। حجة ইসমে মু'আখ্‌খার। نقل ফায়েলের দিকে মুযাফ। الخبر মাফউলে বিহী। عمن-نقل এর সাথে মুতা'আল্লিক। روى-ذلك- এর মাফউলে বিহী। فى نقله জরফে মুসতাকির হয়ে যুলহাল। —— والامر الخ হাল। الامر মুবতাদা। كما وصفنا খবর।

তৃতীয় বাক্য ঃ —— وكان الخبر-لم تأت الخ- এর উপর মা'তূফ। الخبر ইসম। موقوفًا খবর। سماعه ফায়েল। منه এবং لشيئ- سماع- এর সাথে মুতা'আল্লিক। من شيئ- الحديث- এর সিফাত। قل و كثر জুমলায়ে মু'তারিযা। فى رواية- يرد- এর সাথে মুতা'আল্লিক। —— مثل ما ورد - رواية- এর সিফাত।

সুতরাং যদি এ বর্ণনাকারী ও গ্রহণকারীর মধ্যে সাক্ষাতের কিংবা সামনাসামনি হাদীস গ্রহণের কথা তিনি না জানেন এবং কোন হাদীস বর্ণনায় যদি তাদের মধ্যে অন্ততঃ একবার সাক্ষাতের এবং তার থেকে কিছু শুনার প্রমাণ না পাওয়া যায়, তবে ঐ ব্যক্তির উস্তাদ থেকে বর্ণিত হাদীস দলীল হিসাবে গ্রহণযোগ্য নয়; বরং এ পর্যায়ের হাদীস গ্রহণ করা স্থগিত থাকবে- যে পর্যন্ত তার নিকট বর্ণনাকারী ও ঊর্ধ্বতন রাবী থেকে কম বা বেশী এরূপ কোন রেওয়ায়াত-যেটি শ্রুত হাদীসের সমপর্যায়ের- শ্রবণের খবর না পৌঁছে ও তা শুনার প্রমাণ না পাওয়া যায়। অর্থাৎ, যে রেওয়ায়াতে শ্রবণের উল্লেখ রয়েছে সেটি সে মাওকূফ রেওয়ায়াতের সমপর্যায়ের হবে, তার চেয়ে দুর্বল নয়।

পছন্দনীয় উক্তি

উপরোক্ত উক্তিটি হল, স্বঘোষিত ও মনগড়া। অতীতকালেও এরূপ কোন প্রবক্তা ছিলেন না, বর্তমানেও নেই। কোন মুহাদ্দিস এর সমর্থক নন। মুহাদ্দিসীনে কিরামের মাঝে প্রসিদ্ধ ও সর্বসম্মত রায় হল, বর্ণনাকারী তার আগের রাবী দু'জন যদি নির্ভরযোগ্য হয় উভয়ের জামানাও এক হয়, একজন অপরজন থেকে হাদীস শোনাও সম্ভব হয় তবে মু'আন'আন সনদকে মুত্তাসিল মনে করা হবে। এ হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশ করাও বৈধ হবে। যদিও কোন হাদীসে সুস্পষ্ট আকারে সাক্ষাৎ ও শ্রবণের কথা নাই পাওয়া যাক না কেন। অবশ্য যদি রাবী এবং তার পূর্ববর্তী বর্ণনাকারীর জামানা এক না হয় অথবা উভয়ের সাক্ষাৎ না হওয়া কিংবা শ্রবণ না হওয়া প্রমাণিত হয় তাহলে সে সনদকে মুত্তাসিল সাব্যস্ত করা হবে না। কিন্তু যখন বিষয়টি অস্পষ্ট হয়ে যায় অসাক্ষাৎ ও অশ্রবণ প্রমাণিত না হয়, সাক্ষাৎ ও শ্রবণের সম্ভাবনা থাকে তাহলে মু'আন'আন সনদ শ্রবণের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে। অনর্থক সাক্ষাৎ ও শ্রবণ প্রমাণের পেছনে পড়া জরুরী নয়। এ কথাটি নিম্নোক্ত ভাষায় ফুটে উঠেছে।

وَهٰذَا الْقَوْلُ يَرْحَمُكَ اللّٰهُ فِيْ الطَّعْنِ فِيْ الْأَسَانِيْدِ قَوْلٌ مُخْتَرَعٌ
مُسْتَحْدَثٌ غَيْرُ مَسْبُوْقٍ صَاحِبُهٗ اِلَيْهِ وَلَامُسَاعِدَ لَهٗ مِنْ اَهْلِ الْعِلْمِ عَلَيْهِ

তারকীব ঃ هذا القولُ— মুবতাদা। يَرحَمكَ اللهُ— জুমলায়ে মু'তারিযা। فى الاسانيد— الطعن-এর সাথে মুতা'আল্লিক। الطعن-القول-এর সাথে মুতা'আল্লিক। قول তিনটি সিফাত সহকারে খবর। مخترعٌ প্রথম সিফাত। مستحدثٌ দ্বিতীয় সিফাত। غير مسبوقٍ তৃতীয় সিফাত। صاحبه-مسبوق-এর নায়েবে ফায়েল। لامساعد- غير مسبوق-এর উপর মা'তূফ। -امشابه بليس— مساعد ইসম। له খবর। من اهل العلم জরফ। مساعد-এর সিফাত।

وَذٰلِكَ أَنَّ الْقَوْلَ الشَّائِعَ الْمُتَّفَقَ عَلَيْهِ بَيْنَ اَهْلِ الْعِلْمِ بِالْأَخْبَارِ وَ الرِّوَايَاتِ قَدِيْمًا وَحَدِيْثًا أَنَّ كُلَّ رَجُلٍ ثِقَةٍ رَوٰى عَنْ مِثْلِهِ حَدِيْثًا وَجَائِزٌ مُمْكِنٌ لَهٗ لِقَاؤُهٗ وَالسَّمَاعُ مِنْهُ لِكَوْنِهِمَا جَمِيْعًا كَانَا فِىْ عَصْرٍ وَاحِدٍ وَاِنْ لَمْ يَأْتِ فِىْ خَبَرٍ قَطُّ أَنَّهُمَا اجْتَمَعَا وَلَاتَشَافَهَا بِكَلَامٍ فَالرِّوَايَةُ ثَابِتَةٌ وَ الْحُجَّةُ بِهَا لَازِمَةٌ اِلَّا أَنْ تَكُوْنَ هُنَاكَ دَلَالَةٌ بَيِّنَةٌ أَنَّ هٰذَا الرَّاوِىَ لَمْ يَلْقَ مَنْ رَوٰى عَنْهُ أَوْ لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ شَيْئًا فَاَمَّا وَالْأَمْرُ مُبْهَمٌ عَلَى الْإِمْكَانِ الَّذِىْ فَسَّرْنَا فَالرِّوَايَةُ عَلَى السَّمَاعِ اَبَدًا حَتّٰى تَكُوْنَ الدَّلَالَةُ الَّتِىْ بَيَّنَّا.

দ্বিতীয় বাক্য ঃ وذلك الخ—— মুবতাদা। ان القول এর আগে ل উহ্য আছে। এটি جرفের হয়ে খবর। القول সিফাত সহকারে ইসম। الشائع প্রথম সিফাত। المتفق عليه দ্বিতীয় সিফাত। المتفق ইসমে মাফউল। عليه শব্দগতভাবে জরফে লগভ। অর্থগতভাবে নায়েবে ফায়েল।—— بين اهل العلم প্রথম মাফউলে ফীহি। بالاخبار والروايات- العلم- এর সাথে মুতা'আল্লিক। قديما و حديثا দ্বিতীয় মাফউলে ফীহি। ان كل رجل الخ—— ان القول- এর খবর। كل رجل- انَّ এ ইসম। ثقة- رجل এর প্রথম সিফাত। روى বাক্যটি দ্বিতীয় সিফাত। —— عن مثله- روى এর সাথে মুতা'আল্লিক। حديثا মাফউলে বিহী। —— جائز الخ-رجل থেকে হাল। جائز প্রথম খবরে মুকাদ্দাম। ممكن দ্বিতীয় খবরে মুকাদ্দাম। له উভয় খবরের সাথে মুতা'আল্লিক। لقائه و السماع منه—— মুবতাদা মু'আখ্খার। لكونهما শাব্দিকভাবে جائز ممكن -এর সাথে মুতা'আল্লিক। অর্থগতভাবে এগুলোর মাফউলে লাহু। هما-كون- এর ইসম। جميع তার থেকে হাল। كانا- كون এর খবর। —— كانا-فى عصر واحد -এর খবর। —— وان لم يات الخ- ان ওয়াসলিয়্যা মুতাযাম্মিন মা'নায়ে শর্ত। الرواية ثابتة- জাযার বদল। لم يأت- فيه خبر জরফ। قط মাফউলে ফীহি। —— انهما-لم يأت- এর ফায়েল। —— ان-اجتمعاهما- এর খবর। —— لاتشافها- اجتمعا- এর উপর মা'তূফ। بكلام- تشافها- এর সাথে মুতা'আল্লিক। —— الرواية ثابتة জুমলায়ে খবরিয়্যা- والحجة بها لازمة জুমলায়ে মা'তূফাসহ ان كل رجل ثقة- এর খবর। এ জুমলাটি জাযার বদলও। بها- الحجة- এর সাথে মুতা'আল্লিক। —— قوله الا ان تكون- الا ইসতিসনা الرواية ثابتة والحجة بها لازمة এর মাফহুম থেকে। ان تكون মুফরাদের তা'বীলে মুসতাসনা। هناك- يكون- এর খবর। دلالت بينة ইসম। —— ان هذا الراوى দালালাতের মাফউল (بنزع خافض اى على ان الخ)। —— قوله فاما والامر الخ- اما মুতাযাম্মিন মা'নায়ে শর্ত। —— اذا جاء الخبر জুমলায়ে শরতিয়্যাহ উহ্য। فالرواية জাযা। والامر জুমলায়ে হালিয়া (উহ্য الخبر থেকে হাল)। الامر মুবতাদা। مبهم প্রথম খবর। —— على الامكان- محمول- এর সাথে মুতা'আল্লিক হয়ে দ্বিতীয় খবর।

তাহকীক مُخْتَرَع - সৃষ্ট, মনগড়া। اخترع الشئ - নতুন তৈরি করা। مُسْتَحْدَث - বান্দার তৈরি। استحدثه - পয়দা করা। سبق اليه - সামনে অগ্রসর হওয়া। مسبوقٌ - পেছনে সরা ব্যক্তি, জামা'আতে যে পেছনে থেকে যায় তাকে বলে মাসবূক। غير مسبوقٍ - পিছে অবস্থানকারী নেই। অর্থাৎ, অতীতে এরূপ উক্তিকারী কেউ ছিলেন না। صاحبه - এর প্রবক্তা। مساعد - মদদগার। ساعده على الأمر - কোন কাজে কারো সাহায্য করা। شائع - বিক্ষিপ্ত, ছড়িয়ে পড়া।

অনুবাদ ঃ ইমাম মুসলিম (র.) বলেন, হে আবূ ইসহাক! আল্লাহ তোমার প্রতি অনুগ্রহ করুন- হাদীসের সনদসমূহে প্রশ্নোত্থাপন করার জন্য এ এমন একটি মনগড়া অভিমত, যা এর আগে কেউ বলেনি। আর তাতে হাদীস বিশারদ আলিমদের কারো সমর্থনও নেই। (এটি নতুন মনগড়া কথা হওয়ার কারণ।) কেননা, অতীত ও বর্তমানকালের সমস্ত আলিমদের সর্বসম্মত প্রসিদ্ধ উক্তি হচ্ছে, কোন নির্ভরযোগ্য রাবী যখন কোন নির্ভরযোগ্য রাবী থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করেন এবং তাঁরা দুজন একই যুগের লোক হওয়ার দরুন তাঁদের মধ্যে পরস্পর দেখা-সাক্ষাৎ এবং কোন রেওয়ায়াত শোনার সম্ভাবনা থাকে; যদিও কোন হাদীস বা খবর দ্বারা কখনও তাঁদের একত্রিত হওয়ার বা সামনাসামনি বসে কথোপকথনের সুস্পষ্ট বিবরণ নাই জানা থাকুক না কেন, তবুও এ জাতীয় হাদীস

ف - فالرواية জাযায়িয়্যাহ। الرواية মুবতাদা। محمولة-على السماع - এর সাথে মুতা'আল্লিক হয়ে খবর। ابدًا-উহ্য محمولة - এর মাফঊলে ফীহি। ——الذى فسرنا মওসূল সেলা মিলে الامكان এর সিফাত।

তারকীব ঃ القول - الذى وصفنا—— । يقال-لمخترع—— - এর সাথে মুতা'আল্লিক। يقال মা'তূফসহ قد اعطيت এর উপর মা'তূফ। للذاب-لمخترع—— - এর সিফাত। اعطيت - এর মাফঊলে বিহী। ان خبر الواحد—— - এর নায়েবে ফায়েল। ان-حجة - এর খবর। حجة-يلزم الخ—— এর সিফাত। اعطيت-ادخلت—— - এর উপর মা'তূফ। ادخلت-قلت—— এর উপর মা'তূফ। حتى গায়াতের জন্য। اى—— التقيا - এর মাফঊলে ফীহি। لا يكون حجة حتى نعلم الخ - مرة فصاعدًا মা'তূফ মা'তূফ আলাইহি মিলে التقيا- سمع منه এর উপর মা'তূফ।

عن احدٍ - এর সিফাত। هذا الشرط- الذى اشترطته-قوله فهل تجد الخ —— = دليلا - এর সাথে মুতা'আল্লিক। احدٌ-يلزم - এর সিফাত। هلمّ ইসমে ফে'ল। تجدُ- মাফঊলে বিহী। والا اى وان لم —— دليلاً- على ما الخ - এর সাথে মুতা'আল্লিক। تجد الشرط منقولاً عن احدٍ فهات دليلا لقولك

তারকীব ঃ من শরতিয়্যাহ। فان জাযা। طولب জুমলায়ে শরতিয়্যাহ। ادعى - علماء الخ - احدٌ- এর সিফাত। ادعى -بما زعم—— - এর সাথে মুতা'আল্লিক। ل - في এখানে في تثبيت এর অর্থে ব্যবহৃত। ما موصوله -من ادخال الخ—— - এর বয়ান। لن يجد-هوٌ ফায়েল। ولا غيره - لا অতিরিক্ত। غيره هو- এর উপর আতফ। لن يجد-سبيلا - এর মাফঊলে বিহী। لن يجد-الى عباده—— - এর সাথে মুতা'আল্লিক।

প্রামাণ্য বলে স্বীকৃত হবে এবং তা দলীল হিসাবে গৃহীত হবে। তবে হ্যাঁ, যদি কোন স্থানে সুস্পষ্টভাবে এ প্রমাণ পাওয়া যায় যে, উক্ত রাবী যার থেকে বর্ণনা করেন, তাঁর সাথে আদৌ তার সাক্ষাৎ হয়নি অথবা তাঁর থেকে এ ব্যক্তি কোন কিছু শোনেনওনি, তবে এ হাদীস দলীল হিসাবে গৃহীত হবে না। কিন্তু যেখানে ব্যাপারটি অস্পষ্ট এবং তাদের উভয়ের মধ্যে দেখা-সাক্ষাৎ ও কথাবার্তার সম্ভাবনা বিদ্যমান, সেখানে অধঃস্তন রাবী তার উর্ধ্বতন রাবীর কাছে হাদীসটি শুনেছেন বলে ধরে নেয়া হবে, যতক্ষণ না এরূপ কোন প্রমাণ পাওয়া যাবে যার বিবরণ আমরা দিয়েছি।

প্রমাণ তলব

প্রতিটি দাবীর পেছনে দলীলের প্রয়োজন হয়। অতএব, এ ভ্রান্ত উক্তির প্রবক্তার কাছে বা তার সহকারীর কাছে আমরা দলীল কামনা করি। নিম্নোক্ত ভাষায় তিনি দলীল তলব করেছেন।

فَيُقَالُ لِمُخْتَرِعِ هٰذَا الْقَوْلِ الَّذِىْ وَصَفْنَا مَقَالَتَهٗ أَوْ لِلذَّابِّ عَنْهُ قَدْ أَعْطَيْتَ فِىْ جُمْلَةِ قَوْلِكَ أَنَّ خَبَرَ الْوَاحِدِ الثِّقَةِ عَنِ الْوَاحِدِ الثِّقَةِ حُجَّةٌ يَلْزَمُ بِهِ الْعِلْمُ ثُمَّ اَدْخَلْتَ فِيْهِ الشَّرْطَ بَعْدُ فَقُلْتَ حَتّٰى نَعْلَمَ أَنَّهُمَا قَدْ كَانَا الْتَقَيَا مَرَّةً فَصَاعِدًا وَسَمِعَ مِنْهُ شَيْئًا فَهَلْ تَجِدُ هٰذَا الشَّرْطَ الَّذِىْ اِشْتَرَطْتَّهُ عَنْ اَحَدٍ يَلْزَمُ قَوْلُهٗ؟ وَإِلَّا فَهَلُمَّ دَلِيْلًا عَلٰى مَا زَعَمْتَ.

তাহকীক ঃ الذابُّ- সহযোগী। ذَبَّ (ن) ذبًا عنه- প্রতিহত করা, সাহায্য করা, সমর্থন করা। اعطيت- স্বীকৃতি দিয়েছেন। فى جملة- সমষ্টি তথা মাঝে। هلم-এখানে মুতা'আদ্দী তথা সকর্মক ইসমে ফে'ল। অর্থাৎ, নিজের সাক্ষী তথা প্রমাণ হাজির কর।

অনুবাদ ঃ এই নব মতবাদের আবিষ্কারক যার মতামতের কথা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি, তাকে অথবা তার সহযোগীকে প্রশ্ন করা যেতে পারে যে, অবশ্যই আপনি আপনার আলোচনায় স্বীকার করেছেন যে, একজন নির্ভরযোগ্য রাবীর হাদীস অন্য একজন নির্ভরযোগ্য রাবী থেকে বর্ণিত হলে তা দলীল হিসেবে স্বীকৃত এবং তদানুযায়ী আমল করা আবশ্যক, পরে আপনি এ কথার পেছনে এ উক্তিটি যোগ করে দিয়েছেন যে, 'যতক্ষণ পর্যন্ত না জানা যাবে, তারা দু'জন একবার কিংবা একাধিকবার পরস্পর মিলিত হয়েছেন অথবা একজন থেকে কিছু শুনেছেন।' এখন আপনার কাছে জিজ্ঞাসা, এ কথাটির সমর্থন আপনি কি এমন

কোন ব্যক্তি থেকে পেয়েছেন, যার কথা মেনে নেয়া অপরিহার্য? তা না হলে, আপনি নিজেই আপনার এ দাবীর সমর্থনে অন্য কোন প্রমাণ উপস্থাপন করুন।

নকলী বা ঐতিহ্যগত প্রমাণ নেই

বাদীর নিকট নিজের উক্তির সমর্থনে প্রমাণ নেই। মুতাকাদ্দিমীন উলামায়ে কিরামের কারো উক্তি তার সমর্থনে তিনি পেশ করতে পারবেন না। কোন একটি জাল উক্তিও হাজির করতে পারবেন না।

فَإِنِ ادَّعىٰ قَوْلَ اَحَدٍ مِنْ عُلَمَاءِ السَّلَفِ بِمَا زَعَمَ مِنْ إِدْخَالِ الشَّرِيْطَةِ فِيْ تَثْبِيْتِ الْخَبَرِ طُوْلِبَ بِهِ وَلَنْ يَجِدَ هُوَ وَلاَغَيْرُهُ اِلَى اِيْجَادِهِ سَبِيْلاً.

অনুবাদ ঃ তিনি যদি দাবী করেন যে, তার এ শর্তের সমর্থনে উলামায়ে সলফের অভিমত বর্তমান রয়েছে, তবে তা পেশ করার জন্য তার কাছে দাবী করা হবে; কিন্তু তিনি বা আর কেউ এ আবিষ্কারের সমর্থনে এমন প্রমাণ উপস্থাপনের পথ পাবেন না।

যৌক্তিক প্রমাণ

যারা হাদীস শরীফকে মজবুত করার জন্য সাক্ষাৎ প্রমাণের শর্তারোপ করেছেন, তাদের প্রমাণ হল, আমরা হাদীসের বর্ণনাকারীদের অবস্থা যাচাই করে দেখলাম, রাবীগণ একজন অপরজন থেকে হাদীস বর্ণনা করেন, অথচ একজন অপরজনকে দেখেননি, তার কাছ থেকে হাদীসও শোনেননি। অর্থাৎ, তাদের মতে ইনকিতা' বা বিচ্ছিন্নতার সাথে হাদীস বর্ণনা করা জায়িয ছিল। অথচ মুহাদ্দিসীনের মতে মুনকাতি' হাদীস প্রমাণ নয়। এ জন্য রাবীর সাথে তার পূর্ববর্তী বর্ণনাকারীর সাথে সাক্ষাৎ এবং শ্রবণ সম্পর্কে যাচাই করতে হবে যদি একবারও সাক্ষাতের প্রমাণ পাওয়া যায়, একটি হাদীস শ্রবণও প্রমাণিত হয়, তাহলে এ বর্ণনাকারীর বর্ণিত সমস্ত হাদীস মুত্তাসিল সাব্যস্ত করা হবে। অন্যথায় মুনকাতি' এবং অপ্রামাণ্য মনে করে নীরবতা অবলম্বন করতে হবে। মোটকথা, সাক্ষাৎ এবং শ্রবণ প্রমাণিত হওয়া এ জন্য জরুরী, যাতে সনদে বিচ্ছিন্নতার সম্ভাবনা না থাকে।

وَاِنْ هُوَ ادَّعىٰ فِيْمَا زَعَمَ دَلِيْلاً يُحْتَجُّ بِهِ قِيْلَ لَهُ وَمَا ذٰلِكَ الدَّلِيْلُ؟ فَإِنْ قَالَ قُلْتُهُ لأَنِّىْ وَجَدْتُ رُوَاةَ الأَخْبَارِ قَدِيْمًا وَحَدِيْثًا يَرْوِىْ اَحَدُهُمْ

عَنِ الآخَرِ الْحَدِيْثَ وَلَمْ يُعَايِنْهُ وَلاَسَمِعَ مِنْهُ شَيْئًا قَطُّ فَلَمَّا رَأَيْتُهُمْ اِسْتَجَازُوْا رِوَايَةَ الْحَدِيْثِ بَيْنَهُمْ هٰكَذَا عَلَى الْاِرْسَالِ مِنْ غَيْرِ سَمَاعٍ وَالْمُرْسَلُ مِنَ الرِّوَايَاتِ فِيْ أَصْلِ قَوْلِنَا وَقَوْلِ اَهْلِ الْعِلْمِ بِالاَخْبَارِ لَيْسَ بِحُجَّةٍ اِحْتَجْتُ لِمَا وَصَفْتُ مِنَ الْعِلَّةِ اِلَى الْبَحْثِ عَنْ سَمَاعِ رَاوِيْ كُلِّ خَبَرٍ عَنْ رَاوِيْهِ فَإِذَا أَنَا هَجَمْتُ عَلٰى سَمَاعِهٖ مِنْهُ لِأَدْنٰى شَيْءٍ ثَبَتَ

তারকীব ঃ —— ان শরতিয়্যাহ। هو-ادعى মুবতাদার খবর। قيل له কওল মাকূলা মিলে জুমলায়ে জাযায়িয়্যাহ। —— فيما زعم- ادعى এর সাথে মুতা'আল্লিক। يحتج -এর সিফাত। ما- ইস্তিফহামিয়্যা মুবতাদা। ذلك الدليل খবর। دليلا-به

—— قوله فان قال ان শরতিয়্যাহ। قال মাকূলা তথা মাফউলে বিহী সহকারে জুমলায়ে শরতিয়্যাহ। احتجت الخ জাযা। لانى শব্দগতভাবে قلت- এর জরফ। অর্থগতভাবে এর মাফউলে লাহু। —— وجدت-روات الاخبار -এর প্রথম মাফউল। قديمًا وحديثًا মাফউলে ফীহি। —— يروى الخ দ্বিতীয় মাফউল। ان-وجدت -এর খবর। لمّا يعاينه মা'তূফসহ হাল يروى- এর ফায়েল থেকে। لمّا হরফে জাযেম لم -এর অর্থে ব্যবহৃত। —— ولا سمع-لم يعاينه এর উপর মা'তূফ। سمع-قط -এর মাফউলে ফীহি।

—— قوله فلما رأيتهم الخ শর্ত। احتجت জাযা। رأيت- استجازوا -এর দ্বিতীয় মাফউল। بينهم মাফউলে ফীহি। هكذا হরফে তাশবীহ। —— على الارسال - استجازوا -এর সাথে মুতা'আল্লিক। —— ارسال-من غير سماع -এর সাথে মুতা'আল্লিক। والمرسل জুমলায়ে হালিয়া। المرسل মুবতাদা। ليس بحجة খবর। —— المرسل-من الروايات এর সিফাত। —— في اصل الخ- حجة- এর সাথে মুতা'আল্লিক। —— العلم-بالاخبار -এর সাথে মুতা'আল্লিক। —— لما وصفت الخ- احتجت -এর সাথে মুতা'আল্লিক। وصفت সেলা। ما-من العلة মওসূলার বয়ান। الى احتجت-البحث -এর সাথে মুতা'আল্লিক। عن سماع- البحث -এর সাথে মুতা'আল্লিক। سماع-عن راويه -এর সাথে মুতা'আল্লিক।

—— قوله فاذا انا هجمت اذا হরফে শর্ত। انا মুবতাদা। هجمت খবর। জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ শরতিয়াহ। ثبت জুমলায়ে জাযায়িয়্যাহ। —— على سماعه هجمت- এর সাথে মুতা'আল্লিক। —— سماع-لادنى شئ -এর সাথে মুতা'আল্লিক। ثبت- عندى এর মাফউলে ফীহি। بذلك জরফে লগভ। —— جميع الخ ফায়েল।

—— قوله فان عزم الخ ان- হরফে শর্ত। عزب জুমলায়ে শরতিয়্যাহ। اوقفت মা'তূফ সহকারে জুমলায়ে জাযায়িয়্যাহ। —— معرفة ذلك- عزب এর ফায়েল। لم موضع এর উপর মা'তূফ। —— لم يكن-عندى এর মাফউলে ফীহি। اوقفت- يكن لم يكن-حجة এর খবর। —— لامكان الخ শাব্দিকভাবে ফে'লে নাকেসের সাথে মুতা'আল্লিক। অর্থগতভাবে তার মাফউলে লাহু।

عِنْدِىْ بِذٰلِكَ جَمِيْعُ مَا يَرْوِىْ عَنْهُ بَعْدُ فَإِنْ عَزَبَ عَنِّىْ مَعْرِفَةُ ذٰلِكَ اَوْ قَفْتُ الْخَبَرَ وَلَمْ يَكُنْ عِنْدِىْ مَوْضِعَ حُجَّةٍ لِإِمْكَانِ الْإِرْسَالِ فِيْهِ.

তাহকীক ঃ عايَنَ معايَنةً- স্বয়ং দেখা, স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ্য করা। استجاز الأمر- জায়িয মনে করা। هجم (ن) هجومًا- অপ্রস্তুত ও অনবহিত অবস্থায় হঠাৎ এসে যাওয়া। عزب (ن، ض) عُزُوْبًا- দূরীভূত হওয়া, অনুপস্থিত হওয়া, গোপন থাকা।

অনুবাদ ঃ আর যদি তিনি স্বীয় রায় সম্পর্কে অন্য কোন যুক্তি পেশ করতে চান, তবে তাকে বলা হবে, সেটি কি? যদি তিনি বলেন, আমি এ উক্তি এ জন্য করেছি যে, অতীত ও বর্তমানের রাবীদেরকে দেখেছি, তাদের একজন অপরজন থেকে হাদীস বর্ণনা করেন, অথচ একজন কখনও অন্যজনকে স্বচক্ষে দেখেননি এবং তাদের একজন অন্যজন থেকে কোন কিছু শ্রবণও করেননি। অতএব, যখন আমি দেখতে পেয়েছি তারা এরূপ 'শ্রবণ' ব্যতীত মুরসাল (মুনকাতি') হাদীস বর্ণনা করাও জায়েয মনে করেন, আর মুরসাল (মুনকাতি') হাদীস আমাদের মুহাদ্দিসীনের আসল অভিমত অনুসারে দলীল হিসেবে পরিগণিত নয়, এ জন্য আমি হাদীসের যে কোন বর্ণনাকারীর জন্য তার উর্ধ্বতন রাবীর কাছ থেকে শ্রবণ করার শর্তারোপের প্রয়োজন অনুভব করেছি সে ত্রুটির কারণে যেটির বিশদ বিবরণ আমি দিয়েছি। তথা অধঃস্তন প্রতি রাবীর উর্ধ্বতন বর্ণনাকারীদের থেকে শ্রবণ সম্পর্কে যাচাই। অতএব, যখন আমি কোন এক স্থানে প্রমাণ পেয়ে যাব যে, তিনি তার উর্ধ্বতন রাবীর কাছ থেকে হাদীসটি সরাসরি শুনেছেন, তখন আমি ধরে নেব যে, তিনি তার উর্ধ্বতন রাবীর সূত্রে যতগুলো হাদীস বর্ণনা করেছেন, সেগুলো সবই তাদের কাছ থেকে শুনেছেন। অর্থাৎ, এগুলো সব প্রামাণ্য, তার কাছ থেকে যতগুলো হাদীস 'মু'আন'আন' হিসাবে বর্ণিত হবে, তার সবগুলোই আমার মতে মারফূ' হাদীসের অন্তর্ভুক্ত হবে। কিন্তু যদি একবারও শ্রবণের প্রমাণ না পাই, তাহলে তার বর্ণিত হাদীসকে আমি 'মাওকূফ' সাব্যস্ত করব। ফলে তা মুরসাল তথা মুনকাতি' হওয়ার সম্ভাবনায় আমার নিকট দলীল হিসেবে পরিগণিত হবে না।

প্রমাণের উত্তর

বাদীর উপরোক্ত প্রমাণের উত্তর হল, যদি সাক্ষাৎ ও শ্রবণ যাচাই করা এজন্য জরুরী হয় যাতে ইনকিতা' বা বিচ্ছিন্নতার সম্ভাবনা খতম হয়ে যায়, তাহলে তো কোন মু'আন'আন হাদীসই গ্রহণ না করা উচিত। যদিও সাক্ষাৎ এবং শ্রবণ প্রমাণিত হোক না কেন। কারণ, ইনকিতা' এর সম্ভাবনা তো সাক্ষাৎ ও শ্রবণ

সাব্যস্ত হওয়ার পরও এই বর্ণনাকারীর অন্যান্য মু‘আন‘আন হাদীসে অবশিষ্ট থেকে যায়। অতএব, বাদীর উচিত শুধু সেসব হাদীস গ্রহণ করা যেগুলোতে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত শ্রবণের সুস্পষ্ট বিবরণ থাকে। বিষয়টি একটি উদাহরণের মাধ্যমে বুঝুন।

একটি সনদ আছে-

هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رض عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

এই সনদের প্রতিটি রাবী তার পূর্ববর্তী রাবী থেকে শ্রবণ এবং সাক্ষাৎ করেছেন বলে সুনিশ্চতরূপে প্রমাণিত। কিন্তু যদি কোন রেওয়ায়াতে হিশাম سمعت ابى অথবা أخبرنى ابى না বলেন, সেখানে শ্রবণ ও সাক্ষাৎ প্রমাণিত হওয়া সত্ত্বেও এই নির্ধারিত রেওয়ায়াতে বিচ্ছিন্নতার সম্ভাবনা থাকে যে, সে নির্ধারিত রেওয়ায়াতে হিশাম তার পিতা থেকে প্রত্যক্ষ্যভাবে হাদীসটি শুনেননি, বরং পরোক্ষভাবে শুনেছেন, অতঃপর হাদীস বিবরণের সময় স্বতঃস্ফূর্ততা না থাকার কারণে বা অপ্রয়োজনে সেই সূত্র ছেড়ে عن عروة বর্ণনা করে দিয়েছেন। কারণ, রাবীগণ স্বতঃস্ফূর্ততার সময় এবং নিয়মিত হাদীস বর্ণনা করার সময় পূর্ণ সনদ বর্ণনা করেন। কিন্তু অন্যান্য সময় কখনও কখনও সে সনদ সংক্ষেপও করে ফেলেন।

আবার এই ইনকিতা‘ এর সম্ভাবনা যেমন হিশাম এবং তাঁর পিতার মাঝে সম্ভব, এমনিভাবে সম্ভব উরওয়া এবং হযরত আয়েশা (রা.) এর মাঝেও। এটা শুধু কাল্পনিক সম্ভাবনাই নয়, বাস্তব ঘটনা। পরবর্তীতে এ বিষয়ে কয়েকটি বাস্তব উদাহরণ আসছে।

মোটকথা, যে সনদে সুস্পষ্ট শ্রবণের বিবরণ নেই যদিও ইজমালীভাবে সাক্ষাৎ ও শ্রবণ প্রমাণিত হোক, সেখানে সনদে ইনকিতার সম্ভাবনা কোন পর্যায়ে অবশ্যই থেকে যায়। আর এই ইনকিতার সম্ভাবনা সহকারে এই হাদীস বাদীর মতে প্রমাণ নয়। অতএব, তার উচিত শ্রবণের সুস্পষ্ট বিবরণ ছাড়া কোন হাদীস গ্রহণ না করা। অথচ তিনিও ইজমালীভাবে সাক্ষাৎ ও শ্রবণকে যথেষ্ট মনে করেন। আর একবার সাক্ষাৎ ও এক জায়গায় শ্রবণ প্রমাণিত হওয়ার পর তিনি এই রাবীর সমস্ত রেওয়ায়াতকে মুত্তাসিল মনে করেন। অতএব, যেন এই বাদীও স্বীকার করেছেন যে, ইনকিতার সম্ভাবনা সহকারেও হাদীস মুত্তাসিল হতে পারে। অতএব, যে সূরতে সনদের সমস্ত রাবী নির্ভরযোগ্য হবে এবং তাদের বাহ্যিক অবস্থা দ্বারা এটাই আশা করা যাবে যে, তিনি না শুনে রেওয়ায়াত করেননি, তবে এতটুকু বিষয় আমাদের নির্ভরযোগ্যতার জন্য যথেষ্ট এবং আমরা ইনকিতার যৌক্তিক সম্ভাবনা সত্ত্বেও এই রাবীর হাদীসকে মুত্তাসিল সাব্যস্ত করব। কারণ,

যৌক্তিক সম্ভাবনা তো সর্বাবস্থায় অবশিষ্ট থেকে যায়। এটাকে সম্পূর্ণরূপে খতম করার কোন সুযোগ নেই। লক্ষ্য করুন-

فَيُقَالُ لَهُ: فَاِنْ كَانَتِ الْعِلَّةُ فِيْ تَضْعِيْفِكَ الْخَبَرَ وَتَرْكِكَ الاِحْتِجَاجَ بِهِ إِمْكَانَ الإِرْسَالِ فِيْهِ لَزِمَكَ أَنْ لَاتُثْبِتَ اِسْنَادًا مُعَنْعَنًا حَتّٰى تَرٰى فِيْهِ السَّمَاعَ مِنْ أَوَّلِهٖ اِلٰى اٰخِرِهٖ وَذٰلِكَ اَنَّ الْحَدِيْثَ الْوَارِدَ عَلَيْنَا بِإِسْنَادِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رض فَبِيَقِيْنٍ نَعْلَمُ أَنَّ هِشَامًا قَدْ سَمِعَ مِنْ اَبِيْهِ وَأَنَّ أَبَاهُ قَدْ سَمِعَ مِنْ عَائِشَةَ رض كَمَا نَعْلَمُ اَنَّ عَائِشَةَ رض قَدْ سَمِعَتْ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ يَجُوْزُ إِذَا لَمْ يَقُلْ هِشَامٌ فِيْ رِوَايَةٍ يَرْوِيْهَا عَنْ أَبِيْهِ سَمِعْتُ أَوْ أَخْبَرَنِيْ أَنْ يَّكُوْنَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَبِيْهِ فِيْ تِلْكَ الرِّوَايَةِ إِنْسَانٌ اٰخَرُ اَخْبَرَهُ بِهَا عَنْ اَبِيْهِ وَلَمْ يَسْمَعْهَا هُوَ مِنْ أَبِيْهِ لِمَا أَحَبَّ أَنْ يَرْوِيَهَا مُرْسَلاً وَلَا يُسْنِدَهَا اِلٰى مَنْ سَمِعَهَا مِنْهُ، وَكَمَا يُمْكِنُ ذٰلِكَ فِيْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ فَهُوَ اَيْضًا مُمْكِنٌ فِيْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رض وَكَذٰلِكَ كُلُّ إِسْنَادٍ لِحَدِيْثٍ لَيْسَ فِيْهِ ذِكْرُ سَمَاعِ بَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ وَإِنْ كَانَ قَدْ عُرِفَ فِيْ الْجُمْلَةِ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ قَدْ سَمِعَ مِنْ صَاحِبِهٖ سَمَاعًا كَثِيْرًا فَجَائِزٌ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ أَنْ يَّنْزِلَ فِيْ بَعْضِ الرِّوَايَةِ فَيَسْمَعَ مِنْ غَيْرِهٖ عَنْهُ بَعْضَ أَحَادِيْثِهٖ ثُمَّ يُرْسِلَهُ عَنْهُ أَحْيَانًا وَلَايُسَمِّيْ مَنْ سَمِعَ مِنْهُ وَيَنْشَطُ أَحْيَانًا فَيُسَمِّيَ الرَّجُلَ الَّذِيْ حَمَلَ عَنْهُ الْحَدِيْثَ وَيَتْرُكَ الإِرْسَالَ، وَمَا قُلْنَا مِنْ هٰذَا مَوْجُوْدٌ فِيْ الْحَدِيْثِ مُسْتَفِيْضٌ مِّنْ فِعْلِ ثِقَاتِ الْمُحَدِّثِيْنَ وَأَئِمَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَسَنَذْكُرُ مِنْ رِوَايَاتِهِمْ عَلٰى الْجِهَةِ الَّتِيْ ذَكَرْنَا عَدَدًا يُسْتَدَلُّ بِهَا عَلٰى أَكْثَرِ مِنْهَا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى.

অনুবাদ ঃ তাকে বলা হবে, কোন হাদীসের মুরসাল হওয়ার সম্ভাবনাই যদি সে

হাদীসটিকে যঈফ বলার বা সেটিকে দলীল হিসেবে গ্রহণ না করার কারণ হয়, তাহলে আপনার মত অনুযায়ী ‘মু‘আন‘আন’ হাদীসের সনদে উল্লিখিত প্রথম রাবী থেকে শেষ রাবী পর্যন্ত প্রত্যেকে তার ঊর্ধ্বতন রাবীর কাছে সরাসরি শুনেছেন বলে প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত কোন ‘মু‘আন‘আন’ সনদ প্রামাণ্য বলে গ্রহণ করতে পারেন না।

আর এ বিষয়টি এ কারণে আবশ্যক যে, হিশাম ইবন উরওয়া-তার পিতা (উরওয়া)-হযরত আয়েশা (রা.)-এর সনদে যে হাদীসটি আমাদের কাছে পৌছেছে, এটি সম্পর্কে সুনিশ্চিতরূপে জানি যে, হিশাম স্বীয় পিতা উরওয়া থেকে শুনেছেন এবং এটাও আমরা জানি যে, তার পিতা উরওয়া হযরত আয়েশা (রা.) থেকে শুনেছেন। যেরূপভাবে আমরা সুনিশ্চিতরূপে জানি যে, হযরত আয়েশা (রা.) হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনেছেন।

এবং হতে পারে, যখন হিশাম স্বীয় পিতা থেকে বর্ণিত রেওয়ায়াতে سمعت অথবা اخبرنى না বলেন, তখন এ রেওয়ায়াতে হিশাম এবং তার পিতার মাঝে কোন মাধ্যম রয়ে গেছে, যিনি উরওয়া থেকে শুনে হিশামকে সংবাদ দিয়েছেন, স্বয়ং হিশাম স্বীয় পিতা থেকে এ হাদীসটি শুনেনি। (এ সম্ভাবনা রয়েছে তখন) যখন হিশাম এ রেওয়ায়াতটিকে মুরসাল তথা মুনকাতি‘রূপে বর্ণনা করতে পছন্দ করেছেন এবং যার থেকে তিনি সে রেওয়ায়াত শুনেছেন তার দিকে সেটি সম্বন্ধযুক্ত করতে চাননি। (এ অর্থ তখন হবে যখন لَمَّا তাশদীদ সহকারে পড়া হবে, আর مرسَلاً (সীনের উপর যবর সহকারে) হয়। আর যদি لِمَا এবং مُرْسِلاً সীনের নীচে যের সহকারে হয়, তখন তরজমা হবে- ‘এ কারণে যে, হিশাম পছন্দ করেছেন, তিনি এ বিষয়টি মুনকাতি‘রূপে বর্ণনা করবেন, যার থেকে হাদীস শুনেছেন তার দিকে এটি সম্বন্ধযুক্ত করবেন না।) এবং যেরূপভাবে এ বিষয়টি

তারকীব ঃ ——ان كانت العلة জুমলায়ে শরতিয়্যাহ। لزمك জাযা। كانت-العله -এর ইসম। ——ان كان الارسال খবর। لزمك -এর ফায়েল হল ان لاتثبت الخ। -باسناد এবং علينا খবর। ان الحديث اى بان الحديث—— মুবতাদা। قوله ذلك -এর সাথে মুতা‘আল্লিক। ان الحديث-نعلم -এর খবর। نعلم-بيقين -এর সাথে الوارد মুতা‘আল্লিক। ان هشامًا الخ মা‘তূফ জুমলাসহ (وان اباه الخ) এবং জুমলায়ে মুশাব্বাহা (كما نعلم الخ) نعلم -এর মাফঊলে বিহী। ——قوله قد يجوز الخ-ان يكون بينه الخ মুফরাদের তা‘বীলে يجوز -এর ফায়েল। اذا لم يكن মাফঊলে ফীহি। يكون- بينه -এর খবরে মুকাদ্দাম। ——يكون-فى تلك -এর সাথে মুতা‘আল্লিক। انسان ইসমে মু‘আখ্খার। انسانٌ-اخر -এর প্রথম সিফাত। اخبره দ্বিতীয় সিফাত। ——لم اخبره-يسمعها এর উপর মা‘তূফ। قد يجوز-لما احب -এর মাফঊলে লাহু। لَمَّا হল হরফে শর্ত। احب শর্ত اسقط المروى عنه উহ্য জাযা। (لِمَا ও হতে পারে) ان احب -يرويها -এর মাফঊলে বিহী। ——يروى-مرسلاً -এর যমীরে ফায়েল অথবা মাফঊল থেকে হাল। لايسندها-يرويها -এর উপর মা‘তূফ।

হিশাম ও উরওয়ার মাঝে সম্ভব, এরূপভাবে হযরত উরওয়া ও হযরত আ. শা (রা.) -এর মাঝেও সম্ভব। এরূপভাবে এ সম্ভাবনা হাদীসের প্রতিটি সনদে হতে পারে, যাতে রাবীদের একজনের অপরজন থেকে শ্রুতির কথা উল্লেখ না থাকবে। যদিও ইজমালীভাবে এটা জানা থাকুক যে, তাদের প্রত্যেকে স্বীয় উস্তাদ থেকে অনেক কিছু শুনেছেন, তা সত্ত্বেও তাদের মধ্য হতে প্রত্যেকের জন্য কোন কোন রেওয়ায়াতে নিম্নে অবতরণ অবলম্বন করা সম্ভব, ফেলে স্বীয় উস্তাদের কোন হাদীস মাধ্যম সহকারে শুনবেন, অতঃপর কখনও এ রেওয়ায়াতটিকে উস্তাদ থেকে ইরসাল তথা বিচ্ছেদ সহকারে উল্লেখ করবেন এবং যে মাধ্যমে সে রেওয়ায়াত শুনেছেন তার নাম উল্লেখ করবেন না, আর কখনও স্বতঃস্ফূর্ততার সময় যে রাবী থেকে হাদীস শুনেছেন, তার নাম উল্লেখ করবেন, ইরসাল করবেন না।

আমরা যে বক্তব্য উপরে রাখলাম, নির্ভরযোগ্য মুহাদ্দিস এবং আয়িম্মায়ে হাদীসের আমল থেকে হাদীসের মধ্যে প্রচুর পরিমাণ এগুলো বিদ্যমান ও প্রসিদ্ধ। তাদের কয়েকটি রেওয়ায়াত ধরণের বর্ণনা করেছি যে, এরূপ কিছু রেওয়ায়াত আমরা এখনই উল্লেখ করব, যেগুলো দ্বারা ইনশাআল্লাহ আরো অনেক রেওয়ায়াতের উপর প্রমাণ পেশ করা যাবে।

ব্যাখ্যা ঃ কখনও এরূপ হয়ে থাকে যে, কোন বড় মুহাদ্দিসের কোন শিষ্যের কোন হাদীস উস্তাদের কাছ থেকে শোনার সুযোগ হয়নি। তিনি তার উস্তাদ ভাই থেকে হাদীস শুনে থাকেন। যেমন, কখনও এরূপও হয়ে থাকে যে, শিষ্য কোন হাদীস উস্তাদ থেকেও শুনেন এবং উস্তাদ ভাই থেকেও শুনেন। অতএব, যদি রাবী সে হাদীস প্রত্যক্ষভাবে উস্তাদ থেকে বর্ণনা করেন, তবে পরিভাষায় তাকে বলবে আলী বা উঁচু পর্যায়ের। প্রথম সূরতে তা হয় মুরসাল, তথা মুনকাতি'। আর দ্বিতীয় সূরতে মুত্তাসিল। আর যদি শিষ্য থেকে হাদীস বর্ণনা করেন, তবে সেটাকে বলবে নাযিল বা নিম্নপর্যায়ের। প্রথম সূরতে মুত্তাসিল, আর দ্বিতীয় সূরতে বলা হবে মাযীদ ফী মুত্তাসিলিল আসানীদ। হাদীসের রাবীদের অবস্থা বিচিত্র ধরনের হয়ে থাকে। কখনও রাবী সনদকে আলী করার জন্য উস্তাদ থেকে বর্ণনা করেন। আবার কখনও নুযূল অবলম্বন করে উস্তাদ ভাই থেকে হাদীস বর্ণনা করেন।

ইমাম মুসলিম (র.) প্রথম সূরতের কথা আলোচনা করেছেন যে, যদি কোন হাদীস শিষ্য উস্তাদ থেকে না শুনেন বরং উস্তাদ ভাই থেকে শুনেন তাহলে রেওয়ায়াতের সময় উস্তাদের সনদে রেওয়ায়াত করলে এ হাদীসটি মুনকাতি'। কারণ এ সুনির্দিষ্ট রেওয়ায়াতটি তিনি উস্তাদ থেকে শুনেননি। যদিও উস্তাদ থেকে শ্রবণ ও সাক্ষাৎ রয়েছে। অতএব, প্রমাণিত হল যে, প্রচুর সাক্ষাৎ ও শ্রবণ সত্ত্বেও

সুনির্দিষ্ট কোন রেওয়ায়াতে ইনকিতা‘ বা বিচ্ছিন্নতার সম্ভাবনা বাকী থেকে যায়। অতএব, উপরোক্ত বাদীর উচিত কোন ‘মু‘আন‘আন’ হাদীস গ্রহণ না করা। এ সংক্রান্ত আলোচনা পরবর্তীতে আসছে।

প্রতিশ্রুত উদাহরণসমূহ

পূর্বে ইমাম মুসলিম (র.) ওয়াদা করেছিলেন, কিছু উদাহরণ পেশ করবেন। নিম্নে সে প্রতিশ্রুত উদাহরণগুলো পেশ করা হয়েছে-

(১) হিশাম ইবন উরওয়া-তার পিতা-হযরত আয়েশা (রা.) সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন। হিশাম তার পিতা থেকে হাদীস শ্রবণ করেছেন ও তার সাক্ষাৎ হয়েছে এটা প্রমাণিত; কিন্তু হযরত আয়েশা (রা.) -এর হাদীস- كنتُ اطَيِّبُ الخ ... থেকে দু‘ভাবে বর্ণিত আছে-

এক. আইয়ূব সাখতিয়ানী, আব্দুল্লাহ ইবন মুবারক, ইমাম ওয়াকী‘, ইবন নুমাইর প্রমুখ হিশাম ও উরওয়ার মাঝে কোন সূত্র উল্লেখ করেন না।

দুই. লাইছ ইবন সা‘দ, দাউদ আত্তার, হুমাইদ ইবনুল আসওয়াদ, উহাইব ইবন খালিদ এবং আবূ উসামা হিশামের ভাই উসমানের সূত্র বাড়িয়ে উল্লেখ করেন। এটা এর স্পষ্ট প্রমাণ যে, আইয়ূব প্রমুখের হাদীসে ইরসাল তথা, ইনকিতা‘ বা বিচ্ছিন্নতা রয়েছে।

(২) এরূপভাবে كان النبى صلى الله على وسلم اذا اعتكف الخ হিশাম- তার পিতা-হযরত আয়েশা (রা.) সূত্রে বর্ণনা করেন। অথচ এ হাদীসটি ইমাম মালিক ও যুহরী (র.)-উরওয়া-আমরা বিনত আব্দুর রহমান ইবন আস‘আদ ইবন যুরারাহ-আয়েশা (রা.) সূত্রে বর্ণনা করেন। এটা এর প্রমাণ যে, হিশামের সনদে ইরসাল রয়েছে।

(৩) হযরত আয়েশা (রা.) -এর হাদীস كان النبى صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم- ইমাম যুহরী ও সালিহ ইবন হাসসান-আবূ সালামা-হযরত আয়েশা (রা.) সূত্রে বর্ণনা করেন। অথচ এ হাদীসের সনদেই ইয়াহইয়া ইবন আবূ কাসীর, আবূ সালামা ও হযরত আয়েশা (রা.) -এর মাঝে দু‘টি সূত্র বাড়িয়েছেন-উমর ইবন আব্দুল আযীয ও উরওয়া (র.) -এর। অতএব, বোঝা গেল, ইমাম যুহরী প্রমুখের সনদে ইরসাল রয়েছে।

(৪) হযরত ইবন উয়াইনা-আমর ইবন দীনার-হযরত জাবির (রা.) সূত্রে একটি হাদীস বর্ণিত আছে- اطعمنا رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم الخ অথচ হাম্মাদ ইবন যায়দ এ রেওয়ায়াতটি আমর ইবন দীনার থেকে বর্ণনার সময় ইমাম

বাকির আবূ জা'ফর মুহাম্মদ ইবন আলী -এর সূত্র বাড়িয়েছেন। এটা সুস্পষ্ট প্রমাণ যে, ইবন উয়াইনার সনদে ইরসাল রয়েছে।

স্মার্তব্য যে, এ ধরনের অগণিত রেওয়ায়াত আছে। উদাহরণের জন্য এ চারটিই যথেষ্ট। নিম্নে ইবারত দেখুন-

فَمِنْ ذٰلِكَ:

(١) أَنَّ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيَّ وَابْنَ الْمُبَارَكِ وَوَكِيْعًا وَابْنُ نُمَيْرٍ وَجَمَاعَةً غَيْرَهُمْ رَوَوْا عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحِلِّهٖ وَلِحُرْمِهٖ بِأَطْيَبِ مَا أَجِدُ فَرَوٰى هٰذِهِ الرِّوَايَةَ بِعَيْنِهَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ وَدَاوُدُ الْعَطَّارُ وَحُمَيْدُ بْنُ الْأَسْوَدِ وَوُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ وَأَبُوْ أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ قَالَ أَخْبَرَنِيْ عُثْمَانُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رض عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-

(٢) وَرَوٰى هِشَامٌ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رض قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اعْتَكَفَ يُدْنِيْ إِلَيَّ رَأْسَهٗ فَأُرَجِّلُهٗ وَأَنَا حَائِضٌ فَرَوَاهَا بِعَيْنِهَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ رض عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-

(٣) وَرَوٰى الزُّهْرِيُّ وَصَالِحُ بْنُ اَبِيْ حَسَّانَ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ رض قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ فَقَالَ يَحْيٰى بْنُ اَبِيْ كَثِيْرٍ فِيْ هٰذَا الْخَبَرِ فِي الْقُبْلَةِ أَخْبَرَنِيْ اَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيْزِ أَخْبَرَهٗ أَنَّ عُرْوَةَ أَخْبَرَهٗ أَنَّ عَائِشَةَ رض أَخْبَرَتْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُقَبِّلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ-

(٤) وَ رَوٰى اِبْنُ عُيَيْنَةَ وَغَيْرُهٗ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ جَابِرٍ رض قَالَ

أَطْعَمَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لُحُوْمَ الْخَيْلِ وَنَهَانَا عَنْ لُحُوْمِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ۔ فَرَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرٍو عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ جَابِرٍؓ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ۔

وَهٰذَا النَّحْوُ فِيْ الرِّوَايَاتِ كَثِيْرٌ يَكْثُرُ تَعْدَادُهُ وَفِيْمَا ذَكَرْنَا مِنْهَا كِفَايَةٌ لِذَوِيْ الْفَهْمِ.

অনুবাদ ঃ এ পর্যায়ে কিছু সংখ্যক রেওয়ায়াত নিম্নরূপ-

(১) যেমন, আইয়ূব সাখতিয়ানী, ইবন মুবারক, ওয়াকী‘, ইবন নুমাইর এবং আরো বহু বারী হিশাম ইবন উরওয়া থেকে, তিনি তাঁর পিতা থেকে, তিনি আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন, হযরত আয়েশা (রা.) বলেছেন, ‘আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর ইহরাম বাঁধার সময় ও ইহরাম থেকে হালাল হওয়ার সময় সর্বোৎকৃষ্ট সুগন্ধি লাগিয়েছি যা আমার কাছে ছিল।’ হুবহু এ হাদীসটি লাইছ ইবন সা’দ, দাঊদ ইবন আসওয়াদ, উহাইব ইবন খালিদ ও আবূ উসামা (র.) হিশাম সূত্রে বর্ণনা করেছেন। হিশাম বলেছেন, আমাকে উসমান ইবন উরওয়া অবহিত করেছেন, তিনি উরওয়া থেকে, তিনি আয়েশা (রা.) থেকে এবং তিনি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। (এ সনদে উসমানের সংযুক্তি এর প্রমাণ যে, প্রথম সনদে ইনকিতা’ বা বিচ্ছিন্নতা রয়েছে।)

(২) হিশাম তাঁর পিতা সূত্রে আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন। আয়েশা (রা.) বলেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ই‘তিকাফে থাকা কালীন আমার দিকে তাঁর মাথা ঝুঁকিয়ে দিতেন, আমি তাঁর মাথার কেশ বিন্যাস করতাম। অথচ আমি ছিলাম ঋতুবতী। অপরদিকে হুবহু এ হাদীসটিই মালিক ইবন আনাস সূত্রে যুহরী থেকে, তিনি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন।

(৩) যুহরী ও সালিহ ইবন আবূ হাস্‌সান (র.) আবূ সালামা থেকে, তিনি আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোযা অবস্থায় চুমু খেতেন।

ইয়াহইয়া ইবন আবূ কাসীর ‘চুমু খাওয়া সম্পর্কিত’ এ হাদীসটি এভাবে বর্ণনা করেছেন, আবূ সালামা আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন, উমর ইবন আব্দুল আযীয (র.) তাঁকে সংবাদ দিয়েছেন, উরওয়া তাঁকে সংবাদ দিয়েছেন, আয়েশা (রা.)

তাঁকে অবহিত করেছেন যে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোযা অবস্থায় তাঁকে চুমু দিতেন।

(৪) ইবন উয়াইনা ও অন্যান্য রাবী আমর ইবন দীনার থেকে, তিনি জাবির (রা.) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে ঘোড়ার গোশত খাওয়ার অনুমতি দিয়েছেন, আর গৃহপালিত গাধার গোশত খেতে নিষেধ করেছেন। এ হাদীসটি হাম্মাদ ইবন যায়দ আমর থেকে, তিনি মুহাম্মদ ইবন আলী থেকে, তিনি জাবির (রা.) থেকে, তিনি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। এ জাতীয় সনদে বর্ণিত বহু হাদীস রয়েছে। সেগুলোর সংখ্যা প্রচুর। আমরা যে ক'টি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেছি, চিন্তাশীল- বিবেকবান লোকদের জন্য এগুলোই যথেষ্ট।

সাবেক বিষয়ের দিকে প্রত্যাবর্তন

উপরোক্ত উদাহরণগুলো থেকে অনুমান করা যায় যে, সাক্ষাৎ ও শ্রবণের পরেও ইরসালের সম্ভাবনা থেকে যায়। কারণ, হাদীস বর্ণনাকারীরা কখনো নিয়মতান্ত্রিকভাবে হাদীস বর্ণনার মজলিস অনুষ্ঠান করেন এবং স্বতঃস্ফূর্ত অবস্থায় থাকেন। তখন হুবহু সনদ বর্ণনা করেন। সনদ আলী (উঁচু) হলে আলী, আর নাযিল (নীচু) হলে তাই বর্ণনা করেন। আবার কখনও কথপোকথনের সময় হাদীস শুনান। অথবা মাসআলা হিসাবে হাদীস বর্ণনা করেন। তখন হয়তো পুরো সনদ বাদ দিয়ে দেন, অথবা শুধু সাহাবীর নাম উল্লেখ করে হাদীস বর্ণনা করেন, কিংবা সনদের কেন্দ্রবিন্দু থেকে হাদীসের সনদ শুরু করেন, বাকী সনদ ছেড়ে দেন।

যেহেতু পরিস্থিতি এরূপই হয়ে থাকে, সেহেতু যেসব সনদে عن عنَ থাকে সেসব সনদে সাক্ষাৎ ও শ্রবণ প্রমাণিত হওয়া সত্ত্বেও এ সম্ভাবনা থেকে যায় যে, সম্ভবতঃ বর্ণনাকারী এ হাদীসটি উস্তাদ থেকে সরাসরি শুনেননি এবং রেওয়ায়াতের সময় সে সূত্র বাদ দিয়ে দিয়েছেন। এ জন্য এ বাদী যিনি হাদীস সহীহ হওয়ার জন্য সাক্ষাৎ ও শ্রবণ প্রমাণিত হওয়ার শর্তারোপ করেন- তার জন্য আবশ্যক হল, কোন 'মু'আনআন' হাদীস গ্রহণ না করা। বরং সবগুলোকেই মুনকাতি' এবং দুর্বল সাব্যস্ত করা। অথচ তিনিও সর্বত্র শ্রবণের শর্ত আরোপ করেন না। বরং মোটামুটিভাবে এ শর্তের প্রবক্তা। অতএব, যেন তিনি কোন কোন স্থানে ইনকিতা'য়ের সম্ভাবনা সত্ত্বেও হাদীসকে সহীহ এবং সনদকে মুত্তাসিল মেনে নিয়েছেন। অতএব, এ বিষয়টি সর্বত্র মেনে নিতে অসুবিধা কি?

فَاذَا كَانَتِ الْعِلَّةُ عِنْدَ مَنْ وَّصَفْنَا قَوْلَهُ مِنْ قَبْلُ فِىْ فَسَادِ الْحَدِيْثِ

وَ تَوْهِيْنِهٖ إِذَا لَمْ يُعْلَمْ أَنَّ الرَّاوِىَ قَدْ سَمِعَ مِمَّنْ رَوٰى عَنْهُ شَيْئًا اِمْكَانَ الْإِرْسَالِ فِيْهِ لَزِمَهٗ تَرْكُ الِاحْتِجَاجِ فِىْ قِيَادِ قَوْلِهٖ بِرِوَايَةِ مَّنْ يُّعْلَمُ أَنَّهٗ قَدْ سَمِعَ مِمَّنْ رَوٰى عَنْهُ إِلَّا فِىْ نَفْسِ الْخَبَرِ الَّذِىْ فِيْهِ ذِكْرُ السَّمَاعِ لِمَا بَيَّنَّا مِنْ قَبْلُ عَنِ الْأَئِمَّةِ الَّذِيْنَ نَقَلُوْا الْاَخْبَارَ أَنَّهٗ كَانَتْ لَهُمْ تَارَاتٌ يُرْسِلُوْنَ فِيْهَا الْحَدِيْثَ اِرْسَالًا وَلَايَذْكُرُوْنَ مَنْ سَمِعُوْهُ مِنْهُ وَتَارَاتٌ يَّنْشَطُوْنَ فِيْهَا فَيُسْنِدُوْنَ الْخَبَرَ عَلٰى هَيْئَةِ مَا سَمِعُوْا فَيُخْبِرُوْنَ بِالنُّزُوْلِ فِيْهِ إِنْ نَزَلُوْا وَ بِالصُّعُوْدِ فِيْهِ إِنْ صَعِدُوْا كَمَا شَرَحْنَا ذٰلِكَ عَنْهُمْ.

তাহকীক ঃ وَهَّنَ تَوْهِيْنًا- দুর্বল করা। قِيَادٌ এর আসল অর্থ হল, সে রশি যদ্বারা জানোয়ার টেনে নেয়া হয়। এখানে অর্থ হল, আবেদন। تَارَةٌ -تَارَات এর বহুবচন। অর্থ কখনো, একবার। نَشَطَ (س) نَشَاطًا হাসিখুশি থাকা, স্বতঃস্ফূর্ততা।

অনুবাদ ঃ ঊর্ধ্বতন রাবীর নিকট থেকে সরাসরি 'শ্রুত' না হওয়ার কারণে এতে 'ইর্সাল' তথা ইনকিতা'য়ের সম্ভাবনা থাকে। হাদীসকে দুর্বল সাব্যস্ত করার কারণ- যখন একথা জানা যাবে না যে, অধস্তন রাবী ঊর্ধ্বতন বর্ণনাকারী থেকে কিছু শুনেছেন- হাদীসে ইরসাল বা ইনকিতা'য়ের সম্ভাবনা, কাজেই এ ব্যক্তির পেশকৃত এ যুক্তি যদি সঙ্গত বলে মেনে নিতে হয়, তবে যে হাদীসটিতে ঊর্ধ্বতন রাবী থেকে 'শ্রুতির' কথা জানা গেছে, সেটিকে ও অপ্রামাণ্য মানা আবশ্যক হবে। ব্যতিক্রম শুধু সেসব রেওয়ায়াত যেগুলোতে সুস্পষ্ট ভাষায় শ্রুতির উল্লেখ রয়েছে। কেননা, এ ক্ষেত্রেও অনুরূপ 'ইরসাল' হওয়ার সম্ভাবনা বিদ্যমান। কেননা, আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি যে, হাদীসের রাবীদের বিভিন্ন অবস্থা হতে পারে। কখনো তাঁরা স্বেচ্ছায় হাদীসকে মুরসাল হিসাবে বর্ণনা করেন এবং যাঁর কাছ থেকে হাদীস শুনেছেন তার নাম উল্লেখ করেন না। আবার কখনো তাদের পূর্ণ সনদ উল্লেখ করেন। ফলে তারা যদি নুযূল বা ইরসাল করতে চান, তখন তাই করেন। আবার যদি সুউদ বা মারফূ' করার ইচ্ছা করেন তখন তাই করেন।

আকাবির মুহাদ্দিসীন অপ্রয়োজনে শ্রবণের তাহকীক করতেন না

বড় বড় মুহাদ্দিসীন যেমন, আইয়ূব সাখতিয়ানী, আব্দুল্লাহ ইবন আওন, মালিক, শু'বা, ইয়াহইয়া ইবন সাঈদ আল-কাত্তান, আব্দুর রহমান ইবন মাহদী,

অনুরূপভাবে তৎপরবর্তী মুহাদ্দিসীন যারা হাদীস দ্বারা মাসায়িল প্রমাণ করেন এবং সনদের শুদ্ধতা ও দুর্বলতা সম্পর্কে গবেষণা করেন। তারা নিষ্প্রয়োজনে রাবীদের এরূপ সাক্ষাৎ ও শ্রবণ সম্পর্কে যাচাই করতেন না। কারণ, রাবী যেহেতু নির্ভরযোগ্য, তাদের হাদীসের উপর নির্ভর করা হয়েছে, সেহেতু এ কুধারণার কি প্রয়োজন যে, রাবী পূর্ববর্তী বর্ণনাকারী থেকে হয়তো হাদীস শুনেননি; বরং তাদের রেওয়ায়াতই সাক্ষাৎ ও শ্রবণের প্রমাণ।

وَمَا عَلِمْنَا اَحَدًا مِنْ أَئِمَّةِ السَّلَفِ مِمَّنْ يَّسْتَعْمِلُ الأَخْبَارَ وَ يَتَفَقَّدُ صِحَّةَ الْاَسَانِيْدِ وَسَقَمَهَا مِثْلَ اَيُّوْبَ السَّخْتِيَانِيِّ وَابْنِ عَوْنٍ وَمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ وَشُعْبَةَ بْنِ الْحَجَّاجِ وَيَحْىٰ بْنِ سَعِيْدٍ الْقَطَّانِ وَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ مَهْدِيٍّ وَمَنْ بَّعْدَهُمْ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيْثِ فَتَّشُوْا عَنْ مَوْضِعِ السَّمَاعِ فِيْ الأَسَانِيْدِ كَمَا ادَّعَاهُ الَّذِيْ وَصَفْنَا قَوْلَهٗ مِنْ قَبْلُ.

তাহকীক ঃ اسْتَعْمَلَ استِعْمَالاً- ব্যবহার করা। তথা মাসায়িলের উপর হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশ করা। تَفَقَّدَ تفقدًا- তালাশ করা। فَتَّشَ الشئَ- অন্বেষণ করা।

অনুবাদ ঃ আমরা আয়িম্মায়ে মুতাকাদ্দিমীন থেকে এরূপ কাউকে পাইনি যারা হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশ করেন এবং সনদের বিশুদ্ধতা ও দুর্বলতা যাচাই করেন, যেমন, হাদীস বিশারদ আইয়ূব সাখতিয়ানী, ইবন আউন, মালিক ইবন আনাস, শু'বা ইবন হাজ্জাজ, ইয়াহইয়া ইবন সাঈদ আল্ কাত্তান, আব্দুর রহমান ইবন মাহদী এবং পরবর্তী মুহাদ্দিসীন যে, তাঁরা কেউ সনদে রাবীদের পরস্পরে 'শ্রবণস্থল' তালাশ করেছেন। (কোথায় শ্রবণ হয়েছে, কোথায় হয়নি- এটি তালাশ করেননি।) যেমন, আমাদের পূর্বোক্ত প্রবক্তা দাবী করেন।

শুধু মুদাল্লিসের শ্রবণ সম্পর্কেই অনুসন্ধান হত

আকাবির মুহাদ্দিসীন রাবী কর্তৃক পূর্ববর্তী বর্ণনাকারী থেকে শুনেছেন কিনা এ বিষয়টির তাহকীক বা যাচাই হত শুধু তখন, যখন রাবী তাদলীসে প্রসিদ্ধ হতেন। তাদলীস মানে দোষ গোপন করা। পরিভাষায় তাদলীসের অর্থ হল, হাদীস রেওয়ায়াত করার সময় যে রাবীর কাছ থেকে হাদীস শুনেছেন তার নাম উল্লেখ না করে উপরের কোন রাবীর নাম উল্লেখ করা, আর এরূপ শব্দ অবলম্বন করা যাতে শ্রবণের সম্ভাবনা থাকে। যেমন, عن فلان অথবা قال فلان।

তারকীব ঃ ——احدًا- علمنا এর প্রথম মাফউল। من ائمة প্রথম সিফাত। من من يستعمل দ্বিতীয় সিফাত। ——فتشوا الخ-علمنا এর দ্বিতীয় মাফউল।

মুদাল্লিসের প্রতিটি হাদীসে শ্রবণ সংক্রান্ত যাচাই প্রয়োজন। যাতে তাদলীসের ত্রুটি না থাকে। কিন্তু যেসব রাবী তাদলীস করেন না, অথবা এ বিষয়ে প্রসিদ্ধ নন, তাদের শ্রবণ সম্পর্কে যাচাই করা কারো মাযহাব নয়। উল্লিখিত এবং অনুল্লেখিত সমস্ত মুহাদ্দিসীনেরই এ মত।

وَإِنَّمَا كان تَفَقُّدُ مَنْ تَفَقَّدَ مِنْهُمْ سَمَاعَ رُوَاةِ الْحَدِيْثِ مِمَّنْ رُوِىَ عَنْهُمْ إِذَا كَانَ الرَّاوِىْ مِمَّنْ عُرِفَ بِالتَّدْلِيْسِ فِىْ الْحَدِيْثِ وَشُهِرَ بِهٖ فَحِيْنَئِذٍ يَبْحَثُوْنَ عَنْ سَمَاعِهٖ فِىْ رِوَايَتِهٖ وَ يَتَفَقَّدُوْنَ ذٰلِكَ مِنْهُ كَىْ تَنْزَاحَ عَنْهُمْ عِلَّةُ التَّدْلِيْسِ فَمَنِ ابْتَغٰى ذٰلِكَ مِنْ غَيْرِ مُدَلِّسٍ عَلٰى الْوَجْهِ الَّذِىْ زَعَمَ مَنْ حَكَيْنَا قَوْلَهٗ فَمَا سَمِعْنَا ذٰلِكَ عَنْ أَحَدٍ مِّمَّنْ سَمَّيْنَا وَلَمْ نُسَمِّ مِنَ الأَئِمَّةِ.

তাহকীক ঃ انزاحَ- مادہ: ز و ح، ز ی ح। দূরীভূত হওয়া, চলে যাওয়া।

অনুবাদ ঃ যে সমস্ত আয়িম্মায়ে হাদীস ঊর্ধ্বতন রাবীদের থেকে হাদীসের রাবীদের শ্রুতি তালাশ করেছেন, সেটা তখনই করেছেন, যখন বর্ণনাকারী হাদীস বর্ণনায় তাদলীসের সাথে প্রসিদ্ধ হন এবং তাদলীসের ক্ষেত্রে তার প্রসিদ্ধি থাকে, তখন হাদীসের ইমামগণ তার রেওয়ায়াতের শ্রুতি সম্পর্কে যাচাই করতেন এবং রাবী সম্পর্কে এ ব্যাপারে অনুসন্ধান করতেন। যাতে এ থেকে তাদলীসের ত্রুটি দূরীভূত হয়; কিন্তু যিনি গরমুদাল্লিস রাবী থেকে এ বিষয়টি কামনা করেন- যেমন এ দাবীদার বলেন, যার কথা আমরা বর্ণনা করেছি, তো এ বিষয়টি আমরা আয়িম্মায়ে হাদীসের কারো নিকট থেকে শুনিনি। না তাঁদের থেকে যাঁদের আমরা নাম উল্লেখ করেছি, না তাঁদের থেকে যাঁদের নাম আমরা উল্লেখ করিনি।

সাক্ষাৎ ও শ্রবণের জ্ঞান ব্যতীত বিশুদ্ধ হাদীসের ১৬টি উদাহরণ

হাদীসের ইমামগণ নিষ্প্রয়োজনে নির্ভরযোগ্য রাবীদের শ্রবণ ও সাক্ষাৎ সম্পর্কে যাচাই করতেন না। শুধু সমকালীনতা ও সাক্ষাতের সম্ভাবনাকে যথেষ্ট মনে করতেন। হাদীস ভাণ্ডারে এর অগণিত উদাহরণ আছে, যেগুলোতে একজনের সাথে অপরজনের সাক্ষাৎ ও শ্রবণ অজানা। তা সত্ত্বেও মুহাদ্দিসীন তাদের হাদীসগুলোকে সহীহ সাব্যস্ত করেন। এর ১৬টি উদাহরণ ইমাম মুসলিম (র.) নিম্নে পেশ করেছেন-

(১) আব্দুল্লাহ ইবন ইয়াযীদ আনসারী একজন ছোট সাহাবী। তিনি হযরত

হুযায়ফা (রা.) (ওফাত ঃ ৩৬ হিজরী) -এর একটি হাদীস বর্ণনা করেন। তাদের পরস্পরে সাক্ষাৎ ও শ্রবণ প্রমাণিত নয়। আমরা এ সম্পর্কে কোন রেওয়ায়াতেও এর উল্লেখ পাইনি। এ রেওয়ায়াতটি সহীহ মুসলিমে কিতাবুল ফিতানে (১৮/১৬) উল্লেখ করা হয়েছে।

(২) হযরত আব্দুল্লাহ ইবন ইয়াযীদ আনসারী আবূ মাসঊদ আনসারী (রা.) (ওফাত ঃ প্রায় ৪০ হিজরীতে) থেকেও একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তাদের সাক্ষাৎ ও শ্রবণ আমরা জানি না। হাদীসটি সহীহ বুখারীর কিতাবুন্ নাফাকাতে (১/১৩, ২/৮০৫) এবং মুসলিম, তিরমিযী ও নাসাঈতে আছে।

(৩) আবূ উসমান নাহদী (ওফাত ঃ ৯৫ হিজরী। ১৩০ বছর বয়সে এই মুখাযরাম তাবিঈ ইন্তিকাল করেছেন। বদরী সাহাবী থেকে নিয়ে আরো নীচের অনেক সাহাবী থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।) হযরত উবাই ইবন কা'ব (রা.) থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাদের সাক্ষাৎ ও শ্রবণ অজানা। এটি মুসলিমের কিতাবুস্ সালাতে (৫/১৬৭) এবং আবূ দাঊদ ও ইবন মাজায় রয়েছে।

(৪) আবূ রাফি' নুফাই' আস্ সায়িগুল মাদানী। (মুখাযরাম তাবিঈ। বদরী সাহাবী থেকে নিয়ে আরো নীচের পর্যায়ের সাহাবী থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি হযরত উবাই ইবন কা'ব (রা.) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাদের সাক্ষাৎ ও শ্রবণ অজানা। এটি আবূ দাঊদ কিতাবুস্ সওমে (১/৩৩৪) এবং নাসাঈ ও ইবন মাজাহতে আছে।

(৫) আবূ আমর সা'দ ইবন আয়াস শাইবানী, কূফী (ওফাত ঃ ৯৫ হিজরী। ১২০ বছর বয়সে এ মুখাযরাম তাবিঈর ইন্তিকাল হয়েছে।) হযরত আবূ মাসঊদ আনসারী (রা.) (ওফাত ঃ ৪০ হিজরীর কাছাকাছি সময়ে।) থেকে দু'টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তাঁদের সাক্ষাৎ ও শ্রবণ অজ্ঞাত। এ দু'টি হাদীস ১. মুসলিমে কিতাবুল ইমারতে (১/১৩৭), আবূ দাঊদে কিতাবুল আদবে (২/৬৯৯) এবং তিরমিযীতে বর্ণিত আছে। ২. দ্বিতীয়টি মুসলিমে (২/১৩৭) এবং নাসাঈতে বর্ণিত আছে।

(৬) আব্দুল্লাহ ইবন সাখবারা আবূ মা'মার আযদী, কূফী। হযরত আবূ মাসঊদ আনসারী (রা.) থেকে দু'টি হাদীস বর্ণনা করেন। তাঁদের সাক্ষাৎ ও শ্রবণও অজানা। এ দু'টি হাদীস বর্ণিত হয়েছে ক. সহীহ মুসলিম (১/১৮১), আবূ দাঊদ, নাসাঈ ও ইবন মাজায়, খ. আবূ দাঊদ (১/১২৪), তিরমিযী, নাসাঈ ও ইবন মাজাহতে।

(৭) উবাইদ ইবন উমাইর ইবন কাতাদা লাইছী, আবূ আসিম মক্কী (প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জামানায় জন্মগ্রহণ করেছেন। কিন্তু হযরত

ইবন উমর (রা.) -এর পূর্বেই ইন্তিকাল করেছেন।) হযরত উম্মে সালামা (রা.) থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। হাদীসটি মুসলিম শরীফের কিতাবুল জানায়িযে আছে।

(৮) কায়স ইবন আবূ হাযিম বাজালী, আহমাসী (মুখাযরাম তাবিঈ এবং সমস্ত আরাশারায়ে মুবাশ্শারা থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। ৯০ হিজরীর কাছাকাছি সময়ে তিনি ইন্তিকাল করেছেন। শতাধিক বছর বয়স পেয়ে ইন্তিকাল করেছেন।) হযরত আবূ মাসঊদ আনসারী (রা.) থেকে তিনটি হাদীস বর্ণনা করেন, তাঁদের সাক্ষাৎ ও শ্রবণও অজ্ঞাত। তিনটি হাদীস যথাক্রমে- ১. বুখারী (১/১৪৬), মুসলিম, নাসাঈ ও ইবন মাজাহ শরীফে বর্ণিত আছে। খ. বুখারী (১/১৯), মুসলিম, নাসাঈ, ইবন মাজাহতে। গ. বুখারী (১/৪৬৬) ও মুসলিমে বর্ণিত আছে।

(৯) আবূ ঈসা আব্দুর রহমান ইবন আবূ লায়লা আনসারী মাদানী অতঃপর কূফী। (ওফাত ঃ ৮৬ হিজরী। হযরত উমর (রা.) থেকে হাদীস শুনেছেন। হযরত আলী (রা.) -এর সাহচর্য পেয়েছেন।) হযরত আনাস ইবন মালিক (রা.) থেকে (ওফাত ঃ ৯৩ হিজরী) একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন; কিন্তু তাঁদের সাক্ষাৎ ও শ্রবণও অজানা। রেওয়ায়াতটি মুসলিম শরীফে (২/১৭৯) আছে।

(১০) আবূ মারইয়াম রিবঈ ইবন হিরাশ আবাসী, কূফী, মুখাযরাম তাবিঈ। (ওফাত ঃ ১০০ হিজরী।) হযরত আলী (রা.) -এর বিশিষ্ট শিষ্য। হযরত ইমরান ইবন হুসাইন (রা.) (ওফাত ঃ ৫৩ হিজরী) থেকে দু'টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। অথচ তাঁদের সাক্ষাৎ ও শ্রবণ অজ্ঞাত। ক. হাদীসটি সুনানে কুবরা -নাসাঈ বাবুল মানাকিবে বর্ণিত আছে। খ. ইমাম নাসাঈ (র.) -এর সুনানে কুবরা ও আমালুল ইয়াওমি ওয়াল লাইলাতে বর্ণিত আছে। (তুহফাতুল আশরাফ-মিয্যী ঃ ৮/১৭৯)

(১১) রিবঈ ইবন হিরাশ হযরত আবূ বকরা নুফাই' ইবনুল হারিছ সাকাফী (ওফাত ঃ ৫২ হিজরী) থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাঁদেরও সাক্ষাৎ ও শ্রবণ প্রমাণিত নয়। এই রেওয়ায়াতটিও বুখারী (২/১০৪৯), এবং মুসলিম (২/৩৮৯), নাসাঈ ও ইবন মাজাহতে বর্ণিত আছে।

(১২) নাফি' ইবন জুবাইর ইবন মুতইম, নাওফালী, মাদানী (ওফাত ঃ ৯৯ হিজরী)। হযরত আবূ শুরাইহ খুযাঈ, কা'বী (রা.) (ওফাত ঃ ৬৯ হিজরী) থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন; কিন্তু তাঁদের সাক্ষাৎ ও শ্রবণ অজ্ঞাত। হাদীসটি সহীহ মুসলিমে (১/৫০) বর্ণিত আছে।

(১৩) আবূ সালামা নু'মান ইবন আবূ আইয়াশ যুরাকী, আনসারী, তাবিঈ, মাদানী হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) (ওফাত ঃ ৭৪ হিজরী) থেকে তিনটি হাদীস বর্ণনা করেছেন; কিন্তু তাঁদেরও সাক্ষাৎ ও শ্রবণ প্রমাণিত নয়। ক. বুখারী

(১/৩৯৮) মুসলিম, নাসাঈ, ইবন মাজাহ, খ. বুখারী (২/৯৭০) ও মুসলিমে, (অবশ্য বুখারীতে শ্রবণের সুস্পষ্ট বিবরণ আছে) গ. সহীহ মুসলিমে (১/১০৬) আছে।

(১৪) আতা ইবন ইয়াযীদ লাইছী, মাদানী অতঃপর শামী। (ওফাত ঃ ১০৫, ৮০ বছর বয়সে।) হযরত তামীম ইবন আউস দারী (রা.) ওফাত ঃ ৪০ হিজরী থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাঁদের শ্রবণ ও সাক্ষাৎও অজানা। হাদীসটি মুসলিম (১/৫৪) এবং আবূ দাঊদ ও নাসাঈতে আছে।

(১৫) আবূ আইয়ূব সুলাইমান ইবন ইয়াসার, হিলালী, মাদানী (সপ্ত ফকীহের একজন। ওফাত ঃ প্রায় ১০০ হিজরীতে) হযরত রাফি' ইবন খাদীজ (রা.) (ওফাত ঃ ৭৩ হিজরী) থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করেন। তাঁদেরও সাক্ষাৎ, শ্রবণ অজানা। এটি সহীহ মুসলিম (২/১৩), আবূ দাঊদ, নাসাঈ ও ইবন মাজাহতে আছে।

(১৬) হুমাইদ ইবন আব্দুর রহমান হিমইয়ারী, বসরী, তাবিঈ। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে তিনি একাধিক হাদীস বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তাদের সাক্ষাৎ, শ্রবণ প্রমাণিত নয়। মুসলিম (১/৩৬৮), আবূ দাঊদ, নাসাঈ ও ইবন মাজাহতে তাঁর হাদীস দ্রষ্টব্য।

فَمِنْ ذٰلِكَ:

(١و ٢) أَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ يَزِيْدَ الأَنْصَارِيَّ وَقَدْ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ رَوٰى عَنْ حُذَيْفَةَ رض وَعَنْ أَبِيْ مَسْعُوْدٍ الأَنْصَارِيِّ رض (و) عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا حَدِيْثًا يُسْنِدُهٗ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْسَ فِيْ رِوَايَتِهٖ عَنْهُمَا ذِكْرُ السَّمَاعِ مِنْهُمَا وَلَاحَفِظْنَا فِيْ شَيْءٍ مِّنَ الرِّوَايَاتِ أَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ يَزِيْدَ شَافَهَ حُذَيْفَةَ رض وَأَبَا مَسْعُوْدٍ رض بِحَدِيْثٍ قَطُّ وَلَاوَجَدْنَا ذِكْرَ رُؤْيَتِهٖ إِيَّاهُمَا فِيْ رِوَايَةٍ بِعَيْنِهَا وَلَمْ نَسْمَعْ عَنْ أَحَدٍ مِّنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِمَّنْ مَضٰى وَلَا مِمَّنْ أَدْرَكْنَا أَنَّهٗ طَعَنَ فِيْ هٰذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ الَّذَيْنِ رَوَاهُمَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يَزِيْدَ عَنْ حُذَيْفَةَ رض وَأَبِيْ مَسْعُوْدٍ رض بِضُعْفٍ فِيْهِمَا بَلْ هُمَا وَمَا أَشْبَهَهُمَا عِنْدَ مَنْ لَاقَيْنَا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيْثِ

مِنْ صِحَاحِ الأَسَانِيْدِ وَقَوِيِّهَا يَرَوْنَ اِسْتِعْمَالَ مَا نُقِلَ بِهَا وَالِاحْتِجَاجَ بِمَا أَتَتْ مِنْ سُنَنٍ وَآثَارٍ وَهِيَ فِيْ زَعْمِ مَنْ حَكَيْنَا قَوْلَهُ مِنْ قَبْلُ وَاهِيَةٌ مُهْمَلَةٌ حَتَّى يُصِيْبَ سَمَاعَ الرَّاوِيْ عَمَّنْ رَوَى۔

وَلَوْ ذَهَبْنَا نُعَدِّدُ الأَخْبَارَ الصِّحَاحَ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِمَّنْ يَهِنُ بِزَعْمِ هٰذَا الْقَائِلِ وَنُحْصِيْهَا لَعَجَزْنَا عَنْ تَقَصِّيْ ذِكْرِهَا وَإِحْصَائِهَا كُلِّهَا وَلٰكِنَّا أَحْبَبْنَا أَنْ نَنْصِبَ مِنْهَا عَدَدًا يَكُوْنُ سِمَةً لِمَا سَكَتْنَا عَنْهُ مِنْهَا.

তাহকীক ঃ وَهَنَ يَهِنُ وَهنًا- দুর্বল হওয়া। تقصيهم- ماده: ق ص و। দূরবর্তী লোকদের মধ্য থেকে একজন একজন করে ডেকে আনা। نصب (ن، ض) نصبًا الشئ -দাড় করানো, উঁচু করা, গেড়ে দেয়া। وَسَمَ يَسِمُ سمَةً- দাগ লাগান। السِّمةُ- চিহ্ন, দাগের চিহ্ন। বহুবচন-سِمَاتٌ।

অনুবাদ ঃ যেমন, (১,২) সেসব রেওয়ায়াতের মধ্যে রয়েছে- আব্দুল্লাহ ইবন ইয়াযীদ আল আনসারী (রা.) নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছেন। তা সত্ত্বেও তিনি (তাঁর সমসাময়িক-সমবয়সী) সাহাবী হুযায়ফা ইবন ইয়ামান (রা.) এবং আবূ মাসউদ (উক্‌বা ইবন আমির) আল্‌-আনসারী (রা.) এদুজন থেকে একটি করে হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং এর সনদ নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে সংযোজন করেছেন। অথচ তাঁর রেওয়ায়াতে কোথাও এ দু'জন সাহাবী থেকে সরাসরি শোনার কথা উল্লেখ নেই। তাছাড়া আব্দুল্লাহ ইবন ইয়াযীদ (রা.) কখনো হুযায়ফা (রা.) এবং আবূ মাসউদ (রা.) -এর সঙ্গে মুখোমুখি আলাপ করেছেন এবং তাদের কাছে হাদীস শুনেছেন বলেও উল্লেখ নেই। এমনকি তিনি তাদের দু'জনকে চাক্ষুষ দেখেছেন বলেও সুনির্দিষ্ট বর্ণনা আমরা পাইনি।

হাদীস বিশারদদের মধ্যে যাঁরা অতীত হয়েছেন এবং যাঁদের আমরা পেয়েছি তাদের কেউই আব্দুল্লাহ ইবন ইয়াযীদ (রা.) সূত্রে বর্ণিত হুযায়ফা (রা.) ও আবূ মাসউদ (রা.) -এর বর্ণিত হাদীস দু'টিকে দুর্বল বলে দোষারোপ করেননি; বরং হাদীস বিশারদদের মধ্যে যাঁদের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে তাঁদের সকলের মতে এ হাদীস দু'টি এবং এর অনুরূপ বর্ণনাগুলো সহীহ এবং সবল হাদীসের অন্তর্ভুক্ত। তারা এসব সনদে বর্ণিত হাদীস প্রয়োগ করা এবং এগুলোকে দলীল হিসাবে গ্রহণ করা জায়িয বলেছেন। কিন্তু আমাদের পূর্বোক্ত আলোচিত ব্যক্তির

মতানুযায়ী এগুলো দুর্বল ও অকেজো, যতক্ষণ পর্যন্ত 'সাক্ষাত' এবং শ্রবণ প্রমাণিত না হবে।

মুহাদ্দিসীনে কিরামের নিকট যে সমস্ত হাদীস সহীহ ও নির্দোষ হিসাবে স্বীকৃত কিন্তু আমাদের আলোচিত ব্যক্তির নিকট সেসব যঈফ (দুর্বল) হিসাবে চিহ্নিত, যদি আমরা সেসবের পরিপূর্ণ সংখ্যা হিসাব করার চেষ্টা করি, তাহলে নিশ্চয়ই আমরা অক্ষম হয়ে পড়ব এবং সবগুলোর আলোচনা ও গণনা করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে না। তবে নমুনা স্বরূপ এর কিছু আমরা এখানে উল্লেখ করতে চাই, যেগুলো আমাদের অনুল্লেখিত হাদীসগুলোর জন্য নিদর্শন হবে।

(٣ و ٤) **وَهٰذَا** اَبُوْ عُثْمَانَ النَّهْدِيُّ و أَبُوْ رَافِعٍ الصَّائِغُ وَهُمَا مِمَّنْ أَدْرَكَ الْجَاهِلِيَّةَ وَ صَحِبَا أَصْحَابَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْبَدْرِيِّيْنَ هَلُمَّ جَرًّا وَنَقَلاَ عَنْهُمُ الأَخْبَارَ حَتّٰى نَزَلاَ إِلٰى مِثْلِ أَبِىْ هُرَيْرَةَ وَابْنِ عُمَرَ رض وَذَوِيْهِمَا قَدْ أَسْنَدَ كُلٌّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ رض عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيْثًا وَلَمْ نَسْمَعُ فِىْ رِوَايَةٍ بِعَيْنِهَا أَنَّهُمَا عَايَنَا أُبَيًّا اَوْ سَمِعَا مِنْهُ شَيْئًا.

অনুবাদ ঃ (৩-৪) আবূ উসমান নাহদী (আব্দুর রহমান ইবন মাল্লা, ১৩০ বছর বয়সে ইনতিকাল করেছেন।) এবং আবূ রাফি' সাইগ (নুফাই' মাদানী) তাঁরা উভয়ে জাহিলী যুগ পেয়েছেন (কিন্তু মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাক্ষাৎ লাভে সক্ষম হননি।) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বদরী (বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী) সাহাবীদের সাহচর্য লাভ করেছেন এবং তাঁদের থেকে হাদীসও বর্ণনা করেছেন। এমনকি আবূ হুরায়রা (রা.), ইবন উমর (রা.) এবং তাঁদের মত আরো অনেকের থেকে নীচে নেমে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাঁরা উভয়েই উবাই ইবন কা'ব (রা.) -এর সূত্রে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে একটি করে হাদীস বর্ণনা করেছেন। এতদ্‌সত্ত্বেও কোন নির্দিষ্ট বর্ণনার মাধ্যমে আমরা শুনিনি যে, তাঁরা উভয়ে উবাই ইবন কা'ব (রা.) -কে দেখেছেন অথবা তাঁর নিকট থেকে কিছু শুনেছেন।

(٥ و ٦) **وَاَسْنَدَ** اَبُوْ عَمْرٍو الشَّيْبَانِيُّ وَهُوَ مِمَّنْ أَدْرَكَ الْجَاهِلِيَّةَ وَكَانَ فِىْ زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلاً وَاَبُوْ مَعْمَرٍ عَبْدُ اللّٰهِ

بْنُ سَخْبَرَةَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا عَنْ أَبِى مَسْعُوْدٍ الأَنْصَارِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَبَرَيْنِ۔

(٧) وَأَسْنَدَ عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيْثًا وَ عُبَيْدٌ وُلِدَ فِى زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ۔

(٨) وأَسْنَدَ قَيْسُ بْنُ أَبِى حَازِمٍ وَقَدْ أَدْرَكَ زَمَنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اَبِى مَسْعُوْدٍ الأَنْصَارِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاَثَةَ اَخْبَارٍ۔

(٩) وَأَسْنَدَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ أَبِى لَيْلٰى۔ وَقَدْ حَفِظَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَ صَحِبَ عَلِيًّا عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيْثًا۔

অনুবাদ ঃ (৫-৬) আবূ আমর শায়বানী (সা'দ ইবন আয়াস) জাহিলী যুগও পেয়েছেন, আর নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময় তিনি ছিলেন একজন প্রাপ্তবয়স্ক। তিনি এবং আবূ মা'মার আব্দুল্লাহ ইবন সাখবারা উভয়ে আবূ মাসঊদ আনসারী (রা.) সূত্রে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে দুটি হাদীস বর্ণনা করেছেন।

(৭) আর উবায়দ ইবন উমাইর (র.) নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পত্নী উম্মে সালামা (রা.) সূত্রে তাঁর একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। উবাইদ নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে জন্মগ্রহণ করেন।

(৮) কায়স ইবন আবূ হাযিম (র.) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগ পেয়েছেন, আবূ মাসঊদ আনসারী (রা.) সূত্রে তাঁর তিনটি হাদীস বর্ণনা করেছেন।

(৯) আব্দুর রহমান ইবন আবূ লায়লা (র.) উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) থেকে হাদীস লাভ করেছেন এবং আলী (রা.) -এর সাহচর্য পেয়েছেন। তিনি আনাস ইবন মালিক (রা.) সূত্রে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন।

(١٠) **وَأَسْنَدَ** رِبْعِيُّ بْنُ حِرَاشٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رض عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيْثَيْنِ۔

(١١) وَعَنْ أَبِى بَكْرَةَ رض عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيْثًا۔ وَ قَدْ سَمِعَ رِبْعِيٌّ مِّنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِى طَالِبٍ رض و رَوٰى عَنْهُ۔

(١٢) وَأَسْنَدَ نَافِعُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ أَبِى شُرَيْحِ الْخُزَاعِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ۔

(١٣) وَأَسْنَدَ النُّعْمَانُ بْنُ أَبِى عَيَّاشٍ عَنْ أَبِى سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رض ثَلَاثَةَ أَحَادِيْثَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ۔

(١٤) وَأَسْنَدَ عَطَاءُ بْنُ يَزِيْدَ اللَّيْثِيُّ عَنْ تَمِيْمٍ الدَّارِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيْثًا۔

(١٥) وأَسْنَدَ سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ رض عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيْثًا۔

(١٦) وأَسْنَدَ حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحِمْيَرِيُّ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَادِيْثَ.

অনুবাদ ঃ (১০) রিবঈ ইবন হিরাশ (র.) ইমরান ইবন হুসাইন (রা.) সূত্রে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে দু'টি হাদীস বর্ণনা করেছেন।

(১১) আবূ বকরা সূত্রে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। অথচ রিবঈ (র.) আলী ইবন আবূ তালিব (রা.) থেকে হাদীস শুনেছেন এবং বর্ণনা করেছেন।

(১২) নাফি' ইবন জুবাইর ইবন মুতইম, আবূ শুরাইহ্ (খুয়াইলিদ ইবন আমর) আল্-খুযাঈ (রা.) সূত্রে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন।

(১৩) নু'মান ইবন আবূ আইয়াশ (র.) আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) সূত্রে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তিনটি হাদীস বর্ণনা করেছেন।

(১৪) আতা ইবন ইয়াযীদ লাইসী তামীমুদ্দারী সূত্রে তাঁর একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন।

(১৫) সুলাইমান ইবন ইয়াসার, রাফি‘ ইবন খাদীজ (রা.) সূত্রে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন।

(১৬) হুমাইদ ইবন আব্দুর রহমান হিমইয়ারী, আবূ হুরায়রা (রা.) সূত্রে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনেকগুলো হাদীস বর্ণনা করেছেন।

উদাহরণসমূহের উপর পর্যালোচনা

যেসব তাবিঈ ও সাহাবীর রেওয়ায়াত উপরে উল্লেখ করা হয়েছে, তাঁদের মধ্য থেকে কোন তাবিঈ কর্তৃক সাহাবীর সাথে সাক্ষাৎ ও শ্রবণ বর্ণিত হয়নি। তা সত্ত্বেও মুহাদ্দিসীনে কিরাম এসব সনদকে সহীহ মনে করেন। কেউ এসব হাদীসকে দুর্বল সাব্যস্ত করেন না। তাদের সাক্ষাৎ ও শ্রবণ সম্পর্কে তালাশও করতে যান না। কারণ, তারা ছিলেন সমকালীন, তাঁদের সাক্ষাৎ ও শ্রবণ সম্ভব। শুধু এ সম্ভাবনাই সনদ মুত্তাসিল হওয়ার জন্য যথেষ্ট।

فَكُلُّ هٰؤُلَاءِ التَّابِعِيْنَ الَّذِيْنَ نَصَبْنَا رِوَايَتَهُمْ عَنِ الصَّحَابَةِ الَّذِيْنَ سَمَّيْنَاهُمْ لَمْ يُحْفَظْ عَنْهُمْ سَمَاعٌ عَلِمْنَاهُ مِنْهُمْ فِيْ رِوَايَةٍ بِعَيْنِهَا وَلَا أَنَّهُمْ لَقُوْهُمْ فِيْ نَفْسِ خَبَرٍ بِعَيْنِهٖ وَ هِيَ اَسَانِيْدُ عِنْدَ ذَوِيْ الْمَعْرِفَةِ بِالْأَخْبَارِ وَالرِّوَايَاتِ مِنْ صِحَاحِ الْأَسَانِيْدِ لَانَعْلَمُهُمْ وَهَّنُوْا مِنْهَا شَيْئًا قَطُّ وَلَا الْتَمَسُوْا فِيْهَا سَمَاعَ بَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ إِذِ السَّمَاعُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ مُمْكِنٌ مِّنْ صَاحِبِهٖ غَيْرُ مُسْتَنْكَرٍ لِكَوْنِهِمْ جَمِيْعًا كَانُوْا فِيْ الْعَصْرِ الَّذِيْ اتَّفَقُوْا فِيْهِ.

অনুবাদ ঃ আমাদের বর্ণিত সাহাবীদের থেকে হাদীস বর্ণনা কারী এসব তাবিঈ সাহাবীদের থেকে সরাসরি হাদীস শুনেছেন বলে কোন নির্দিষ্ট বর্ণনার মাধ্যমে জানা যায়নি। এবং তাদের পরস্পরের মধ্যে সরাসরি সাক্ষাৎ হয়েছে বলেও কোন

তারকীব ঃ كل هؤلاء الخ মুবতাদা। لم يحفظ الخ খবর। الذين نصبنا الخ التابعين- -এর সিফাত। الذين سميناهم -এর সিফাত। علمناه الخ- سماع -এর সিফাত। في رواية الخ জরফে মুসতাকির হয়ে হাল (علم -এর যমীরে মাফঊল থেকে)। بعينها জরফে মুসতাকির হয়ে رواية -এর সিফাত। ولانهم الخ -এর لا নফী তাকীদের জন্য। اى لم يحفظ لقاء هم فى نفس الخ

প্রমাণ পাওয়া যায়নি। তা সত্ত্বেও এসব হাদীসের সনদ হাদীস বিশারদদের নিকট সহীহ। তাঁদের কেউ এর কোন একটি সনদকে যঈফ (দুর্বল) বলেছেন বা অথবা বর্ণনাকারী সরাসরি পূর্বের রাবী থেকে শুনেছেন কিনা তা অনুসন্ধান করেছেন বলে আমাদের জানা নেই। কেননা, তাঁরা راوى و مروى عنه (রাবী ও যার থেকে বর্ণিত) একই যুগের লোক হওয়ার কারণে তাঁদের পরস্পরের মধ্যে সাক্ষাতের সম্ভাবনা ছিল, আর তা অপ্রসিদ্ধও নয়।

পরিশিষ্ট

বিরোধী পক্ষের উক্তিটি তোয়াক্কার যোগ্য নয়। এর আলোচনা করে প্রসিদ্ধ করারও দরকার ছিল না। কারণ, এটি মনগড়া উক্তি, ভ্রান্ত মত। পূর্ববর্তী ও পরবর্তী মুহাদ্দিসীনে কিরাম এর প্রবক্তা নন; বরং এটাকে অপরিচিত উক্তি মনে করেন। এর চেয়ে বেশী এ উক্তিটির রদের প্রয়োজন নেই। আল্লাহ তা'আলার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করছি, তিনি যেন উলামায়ে কিরামের মাযহাব পরিপন্থী ভ্রান্ত উক্তির মূলোৎপাটন করে দেন। ভরসা একমাত্র আল্লাহর উপরই। প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর। সালাত ও সালাম মুহাম্মাদ (সা.) ও তাঁর আল ও আসহাবের প্রতি।

وَكَانَ هٰذَا الْقَوْلُ الَّذِىْ أَحْدَثَهُ الْقَائِلُ الَّذِىْ حَكَيْنَاهُ فِىْ تَوْهِيْنِ الْحَدِيْثِ بِالْعِلَّةِ الَّتِىْ وَصَفَ أَقَلَّ مِنْ أَنْ يُعَرَّجَ عَلَيْهِ وَيُثَارَ ذِكْرُهُ إِذْ كَانَ قَوْلاً مُحْدَثًا وَكَلاَمًا خَلْفًا لَمْ يَقُلْهُ أَحَدٌ مِّنْ أَهْلِ الْعِلْمِ سَلَفَ وَيَسْتَنْكِرُهُ مَنْ بَعْدَهُمْ خَلَفَهُ فَلاَ حَاجَةَ بِنَافِىْ رَدِّهِ بِأَكْثَرَ مِمَّا شَرَحْنَا اِذْ كَانَ قَدْرُ الْمَقَالَةِ وَقَائِلِهَا الْقَدْرَ الَّذِىْ وَصَفْنَا، وَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ عَلٰى مَا

তারকীব ঃ — كان ফে'লে নাকেসের ইসম হল هذا القول الخ। اقل الخ খবর। الذى احدثه- هذا القول -এর সিফাত। الذى حكيناه الخ দ্বিতীয় সিফাত। —— في توهين الخ- احدثه -এর সাথে মুতা'আল্লিক। بالعلة الخ- توهين এর সাথে মুতা'আল্লিক। —— يثار- يُعَرَّجَ এর উপর মা'তূফ।

—— قوله فلا حاجة- حاجة ইসমে লা। بنا- حاجة -এর সাথে মুতা'আল্লিক। في ردد ও এর সাথে মুতা'আল্লিক। باكثر খবর। —— مما شرحنا- اكثر -এর সাথে মুতা'আল্লিক। قوله اذ كان الخ - قدر ইসম। —— قائليها - المقالة -এর উপর আতফ। القدر الذى الخ খবর। —— الذى وصفنا - القدر -এর সিফাত। —— قوله الله المستعان الخ- على دفع - المستعان -এর সাথে মুতা'আল্লিক। —— قوله عليه- عليه খবরে মুকাদ্দাম। التكلان মুবতাদা মু'আখখার।

دَفْعِ مَا خَالَفَ مَذْهَبَ الْعُلَمَاءِ وَعَلَيْهِ التُّكْلَانُ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَحْدَهٗ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلَّمَ.

তাহকীক ঃ عَرَّجَ- অবস্থান করা, এক দিক থেকে অপর দিকে ঝুঁকে পড়া। বলা হয়, فلانٌ لايُعَرَّجُ على قوله- অমুকের কথার উপর নির্ভর করা যায় না। ثَارَ (ن) ثَوْرًا- উত্তেজিত হওয়া, জোশে আসা, বুলন্দ হওয়া। خَلْفًا- মাসদার, তথা ক্রিয়ামূল। প্রত্যাখ্যানযোগ্য উক্তি। আরবের বাগধারায় আছে- سكتَ الفًا ونَطَقَ خُلْفًا তথা হাজারো কথা না বলে নীরব থেকেছে; কিন্তু বলেছে একটি বাজে কথা। استَنْكَرَ الأمرَ- অনবহিত হওয়া, না চেনা।

অনুবাদ ঃ কিন্তু আমাদের আলোচিত ব্যক্তি হাদীসকে দুর্বল ও হেয় করার জন্য যে কারণ দাঁড় করে যে উক্তি করেছেন, তা বিবেচনারও যোগ্য নয়। কেননা, এটি একটি নতুন মতবাদ এবং বাতিল কথা। পূর্ববর্তী সলফে সালেহীনের কেউই এমন কথা বলেননি। পরবর্তীকালের মুহাদ্দিসগণও এ উক্তিটিকে অপরিচিত মনে করেছেন। সুতরাং আমরা যতটুকু বিশদ বিবরণ দিলাম তার চাইতে বেশী রদ করার প্রয়োজন নেই। কারণ, এ উক্তি ও এর প্রবক্তার মর্যাদা এতটুকুই যতটুকু আমরা বর্ণনা করেছি। উলামায়ে কিরামের মাযহাব পরিপন্থী এ উক্তিটি প্রতিহত করার জন্য আল্লাহ তা'আলার নিকটই সাহায্য প্রার্থনা করা হচ্ছে। তাঁরই উপর ভরসা। সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সায়্যিদ হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তাঁর বংশধর ও সাহাবায়ে কিরামের প্রতি শান্তি বর্ষণ করুন।

سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله على خاتم الانبياء والمرسلين و على اله واصحابه ومن تبعهم الى يوم الدين-

সমাপ্ত